THE GRIEVANCES

OF

THE BRITISH INDIANS

IN

SOUTH AFRICA.

AN APPEAL

TO

THE INDIAN PUBLIC.

SECOND EDITION—4,000 COPIES.

Madras:

PRINTED AT THE PRICE CURRENT PRE'S,

167, POPHAM'S BROADWAY.

1896.

গান্ধী রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

(১৮৯৬—১৮৯৭)
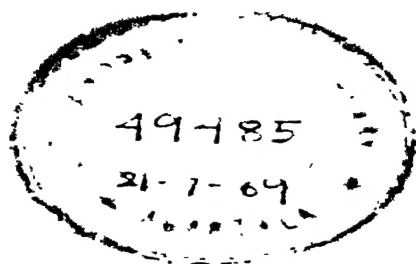
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৯ (১৬ই মাঘ, ১৩৬৬)

পাঁচ টাকা

সম্পাদক— শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
অনুবাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ কলিকাতা

মুদ্রক—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

মুখবন্ধ

বর্তমান খণ্ড গান্ধীজীর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লইয়া রচিত হইয়াছে। গান্ধীজী ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মধ্যে বিরোধ যে আসন্ন তাহার লক্ষণগুলি ১৮৯৬ সালেই স্পষ্ট দেখা গেল। পাঠকগণের সম্মুখে আজ যে সকল প্রামাণ্য দলিলপত্র উপস্থিত করা হইতেছে তাহা হইতেই উহার আভাস পাওয়া যাইবে। গান্ধীজী সাধারণের হিতার্থে যে অবস্থা গতিকে প্রথম্ নিজের প্রাণ বিপন্ন করেন তাহার সবিশেষ বিবরণও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৮৯৬ সালে গান্ধীজী তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন; তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইতেছে তৎসম্পর্কে ভারতের জনসাধারণ ও শাসনকর্তাদের ওয়াকিবহাল করার ভার তাঁহার উপরে অর্পিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিলেন। এ বিষয়ে তিনি কিছু পুস্তিকাও প্রকাশিত করেন।

এগুলির মধ্যে যেখানি সাধারণতঃ সবুজ পুস্তিকা নামে পরিচিত তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রে ভুল বিবরণ প্রকাশিত হয়। ভারতে অবস্থিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তৎসম্বন্ধে "পাইওনিয়ার" ও "দি টাইম্স্ অফ ইণ্ডিয়া"র মন্তব্যসহ এই পুস্তিকার সংক্ষিপ্তসার তারযোগে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। লণ্ডনের রয়টার অফিস হইতে এই সংক্ষিপ্তসারেরও সংক্ষিপ্তসার তিন লাইনের একটি তারবার্তা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছাইলে সেখানকার ঘটনাস্রোত দ্রুত বহিতে থাকে। ভারতে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভ্রান্তিমূলক সংবাদপাঠে ডারবানের অধিবাসীবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। বৎসরের শেষ দিকে গান্ধীজী যে জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিতেছিলেন, সেই জাহাজখানি যখন বন্দরে প্রবেশ করিবার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছিল, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চরমে উঠিয়াছে। ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারির অপরাহ্নে যখন তিনি ডারবানে জাহাজ হইতে নামিলেন, তখন বন্দরে ইতিমধ্যেই সমবেত জনতার একাংশ তাঁহার উপর চড়াও হইয়া তাঁহার দেহের মাংস ছিঁড়িয়া লইবার উপক্রম করে। একমাত্র পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার স্ত্রীর সাহস ও কৌশলে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা হয়।

'সবুজ পুস্তিকা' লইয়া এই খণ্ডের আরম্ভ। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী

ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের হুবহু বর্ণনা আছে—ইহাতে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "বিদ্বেষভাবে আইনে দানা বাঁধিয়াছে" এবং কোনো কোনো স্থানে "ভারতীয়দের মান সম্মান বজায় রাখিয়া চলা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে"। সবুজ পুস্তিকা একখানি প্রামাণ্য দলিলবিশেষ। তখনকার এই অবস্থার মধ্যে যে জাতিবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন নিহিত ছিল তাহা এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। যাহাতে ভারতীয়দের এই সমস্যা নির্ভুল ও সঠিকভাবে লোকচক্ষে তুলিয়া ধরা যায় তাহার জন্য গান্ধীজী যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। নাটালে ভারতীয়দের উপর কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—"প্রত্যেক বিবরণের প্রতি কথাটি যে সত্য তাহা অবিলম্বে প্রমাণিত হইতে পারে এবং তন্মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।" ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঠিক এই সময়টিতে সবুজ পুস্তিকার ব্যাপক ও বহুল প্রচার হওয়ায় তাহার মালমশলা তৎকালীন যে কোনো গণ-আন্দোলনের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মাদ্রাজ সভায় ও অন্যত্র সমবেত জনগণের বিপুল চাহিদা মিটাইতে না পারায় ভারত হইতে বিদায় লইবার পূর্বে গান্ধীজী তাহার দ্রুত পুনর্মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া যান।

সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ যে প্রত্যয়পত্র নামায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত দেশবাসীর পক্ষে কথা বলিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল—এবং যাহা তিনি তাঁহার সবুজ পুস্তিকায় সংযোজিত করিয়াছিলেন—তাহাও এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। উক্ত প্রত্যয়পত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়—ইহা ধর্ম ও বাসস্থান নির্বিশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ।

সবুজ পুস্তিকা প্রকাশের পরই দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ প্রজাদের দুঃখদুর্গতি সম্পর্কিত অভিযোগের নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ তথ্যমূলক "টীকা" বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট যে সকল স্মারকলিপি ও আবেদন পেশ করা হয় তাহা লইয়া প্রকাশ করা হয়। এই টীকায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক রাজ্যে সরকারের শাসনাধীন ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। পাঁচমাস কাল ভারতে অবস্থানের সময় গান্ধীজী যে শিক্ষাপ্রদ প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন তাহার পটভূমি পাঠকগণ এ টীকা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের কি অসহনীয় অবস্থা ছিল। টীকা বর্ণিত এই অবস্থার অবসানকল্পে প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ গান্ধীজী অবিরাম যে কঠোর সংগ্রামের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন—তাহার কার্যক্রমের পরিণতিতে "সত্যাগ্রহ" রূপ পরম অস্ত্র তাঁহার হাতে নির্মিত হইল।

গান্ধীজী স্বয়ং বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইতেন—তাঁহার বক্তৃতা মুদ্রিত হইবার পর তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইত। এই ভাবে তিনি তাঁহার জনমত গঠনের আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। সর্বপ্রথম তিনি বোম্বাই সহরের একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন—বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ফিরোজ শা মেটা। এই উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত করা হইয়াছে। গান্ধীজী তখন মাত্র বিশ বৎসরের যুবক—সেই প্রথম তিনি তাঁহার দেশবাসী ও নেতৃবৃন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিলেন—এই বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে মোটামুটি তাহার বর্ণনা আছে। তাহাদের সম্পর্কে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক-গণ ও স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ কিরূপে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কেমন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিধান সভাগুলি কর্তৃক এশিয়াবিরোধী আইন প্রণয়নের ফলে তাহারা আজ রাজনৈতিক অধোগতি ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও তিনি বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিলেন এবং সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন—আমরা যেন মনে রাখি যে ভারতীয়েরা আজ চতুর্দিক হইতে "বেড়াজালে আবদ্ধ" হইয়া আছে, তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতবাসী, ভারত সরকার তথা মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সহিত কিরূপ অপমানজনক ব্যবহার করা হইতেছে তাহা দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীগণকে অবগত করাইবার জন্য তিনি বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানকার তামিল-ভাষাভাষী অঞ্চল হইতেই সর্বাধিক সংখ্যায় ভারতীয়েরা নাটালে বসবাস করিত। সে কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীর সহিত মাদ্রাজবাসীরা বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পাচাইয়াপ্পার হলঘরে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সর্বস্তরের লোকেরা আগ্রহশীল হইয়া সমবেত হইল। গান্ধীজী মাদ্রাজ পৌঁছিবার কিছু পূর্বে নাটালের এজেন্ট জেনারেল সবুজ পুস্তিকায় গান্ধীজীর বক্তব্য বিষয়ের প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রচার করিলেন। মাদ্রাজের সভার সুযোগ লইয়া উক্ত বিবৃতির প্রতিবাদে সবুজ পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগগুলি যে সত্য তাহা প্রচুর তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। মাদ্রাজের এই বক্তৃতা তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে যুক্তি ও তথ্যের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা জোরালো। উহা আদ্যোপান্ত এই খণ্ডে প্রকাশ করা হইল।

গান্ধীজী যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় সারা ভারত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার খরচপত্রের যে দফাওয়ারী হিসাব রাখিয়াছিলেন—

সেরূপ হিসাব সত্যসত্যই সচরাচর দেখা যায় না—তাহাও পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। ইহা হইতে ভারতের মধ্যে তাঁহার গতিবিধি ও কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ ইহার মধ্যেকার অর্থনৈতিক তথ্যগুলি প্রণিধানযোগ্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্রব্যমূল্য ও মজুরীর হার কিরূপ ছিল ইহা হইতে তাহা বোঝা যায়। সাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার নিখুঁত হিসাব রাখিবার জন্য গান্ধীজীর কি পরিমাণ উৎকণ্ঠা ছিল, ইহাতে তাহার আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই কিন্তু এ হিসাবটি বিশেষ মূল্যবান। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে মাত্র দুইটি পয়সা খরচ করিয়াও তিনি তাহার হিসাব রাখিয়াছেন। সেই অল্প বয়সের চরিত্রের এই লক্ষণে তাঁহার সারা জীবন সাধারণের অর্থ সম্পর্কে সতর্কতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গান্ধীজীর জাহাজ ডারবানে পেঁছাইতেই তাঁহাকে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইল; তাঁহার দেহ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া লইবার জন্য হাঙ্গামা বাধিল, তিনি প্রহৃত হইলেন; কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিবিধানের চেষ্টা করা হইবে না। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্র, নাটাল সরকার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লণ্ডনস্থিত সভা প্রভৃতির সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল। সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইসব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, সাক্ষাৎকার, তারবার্তা প্রভৃতি এই খণ্ডের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পাঠকগণের কাছে প্রকাশ করা হইতেছে। ১৮৯৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে তদানীন্তন উপনিবেশগুলির প্রধান সচিব মিঃ জোসেফ চেম্বারলেনের নিকট যে গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার স্বাক্ষরকারী ছিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার বত্রিশজন নেতৃস্থানীয় ভারতবাসী। যে সকল ঘটনার ফলে নাটালে ভারতীয়বিরোধী কার্যকলাপের উৎপত্তি হয় তাহার সবিশেষ উল্লেখ হইতে আরম্ভ করিয়া ডারবানবাসী ইংরাজদের দ্বারা সংগঠিত জনতা সমাবেশের ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন অবধি সকল বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। "তিনচার জন এক লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া বাহুবেষ্টনী নির্মাণ করিয়া গান্ধীজী ও অন্যান্য ভারতবাসীদের বন্দরে অবতরণকালে অলংঘ্য বাধার সৃষ্টি" করা হইবে—এরূপ প্রস্তাবও কেহ কেহ করিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় গান্ধীজীর উপর আক্রমণ চলিল. 'লাথি, ও চাবুক মারা, পচা মাছ ও অস্ত্রাদি নিক্ষেপ প্রভৃতির ফলে তিনি চোখে আঘাত পাইলেন. কান দুইটি ক্ষতবিক্ষত হইল. তাঁহার টুপি (পাগড়ি) ছিনাইয়া লওয়া হইল." এসকলের বিবরণও স্মারকপত্রে আছে। আরও আছে—উত্তেজিত বিক্ষোভকারীদের মেজাজ, সরকার পক্ষের বড় কর্তাদের মতিগতি, বর্ণ বিদ্বেষ প্রসূত অসহিষ্ণুতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় হইলেও ইংরাজদের মধ্যে অধিকতর দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন

ব্যক্তিদের দৃঢ় মনোভাব সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্র হইতে গৃহীত প্রচুর তথ্য ও অভিমত। যাহাতে নাটালে অবস্থিত ভারতীয়দের সম্পর্কে সরকারী নীতি মূলগতভাবে পুনর্বিবেচিত হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থিত ভারতীয়দের সামাজিক মানমর্যাদা সম্পর্কে নূতন ঘোষণা করা হয়, এবং নাটাল সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী আইনকানুন প্রত্যাহার করা হয় তাহার পক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্মারকলিপিটি শেষ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্যাতন সহ্য করিতে হইলেও তাহাতে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার উপর গান্ধীজীর বিশ্বাস তখনও ব্যাহত হয় নাই। তাই মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সুযোগে তাঁহার প্রতি ভারতবাসী যে রাজভক্তি ও আনুগত্য পোষণ করে তাহা প্রকাশ করিলেন। ভারত সাম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে লিখিত রৌপ্যাধারে খোদিত এবং গান্ধীজী সহ একুশ জনের স্বাক্ষরযুক্ত অভিনন্দনলিপি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ-পত্র হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহার তৎকালীন মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বোঝা যায়।

১৮৯৬-৯৭ সালের ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও আর্তত্রাণ ভাণ্ডার খোলার সংবাদ গান্ধীজীর নিকট পৌঁছাইলে তিনি তাঁহার কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিয়া এই মানবিকতার আহ্বানে সাড়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় অর্থ সংগ্রহের কাজে ডুবিয়া গেলেন। সে সময় তিনি নাটাল ও ট্রান্সভালের ব্রিটিশ অধিবাসী ও ডারবানের পাদ্রীগণের নিকট সাহায্যের জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিকট যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিয়াছিলেন, অন্যান্য প্রামাণ্য দলিলের মতো সেগুলিও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যাহারা সেদিন ডারবান বন্দরে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে সরকার কর্তৃক ভারতীয়-স্বার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা ভারতীয়দের নাটালে প্রবেশ, ব্যবসা ও বসবাস করা সম্পর্কীয় অধিকারের সঙ্কোচবিধান করা হইবে। রোগ-সংক্রমণ-নিরোধ বিল, ব্যবসা লাইসেন্স বিল, অভিবাসন সম্পর্কে বিল— এই তিনটিই হইতেছে সেই প্রতিশ্রুতির ফল। এই নূতন বিধানের বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে ভারতীয়দের প্রত্যেকটি অধিকার বিপন্ন হইল। এই বিলগুলির বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রবল সংগ্রাম করেন। পাঠকগণ এই খণ্ডের শেষের দিকে দেখিতে পাইবেন—নাটাল আইনসভা ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রেরিত বহু আবেদনপত্র এবং দাদাভাই নওরোজী, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি বিলাত ও ভারতের অন্যান্য জন-নেতার নিকট গান্ধীজী কর্তৃক উক্ত আইন সম্পর্কে লিখিত ব্যক্তিগত ও সাধারণ

চিঠিপত্র। এ সকলের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয়দের উপর এই নূতন আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে কি প্রচণ্ডভাবে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নূতন দিল্লীর গান্ধী-স্মারকনিধি, জাতীয় সংরক্ষণাগার, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি লাইব্রেরি; আমেদাবাদের নবজীবন ট্রাস্ট, সবরমতী আশ্রম সংরক্ষণ ও স্মারক সমিতি; লণ্ডনের ঔপনিবেশিক দপ্তরের গ্রন্থালয়, ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থালয়; দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া ও পিটারমারিজবার্গ সংরক্ষণাগার; বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার; শ্রী আর. এফ্. এস. তালোয়ার খাঁ (বোম্বাই); পুণার সার্ভাণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি; এবং দি বেঙ্গলী, দি ইংলিশম্যান, দি স্টেট্সম্যান, বোম্বে গেজেট, টাইম্স্ অফ্ ইণ্ডিয়া, হিন্দু, এবং ইণ্ডিয়া পত্রিকাগুলির নিকট হইতে এই পুস্তকের উপাদান পাওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ গ্রন্থালয়, গুজরাট সমাচার কার্যালয়, বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক লাইব্রেরী, বম্বে ক্রনিকল্ কার্যালয়, মুম্বাই সমাচার ও গুজরাট প্রেস, জাতীয় গ্রন্থালয়, এবং কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয়, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থালয় প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের অনুসন্ধান ও বিষয়বস্তুর উল্লেখের সুবিধা হইয়াছে—এজন্য ইঁহাদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পাঠকগণের প্রতি

এই গ্রন্থের যে সকল উল্লেখ গান্ধী রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের সহিত সংশিলষ্ট, সেগ্নলি ১৯৫১ সালে ১৫ই আগস্টে প্রকাশিত সংস্করণে আছে তাহা ধরিয়া লইতে হইবে। "আত্মজীবনী" সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তাহা আমেদাবাদ নবজীবন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৬) এম. কে. গান্ধী রচিত The Story of My Experiments with Truth বইখানিই ব্নঝাইতেছে।

যে সকল ফটোগ্রাফের প্রতির্প ম্ল নজির হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যার আগে "এস. এন" এই সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্নটি ব্যবহ্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ব্নঝিতে হইবে যে প্রামাণ্য হিসাবে এ গ্নলির ক্রমিক সংখ্যা অন্নসারে প্রামাণ্য দলিলপত্র আমেদাবাদের সবরমতী সংগ্রহালয়ে প্রাপ্তব্য, প্রতির্পগ্নলি ন্তন দিল্লীর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে প্রাপ্তব্য। "জি. এন." এই সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্নইটিও নির্দেশ করিতেছে যে সম্পর্কিত জিনিষগ্নলি জাতীয় সংগ্রহালয় (ন্তন দিল্লী), ও ফটোগ্নলির প্রতি-র্প গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় (ন্তন দিল্লী) এই দ্নইটি স্থানে সংরক্ষিত আছে। "সি ডব্ল্ন" এই সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্নইটির দ্বারা ব্নঝিতে হইবে যে এই প্রামাণ্য দলিলগ্নলি গান্ধী রচনাবলী The collected works of Mahatma Gandhi হইতে গ্হীত হইয়াছে। ন্তন দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালাতেও এইগ্নলির ফটোগ্রাফের প্রতির্প সংরক্ষিত আছে।

ব্যক্তি ও স্থানবিশেষের নাম ও কয়েকটি পারিভাষিক ও সাধারণ কথার বানান গান্ধীজীর দলিলপত্রে যের্প আছে তাহাই রাখা হইয়াছে।

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

১· দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ব্রিটিশপ্রজা ভারতীয়দের অভিযোগ

ভারতের জনসাধারণের প্রতি নিবেদন

১৮৯৬ সালের ৫ই জুন তারিখে পারিবারিক কারণে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তত্রস্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের অভিযোগের বিষয়গুলি পেশ করিবার জন্য গান্ধীজীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের পরে ভারতে অবস্থান কালে প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি "দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ব্রিটিশপ্রজা ভারতীয়দের অভিযোগ" এই নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার মলাটের রঙ্ সবুজ ছিল বলিয়া ইহা পরে "সবুজ পুস্তিকা" নামে পরিচিত হয়। ইহার বহুল প্রচার হওয়ায় গান্ধীজী ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন।

প্রস্তাবনা

মাদ্রাজের পাচাইআপ্পা হলে এই পুস্তিকার জন্য যেরূপ ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায় তাহাতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইল। সে দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিব না।

এই চাহিদায় দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশপ্রজা ভারতীয়দের অভিযোগের বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং সাগরপারে অবস্থিত দেশবাসীর হিতার্থে ভারতীয় জনসাধারণের আগ্রহ।

আশা করা যায় যে এই আগ্রহ অব্যাহত থাকিবে এবং প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণও অবিলম্বে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। মনে হয় প্রচারই অভিযোগ নিরাকরণের প্রধান উপায়, এবং এই পুস্তিকা প্রকাশ সেই উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম পন্থা।

প্রথম সংস্করণের সহিত পরিশিষ্টটি[১] সংযুক্ত করা হইয়াছে, ইহা মাদ্রাজ সভায় পঠিত বক্তৃতার একটি অংশ—কারণ ইহা রয়টারের নিকট নাটালের এজেন্ট জেনারেলের প্রদত্ত বিবৃতির উত্তর।

[১] পুস্তিকায় এমন কোনও পরিশিষ্ট ছিল না। পরবর্তী ৩১-৩৮ পৃষ্ঠার লিখিত বিষয় সম্পর্কেই এই উল্লেখ, উহার অনুচ্ছেদ সুরু হইয়াছে "কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ—আপনাদিগকে বলা হইয়াছে"—এবং শেষ হইয়াছে "পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা......"

৩১ পৃষ্ঠার পাদটীকা এবং মাদ্রাজ বক্তৃতার ৯৮-১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয়দের আসল নামে সম্বোধন করে না, বলে,—'র‍্যামিস্যামি' 'মিঃ স্যামি', 'মিঃ কুলি',—'কালা আদ্‌মি'। এই প্রকার অপমানজনক আখ্যাগুলি এমন সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে সেগুলির মধ্যে অন্ততঃ 'কুলি' শব্দটি আদালতের পবিত্র এলাকাতেও ব্যবহৃত হইতেছে—যেন কুলি শব্দটিই আইনতঃ ও ন্যায়তঃ যে কোনো ভারতীয়ের প্রতি প্রযোজ্য। এখানকার জননেতারাও মনে হয় অকুণ্ঠিত চিত্তে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া যাইতেছেন। 'কুলি কেরাণী'র মতো পীড়াদায়ক শব্দের প্রয়োগ অর্থ যাঁহাদের ভালভাবে জানা উচিত[১] তাঁহাদের মুখ হইতেও প্রায়ই একথাটি শুনিতে পাইয়াছি। ট্রামগাড়ী ভারতীয়দের জন্য নহে। রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে তাহারা পশুর সমান। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা সত্ত্বেও এই উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গদের চক্ষে একজন ভারতীয় এতই হীন যে তাহার সহিত কিছুক্ষণের জন্যও ট্রেনের কামরায় একাসনে বসিয়া যাইতে তাঁহাদের আপত্তি। হোটেলের দরজা তাহাদের পক্ষে বন্ধ[২], ব্যক্তিনির্বিশেষে সাধারণ স্নানাগারও ভারতীয়দের জন্য নহে।.....ভবঘুরে আইন অপ্রয়োজনে অতি মাত্রায় কঠোর এবং ইহাতে সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের প্রায়ই অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হয়।

আমি এই খোলা চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম এই কারণে যে আমার এই বিবৃতি প্রায় দেড় বৎসর কাল দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে; দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত সংবাদপত্রই প্রায় এ সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে কাহারো বিশেষ কোনো প্রতিবাদও শুনা যায় নাই (প্রকৃতপক্ষে একখানি সংবাদপত্র ইহার বক্তব্য বিষয় সমর্থন ও অনুমোদনও করিয়াছে।) আরও এই কারণে যে আমার মত পরিবর্তনের মতো কোনও ঘটনা এ পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নাই। মাননীয় দাদাভাই[৩]-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎকারের উত্তরে মহামান্য চেম্বারলেন আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াও বলিয়াছেন যে অভিযোগগুলি যতটা ভাবাবেগ-প্রণোদিত ততটা বাস্তব ও আসল ঘটনা হইতে উদ্ভূত নহে। তবে যদি তাঁহার নিকট সে সংক্রান্ত সত্যকার উদাহরণ উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 'দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' বরাবর আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন সেজন্য আমরা এই পত্রিকার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। মিঃ চেম্বারলেন আমাদের অভিযোগগুলি ভাবাবেগ-প্রণোদিত বলায় এই সংবাদপত্রখানি তাঁহাকে তিরস্কৃত করিয়াছেন। যাহাহউক আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি যে সত্য তাহা প্রমাণের জন্য এবং ভারতে যাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্যের সমর্থক তাঁহাদের অভিমতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি

[১] মূল চিঠির ইহার পরবর্তী দুইটি বাক্য সবুজ পুস্তিকায় বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১ম খণ্ড : ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২] এখানেও মূলের একটি বাক্য বাদ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠা।

[৩] দাদাভাই নৌরজী

আমার নিজের এবং আর যাঁহারা উৎপীড়িত হইয়াছেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। প্রত্যেক বিবৃতির প্রতি কথা যে সত্য তাহা অবিলম্বে সংশয়াতীতভাবে প্রতিপন্ন করা যায়।

গত বৎসর ডাণ্ডিতে বড়দিনের সময় একদল শ্বেতাঙ্গ কিছুমাত্র উত্তেজনা না থাকিলেও শুধু আমোদ উপভোগের জন্য একটি ভারতীয় দোকানে আগুন ধরাইয়া দেয়। জাহাজের মালিক আবদাল্লা হাজি আদাম সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি আমার সঙ্গে একই ট্রেনে ক্রান্ট্জ্ক্লুফ স্টেশন পর্যন্ত যাইতেছিলেন। ডাকবাহী শকটে নাট্যালে যাইবার জন্য তিনি ঐ স্টেশনে নামিলেন। সেখানে এমনি অবস্থা যে কেহ একখানি রুটি পর্যন্ত তাঁহাকে বিক্রয় করিল না, হোটেল রক্ষক হোটেলে তাঁহাকে একখানি ঘর ভাড়া দিল না। গাড়ীর মধ্যেই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। সে অঞ্চলের দারুণ শীত ঠাট্টার ব্যাপার নহে। আর একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভদ্রলোক, নাম তাঁহার মিঃ হাজি মহম্মদ হাজিদাদা, কিছুদিন পূর্বে প্রিটোরিয়া হইতে চার্লস্টাউনের ট্রেনে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলপূর্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়ার ফলে পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে তিন মাইল পথ যাইতে হইল—অপরাধ, তাঁহার কাছে 'পাস' বা ছাড়পত্র ছিল না—সে 'পাসে'র অর্থ যাহাই হউক না কেন।[১]

মিঃ রুস্তোমজি নামক একজন পার্সি ভদ্রলোকের বদান্যতা ছিল তাঁহার সঙ্গতি অপেক্ষা অনেক বেশি। তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডারবানের টার্কিসবাথে স্নান করিতে গেলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল না—যদিও এই সাধারণ স্নানাগারগুলি সমস্তই ডারবান কর্পোরেশনের এবং অন্যান্য করদাতাদের ন্যায় তিনিও যথারীতি কর দিয়া আসিতেছেন। ডারবানের ফিল্ড স্ট্রীটে গত বৎসর বড়দিনের সময় ভারতীয় দোকানে কয়েকজন যুবক জ্বলন্ত পটকা নিক্ষেপ করিলে দোকানটি কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনমাস পূর্বে সেই একই রাস্তায় কয়েকজন যুবক আর একটি ভারতীয় দোকানে গুলতির একটি দড়িতে ঝুলাইয়া সীসার বুলেট ছোড়ে তাহাতে একজন ক্রেতার চক্ষু প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। এই দুইটি ঘটনাই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোচরে আনা হয় এবং তিনি এ বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবেন বলেন। তাহার পরে এ সম্পর্কে আর কিছু শুনা যায় নাই। অথচ এই পুলিশ কর্মচারীটি অতি অমায়িক ভদ্রলোক—ডারবানের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত। কিন্তু বেচারি এই ভীষণ বিরোধের সম্মুখে কি করিবে? পুলিশ সুপারের অধীন কর্মচারীরা কি কষ্ট করিয়া দুর্বৃত্তদের

১ ১ম খণ্ড : ১৯৮ পৃষ্ঠা

খ‍ুঁজিয়া বাহির করিবে? যখন উৎপীড়িত ভদ্রলোকটি থানায় কনস্টেবলদের সহিত দেখা করিলেন তখন প্রথমে তাহারা হাসিল পরে বলিল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া এস। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে উহারা কর্তব্য করিতে ইচ্ছা করিলে কোনো পরোয়ানার দরকার হয় না। নাটাল হইতে আমি চলিয়া আসিবার ঠিক আগের দিন, একটি ভারতীয় ভদ্রলোকের ছেলে নিখ‍ুঁত পরিচ্ছন্ন বেশে ডারবানের প্রধান রাস্তার ফ‍ুটপাথে বেড়াইতেছিল। কতকগ‍ুলি ইউরোপীয় সহরবাসী অকারণে শ‍ুধ‍ু মজা দেখিবার জন্য তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফ‍ুটপাথ হইতে নামাইয়া দেয়। গত বৎসর নাটালের এক কয়েদীকে এণ্টকোর্ট গ্রামের এক ম্যাজিস্ট্রেট ডক হইতে নামাইয়া তাহার ট‍ুপি জোর করিয়া ছিনাইয়া লয়, বিনা ট‍ুপিতে চলা ভারতীয় রীতিবির‍ুদ্ধ এবং তাহা তাহার ধর্মবোধে আঘাত করে বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তাহাকে খালি মাথায় ফিরাইয়া আনা হইল। এই ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের বির‍ুদ্ধে দেওয়ানী মামলা র‍ুজ‍ু করা হয় কিন্তু জজেরা বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার পদমর্যাদা অন‍ুসারে এই কার্যের জন্য দেওয়ানী আইনের আমলে আসেন না। আইনের আশ্রয় লইতে যাওয়ার সময় আমরা জানিতাম যে জজের রায় এই প্রকারই হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাপারটিকে বেশ নাড়াচাড়া দিয়া দেখা। এককালে এই প্রশ্নটি উপনিবেশে বেশ গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ ছিল।

উচ্চপদে নিয‍ুক্ত ভারতীয় কর্মচারী যখন তাঁহার উপরওয়ালার সংগে সময় সময় কর্মব্যপদেশে পরিভ্রমণে বাহির হন তখন তিনিও হোটেলে স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাকে পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইতে হয়। এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে নাটাল হইতে চলিয়া আসার সময় শ‍ুনিলাম তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিবেন কিনা তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন।

মিঃ ডিসিল্‌ভা নামে একজন ফিরিঙ্গী ফিজিতে দায়িত্বপ‍ূর্ণ পদে কিছ‍ু-কাল নিয‍ুক্ত ছিলেন—ভাগ্যান্বেষণে নাটালে আসিয়া পড়িলেন। তিনি একজন পাশকরা রাসায়নিক, তিনি ডাকযোগে রাসায়নিক পদের জন্য তাঁহার নিয়োগ-পত্র পান। কিন্তু যখন তাঁহার নিয়োগকর্তা দেখিলেন যে, ডিসিল্‌ভার গায়েব রঙ সম্প‍ূর্ণ সাদা নয় তখন তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইল। আমি অন্যান্য ফিরিঙ্গীদের জানি শেতাঙ্গ বলিয়া চালাইয়া দিবার মতো তাহাদের গায়ের রঙ্‌ সাদা হওয়াতে তাহাদের নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় না। নাটালে এই সংস্কার যে কতখানি বেশি তাহা দেখাইবার জন্য এই শেষ উদাহরণটি দিলাম। এর‍ূপ উদাহরণ আমি আরো দিতে পারি কিন্তু আশা করি যে, আমাদের অভিযোগের বিষয়গ‍ুলি যে সত্য তাহা প্রমাণিত করার জন্য আমি যথেষ্ট উদাহরণ দিয়াছি। এই অভিযোগ সম্পর্কে সহান‍ুভূতিসম্পন্ন ইউরোপীয়দের

মধ্যে একজন পত্রযোগে বলিয়াছেন—"এগুলি লোকের সামনে আনিলেই দূর হইবে।"

তাহা হইলে এখন আমাদের কি করা উচিত? আমরা কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে মিঃ চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হইব? উপনিবেশের অফিস কি আমাদের এই সকল সামান্য সামান্য অভিযোগ শুনিতে ব্যাপৃত থাকিবে? 'সামান্য' কথাটি আমি যুক্তিযুক্ত ভাবেই ব্যবহার করিয়াছি কারণ আমি স্বীকার করি যে এইসব মারপিট ও উৎপীড়ন সামান্য সামান্য অসুবিধার সৃষ্টি করে, কিন্তু যখন এ সকল ঘটনা বেশ নিয়মিত ভাবে ঘটিতে থাকে তখন তাহা উপেক্ষণীয় নহে বলিয়াই আমাদের পক্ষে নিরন্তর পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

আপনি যে-ই হউন না কেন, কখনই আপনার মনে হইবে না যে, এই প্রকার আক্রমণ হইতে আপনার নিস্তার আছে, যেখানে বহির্ভ্রমণ কালে সব সময়েই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে, না জানি ভাগ্যে কখন কি ঘটে, যেখানে এক রাত্রির জন্যও আপনি হোটেলে জায়গা পাইবেন না, এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমরা কি অবস্থায় নাটালে বাস করিতেছি। যদি ভারতীয় হাইকোর্টের কোন বিচারপতি পূর্ব হইতে বিশেষ সতর্ক না হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন তাহা হইলে কোনো হোটেলে তাঁহার স্থান হইবে কি না, এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমি এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে তিনি যদি আপাদমস্তক সাহেবী পোষাকে সজ্জিত না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে চার্লসটাউন হইতে প্রিটোরিয়া পর্যন্ত এই 'কাফির'দের কামরাতেই ভ্রমণ করিতে হইবে। ইহা আমার অত্যুক্তি নহে।

আমি জানি, উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিঃ চেম্বারলেন সহজে কোনো প্রতিকার করিতে পারেন নাই। যেমন ধরা যাক, মিঃ ডিসিল্ভার ব্যাপার; কিন্তু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এসকল ঘটনার মূলে রহিয়াছে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর দৃঢ়বদ্ধ বিদ্বেষ এবং এখানকার ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং ভারতসরকারের ঔদাসীন্যেই তাহা প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই সকল মারপিটের ঘটনাকে সাধারণতঃ আমল না দেওয়াই আমাদের উচিত। ষোলো আনার উপর আঠারো আনা, আমরা যতদূর সম্ভব এই নীতি পালন করিয়া থাকি। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাটালের অধিবাসী ভারতীয়দের সহিষ্ণুতাই তাহাদের পরিচয়চিহ্ন বা চাপরাস। অবশ্য আমি বলিতে চাই যে, মানবপ্রীতি হইতে নহে, সম্পূর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধিতেই আমরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকি। অতি দুঃখে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, অপরাধীর শাস্তিবিধানের চেষ্টা শুধু কষ্টসাধ্য নয়, ব্যয়সাপেক্ষও বটে। প্রায়ই ইহার ফল হইয়াছে আমাদের আশার বিপরীত।

হয় তাহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, নয়তো "পাঁচ" শিলিং জরিমানা অথবা একদিনের জন্য "আটক" করা হইয়াছে। কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া সেই মানুষ আরো ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং অভিযোগকারীর অবস্থাও সঙীন হইয়া দাঁড়ায়। কোনো ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে তাহা অপরকে সেই প্রকার কার্যে প্রণোদিত করে। সেজন্য আমরা সাধারণতঃ নাটালের জনসাধারণের কাছে তাহার উল্লেখ পর্যন্ত করি না।

ভারতীয়দের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের দ্বারা তাহাদের প্রতি সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর বদ্ধমূল এই বিদ্বেষকেই প্রকাশ করা হইল। তত্রস্থ ভারতীয়দের হীন ও অপদস্থ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। নাটালের এটর্ণি-জেনারেল চিরদিনের জন্য ভারতীয়দের কাঠ কাটিবার ও জল বহিবার কুলিমজুর করিয়া রাখিতে চাহেন। আমাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী 'কাফির'দের সঙ্গে একই শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। "স্থানীয় শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে শ্রমিক সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের এখানে আনা হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যে যে জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা উহার অংশীভূত হইবে বলিয়া নহে"—এটর্ণি জেনারেল এই প্রকার ভাষায় ভারতীয়দের সামাজিক মর্যাদার বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের ভাষায় বলিতে হয় যে, 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের যে নীতি দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতীয়দের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অন্যান্য রাজ্যে আদর্শ নীতি বলিয়া সাদরে গৃহীত হইতেছে।' ভারতের জনসাধারণ যদি এখন হইতে সতর্ক না হয়, তাহা হইলে সে রাজ্যে যে অনিষ্টসাধন সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা অনতিবিলম্বে অন্য রাজ্যেও অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা এখন সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছি। চতুর্দিকে বিধিনিষেধ ও জবরদস্তির বেড়াজাল।

এখন দেখা যাক কি প্রকারে উপরোক্ত বিদ্বেষভাব আইনের মধ্যে দানা বাঁধিয়াছে। কাহারও সহিযুক্ত "পাস" কাছে না থাকিলে—অনুমতি লইয়াই যে বাহিরে যাওয়া হইতেছে, উহাতে তাহার উল্লেখ না থাকিলে, অথবা সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে না পারিলে রাত্রি ৯টার পর ভারতীয়দের পক্ষে বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। এই আইন কেবল আদিবাসী ও ভারতবাসীর প্রতি প্রযোজ্য। পুলিশ নিজ নিজ বুদ্ধিমত কাজ করে এবং সাধারণতঃ লম্বা ঝুলা পোষাক পরিহিত ব্যক্তিকে ভয় করে না, কারণ এ পোষাক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের। মিঃ আবুবেকার (সম্প্রতি মৃত) নাটালের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। রাত্রি ৯টার পরে বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক বন্ধুর সহিত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে থানায় আনা মাত্রই কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের

ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে তাঁহার মত ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করার মত অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় চিহ্ন তিনি দেখাইয়া দিতে পারেন কিনা। মিঃ আবুবেকার তাঁহার পোষাকের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পর হইতে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে নীরব বোঝাপড়া হইয়া গেল যে অতঃপর কোন লম্বা ঝুলা পোষাক পরিহিত ব্যক্তিকে রাত্রি ৯টার পর বাহির হইলেও গ্রেপ্তার করা হইবে না। কিন্তু সেখানে তামিল ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা উভয়েই বিশেষ সম্মানীয়—তাঁহারা ঐ প্রকার পোষাক পরেন না; সেখানকার শিক্ষিত খৃষ্টান ভারতীয় যুবকগণ অতিশয় অভিমানী, তাঁহারাও ঐ পোষাক পরেন না। সে কারণে তাঁহারা সর্বদাই উত্ত্যক্ত হইতেছেন। সুশিক্ষিত জনৈক ভারতীয় যুবক এবং রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, অপর একজন স্কুল মাষ্টার—ইঁহারা মাত্র ৪ মাস পূর্বে গৃহে ফিরিতেছেন এ কথা বলা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার হইয়া সারারাত্র অন্ধকার রুদ্ধ ঘরে আটক থাকেন। অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন ইহা তো দুর্বলের সান্ত্বনা মাত্র। লেডিস্মিথে ভারতীয় দ্বিভাষী শিক্ষয়িত্রী একজন ভারতীয় মহিলা—রবিবাসরীয় গির্জা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে মাত্র কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হন এবং এমন রূঢ়ভাবে তাঁহাকে ধাক্কা দেওয়া হয় যে, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ধূলাকাদায় নষ্ট হইয়া যায়; অকথ্য ভাষায় গালাগালির কথা ত বলাই বাহুল্য। নির্জন ঘরে তাঁহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। পুলিশ সুপার অবশ্য তাঁহার পরিচয় পাইয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।—অজ্ঞান অবস্থাতে তাঁহাকে বাড়ী আনা হইল। এই নির্ভীক ভারত-ললনা বে-আইনী গ্রেপ্তারের জন্য কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিশ পাউন্ড ও মামলার খরচা আদায় করেন। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে "এই গ্রেপ্তার অন্যায়, অশোভন, স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়ন মূলক।" এই তিনটি ঘটনার পর ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে কর্পোরেশন আরো অধিক ক্ষমতা লাভ ও আইন পরিবর্তনের জন্য সোর গোল তুলিয়াছে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে যাহাতে পদমর্যাদানির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের কড়া বিধিনিষেধের আওতায় আনা যায় ইহাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৮৯৪ সালের অভিবাসন বিল পাশ করিবার সময় বিধানসভার জনৈক সদস্য বলিয়াছিলেন এই বিল পাশ করিতে পারিলে—'নাটাল উপনিবেশ অপেক্ষা নিজের দেশে ভারতীয়দের জীবনযাত্রা অধিকতর সুখকর, ইহা সমঝাইয়া দেওয়ার যে ইচ্ছা উপনিবেশের আছে তাহা পূর্ণ হইতে পারে।' জীবনযাত্রা এখানে স্বদেশ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর ও যন্ত্রণাদায়ক করার উদ্দেশ্যেই কর্পোরেশন

অধিকতর ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় আছেন। অন্য যে কোনো দেশে এরূপ ঘটনা ন্যায়নিষ্ঠ সকল ব্যক্তির সহানুভূতি উদ্রেক করিত এবং প্রধান বিচারপতির উপরোক্ত রায় সানন্দে অভিনন্দিত হইত।

প্রায় আট মাস পূর্বে বিশজন নিছক ভারতীয় শ্রমিক ডারবানের বাজারের দিকে যাইতেছিল—তাহাদের মাথায় সব্জীর ঝুড়ি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে তাহারা ভবঘুরে নহে; তাহাদিগকে ঐ একই আইনে ভোর ৪ ঘটিকার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জোরের সঙ্গে এই মামলা চালাইতে থাকে। দুই দিন ধরিয়া বিচার চলিবার পর ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের খালাস দিলেন, কিন্তু কি দুর্ভোগ বেচারাদের! সারা দিনের যে উপার্জনের আশায় তাহারা মাথায় করিয়া বোঝা বহিয়া চলিতেছিল সে আশায় ছাই পড়িল। আমার ধারণা দুই দিন তাহাদের হাজতবাস করিতে হইয়াছিল এবং উকিলের খরচও তাহাদিগকে দিতে হইয়াছিল। রোজগারের চেষ্টায় তাহারা ভোরবেলা হইতেই তৎপর হইয়াছিল ইহাই তাহাদের অপরাধ। পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার বটে! তবু মিঃ চেম্বারলেন সত্য ঘটনার উদাহরণ চাহেন!

নাটালে "পাস"-এর একটা রীতি আছে। দিনেই হউক আর রাত্রিতেই হউক যদি কোনো ভারতীয় তাহার পরিচয় জ্ঞাপক "পাস" না দেখায়—তাহা হইলে সে গ্রেপ্তার হইতে পারে। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় যাহাতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া না পালায় এবং তাহাকে সনাক্ত করিবার সুবিধা হয়, পাসের তাহাই উদ্দেশ্য। এই পর্যন্ত উহার প্রয়োজন আছে আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু কার্যতঃ এ আইনের যেরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং বিশেষ অসুবিধাজনক। নিষ্ঠুর মনোভাব না থাকিলে ঐ আইনের অজুহাতে কোনো অবিচার করার প্রয়োজন হইত না। কি ভাবে এই আইনের প্রয়োগ হইতেছে সে সম্পর্কে কয়েকখানি সংবাদপত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "দি নাটাল অ্যাড্‌ভারটাইজার"এ (১১শে জুন, ১৮৯৫) নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি প্রকাশিত হয়:

> 'কেটো ম্যানর'র[১] বাসিন্দাদের ১৮৯১ সালের ২৫ নং আইনের ৩১ ধারায় কিভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে তাহা আপনাদের গোচরে আনিতে ইচ্ছা করি। নিজের জমিতে বেড়াইবার সময়ও পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং অনুমতিপত্র দেখিতে চায়। তখন তাহারা তাহাদের স্ত্রী বা বাড়ীর আত্মীয়দের পাসখানি লইয়া আসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠায় কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইয়া 'পাস' দেখাইবার আগেই থানায় লইয়া যাইবার জন্য পুলিশ তাহাদিগকে টানাটানি করিতে আরম্ভ করে। থানায় যাইবার পথে 'পাস' দেখাইতে গেলে পুলিশ একবার উপেক্ষাভরে সেদিকে তাকায় এবং 'পাস'গুলি লইয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। থানায় লইয়া গিয়া সেরাত্রির

[১] ডারবানের সহরতলী

মতো তাহাদিগকে আটক রাখা হয়। প্রভাত হইলে কারাকক্ষ ধুইয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়।—তাহার পর আনা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের জবাব না শুনিয়াই জরিমানা করিয়া দেন। অভিবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ-সংরক্ষক[১] সরকারী কর্মচারীর কাছে এ বিষয়ে আর্জি করিলে তিনি বলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও। যদিও ভারতীয় অভিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উপনিবেশে এই প্রকার ব্যাপার ঘটিলে তাহারা কাহার কাছে পুনর্বিচারের জন্য যাইবে?

আমার মনে হয় "ম্যাজিস্ট্রেট্ জবাব শুনেন নাই" পত্রপ্রেরকের একথা ঠিক নয় কারণ নাটাল সরকারের মুখপত্র "দি নাটাল মারকারি"র ১৩ই এপ্রিল (১৮৯৫) তারিখের সংখ্যাতে সম্পাদক স্বয়ং লিখিতেছেন:

বিশিষ্ট ভারতীয় ভদ্রলোকদের কাছে যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যাহা তাহাদের বিশেষ গাত্রদাহের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে তাহারা এদেশে অপরাধ থাকুক বা নাই থাকুক, গ্রেপ্তার হইতে বাধ্য। এ সম্পর্কে আমি একজন সুপরিচিত ও স্থানবাসী ভারতীয়ের কথা বলিতেছি। সহরের বহু জায়গায় তাঁহার বিষয়সম্পত্তি আছে এবং তিনি নিজে খুব শিক্ষিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সিডেনহামেও তাঁহার সম্পত্তি আছে। একদিন তিনি সেখানে তাঁহার মায়ের সঙ্গে বেড়াইতে যান। দেশীয় দুইজন কনস্টেবলের সহিত দেখা হইবামাত্র তাঁহাকে এবং তাঁহার মাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানা পর্যন্ত হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। তবে তাঁহাদের প্রতি পুলিশ দুইজন বস্তুতঃ প্রশংসনীয় ব্যবহার করিয়াছিল। এই ভারতীয় যুবকটি কে এবং তাহার অন্যান্য পরিচয়ই বা কি তাহা বুঝাইয়া বলিবার পর তাঁহাকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া খালাস দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে 'পাস' দেখাইতে না পারিলে তাঁহাকে আটক করিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হইবে। যদিও এই ভদ্রলোক স্বীকার করেন যে সাধারণতঃ পুলিশের হুঁসিয়ার থাকা দরকার তত্রাচ ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাঁহার প্রতি এই আচরণের জন্য তিনি তাঁহার আপত্তি জানাইয়া দেন। ভদ্রলোকের এ যুক্তি সত্যই অকাট্য এবং সেজন্য কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কিছু বলিবার থাকিলে তাহা প্রকাশ করা যুক্তি-যুক্ত। তাঁহারা অভিযোগের বিষয়গুলি স্বীকার করেন কিন্তু অজুহাত তোলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে কে চুক্তিবদ্ধ এবং কে নয় তাহা কি করিয়া ঠিক করা যাইবে। তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, সে কাজ খুবই সহজ। যাহারা চুক্তিবদ্ধ তাহারা কখনই সৌখীন বেশভূষা করে না। আমি যে শ্রেণীর ভারতীয়দের কথা বলিতেছি তাহাদের বিরুদ্ধে নহে, তাহাদের অনুকূলেই অনুমান করিয়া লইতে হইবে। একজন ভারতীয়কে কর্মত্যাগী পলাতক

[১] বহিরাগত ভারতীয়দের সংরক্ষক

বলিয়া ধরিয়া লওয়া, একজন লোককে প্রথমেই চোর বলিয়া অনুমান করার মতই যুক্তিহীন। যদি কোনো ভারতীয় চুক্তি না মানিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয় এবং প্রকাশ্য ভাবে ভাল পোষাকে সাজিয়া চলাফেরা করিতে চায়—তাহার পক্ষে বেশিদিন পুলিশের নজর এড়াইয়া যাওয়া খুবই কঠিন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যে কোনো অনুভবশক্তি আছে তাহা কেহই বিশ্বাস করে না। তাহারাতো পশু, 'কালা আদমী, তুচ্ছ, উপেক্ষার বস্তু'—"এসিয়ার আবর্জনা, সর্বান্তঃকরণে অভিসম্পাতের যোগ্য।"

আর একটি আইনের কথা বলি। আদিবাসী ও ভারতীয়রা যখন পশুচারণে বাহির হইবে, তখন এক ধরণের 'পাস' রাখিতে তাহারা বাধ্য। ডারবানে আর একটি উপবিধি আছে, তাহাতে আদিবাসী এবং "এসিয়ার অপরাপর অসভ্য জাতির" কাহাকেও চাকর রাখিতে হইলে তাহার নাম রেজেস্ট্রি করাইয়া লইতে হয়। ইহার অর্থ এই যে ভারতীয়রা বর্বর ইহা প্রথমেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আদিবাসীদের নাম রেজেস্ট্রি করাইবার মধ্যে যুক্তি আছে,—শ্রমের মর্যাদা ও তাহার প্রয়োজন সম্পর্কে তাহাদের অবহিত করা। ভারতবাসী তাহা জানে এবং জানে বলিয়াই তাহাদের এখানে আমদানি করা হয়। তবু আদিবাসীদের সহিত এক শ্রেণীভূক্ত করার আমোদেই ভারতীয়দের নাম রেজেস্ট্রি করাইতে বাধ্য করা হয়। আমি যতদূর জানি, আঞ্চলিক পুলিশ সুপার এ আইন চালু করেন নাই। নাম রেজেস্ট্রি নাই বলিয়া একজন ভারতীয় ভৃত্যের পক্ষ সমর্থনে আমি একবার আপত্তি তুলিয়াছিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিবাদে বলেন 'আমি এই আইন কখনো ভারতীয়দের প্রতি প্রয়োগ করি নাই—আপনি কি চাহেন তাহারা অপমানিত হউক?" যাহা হউক আইন যখন রহিয়াছে, তখন পীড়নের যন্ত্র রূপে তাহা যে কোনো সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমরা কিন্তু এ সকল অসুবিধার একটিও দূর করিবার চেষ্টা করি নাই। এখন আমরা চেষ্টা করিতেছি যাহাতে স্থানে স্থানে ইহার কঠোরতা হ্রাস পায়। নূতন আইন প্রণয়নে বাধা দেওয়া বা প্রত্যাহার করাইবার মধ্যে আমাদের বর্তমান চেষ্টা সীমাবদ্ধ। সে বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে কি ভাবে বিবিধ উপায়ে ভারতীয়দের আদিবাসীদের সমপর্যায়ে ফেলা হইতেছে তাহার আরও উদাহরণ দিতেছি। রেল স্টেশনে "আদিবাসী ও এসিয়াবাসী"দের জন্য পৃথক শৌচাগার আছে, ডারবানের ডাক ও তার অফিসে, ইউরোপীয়, আদিবাসী ও ভারতীয়দের জন্য পৃথক পৃথক প্রবেশ পথ ছিল। ইহা আমরা অত্যন্ত অসম্মানজনক মনে করি। তত্রস্থ কেরানীর হাতে বিশিষ্ট ভারতীয়দেরও অপমান ও কুৎসিত গালাগালি সহ্য করিতে হয়। এই বিদ্বেষ প্রসূত বিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট

আবেদন জানাইবার পর এখন আদিবাসী ও এসিয়াবাসী এবং ইউরোপীয়দের জন্য তিনটি পৃথক পৃথক প্রবেশ পথ রাখা হইয়াছে।

এত দিন এই উপনিবেশে ভারতীয়েরা সাধারণ ভোটাধিকার আইনে ভোট দিবার অধিকারী ছিল। তাহার সর্ত ছিল এই যে ৫০ পাউন্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি থাকিলে, অথবা বাৎসরিক ১০ পাউন্ড বাড়িভাড়া দিলে, ভোটারের তালিকায় প্রাপ্তবয়স্কের নাম উঠিত। আদিবাসীদের জন্য ভোটাধিকারের অন্য বিশেষ আইন আছে। ১৮৯৪ সালে, ৯,৩০৯ ইউরোপীয় এবং ২৫১ জন ভারতীয় (ইহার মধ্যে তখন ২০৩ জন জীবিত ছিল) থাকাতে পূর্ব নিয়ম অনুসারে সে সময় দুই পক্ষের জনসংখ্যার তারতম্য না ঘটায় ইউরোপীয়দের ভোটের জোর ছিল ভারতীয়দের অপেক্ষা ৩৮ গুণ বেশি। তত্রাচ সরকার ভাবিলেন অথবা ভাবিবার ভাণ করিলেন যে, এসিয়াবাসীর ভোট ইউরোপীয়দের ভাসাইয়া দিবে। সেজন্য তাঁহারা নাটালের বিধান সভায় একটি বিল উপস্থাপিত করিলেন। তাহাতে যাহাদের নাম যথাবিহিত ভাবে ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ছিল তাহাদের ছাড়া আর সমস্ত এসিয়াবাসী ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে বসিল। উক্ত বিলটির প্রস্তাবনায় বলা হইল যে, নির্বাচনসাপেক্ষ যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া আসেন সে প্রকার প্রতিষ্ঠানের সহিত এসিয়াবাসীর পরিচয় নাই। এই বিলের বিরুদ্ধে আমরা নাটালের বিধানসভা[১] ও বিধান পরিষদের[২] নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হয়। আমরা তাহার পর লর্ড রিপনের[৩] নিকট একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করি। এবং তাহার নকল ভারত ও বিলাতের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলির নিকট পাঠাই। উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সহানুভূতি উদ্রেক ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করা।—সে উদ্দেশ্য যে কিছুটা সফল হইয়াছে সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

ইহার ফলে উক্ত আইনটি এখন প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে যে আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে "যদি কেহ প্রথমতঃ স-পরিষদ গভর্নরের (রাজ্যপাল) নিকট হইতে এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পায়, যদি কেহ ইউরোপীয় হইয়া না জন্মায়, যে দেশে এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত ভোটাধিকারে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান নাই এমন দেশের আদিবাসী বা আদিবাসীর পুরুষপরম্পরার সন্তান সন্ততি হয়, তাহা হইলে এমন লোক কোনও প্রকার ভোটার তালিকা-ভুক্ত হইতে পারিবে না।" যে কোনও প্রকার ভোটার তালিকায় যাহাদের নাম

[১] ১ম খণ্ড ৮৭-৯১ পৃষ্ঠা
[২] ঐ খণ্ডের ১০১-১০৫ পৃষ্ঠা
[৩] ঐ খণ্ডের ১০৯-২১ পৃষ্ঠা

বিধিমত ভুক্তান আছে তাহাদিগের এই আইনের কবল হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই বিলটি প্রথম মিঃ চেম্বারলেনের নিকট পেশ করা হয়, এবং বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তত্রাচ আমরা এ বিলের প্রতিবাদ হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি, এবং যাহাতে উহা পরিত্যক্ত হয় তজ্জন্য আমরা চেম্বারলেনের নিকট আবেদন[১] জানাইয়াছি এবং আশা করিতেছি যে আমরা পূর্বাপর তাঁহার নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছি এবারও তাহা পাইব। আমাদের বিশ্বাস, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রতি ভিন্নরূপ আচরণ করা হয়, এবং যাহাতে সে দেশে তাহাদের পক্ষে ভদ্রভাবে সসম্মানে বসবাস করা অসম্ভব হয় এ সকল আইন প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাই। এসিয়াবাসীরা ভোটের জোরে ইউরোপীয়দের ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়াবাসী রাজা হইয়া বসিবে, এ আশংকা অমূলক। অথচ এ বিলের সমর্থনে প্রধানতঃ এই যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনিবেশের সম্মুখে সমগ্রভাবে এই যুক্তিটিই প্রধান করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং মিঃ চেম্বারলেন যাহাতে এই ভাবে বিষয়টি বিচার করিতে পারেন তজ্জন্য সমস্ত উপকরণই তাঁহার কাছে পেশ করা হইয়াছে। সরকারের মুখপত্র "দি নাটাল মারকারি" এই বিলটির সমর্থনে ১৮৯৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখের সংখ্যাতে ভোটার তালিকা হইতে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

> এই বিলের আসল কথা এই যে সংখ্যার প্রশ্ন একেবারে বাদ দিলেও, যে জাতির প্রাধান্য আছে তাহারাই সকল সময় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে। সেজন্য আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় ভোট যে ইউরোপীয় ভোটকে ভাসাইয়া দিবে এ বিপদের আশঙ্কা কাল্পনিক। আমরা মনে করি না যে এ বিপদের কোনও সম্ভাবনা আছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাই ইহার প্রমাণ। যে শ্রেণীর ভারতীয়েরা এখানে আসে, তাহারা সাধারণতঃ এই ভোটাধিকার লইয়া মাথা ঘামায় না এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিধান নির্দিষ্ট সামান্য সম্পত্তি মালিকানার যোগ্যতাও নাই।

এ স্বীকৃতি অনিচ্ছাকৃত। 'মারকারি' পত্রিকা মনে করেন, এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে, এসিয়াবাসীদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করাই যদি বিলটির আসল উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহা সফল হইবে না। 'মারকারি' বলিতেছেন যে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভারতীয় সম্প্রদায়কে উত্ত্যক্ত করা ছাড়া বিলটির আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? কি কারণে যে এই বিলটি পেশ করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ ২৩শে এপ্রিল

[১] প্রথম খণ্ডের ৩১১-৩২ পৃষ্ঠা

(১৮৯৬) তারিখের 'মারকারি' পত্রিকা সতর্ক ভাবে অথচ সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"ন্যায় হউক আর অন্যায়ই হউক, ভুলই হউক আর ঠিকই হউক—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়দের মধ্যে বিশেষতঃ দুইটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে ভারতীয় বা এসিয়াবাসীকে অবাধ ভোটাধিকার দিবার বিরুদ্ধে খুব কঠোর মনোভাব হিয়াছে। অবশ্য ভারতীয়দের যুক্তি হইতেছে এই যে তালিকা অনুযায়ী বর্তমান প্রকাশ্য ভোটের ব্যাপারে প্রতি ৩৮টি ইউরোপীয় ভোটের অনুপাতে মাত্র ১টি ভারতীয় ভোট আছে অতএব যে বিপদের আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা কাল্পনিক। হয়ত এ যুক্তি সত্য কিন্তু বিপদ সত্যসত্যই আছে ইহা ধরিয়া লইয়াই আমাদের কাজ করিতে হইবে। শুধু আমাদের মতামতের কথা নহে, আমরা পূর্বেই বুঝাইয়া বলিয়াছি যে—এদেশে আমরা ছাড়াও, অন্যান্য ইউরোপীয়দেব অভিমত এ বিষয়ে প্রবল বলিয়া এ দেশের অন্যান্য ইউরোপীয় সরকারের সহিত সামঞ্জস্য ও সম্পর্কশূন্য অবস্থায় অর্ধ-এসিয়াবাসীর দেশরূপে এখানে আবার আমরা ব্যাপক ও মারাত্মক নিষেধের আওতায় বিচ্ছিন্ন থাকিব ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।"

ইহাই তাহা হইলে নগ্ন সত্য। স্থানীয় জনসাধারণের দাবির নিকট নতি স্বীকার করিয়া ন্যায় হউক অন্যায় হউক, এসিয়াবাসীদের দমন করিতেই হইবে। সরকার কর্তৃক আহূত একটি গোপন বৈঠকে বিলটি আনিবার আসল কারণ বুঝাইয়া বলিবার পর উহা পাশ করা হইয়াছে। ঔপনিবেশিক-গণ এবং অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি এমনকি যে সদস্যেরা ভোট দিয়াছেন তাঁহারাও নিজ মতানুসারে বিলটি অসম্পূর্ণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতীয়দের প্রতি এই বিল প্রযোজ্য হইবে না কারণ ভারতবর্ষে "পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনসাপেক্ষ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান" আছে। ইহাতে উপনিবেশগুলি অশেষ প্রকার মামলা ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িবে। আমরাও সেই যুক্তি গ্রহণ করিয়াছি। আমরা দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যে ভারতের আইন-সভাগুলিও এই প্রকার প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য সাধারণ অর্থে আমাদের সেরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। কিন্তু "লণ্ডন টাইমস্" এবং ডারবানের একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের মতে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি আইনতঃ উক্ত বিলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলির সমশ্রেণীভুক্ত। "দি টাইমস্" বলিতেছেন- "ভারতে তাহার (ভারতবাসীর) কোনও প্রকার ভোটাধিকার নাই—আসল ঘটনার সঙ্গে এ কথার সঙ্গতি নাই।" মিঃ লাফ্‌টন নামক নাটালের একজন বিখ্যাত উকিল এ সম্পর্কে একখানি সংবাদপত্রে লিখিতেছেন:

তাহা হইলে ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টের (আইনসভা সংক্রান্ত) কোনো ভোটাধিকার আছে কি? যদি থাকে, তাহা কিরূপ? হ্যাঁ, আছে, ইহা ২৪ এবং ২৫ সংখ্যক

ভিক্টোরিয়া আইনের সৃষ্টি (৬৭, ৫৫ ও ৫৬ অধ্যায় ভিক্টোরিয়া; ১৪০ অধ্যায়) শেষোক্ত আইনের ৪র্থ ধারার বিধানে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে বলি উদারনৈতিক ভিত্তি ইহা হয়ত তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—হয়ত ইহা খুব অপরিণত অবস্থায় আছে তবুও ইহা নিশ্চয়ই পার্লামেণ্ট প্রবর্তিত ভোটাধিকার এবং এই বিলেই আছে যে তদনুসারেই ভারতে প্রতিনিধিমূলক সভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

নাটালের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমতও তাহাই। যাহাহউক মিঃ চেম্বারলেন এ সম্পর্কে তাঁহার প্রেরিত সরকারী জবাবে[১] বলিয়াছেন:

আমি একথাও স্বীকার করি যে ভারতবাসীদের নিজের দেশে কোনও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই এবং তাহারা যখন ইউরোপীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল তখনও এরূপ কোনও বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করে নাই।

এই অভিমতের সহিত "টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য হইতে উপরে উদ্ধৃত অংশ পরস্পরবিরোধী হওয়াতে আমরা স্বভাবতই শঙ্কিত হইতেছি। এখানকার শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের মত কি তাহা জানিতে আমরা উৎসুক। আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা চাহিনা, কিন্তু ভোটাধিকার বিলের মধ্যে আমাদিগকে পতিত করিয়া রাখিবার যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে আমরা তাহারই বিরোধিতা করিতে চাহি। একথা আমরা বারবার জোর করিয়া বলিতে চাই। যদি কোনও উপনিবেশকে এক বিষয়ে ইউরোপীয় হইতে ভারতীয়ের প্রতি পৃথক আচরণ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে একটির পর একটি বিষয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার পক্ষে তাহাদের অসুবিধা হইবে না। তাহাদের লক্ষ্য শুধু ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা নহে—ভারতীয়দের সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রূপে তাহারা থাকিতে চায় থাকুক, স্বেচ্ছাশ্রমিক হিসাবেও তাহারা থাকিতে পারে—কিন্তু ইহার বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন তাহারা না করে। ভারতীয়দের পৌর ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার আন্দোলনে সাড়া দিয়া যখন প্রথম ভোটাধিকার বিল আনা হয় তখন এটর্ণি জেনারেল বলিয়াছিলেন—অদূর ভবিষ্যতে উহার প্রতিবিধান করা হইবে। যাহাতে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় আইন এক এবং অভিন্ন হয় সেজন্য তিনি প্রায় এক বৎসর পূর্বে "কুলি-সম্মেলন" নাম দিয়া এক সমাবেশ আহ্বান করিয়াছিলেন। সে সময়েও ডারবানের ডেপুটি মেয়র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে এসিয়াবাসী যাহাতে পৃথক অঞ্চলে বসবাস করে তাহার জন্য তাহাদিগকে সম্মত করাইতে হইবে। সরাসরি ভাবে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিয়া কি উপায়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সমাগম বন্ধ করা যায় তাহার জন্য সরকার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন:

[১] ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

এই ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন বলিয়াছেন—"তাহারা শান্তিপ্রিয় আইনানুগত, গুণসম্পন্ন সম্প্রদায়—" তিনি আশা করেন—"বর্তমানে তাহাদিগের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে সকল বাধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে সেগুলি অতিক্রম করিবার পক্ষে তাহাদের সন্দেহাতীত শ্রম, বুদ্ধি ও অদম্য অধ্যবসায়ই যথেষ্ট হইবে।" আমরা সেকারণে মনে করি যে বর্তমানের এই বিল এই সকল পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। "দি লণ্ডন টাইমস্" ভোটাধিকারের প্রশ্নটি এই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন:

> মিঃ চেম্বারলেনের সম্মুখে যে প্রশ্নটি রহিয়াছে তাহা কোনও দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন নহে—ইহা তর্কবিতর্ক বা যুক্তিরও প্রশ্ন নহে—ইহা জাতিগত মনোভাবের প্রশ্ন। আমরা আমাদের নিজেদের প্রজাগণের মধ্যে যে জাতিতে জাতিতে বিরোধ ঘটিবে ইহা উপেক্ষা করিতে পারি না। ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রজাবৃন্দ বহু বৎসরের পরিমিত ব্যয় ও যথোপযুক্ত কাজকর্মের দ্বারা প্রকৃত নাগরিকের মর্যাদায় নিজেদের উন্নীত করিয়াছে। সেজন্য ভারত সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আসার পথ হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া নাটালের উন্নয়ন ব্যাপারে বাধা দেওয়া যেমন অন্যায় হইবে তেমনি নাটালের পক্ষেও ব্রিটিশ-ভারতের প্রজাগণকে নাগরিক অধিকার দিতে অস্বীকার করাও অন্যায় হইবে।

নাটালের বিধানসভা যে দ্বিতীয় বিলটি পাশ করিয়াছেন তাহাতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের চিরদিনই চুক্তির অধীনে রাখা, অথবা যদি তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে চুক্তির প্রথম পাঁচ বৎসরের শেষে তাহাদিগকে ভারতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া, অথবা যদি তাহারা ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে বাৎসরিক ৩ পাউন্ড[১] কর দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি প্রস্তাব আছে। ব্রিটিশ-উপনিবেশে যে এরূপ আইনের চিন্তাও করা যায় তাহা আমাদের ধারণার অতীত। নাটালের প্রায় সকল জননেতারা এ বিষয়ে একমত যে উপনিবেশের সমৃদ্ধি ভারতীয় শ্রমিকদের উপরই নির্ভর করে। বর্তমান আইনসভার জনৈক সদস্য বলিয়াছেন যে "ভারতীয় অভিবাসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয় তখন উপনিবেশের অগ্রগতি এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অতি সংকট অবস্থায় ছিল।" আর একজন বিশিষ্ট নাটালবাসী বলিয়াছেন:

> অভিবাসী ভারতীয়েরা সমৃদ্ধি আনিল—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইল, আর সুবিধা পাইলে যৎসামান্য মূল্যের জন্য কেহ আর দ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। ১৮৫৯ সালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব, ভারতীয় শ্রমক পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনার ফলে অনতিবিলম্বেই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পরিমাণ হইল চতুর্গুণ। যে মিস্ত্রীরা উপযুক্ত মজুরি পাইত না, এবং দৈনিক ৫ শিলিং বা তাহারও কম উপায় করিত, তাহারা দ্বিগুণেরও অধিক

[১] ১ম খণ্ড ২০৩-৫ এবং ২০৫-১৮ পৃষ্ঠা।

মজুরি পাইতে লাগিল এবং অবস্থার এ উন্নতিতে সহর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সকল শ্রমিকেরাই উৎসাহিত বোধ করিতে লাগিল।

তত্রাচ যাহারা এরূপ পরিশ্রমী—দেশের উন্নতির পক্ষে যাহারা এ প্রকার অপরিহার্য এবং নাটালের বর্তমান প্রধান বিচারপতির মতে "যাহারা বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত গৃহভৃত্য হইয়া উঠিয়াছে—" তাহাদিগের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়া আজ নাটাল সরকার তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে চাহিতেছেন। বর্তমান এটর্নি জেনারেল এই বিলের প্রণয়নকর্তা। দশবৎসর পূর্বে তিনি কিন্তু নিম্নের অভিমত পোষণ করিতেন :

> যে সকল ভারতীয়ের চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়াছে আইনতঃ অপরাধী হিসাবে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত না হইলে, তাহাদিগকে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা উচিত নহে বলিয়া আমি মনে করি। এ প্রশ্ন সম্পর্কে আমি বহু কথা শুনিতে পাই। এ সম্পর্কে আমাকে বারবার বলা সত্ত্বেও আমি মত পরিবর্তন করিতে পারি নাই। ধরিয়া লওয়া হয় যে যাহার সম্মতি আছে এমন লোককেই এদেশে আনা হয়, কিন্তু কার্যতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত দেখা যায়। যে লোকটি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচ বৎসর এখানে পরিশ্রম করে, নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বোধ হয় সে পুরাতনের কথা ভুলিয়া যায়,—এখানেই তাহার গৃহসংসার গড়িয়া তোলে, আমার ন্যায় অন্যায়ের বিচারে তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা যায় না। যতটা পারা যায় ভারতীয়দের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লইয়া তাহার পর তাহাদের বহিষ্কার করার আদেশ দেওয়া অপেক্ষা ভবিষ্যতে তাহাদের এখানে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া অনেক ভাল।

লণ্ডনের একখানি সংস্কারপন্থী সংবাদপত্র বলেন—"এ বিলটি ভয়ংকর অসংগত—ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষে অপমানজনক, উহার প্রণয়নকর্তাদের পক্ষে লজ্জাকর এবং আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের নিদর্শন।"

ভারত সরকার ও ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগ যদি এটর্নি জেনারেলকে এ কাজ করিবার সুযোগ দেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দশবৎসর পূর্বে সামান্য পারিশ্রমিকে পাঁচবৎসর যাবৎ উপনিবেশের কার্যে নিযুক্ত থাকা ভারতীয়দের পক্ষে যেমন প্রশংসার্হ ছিল এখন তাহা তেমনই অপরাধ হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং সেই অপরাধেই তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে চালান করিয়া দেওয়া হইবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে ১৮৯৩ সালে নাটাল হইতে ভারতে যাইয়া যে এক-তরফা কমিশন[১] ভারতসরকারের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন তাহাতে বাধ্যতামূলক চুক্তির নীতি স্বীকৃত হয়। যাহাহউক আমাদের আশা ও বিশ্বাস আছে যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও ভারত সরকারের[২] নিকট

[১] দি বিনস্-ম্যাসন কমিশন
[২] ১ম খণ্ড ২০৫-২১ পৃষ্ঠা

আমাদের পক্ষ হইতে প্রেরিত স্মারকলিপিতে যে সকল তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, ভারত সরকারের মত পরিবর্তনে প্রবৃত্তি দিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

চুক্তিমূলে যে সকল ভারতীয় এখন কর্মনিযুক্ত—যদিও তাহাদের বিষয় লইয়া আমরা বিশেষ ভাবে আবেদন জানাই নাই--তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাদের জীবনও এ সকল রাজ্যে বাস্তবিকপক্ষে সুখের হইবে না। আমরা মনে করি যে সাধারণ ভারতীয় সম্পর্কে উপনিবেশের মনোভাবের পরিবর্তনে চুক্তিবন্ধ ভারতীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মালিকেরাও প্রভাবিত হইবেন। আমাকে একটি কি দুইটি বিষয় জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত করাইতে বলা হইয়াছে। বহু পূর্বে ১৮৯১ সালে মিঃ হাজি মহম্মদ হাজি দাদার নেতৃত্বে এক ভারতীয় সমিতির মাধ্যমে একটি আবেদন পেশ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অন্যতম প্রার্থনা ছিল এই যে অভিবাসীদের যিনি 'প্রটেক্টর' অর্থাৎ সংরক্ষক তাঁহার তামিল ও হিন্দুস্থানী ভাষা জানা উচিত এবং যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তিনি যেন ভারতের লোকই হন। আমরা সে দাবি পরিত্যাগ করি নাই। যতই দিন যাইতেছে ততই আমাদের সেই অভিমত দৃঢ় হইতেছে। বর্তমানে যিনি রক্ষণাবেক্ষণের মালিক তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা একটি মারাত্মক রকমের ত্রুটি না হইয়া পারে না। আমাদের বিনীত অভিমত এই যে, তিনি যাহাতে অভিবাসী ও মালিকদের মধ্যে বিচারকের স্থান গ্রহণ না করিয়া ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহাকে এমন নির্দেশ দেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আমি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। বালসুন্দরম্ নামক একজন ভারতীয় ১৮৯৪ সালে মালিক কর্তৃক এমন ভাবে প্রহৃত হয় যে তাহার দুইটি দাঁত প্রায় উপড়াইয়া যায়; উপরের ওষ্ঠ ভেদ করিয়া দাঁত দুইটি বাহির হইয়া পড়াতে এত রক্তপাত হইয়াছিল যে তাহাতে তাহার লম্বা পাগড়ীটি ভিজিয়া যায়। মালিক একথা স্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন যে অপরপক্ষই তাহাকে একাজ করিতে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিয়াছে —যদিও লোকটি তাহা অস্বীকার করে। লোকটি প্রহৃত হইয়া তাহার বাড়ীর নিকট অবস্থিত উক্ত প্রটেক্টর বা সংরক্ষকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে পরের দিন তাঁহার অফিসে যাইতে বলিয়া পাঠান।

তখন লোকটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার অবস্থা দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন। পাগড়ীটি আদালতে রাখিয়া দিয়া তাহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। কিছু দিন হাসপাতালে থাকিবার পর লোকটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে আমার নাম শুনিয়াছিল বলিয়া আমার অফিসে আসে। দেখিলাম তখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, কথা বলিতে পারে না। সে তামিলভাষা জানিত—আমি তাই তাহাকে তাহার

অভিযোগ লিখিয়া দিতে বলিলাম। যাহাতে তাহার চুক্তি নাকচ হইয়া যায় এই আশায় সে মালিককে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিতে চাহিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যদি তাহার চুক্তি অন্য মালিকের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে কিনা। লোকটি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে আমি তাহার মালিককে লিখিয়া জানিতে চাহিলাম যে তিনি উহার চুক্তি স্থানান্তরে বদলী করিতে রাজি আছেন কিনা। প্রথমে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু পরে তিনি সম্মত হইলেন। আমি লোকটিকে আমার একজন তামিল কেরানীকে সঙ্গে দিয়া সংরক্ষকের অফিসেও পাঠাইয়াছিলাম। আমার কেরানী লোকটির বক্তব্য সংরক্ষককে জানাইয়াছিল। লোকটিকে তাঁহার অফিসে রাখিয়া যাইতে বলিয়া তিনি আমাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতোমধ্যে মালিক সংরক্ষকের অফিসে উপস্থিত হইলে দেখা গেল তিনি মত পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন এমন কাজের লোকটিকে তাঁহার স্ত্রী ছাড়িতে রাজি হইবেন না। শোনা যায় লোকটি আপোষনিষ্পত্তি করিয়া সংরক্ষককে লিখিতভাবে জানাইয়া দিল যে মালিকের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। তিনি আমাকে জানাইয়া দিলেন, যেহেতু লোকটির কোনো অভিযোগ নাই এবং যেহেতু তাহার মালিক লোকটির বদলীতে রাজী নহেন—অতএব এ বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি ঠিক হইয়াছিল? সংরক্ষকের পক্ষে লোকটির নিকট এরূপ লিখিত দলিল লওয়া কি ঠিক হইয়াছিল? তিনি কি এইভাবে লোকটির নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিলেন? যাহাহউক, এই করুণ কাহিনী বলিয়া চলি—সংরক্ষকের উক্ত মন্তব্যপাঠে আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে লোকটি আমার অফিসে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল সংরক্ষক আমাকে বদলী করিবেন না। বলিতে গেলে আমি প্রায় ছুটিয়া তাঁহার অফিসে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলাম। সেই লিখিত দলিলটি তিনি আমার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি আর লোকটিকে কি করিয়া সাহায্য করিবেন। তিনি বলিলেন, লোকটির এ দলিল সহি করা উচিত হয় নাই। কিন্তু সংরক্ষক নিজেই এই হলফ্-নামা সত্য বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি লোকটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়া অভিযোগ করিতে পরামর্শ দিব। তিনি বলিলেন, এই দলিলই সেখানে দাখিল করা হইবে কাজেই এ অভিযোগে কোনো ফল হইবে না। সেজন্য তাঁহার উপদেশ, এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করা। আমি আমার অফিসে ফিরিয়া আসিয়া মালিকের কাছে অনুরোধ জানাইয়া লিখিলাম, তিনি যেন বদলীতে সম্মতি দেন। মালিক সেরূপ কিছুই করিবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবহার আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন রকমের। ম্যাজিস্ট্রেট যখন লোকটিকে দেখিলেন তখনও তাহার ওষ্ঠ হইতে ফোঁটাফোঁটা রক্ত পড়িতেছে। এজাহার ঠিক মতই দেওয়া হইয়াছিল। শুনানীর দিনে আমি সমস্ত ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিলাম এবং পুনরায় প্রকাশ্য আদালতে মালিকের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া বলিলাম, যদি তিনি বদলীতে রাজী থাকেন তাহা হইলে অভিযোগ তুলিয়া লইব। ম্যাজিস্ট্রেট তখন মালিককে বুঝিয়া দেখিতে বলিলেন যে, যদি তিনি আমার অনুরোধ আর একটু অনুকূলভাবে না দেখেন, তাহা হইলে ইহার ফল তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইবে। তিনি আরও বলিলেন, তিনি মনে করেন লোকটির প্রতি নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে। মনিব বলিলেন, আমাকে সে উত্তেজিত করিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—নিজের হাতে আইন লইয়া লোকটি যেন পশু এই ভাবে তাহাকে প্রহার করার কোনো অধিকারই তোমার ছিল না। মালিককে আমার অনুরোধ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি একদিনের জন্য মামলা মুলতুবি রাখিলেন। মালিক অবশ্য নতভাব দেখাইলেন ও সম্মতি দিলেন। তৎপরে সংরক্ষক আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে যদি আমি তাঁহার অনুমোদনসাপেক্ষ কোনো ইউরোপীয়ের নাম না দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি বদলীতে রাজী হইবেন না। সুখের বিষয়, উপনিবেশে সদাশয় ব্যক্তির যে একেবারে অভাব আছে তাহা নহে। জনৈক ওয়েসলিয়ান সম্প্রদায়ের লোক যিনি স্থানীয় ধর্মপ্রচারক ও এটর্নি, তিনি দয়াপরবশ হইয়া লোকটিকে কর্মে বহাল করিতে চাহিলে এই দুঃখজনক নাটকের শেষ অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটিল। সংরক্ষক যে রীতিতে তাঁহার কর্তব্য করিলেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের পক্ষে সুবিচার পাওয়া যে কত কঠিন, ইহা তাহারই একটি সাধারণ উদাহরণ মাত্র।

আমি এখানে বলিতে চাই যে বিচারকর্তা, উকিল বা এটর্নি—যিনিই হউন না কেন—প্রত্যেকের কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিত। তাঁহার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রলোভন এড়াইবার জন্য কতকগুলি কাজ তিনি ইচ্ছা থাকিলেও যাহাতে করিতে না পারেন তাহা দেখা দরকার। মনে করুন, একজন বিচারক তাঁহার বিচারাধীন কোনো অপরাধীর গৃহে অতিথি হইয়াছেন! অথচ সংরক্ষক মহোদয় যখন রাজ্যের কোনো স্থানে লোকেদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে অথবা তাহাদের অভিযোগ শুনিতে যান তখন তিনি মালিকদের অতিথি হইতে পারেন এবং প্রায়ই অতিথি হইয়াও থাকেন। বিনীতভাবে বলি, প্রতিনিধি যত উচ্চান্তঃকরণ হউন না কেন নীতির দিক দিয়া এ কাজ অন্যায়। অভিবাসীদের একজন সার্জন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ সেদিন বলিলেন—প্রতিনিধির নিকট সকলের এমন কি সকলের নিম্নস্তরের কুলির যাতায়াতও সহজ হওয়া উচিত, বরং প্রবল প্রতাপান্বিত মালিকদের

তাঁহার কাছে গতায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নাটালের লোক না হইতে পারেন। কিন্তু যে কমিশনের উদ্দেশ্যই হইতেছে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের জন্য কঠিনতর আইন পাশ করিবার জন্য ভারত সরকারকে প্ররোচিত করা—সেই কমিশনের একজন সদস্যকেই সংরক্ষক নিযুক্ত করার রীতি খুবই আশ্চর্য জনক। যখন সংরক্ষককে এই প্রকার পরস্পর বিরোধী কর্তব্যপালন করিতে হয় তখন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের কে রক্ষা করিবে?

অভিবাসীদের পক্ষে চুক্তিবদল সহজসাধ্য হওয়া উচিত। মালিকদের নিকট ফিরিয়া যাইতে আপত্তি করার জন্য কয়েকজন ভারতবাসী বহু বৎসর ধরিয়া জেলে আছে। তাহারা বলে তাহাদের বহু অভিযোগ আছে, কিন্তু তাহারা যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে আছে তাহাতে সে সকল অভিযোগ প্রমাণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই ব্যাপারে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে এ সকল মামলার বিচার না করিতে হইলে তিনি খুশি হইতেন। ১৩ই জুনের (১৮৯৫) "দি নাটাল মারকারি" এই প্রকার একটি মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করিতেছেন:

> যখন কোনো অভিবাসী ভারতীয়, এমন কি একজন কুলি, মালিকের কাছে চুক্তিবদ্ধ হইয়া কাজ করা অপেক্ষা জেলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে, তখন স্বভাবতই ধরিয়া লওয়া যায় যে কোথাও কোনো গলদ রহিয়াছে। সেজন্য গত শনিবারে মিঃ ডিলন যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। তাঁহার বিচারাধীন তিনজন কুলির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ যে, তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছে; তাহাদের কৈফিয়ৎ একই যে মালিকেরা তাহাদের উপর দুর্ব্যবহার করিয়াছে। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে উহারা আবাদে কাজ করা অপেক্ষা জেলের কাজ ভাল মনে করে। পক্ষান্তরে দুর্ব্যবহার সম্পর্কে তাহাদের অভিযোগের কিছু কারণ থাকাও অসম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যাহারা এরূপ অভিযোগ করে অন্ততঃ তাহাদের অন্য মালিকের কাছে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। যদি তাহারা পুনরায় কাজ করিতে নারাজ হয় তাহা হইলে তাহারা যে কাজ করিতে চায় না, সহজেই তাহা দেখা যাইতে পারে। যদি কোনো কুলির প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করিতে পারে—একথা বলা যায়, কিন্তু একজন কুলির পক্ষে তাহা প্রমাণ করা সহজ নহে। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ অভিবাসীদের সংরক্ষকের হাতে—তিনি অনুসন্ধান করিবেন এবং সম্ভব হইলে তাহার প্রতিকার করিবেন।

একটি "অভিবাসী ট্রাস্ট বোর্ড" আছে—যাঁহারা ভারতীয়দের নিয়োগ করেন তাঁহারাই উহার সদস্য। এখন তাঁহাদের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা। এখানে তাঁহাদের যেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাতে তাঁহাদের কার্যাবলীর উপর ভারত সরকারের কড়া নজর রাখা দরকার। কর্মত্যাগের শাস্তি খুব কঠোর, অথচ তাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, এসব ক্ষেত্রে কঠোরতর উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা। মনে রাখা উচিত যে অন্তত দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রে তথা-

কথিত কর্মত্যাগীরা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করিয়া থাকে। আইনই এরূপ কর্মত্যাগীদের শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু বেচারীরা তাহাদের অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় তাহাদিগকে আসল কর্মত্যাগী বলিয়া ধরিয়া লইয়া সংরক্ষক মহাশয় শাস্তি বিধানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দেন। এরূপ ক্ষেত্রে কর্মত্যাগ সম্বন্ধীয় আইন কঠোরতর করিবার উদ্দেশ্যে উহার কোনো পরিবর্তন সাধনের পূর্বে খুব সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—ইহাই আমরা বলিতে চাই।

আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুসংখ্যা এই সকল লোকেদের মধ্যে খুবই শোচনীয়। এ সকল ঘটনার কারণ কি তাহা সন্তোষজনক ভাবে বিবৃত হয় না। ১৫ই মে (১৮৯৬) তারিখের "এড্ভার্টাইজার" হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করাই আমার পক্ষে ভাল—

> অভিবাসী ভারতীয়দের সংরক্ষক তাঁহার যে বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি বিশেষ দিকের প্রতি সচরাচর যেরূপ দেখা যায়—তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ দেওয়া জনসাধারণের উচিত। মহালগুলিতে চুক্তিবদ্ধ কুলিদিগের মধ্যে প্রতি বৎসর যে আত্মহত্যার সংখ্যার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। এ বৎসর ৮৮২৮ জনের মধ্যে ইহার সংখ্যা ৬ বলিয়া দেখান হইয়াছে। ১৮৯৪ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছিল। যাহা হউক শতকরা হার খুবই বেশি এবং ইহাতে সন্দেহ হয় যে কোনও কোনও মহালে কুলি শ্রমিকদের উপর যে ব্যবহারের রীতি আছে তাহা ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহারের সমান। বিশেষ কোনো কোনো মহালে এতগুলি আত্মহত্যার ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। যাহারা বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়জ্ঞান করে সেই সকল দুর্ভাগাদের সহিত যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের জীবন ধারণ এখানে অসহ্য দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও অনুসন্ধানই করা হয় না। ইহা এমনি একটি তুচ্ছ বিষয় বলিয়া মনে হয় যে তাহা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কিন্তু তাহা হওয়া উচিত নহে। দক্ষিণ প্রান্তীয় কোনও একটি মহালে কয়েকজন মজুরের কর্মত্যাগের মামলায় কয়েদীরা আদালতের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে যে পুরাতন মনিবের কাছে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহারা নিজেরা নিজেদের প্রাণ শেষ করিয়া দিবে। ম্যাজিস্ট্রেট্ বলেন, চুক্তি অনুসারে কাজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই। অভিযোগকারীরা যাহাতে তাহাদের অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণ এবং আদালতের মাধ্যমে অনুসন্ধান করাইতে পারে, উপনিবেশের পক্ষে তাহার সুযোগ বিধানের সময় আসিয়াছে। ভারত বিষয়ক ব্যাপারে দেখাশোনা করিবার জন্য মন্ত্রী-সভার সহিত একজন সচিব সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আবাদে কর্মনিরত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি যত নৃশংস ব্যবহারই করা হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করিবার কোনো ফলপ্রদ উপায় নাই।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা নাটালে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের জীবন অধিকতর

দুর্বিষহ। উপনিবেশস্থিত ভারতীয়দের সাধারণ অভিযোগের ইহা অংশবিশেষ, বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। সে বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকিতে ইচ্ছা করি। পক্ষান্তরে আমরা জানি যে নাটালের এমন মহালও আছে যেখানে ভারতীয়দের প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করা হয়। সেই সঙ্গে বিনীতভাবে একথা জানাইতে চাই যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের ভাগ্য যেমনটি হইতে পারিত তেমন নহে—এবং কতগুলি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

যখন কোনো চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় তাহার বিনামূল্যে প্রদত্ত 'পাস' হারাইয়া ফেলে—তখন নকল লইতে গেলে তাহাকে ৩ পাউন্ড দিতে হয়। কারণ এই যে, ভারতীয়েরা নাকি জুয়াচুরি করিয়া তাহাদের 'পাস' বিক্রয় করে। কিন্তু সেরূপ প্রবঞ্চনামূলক বিক্রয়ের নিশ্চয়ই শাস্তি আছে। যে ব্যক্তি তাহার 'পাস' বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, সে ৩০ পাউন্ড দিলেও তাহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি পাইবে না; পক্ষান্তরে সাধারণ ভারতীয়ের পক্ষে আসল পাসের মতই নকল পাস পাওয়া সহজ। সর্বদাই নিজের কাছে 'পাস' থাকা চাই—কাজেই যদি তাহা বার বার হারাইয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমি জানি ৩ পাউন্ড ছিল না বলিয়া একজন 'পাসে'র নকল পান নাই। তিনি জোহানেস্‌বার্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। এসব ক্ষেত্রে লোকে যাহাতে তাহাদের প্রথম উপার্জন ৩ পাউন্ড সংরক্ষকের অফিসে দাখিল করিতে পারে এজন্য সাময়িক ভাবে নিদর্শনপত্র (পাস) দেওয়ার রীতি তাঁহার বিভাগীয় অফিসেই রহিয়াছে। আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি তাহাতে ঐ লোকটির তিন মাসের জন্য সাময়িক নিদর্শনপত্র ছিল কিন্তু সে সময়ের মধ্যে তাহার ৩ পাউন্ড রোজগার হয় নাই। এরূপ ঘটনা আরো বহু আছে। ইহা যে ভয় দেখাইয়া জব্দ করিয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

জুলুল্যান্ড

রাজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শাসিত উপনিবেশ জুলুল্যান্ডে কয়েকটি সহর আছে। এ সকল সহরে জমি বিক্রয় সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচারিত আইন আছে এবং এশোউই ও নন্দওয়েনি সহরের আইনে ভারতীয়েরা জমির মালিক হইতে বা জমির উপর কোনো অধিকার লাভ করিতে পারে না[১] যদিও সেই একই দেশে মেলমথ সহরে ভারতীয়েরা ২০০০ পাউন্ড পর্যন্ত মূল্যের জমির মালিক হইতে পারে। আমরা মিঃ চেম্বারলেনের নিকট স্মারকলিপি[২] পাঠাইয়াছি—তাহা এখন তাঁহার বিবেচনাধীন আছে। নাটালের ঔপনিবেশিকরা বলেন যে

[১] ১ম খন্ড ২৮১-৩ ও ২৮৭-২৮৯ পৃঃ
[২] ঐ খন্ড ২৯১-২৯৫ পৃঃ

রাজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শাসিত উপনিবেশে যদি ভারতীয়ের উপর আইনতঃ এই অযোগ্যতা আরোপিত হইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের সম্পর্কে নাটালের মত দায়িত্বসম্পন্ন সরকার দ্বারা শাসিত উপনিবেশে নিজেদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে দেওয়া উচিত। জুলুল্যাণ্ডে আমাদের অবস্থা ফ্রি স্টেট্ অপেক্ষা কোনো অংশেই ভাল নহে। জুলুল্যাণ্ডে যাওয়া এমনি বিপজ্জনক যে দুই এক জন যাঁহারা সেখানে সাহস করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে ভারতীয়দের পক্ষে অনেক সুবিধার পথ আছে কিন্তু ওখানকার দুর্ব্যবহারই সে পথের বাধা। আমরা ঐকান্তিক ভাবে আশা করিতেছি যে অনতিবিলম্বে এ বিষয়ের প্রতিকার হইবে।

কেপ কলোনী

কেপ কলোনীতে মেয়রদের কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ করিয়া এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে এই কলোনীতে এশিয়াবাসীদের আগমন বন্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা হউক—কংগ্রেস আশান্বিত যে এ বিষয়ে শীঘ্রই ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই অন্তরীপের বিধানসভা সম্প্রতি এক আইন পাশ করিয়া এই উপনিবেশের ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে উপবিধি প্রণয়নের যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাতে আদিবাসী ও ভারতীয়দিগকে স্থান বিশেষে অপসারণ করিয়া সেখানে বসবাসে বাধ্য করা এবং তাহাদের ফুটপাথ দিয়া চলাও নিষিদ্ধ করা যাইবে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর নির্মম পীড়নের উদাহরণ চিন্তা করা কঠিন। ২৩শে মার্চ (১৮৯৬) তারিখের "দি মারকারী" পত্রিকা অনুসারে এই অন্তরীপ সরকারের অধীনে অবস্থিত ইস্ট গ্রিকুয়াল্যাণ্ডের ভারতীয়দের অবস্থা এই রূপ :

> ইসমাইল সুলিমান নামক এক আরববাসী ইস্ট গ্রিকুয়াল্যাণ্ডে একটি দোকান করে। সে ব্যক্তি মাসের উপর শুল্ক দিয়া অনুমতিপত্রের (লাইসেন্সের) জন্য আবেদন করিলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহা নাকচ করিয়া দেন। মিঃ এটর্নি ফ্রান্সিস্ ঐ ব্যক্তির পক্ষে অন্তরীপ সরকারের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনা করেন—সরকার ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বহাল রাখিয়া এই নির্দেশ দেন যে, ইস্ট গ্রিকুয়াল্যাণ্ডে কোনো কুলি বা আরববাসী ব্যবসায়ের জন্য অনুমতিপত্র পাইবে না এবং যে দু'একজনের এরূপ অনুমতিপত্র আছে তাহাও বাতিল করিয়া দিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে মহামান্যা মহারাণীর দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশের কোনো কোনো অংশে তাঁহার প্রজাদিগের উপর ন্যস্ত অধিকারও রক্ষা করা হইবে না। পরিশেষে ভারতীয়দের অদৃষ্টে কি যে ঘটিয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে পারি নাই। অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ব্যবসা করিবার অনুমতি

সরাসরিভাবে দেওয়া হয় নাই। নাটালে প্রকাশিত আদিবাসী সম্পর্কীয় একখানি সরকারী কার্যবিবরণী আছে। তাহাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলিতেছেন যে, তিনি শুধু ভারতীয়দের ব্যবসায়ের জন্য অনুমতিপত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করেন।

সনদ-প্রাপ্ত অঞ্চল সমূহ

সনদ-প্রাপ্ত অর্থাৎ শাসনাধিকার-প্রাপ্ত অঞ্চলসমূহে ভারতীয়েরা একই প্রকার ব্যবহার পাইতেছেন। মাত্র সেদিন জনৈক ভারতীয়কে ব্যবসা করিবার অনুমতিপত্র দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে; তিনি সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালতে যান এবং সেখানকার বিচারে বলা হয় যে তাঁহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। এখন আবার রোডেসিয়ার অধিবাসীরা সরকারের কাছে এক আবেদনে আইন পরিবর্তন করিবার অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছে যে ভারতীয়েরা যাহাতে আইন অনুসারে ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। শোনা যাইতেছে, সরকার নাকি আবেদনকারীদের অনুরোধ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। যে সভা হইতে এই আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার "ডেলি টেলিগ্রাফ"-এর পত্রপ্রেরক ইহাই বলিতেছেন :

> একথা বলিতে সত্যই আমার আনন্দ হইতেছে যে বাস্তবিক পক্ষে এই সভাকে কোনো রূপেই প্রতিনিধিমূলক বলা যায় না। সেরূপ হইলে সহরবাসীর পক্ষে তাহা প্রশংসার কথা হইত না। আধ ডজন প্রধান প্রধান দোকানী, একখানি কাগজের সম্পাদক, কয়েকজন মাত্র সামান্য সরকারী কর্মচারী এবং বেশ কিছু সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী, মিস্ত্রী, কারিগর লইয়া এই সভা। যাঁহাদের নির্দেশমত এই সভা বসিয়াছিল তাঁহারা হয়ত আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিবেন যে ঐ সভা সলস্‌বারীর জনসাধারণের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছে। প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নাম সহিত আমি ইতিপূর্বেই আপনাদের কাছে প্রস্তাবগুলি তারযোগে পাঠাইয়াছি. সভা আরম্ভ হইবার পূর্বেই সেগুলি বেশ সুন্দরভাবে সাজান ছিল—সময়মত ঠিক জায়গায় পর পর সংখ্যাগুলি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে কোনো ভারতীয় উপস্থিত ছিল না, এবং তাহাদের পক্ষে কেহ কোনো কথা বলিতেও সাহস করে নাই—কেন, সেকথা বলা কঠিন; কারণ ইহা নিশ্চিত যে এই সহরের অধিকাংশ লোকের মনোভাব, যাঁহারা সভার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের একতরফা, স্বার্থপূর্ণ, সঙ্কীর্ণ মন হইতে উদ্ভূত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা পরিশ্রমী ও স্থিরমতি, এবং যাহারা উচ্চস্তরের অনেক সময় অপেক্ষাকৃত কম কৃষ্ণবর্ণ ভাইদের পাশে পাশে থাকিয়া যোগ্যতা ও সাধুতার সঙ্গে নিজেদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহাদের এদেশে আগমনে ভয়ের কারণ থাকিলেও তাহা যে অতি সামান্য তাহা মনে না করিয়া পারি না।

ট্রান্সভাল

এবার ব্রিটিশ রাজ্যের বহির্ভূত রাজ্যের কথা বলি—ট্রান্সভাল ও ফ্রী স্টেট্। ট্রান্সভালে ১৮৯৪ সালে দুইশত ব্যবসায়ী ছিল—তাহাদের সর্বসাকুল্য সম্পত্তির পরিমাণ হইবে ১ লক্ষ পাউন্ড। ইহাদের মধ্যে তিনজন ব্যবসায়ী ইংল্যান্ড, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থান হইতে মাল আমদানি করিত—এজন্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তাহাদের শাখা ছিল—এবং সেগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করিত ট্রান্সভালের ব্যবসার উপর। বাকি সকলের নানা স্থানে ছোট ছোট দোকান ছিল। তখন এই গণতান্ত্রিক রাজ্যে প্রায় দুই হাজার ফেরিওয়ালা ছিল—তাহারা মাল কিনিত এবং চারিদিকে ফেরি করিয়া বেড়াইত। ভারতীয় শ্রমজীবীদের মধ্যে ইউরোপীয় পরিবারে বা হোটেলে যাহারা সাধারণ চাকরের কাজ করে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,৫০০, তাহাদের মধ্যে ১০০০ লোক থাকিত জোহানেস্‌বার্গে। মোটামুটি এই ছিল ১৮৯৪ সালের শেষের দিকের অবস্থা। এখন তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারে না। নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিবার জন্য তাহাদিগের উপর হুকুম জারি হইতে পারে। এখন তাহাদিগকে ব্যবসায়ের নূতন অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) দেওয়া হইতেছে না। রেজিষ্ট্রি করাইয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে ৩ পাউন্ড হিসাবে বিশেষ দর্শনী দিতে বাধ্য করা হয়। লন্ডনের যে প্রচলিত নীতিতে মহামান্যা মহারাণীর প্রজাদের অধিকার সংরক্ষিত তদনুসারে এ সকল বিধি-নিষেধ বে-আইনী। কিন্তু ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক সচিব এই নীতির ব্যতিক্রমে সম্মতি দেওয়াতে ট্রান্সভাল উপরোক্ত নিয়মকানুন চালাইতে সমর্থ হইয়াছে। এ সম্পর্কে ১৮৯৪-৯৫ সালে সালিশী হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছিলেন অর্থাৎ এই গণতান্ত্রিক সরকারের ঐ সকল আইন পাশ করিবার অধিকার আছে—রায়ে এই কথাই বলা হইয়াছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে বিলাত সরকারে আবেদন[১] পাঠান হইয়াছিল। মিঃ চেম্বারলেন এখন এই সালিশীর রায় দিয়াছেন, আবেদন সম্পর্কে সহানুভূতি জানাইয়া কিন্তু সালিশীর রায়ই মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে তিনি ট্রান্সভাল সরকারের কাছে সময়ে সময়ে বিষয়টি বন্ধুভাবে উত্থাপন করিবার অধিকার ছাড়েন নাই। যদি বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবি উত্থাপিত হয় তাহা হইলে শেষ নাগাৎ আমরা নিশ্চয়ই সুবিচার পাইব। সেজন্য আমরা সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিব যে তাঁহারা এমন ভাবে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োগ করুন যাহাতে আমাদের আবেদন

[১] ১ম খণ্ড ১৭৮-১৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিবেদনের ফল আশানুরূপ হয়। আমি এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিতে চাই। যখন মালাবক যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রজাদের বলপূর্বক যুদ্ধে নিয়োগ করা হয় তখন অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র বিভাগের হস্তক্ষেপ চাহেন। প্রথম যে উত্তর আসে তাহাতে বলা হয় যে গণতান্ত্রিক সরকারের কাজে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে সংবাদপত্রগুলি বিশেষ ক্রুদ্ধ হয় এবং কঠোর ভাষায় লিখিত বহু স্মারকলিপি আবার প্রেরিত হয়। অবশেষে ব্রিটিশ প্রজাদের যাহাতে বলপূর্বক যুদ্ধে নিয়োগ করা না হয় তাহার জন্য ট্রান্সভাল সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। ইহাকে হস্তক্ষেপ বলা যায় না, তত্রাচ উক্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়া ব্রিটিশ প্রজাদের যুদ্ধে নিয়োগ করা বন্ধ হইয়া যায়। আমরা কি এমন অনুরোধের আশা করিতে পারি যাহা বিফলে যাইবে না? এরূপ সামরিক ব্যাপারে বলপূর্বক যোগদান করাইবার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মত আমাদের সম্প্রদায়গুলি গুরুত্ববিশিষ্ট না হইলেও আমি বলিব—আমাদের অভিযোগ তদপেক্ষাও গুরুতর।

ঐরূপ বা অন্য কোনোরূপ অনুরোধ জানান হউক আর নাই হউক, রায় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে এবং তাহা মিঃ চেম্বারলেনের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। ট্রান্সভালের শত শত ভারতীয় দোকানের সম্পর্কে কি করা হইবে? সবই কি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে? একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কি তাহাদের বাস করিতে হইবে? যদি তাহাই হয় তবে কোন অঞ্চলে? গণতান্ত্রিক রাজ্য দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়াতে মালয়বাসীদের স্থানান্তর করণের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ এজেণ্ট ট্রান্সভালের অঞ্চলগুলির বর্ণনা দিয়াছেন:

> যেখানে সহরের ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়, সহর এবং এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত নর্দমার বন্ধপথে শোষিত দূষিত জল ছাড়া যেখানে অন্য প্রকার জল মিলে না, সেই প্রকার সংকীর্ণ স্থানে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলে—তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে তাহাদের মধ্যে মারাত্মক জ্বর ও নানারকম ব্যাধি দেখা দিবে। তাহাতে তাহাদের জীবন এবং সহরের স্বাস্থ্য বিপদাপন্ন হইয়া পড়িবে।
>
> (সবুজ পুস্তিকা ২ সংখ্যা, ১৮৯৩, ৭২ পৃঃ)

যদি দোকানপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে হয়—তাহা হইলে তাহারা তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবে কি না? আবার আইনও দ্ব্যর্থবোধক। ট্রান্সভালের প্রধান বিচারালয়ে সালিশকে যে ব্যাখ্যা অনুসারে বিচার করিতে বলা হয় তিনি এখন সে ব্যাখ্যা ট্রান্সভালের উচ্চ আদালতের ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আমরা বলি যে রাষ্ট্র শুধু আইন অনুসারে নির্দিষ্ট অঞ্চলেই বসবাস করিতে বাধ্য করিতে পারে। রাজ্য সরকার বলেন, দোকানদারী

ব্যবসা, বসবাস কথাটির অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য আইন অনুসারে নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া আমরা আর কোথাও ব্যবসা করিতে পারি না। প্রধান বিচারালয়ও নাকি রাজ্য সরকারের এই ব্যাখ্যার অনুকূলেই মত পোষণ করেন।

ট্রান্সভালে ইহাই একমাত্র অভিযোগের কারণ নহে। এগুলি ছিল সালিশির বিষয়। কিন্তু এখানকার আইনে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় করিতে পারেন না। আদিবাসী এবং অন্যান্য অশ্বেতকায় লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট একটি টিনের কামরা আছে, সেখানে বেশভূষা আচরণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে আমাদিগকে ভেড়ার পালের মত ঠাসাঠাসি করিয়া যাইতে হয়। নাটালে সেরূপ কোনো আইন নাই, কিন্তু তবুও নিম্নতম কর্মচারীদের হাতে আমাদের ক্লেশভোগ করিতে হয়। সে ক্লেশ সামান্য নহে। ডোলাগোয়া বে অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের এমনই সম্মান করেন যে তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতেও যাইতে দেন না; সে সম্মানের মাত্রা এতই অধিক যে কোনো দরিদ্র ভারতবাসী দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিতে না পারিলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটেই তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে দেওয়া হয়। সেই ভারতীয়ই ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছান মাত্র তাহাকে তাহার মান সম্মান পকেটস্থ করিতে হয়; প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকুক বা না থাকুক তাহাতে আসে যায় না, তাহার নিকট নিদর্শনপত্র (পাস) দেখিতে চাহিয়া তাহাকে বিনা কৈফিয়তে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় পুরিয়া দেওয়া হয়। সে সকল স্থান আরামপ্রদ নহে, এজন্য মনে হয় যেন এক মাসের পথ আর শেষ হইতে চাহে না। নাটালের দিকেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। চার মাস পূর্বে ডারবানে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক প্রিটোরিয়ার জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। তাঁহাকে সব ঠিক আছে বলা সত্ত্বেও ট্রান্সভাল সীমান্তে ভল্‌ক্স-রাস্ট স্টেশনে তাঁহাকে যে শুধু জোর করিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল তাহাই নহে—ঐ গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা না থাকাতে তিনি আর অগ্রসর হইতেই পারিলেন না। এই সকল নিয়ম কানুনের জন্য আমাদের ব্যবসা পরিচালনও বিশেষ ভাবে ব্যহত হইতেছে। এইরূপ অসুবিধার জন্য অনেকে পারৎপক্ষে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চলাফেরা করিতে চান না।

ট্রান্সভালে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের মতো ভারতীয়কে এক শিলিং মূল্যের ভ্রমণ 'পাস' সঙ্গে লইতে হয়। ইহাই ভারতীয়দের পরিভ্রমণের অনুমতি পত্র। আমার বিশ্বাস ইহা কেবল একবার যাত্রার পক্ষেই বৈধ—সেজন্য মিঃ হাজি মহম্মদ হাজি দাদাকে ডাকের গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং বেয়নেটের মত একপ্রকার হাতিয়ার উঁচাইয়া পুলিশ তাঁহাকে তিন মাইল পথ হাঁটাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ঐ নিদর্শনপত্র আনিবার জন্য। 'পাস' দিবার মালিক তাঁহাকে জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার পাস

দিলেন না। তাহা হইলেও গাড়ী ধরিতে পাইলেন না বলিয়া তাঁহাকে ভল্‌ক্সরাস্ট হইতে চার্লসটাউন পর্যন্ত পদব্রজে যাইতে হইল।

ভারতীয়দের প্রিটোরিয়া এবং জোহানেসবার্গে ফুটপাথের উপর দিয়া চলিবার অধিকার নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই অধিকারের কথা বলিতেছি, কারণ সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদের এই ব্যাপারে উত্যক্ত করা হয় না। এ সম্পর্কে জোহানেসবার্গে স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি উপবিধি আছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মিঃ পিলে নামক একজন ভদ্রলোককে প্রিটোরিয়া সহরের ফুটপাথ হইতে ভীষণ ভাবে ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। বিষয়টির প্রতি ব্রিটিশ এজেণ্টেরও মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়াও এ বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

জোহানেসবার্গে স্বর্ণখনি সংক্রান্ত যে আইন আছে তাহাতে ভারতীয়েরা খনির কাজে অনুমতিপত্র লাভে বঞ্চিত—এবং দেশীয় স্বর্ণ রাখা বা বিক্রয় করা তাহাদের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ।

যে চুক্তিনামার বলে ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে ট্রান্সভাল সরকার তাহা এরূপ সর্তাধীনভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে তাহার মধ্যে বর্ণিত ব্রিটিশপ্রজা অর্থে কেবল শ্বেতকায় সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে। মিঃ চেম্বারলেনের নিকট প্রদত্ত স্মারক-পত্রের[১] ইহাই এখন বিষয়-বস্তু। মহামান্যা মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের উপর ইহার দ্বারা যে গুরুতর আইনঘটিত অযোগ্যতা চাপান হইয়াছে তাহা ছাড়াও লণ্ডন টাইম্‌স্‌-এর কথায় বলিতে পারি—“এখন দেখ, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজা-দের মধ্য হইতে সংগৃহীত সৈন্যদল ব্রিটিশ সৈন্যদের বেওনেটের বিরুদ্ধেই ট্রান্সভালের উদ্যত বেওনেট দ্বারা বিতাড়িত হইতেছে।”

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট্‌

আমি ইহার পূর্বেই একখানি সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ব্রিটিশ-প্রজা ভারতীয়দের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। আমরা সে রাজ্য হইতে বিতাড়িত,—তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯,০০০ পাউণ্ড। আমাদের দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার জন্য আমরা কোনো ক্ষতিপূরণ পাই নাই। বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা যে নষ্ট হইল—সেকথা না হয়

[১] ১ম খণ্ড ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা

নাই বলিলাম, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন কি ইহাকে প্রকৃত অভিযোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের নিকট হইতে আমাদের ঐ ৯০০০ পাউন্ড পাওয়াইয়া দিবেন? আমি তাহাদের সকলকেই জানি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তাহাদের পূর্বেকার অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই—যদিও বিতাড়িত হইবার সময় তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী বলিয়া বিবেচিত হইত। যে আইনের নাম 'এশিয়ার অশ্বেতকায় লোকের অভিযান বন্ধ করিবার আইন' সেই আইনই যে কোনো ভারতীয়কে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া সেখানে দুই মাসের বেশি অবস্থান করিতে দেয় না। তাহার বাস করিবার অনুমতি লাভের জন্য দরখাস্ত দিবার এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হইবার পর এক মাসের আগে তিনি সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারেন না। যাহা হউক কিছুতেই কোনো ভারতীয় এ রাজ্যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিবার বা ব্যবসাবাণিজ্য করিবার কিম্বা চাষবাসের কাজকর্ম চালাইবার অধিকারী নহে।

"অবস্থা অনুসারে" রাষ্ট্রপতি "বাস করিবার উপযোগী" এরূপ খণ্ডিত অনুমতি দিতে পারেন বা নাও দিতে পারেন। ভারতীয় বাসিন্দাকে ইহার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক ১০ পাউন্ড হিসাবে নির্ধারিত কর দিতে হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ও খামার-সংক্রান্ত আইনভঙ্গে প্রথম অপরাধের জন্য অপরাধীকে ২৫ পাউন্ড জরিমানা দিতে অথবা সশ্রম বা বিনাশ্রম তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। পরবর্তী সকল আইনভঙ্গের অপরাধের জন্য উহার দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, সম্প্রতি নাটালের এজেন্ট জেনারেল[১] আপনাদিগকে বলিয়াছেন যে (১) ভারতীয়েরা নাটাল অপেক্ষা অন্য কোনো স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভাল ব্যবহার পায় না; (২) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা যে দেশে ফিরিয়া যাইবার ভাড়া পাইবার সুবিধা গ্রহণ করে না, এই ঘটনাই আমার পুস্তিকার সর্বোৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর; (৩) তিনি আরও বলিয়াছেন রেলওয়ে ও ট্রামের কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করে না এবং আদালতের সুবিচার হইতেও তাহারা বঞ্চিত নহে।

[১] রয়টার সবুজ পুস্তিকার ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর বিবরণ দেন। গান্ধীজি কর্তৃক আনীত দুর্ব্যবহারের অভিযোগগুলি নাটালের এজেন্ট জেনারেল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। "কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ..." হইতে "প্রমাণার্থ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত..." পর্যন্ত (এই খণ্ডের ৩৮ পৃঃ) অনুচ্ছেদগুলি গান্ধীজি প্রদত্ত মাদ্রাজ বক্তৃতার অংশ এবং এজেন্ট জেনারেলের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐগুলি সবুজ পুস্তিকায় সংযোজিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্ট রূপে মুখবন্ধে উহার উল্লেখ আছে। ৯৯-১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, এবং এ বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে লিখিত গান্ধীজির পত্রের জন্য ৮০-৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এজেণ্ট জেনারেলের প্রতি বিশেষ সম্মান রাখিয়া প্রথম বিবৃতি সম্পর্কে আমি শুধু এই কথা বলিতে পারি যে সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার নিশ্চয়ই অদ্ভূত ধারণা আছে; যদি বিনা নিদর্শনপত্রে (পাসে) রাত্রি ৯ ঘটিকার পর বাহির হইলে হাজত বাস করিতে হয়, স্বাধীন দেশে পুরবাসীদের অতি প্রাথমিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হয়, দাসখৎ লেখা মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা এমন কি স্বাধীন শ্রমিকের মানসম্মান হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়, এবং উপরে বর্ণিত অন্যান্য বিধিনিষেধের দ্বারা শাসিত হইতে হয়—তাহা হইলে অবশ্য এ সকল সদ্ব্যবহারেরই দৃষ্টান্ত! এবং যদি এইরূপ উৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহারই ভারতবাসীদের ভাগ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধিতে ভারতীয়দের ভাগ্য এখানে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সত্যই খুব শোচনীয় বলিতে হইবে। ব্যাপার হইল এই যে এজেণ্ট জেনারেল মিঃ ওয়ালটার পিসকে সরকারী কর্মচারীদের চশমায় দেখিতে হইতেছে, সেজন্য তাঁহার চোখে সরকারী সব কিছুই গোলাপী বলিয়া মনে হয়। আইনঘটিত এ সকল অযোগ্যতা সম্পর্কে নাটাল সরকারের কার্যাবলী নিন্দনীয়; এজেণ্ট জেনারেল নিজেকে নিন্দাভাজন করিবেন, ইহা কি করিয়া আশা করা যায়। যদি তিনি নিজে বা তিনি যে সরকারের প্রতিনিধি সেই সরকার স্বীকার করিতেন যে উপরে বর্ণিত অযোগ্যতা সমূহ ব্রিটিশ সংবিধানের মূল নীতির পরিপন্থী, তাহা হইলে আজ সন্ধ্যায় আপনাদের সম্মুখে দাঁড়ান আমার উচিত হইত না। আমি সবিনয়ে বলিতেছি যে এজেণ্ট জেনারেল তাঁহার বিবৃতিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের দোষ সম্পর্কে মতামত অপেক্ষা উহার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

চুক্তিবন্ধ ভারতীয়েরা যে সচরাচর ফিরিয়া যাইবার সুবিধা লয় না, একথার আমরা প্রতিবাদ করি না, কিন্তু ইহাই যে আমাদের অভিযোগের সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর একথার আমরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিব। এ ঘটনার দ্বারা কি করিয়া আইনগত অযোগ্যতার অস্তিত্ব নাই ইহা প্রমাণিত হইতে পারে? এই ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে সকল ভারতীয় সে সুবিধা গ্রহণ করে না—হয় তাহারা এ সকল অযোগ্যতা গ্রাহ্য করে না, নয় এরূপ অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাহারা উপনিবেশে থাকিয়া যায়। যদি প্রথম অনুমানই সত্য হয়, তাহা হইলে যাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশী, তাহাদের কর্তব্য ভারতীয়দের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা এবং বুঝাইয়া দেওয়া যে এরূপ আইন মানিয়া লওয়ার অর্থ হইতেছে তাহাদের অধঃপতন। যদি দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে তাহা ভারতবাসীর সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা গুণের আর একটি দৃষ্টান্ত, যে গুণের কথা মিঃ চেম্বারলেন কর্তৃক তাঁহার ট্রান্সভাল সালিশি-সংক্রান্ত সরকারী পত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল। তাহারা সহ্য করে বলিয়াই যে তাহাদের

অযোগ্যতাগুলি নিরাকৃত হইবে না অথবা অযোগ্যতার অর্থ করা হইবে 'যথা-সম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবহার' এমন হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া যাহারা ভারতে ফিরিয়া না গিয়া উপনিবেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহারা কাহারা? ভারতের ঘনবসতি পূর্ণ জেলাগুলিতে সম্ভবতঃ যেখানে অর্ধাশনে থাকিতে হয় সেইরূপ অঞ্চলে যে দরিদ্রতম লোকেদের বাস—তাহাদের মধ্য হইতেই এই সকল ভারতীয় এখানে আসিয়াছে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে নাটালে স্থায়ীভাবে বাস করিবার ইচ্ছাতেই তাহারা সপরিবারে (যদি পরিবার থাকে) আসিয়াছে। যদি এই সকল লোক তাহাদের চুক্তি ফুরাইবার পরও ভারতে ফিরিয়া অর্ধাশনের সম্মুখীন না হইয়া (মিঃ সান্ডারস্ যেমন বলিয়াছেন)—যে দেশের আবহাওয়া চমৎকার এবং যেখানে তাহারা ভদ্রভাবে বাস করিবার মত উপার্জন করিতে সমর্থ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে, তাহা কি আশ্চর্যের বিষয়? যে ব্যক্তির অনশনে দিন কাটে সে সাধারণতঃ এক টুকরা রুটির জন্য যে কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইবে।

উইটল্যান্ডের অধিবাসীরা কি ট্রান্সভালে তাহাদের অভিযোগের অতি দীর্ঘ তালিকা দেয় না? তাহা হইলেও তাহারা কি দুর্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও দেশ অপেক্ষা ট্রান্সভালে অতি সহজে অন্নসংস্থান করিতে সমর্থ হয় বলিয়া হাজারে হাজারে ট্রান্সভালে ভীড় করিতেছে না?

আমাদের একথাও মনে রাখিতে হইবে যে মিঃ পিস্ তাঁহার বিবৃতি দিবার সময় সেই সকল স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কথা হিসাবে আনেন নাই যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে উপনিবেশে যায়, এবং এই সকল অসম্মান ও অযোগ্যতা সর্বাপেক্ষা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া থাকে। এজন্য উইটল্যান্ডের লোককে যেমন বলা সাজে না যে, যদি দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পার তাহা হইলে ট্রান্সভালে যাইও না—তেমনি তাহা উদ্যমশীল ভারতীয়কে আরও বলা সাজে না। আমরা সার্বভৌম রাজপরিবার ভুক্ত:—পালিত হইলেও সেই একই মহিমান্বিতা মায়ের সন্তান; ইউরোপীয় সন্তানদেরই তুল্য সুখ-সুবিধা ও অধিকার আমাদেরও আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমরা নাটাল উপনিবেশে গিয়াছিলাম এবং আমাদের ভরসা এই যে, সে বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তিকার মধ্যে রেলওয়ে ও ট্রামগাড়ীতে ভারতীয়দের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার করা হয় বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে এজেন্ট জেনারেল তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি ভুলও হয় তাহাতে আইনগত অসুবিধা অপ্রমাণিত হইবে না—আমাদের স্মারকলিপিতে একমাত্র সেই বিষয়েই বলা হইয়াছে এবং তাহা নিরাকরণের জন্য আমরা স্বরাষ্ট্র বিভাগ

ও ভারত সরকারকে সরাসরি মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু আমি বলিতে পারি যে এজেণ্ট জেনারেলকে ভুল খবর দেওয়া হইয়াছে এবং বিনীতভাবে পুনরায় বলিতেছি যে ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই রেল ও ট্রামগাড়ীর কর্মচারীদের হাতে পশুর মত ব্যবহার পায়। এই বিবৃতি প্রায় দুই বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল এবং যে স্থলে করা হইয়াছিল সেখান হইতেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ হইতে পারিত। নাটালের স্থানীয় বিধানসভার সদস্যাদিগের নিকট একখানি "খোলা চিঠি" পাঠাইয়াছিলাম। উপনিবেশে তাহা ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সকল প্রধান সংবাদপত্র ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন কেহই উহার প্রতিবাদ করেন নাই। এমন কি কোনো কোনো সংবাদপত্র আমার বক্তব্য বিষয় মানিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় আমার যে পুস্তিকা বর্তমানে প্রকাশিত হইল[১] তাহাতে উহা উদ্ধৃত করিতে ভরসা পাইয়াছি। অত্যুক্তি করা আমার অভ্যাস নহে এবং আত্মপক্ষ-সমর্থনে নজীর দেখাইতে হইলে তাহা আমার কাছে খুবই অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু যেহেতু আমার বিবৃতিগুলি খেলো করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা আমার উদ্দেশ্যকেও হীন করা হইতেছে সেজন্য আমি আমার উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিবৃতি সম্বলিত আমার "খোলা চিঠি" সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলির তৎকালীন মনোভাব কি ছিল তাহা আপনাদিগকে জানানো আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

জোহানেসবার্গের প্রধান সংবাদপত্র "দি স্টার" বলিতেছেন :

> মিঃ গান্ধী সংযত ও সুন্দরভাবে ওজস্বী ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিবেশে আসার সময় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মনোবৃত্তি তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁহার 'খোলাচিঠি'র সুর সম্পর্কে ন্যায়তঃ কোনো আপত্তি উঠিতে পারে না। যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করিয়াছেন সে সম্পর্কে তাঁহার আলোচনার সংযম বিশেষ লক্ষণীয়।

নাটালের সরকারী মুখপত্র "দি নাটাল মারকারী" বলিতেছেন :

> মিঃ গান্ধী বিশেষ সংযমের সহিত ধীর স্থির ভাবে লিখিয়াছেন। যতদূর আশা করা যায় তিনি পক্ষপাতশূন্য এবং তিনি যখন এই উপনিবেশে প্রথম আসেন তখন এখানকার আইনসমিতি[২] যে তাঁহার প্রতি বিশেষ ন্যায়বিচার করে নাই সে বিবেচনায় তিনি বরং অপ্রত্যাশিতভাবে একটু অধিক মাত্রায় নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন।

[১] সবুজ পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে উল্লেখ।

[২] গান্ধীজী প্রধান বিচারালয়ে কৌঁসুলি হিসাবে প্রবেশ করিতে গেলে নাটাল আইন-সমিতি উহাতে বাধা দেন।

যদি আমি অমূলক বিবৃতি প্রদান করিতাম তাহা হইলে সংবাদপত্রগুলি 'খোলা' চিঠি'র এমন প্রশংসা করিত না।

দুই বৎসর পূর্বে জনৈক ভারতবাসী নাটাল-রেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। একটানা এক রাত্রির যাত্রার মধ্যে তাঁহাকে তিনবার উত্ত্যক্ত করা হয় এবং ইউরোপীয় যাত্রীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহাকে দুইবার কামরা বদল করিতে হয়। আদালতে এই মামলা উঠিলে উক্ত ব্যক্তি ১০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ পান। বাদীর সাক্ষ্য নিম্নে দেওয়া হইল :—

বেলা দেড়টার সময় চার্লসটাউন হইতে যে গাড়ী ছাড়ে সাক্ষী তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছিল—সে কামরায় আরও তিনজন ভারতীয় ছিল কিন্তু তাহারা নিউক্যাসেলে নামিয়া যায়। জনৈক শ্বেতকায় ভদ্রলোক কামরার দরজা খুলিয়া সাক্ষীকে ইশারায় ডাকিয়া বলে—'স্যামি, বাহিরে এস।' সাক্ষী জিজ্ঞাসা করে—'কেন?'—শ্বেতকায় উত্তর দেন 'যাই হোক—বাহিরে এস—আমি অন্য একজনকে এখানে দিতে চাই।' সাক্ষী বলে—'আমি যখন ভাড়া দিয়াছি তখন আমি এখানে নামিয়া যাইব কেন?' ঐ শ্বেতকায় ভদ্রলোক চলিয়া গিয়া একজন ভারতীয়কে লইয়া আসে, সাক্ষীর বিশ্বাস সে রেলওয়ে কর্মচারী, তাহাকে বলা হয় সে সাক্ষীকে কামরা হইতে নামিয়া আসিতে বলুক। তখন সেই ভারতীয় কর্মচারীটি বলিল—'শ্বেতকায় ভদ্রলোক তোমাকে বাহিরে আসিতে আদেশ করিতেছেন—অতি অবশ্যই তুমি বাহিরে এস।' তাহার পর ভারতীয়টি চলিয়া যায়। সাক্ষী তখন শ্বেতকায় ভদ্রলোকটিকে বলে—'তুমি কিজন্য আমাকে অন্য জায়গায় যাইতে বলিতেছ? আমি ভাড়া দিয়াছি—এখানে আমার থাকিবার অধিকার আছে।' ইহাতে সে রাগান্বিত হইয়া বলে—'বেশ, যদি তুমি বাহিরে না আস, আমি তোমার মাথা ভাঙিয়া দিব।' শ্বেতকায় লোকটি তখন কামরায় উঠিয়া সাক্ষীর হাত ধরিয়া টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করে। সাক্ষী বলে—'ছাড়িয়া দাও—আমি বাহিরে যাইতেছি।' সাক্ষী সে কামরা ছাড়িয়া নামিয়া আসিলে শ্বেতাঙ্গ লোকটি তাহাকে অন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া দিয়া সেখানে উঠিতে বলে। সাক্ষী তাহার নির্দেশ পালন করে। সে কামরা খালি ছিল। তাহাকে যে কামরা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল সাক্ষীর বিশ্বাস একটি ব্যান্ড পার্টিকে তাহার সেই কামরায় জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি নিউ ক্যাসেলে রেলওয়ের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টে-ডেন্ট। তাহার পর মারিজবার্গ পর্যন্ত সাক্ষীকে আর উত্ত্যক্ত করা হয় না। সাক্ষী ঘুমাইয়া পড়ে এবং মারিজবার্গে তাহার ঘুম ভাঙিলে সে তাহার কামরায় একটি শিশুর সহিত এক শ্বেতকায় ভদ্রলোক ও মহিলাকে দেখিতে পায়। একজন শ্বেতকায় ভদ্রলোক কামরায় উঠিয়া অন্য শ্বেতকায় ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে এটি কি তোমার 'বয়' [১]? তখন সাক্ষীর সহযাত্রী—তাহার ছেলেকে দেখাইয়া বলে—হ্যাঁ।' অন্য শ্বেতকায় ভদ্রলোকটি বলে—'না, আমি উহার কথা বলিতেছি না। আমি কোণের ঐ ঘৃণ্য কুলিটার কথা বলিতেছি।' যাঁহার মুখ হইতে এই সুন্দর ভদ্র ভাষা বাহির হইতেছিল তিনি একজন রেলের কর্মচারী—প্রধান রেল লাইন হইতে সরাইয়া শাখা লাইনে গাড়ী চালানো ইহার কাজ। কামরার শ্বেতাঙ্গটি বলিলেন—

[১] এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়েরা পুরুষ চাকরদের 'বয়' বলে।

'তাহাতে কি? ও লোকটি যেমন আছে থাকুক না।' তাহার পর শ্বেতাংগ কর্মচারীটি বলিলেন—'শ্বেতাঙ্গদের সহিত কুলিকে এক কামরায় আমি কখনই যাইতে দিব না।' বাদীকে তখন আবার সেই কর্মচারী বলিল—'স্যামি, বাহির হইয়া এস।'—বাদী বলিল—'কেন, নিউক্যাসেলে আমাকে এই কামরায় সরান হইয়াছে?' কর্মচারী বলিল—'দেখ, তোমাকে বাহিরে আসিতেই হইবে।'—তিনি তখন কামরায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে সাক্ষীকে নিউক্যাসেলের মত অপদস্থ করা হইবে ভাবিয়া সে বলে যে—'সে বাহিরে যাইতেছে' এবং সে কামরা ত্যাগ করিয়া যায়। শ্বেতাংগ কর্মচারীটি আর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া দিলে সাক্ষী সেই কামরায় যাইয়া উঠে। কিছুক্ষণের জন্য সে কামরা খালি ছিল কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার পূর্বেই একজন শ্বেতাংগ সে কামরায় প্রবেশ করিল। আবার সেই কর্মচারীটি আসিয়া বলিল, 'যদি আপনি ঐ দুর্গন্ধময় কুলিটার সহিত যাইতে অনিচ্ছুক হন আমি আপনার জন্য আর একটা কামরা দেখিয়া দিব।'

(দি নাটাল এডভারটাইজার, ২২শে নভেম্বর, ১৮৯৩, বুধবার)

লক্ষ্য করিবেন সহযাত্রী শ্বেতাংগ ভদ্রলোক মনে কিছু না করিলেও মারিজ-বার্গের কর্মচারী ভারতীয় যাত্রীর সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। ইহা যদি পশুর মত ব্যবহার না হয় তাহা হইলে তাহা কিরূপ ব্যবহার তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হয়—এইরূপ ঘটনা সর্বদাই ঘটিতেছে এবং তাহা এত বেশী যে বিরক্তিজনক।

মামলার সময় দেখা গেল যে প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষীকে তালিম দেওয়া হইয়াছে। এই ভারতীয় যাত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করা হইয়াছিল কিনা বিচারক একথা সাক্ষী হিসাবে অপর একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দেন। তৎপরে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট যিনি এই মামলার বিচার করিতেছিলেন তিনি সাক্ষীকে বলেন—'তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমার মত হইতে আপনি ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং ইহা অদ্ভুত যে রেল-ওয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকেদের দৃষ্টি আপনাদের অপেক্ষা অনেক বেশি তীক্ষ্ন।'

এই মামলা সম্পর্কে ডারবানস্থিত ইউরোপীয় দৈনিক কাগজ 'দি নাটাল এডভারটাইজার' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

সাক্ষ্যসাবুদ হইতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে অভিবাসী এই লোকটির উপর দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং যখন দেখা গেল যে এই শ্রেণীর ভারতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হইয়া থাকে তখন বাদীকে অনাবশ্যক বিরক্তি ও অপমান সহ্য করিতে বাধ্য করা উচিত হয় নাই। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতির রেলযাত্রীদের মধ্যে গোলমাল বাধিবার আশঙ্কা হ্রাস করিবার জন্য কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং তাহা যাহাতে শ্বেত কৃষ্ণ নির্বিশেষে কাহারো বিরক্তির কারণ না হয় তাহাও দেখা উচিত।

এই মামলা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের সময় "দি নাটাল মারকারি" বলেন:

শিক্ষিত হউক কিম্বা বেশভূষায় আচার ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন হউক যে কোনো ভারতবাসীর প্রতি কুলির মত ব্যবহার করার প্রবণতা সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় রহিয়াছে। আমাদের রেলে আমরা একাধিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছি যেখানে অশ্বেতকায় লোকদের প্রতি ভদ্রতা দেখান হইতেছে, কিছুতেই একথা বলা যায় না। যদিও এ প্রত্যাশা করাও অসংগত নয় যে, এন. জি. আর [১] এর শ্বেতাংগ কর্মচারীরা ইউরোপীয় রেলযাত্রীদের প্রতি যে সম্মান দেখাইবে তাহাদের প্রতিও সেই সম্মান দেখাইবে, তথাচ আমরা মনে করি অশ্বেতকায় যাত্রীদের প্রতি ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অধিক সৌজন্য দেখাইলে কর্মচারীদের পক্ষে তাহা কোনো প্রকারেই মর্যাদাহানিকর হইবে না। (২৪-১১-১৮৯৩)

দক্ষিণ আফ্রিকার একখানি প্রধান সংবাদপত্র 'দি কেপ টাইমস্' বলেন :

যে সকল লোক ছাড়া কোনমতেই কাজ চলিতে পারে না—সেই সকল লোকের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে এমন একটি দেশের অদ্ভুত দৃশ্য নাটালেই দেখা যাইতেছে। উপনিবেশ হইতে ভারতীয়েরা চলিয়া গেলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িবে। আমরা কেবল সে দৃশ্য কল্পনাই করিতে পারি। তবুও ভারতীয়েরাই সর্বাধিক অবজ্ঞার পাত্র—তাহারা ট্রামগাড়ীতে চড়িতে পারিবে না, শ্বেতাংগদের সংগে রেলগাড়ীতে এক কামরায় বসিতে পারিবে না, হোটেলওয়ালা তাহাদের খাবার দিবে না—আশ্রয় দিবে না, সাধারণ শৌচাগারের সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে।

(৫-৭-১৮৯১)

মিঃ ড্রামণ্ড নামক একজন ইংগ-ভারতীয় নাটালের ভারতবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। তিনি 'দি নাটাল মারকারি'তে লিখিতেছেন :

এখানকার বেশির ভাগ লোক যেন ভুলিয়া যায় যে তাহারা (ভারতীয়েরা) ব্রিটিশ প্রজা, তাহাদের মহারাণী আমাদের সম্রাজ্ঞী এবং শুধু সেই কারণেই মনে হয় এখানে যে গ্লানিকর "কুলি" কথাটি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইতে তাহাদের রেহাই পাওয়া উচিত। ভারতবর্ষে নিম্নস্তরের শ্বেতাংগেরাই দেশীয় লোককে 'নিগার' বা কালা আদমী বলিয়া থাকে এবং তাহার সংগে এমন ব্যবহার করে যেন সে সকল প্রকার সুবিবেচনা বা সম্মানের অযোগ্য। তাহাদের এবং এই উপনিবেশের অনেকের দৃষ্টিতে ভারতীয়েরা যেন দুর্বহ ভার অথবা প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ, ব্যবহারও তাহারা সেই প্রকারই পাইয়া থাকে। * * * নির্বোধ ও অশিক্ষিত লোকের মুখে ভারতীয়দের সাধারণতঃ পৃথিবীর আবর্জনা বলিয়া বর্ণনা করিতে প্রায়ই শোনা যায়; ইহা খুবই শোচনীয় ও দুঃখের বিষয়। শ্বেতাংগদের নিকট হইতে ভারতবাসী প্রশংসা পায় না—পায় শুধু উপেক্ষা ও অবজ্ঞা।

আমার মনে হয় রেলওয়ে কর্মচারীরা যে ভারতীয়দের সহিত পশুর মতো ব্যবহার করে আমার এই বিবৃতির সপক্ষে আমি তাহার যথেষ্ট বাহিরের প্রমাণ

[১] নাটাল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে

দেখাইয়াছি। ট্রামগাড়ীতে ভারতীয়দিগকে প্রায়ই ভিতরে বসিতে না দিয়া এখানকার ভাষায় "উপরতলায়" পাঠাইয়া দেওয়া হয়, বসিবার এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় সরাইয়া দেওয়া হয়, অথবা সম্মুখের বেঞ্চে বসা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আমি একজন ভারতীয় কর্মচারীকে জানি—আধুনিক কায়দার ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত সেই তামিল ভদ্রলোককে বসিবার স্থান থাকা সত্ত্বেও ট্রামগাড়ীর পা-দানীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

ভারতীয়েরা আদালতে সুবিচার পাইয়া থাকে এ সম্পর্কে আমি বলিব—পায় না যে একথা আমি কখনই বলি নাই, তাহারা যে সব সময়েই সব আদালতেই সুবিচার পায় একথা স্বীকার করিতেও আমি প্রস্তুত নহি।[১]

সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিবার জন্য পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করার কোনোই প্রয়োজন নাই। ভারতবাসীদের মধ্যে যাহারা নাটালে যায় তাহারা যে উৎপীড়ন সত্ত্বেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে, একথা কেহ অস্বীকার করে না।

ইহাই তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা। ডেলাগোয়া বে-তে তাহাদের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। সেখানে তাহাদের বেশ মানসম্মান আছে, শ্রমিকদের উপর বিশেষ কোনো আইনগত অযোগ্যতা আরোপিত নহে, সহরের প্রধান রাস্তার ধারের স্থাবর সম্পত্তির প্রায় অর্ধেকের মালিক তাহারা। তাহাদের সকলেই প্রায় ব্যবসায়ী। কেহ কেহ সরকারী চাকুরীও করে, দুইজন পার্শি ভদ্রলোক সেখানকার ইন্‌জিনিয়ার। আর একজন পার্শি ভদ্রলোক আছেন 'সেনর ইডুল' নামে, ডেলাগোয়ার শিশুরাও তাঁহাকে জানে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধানতঃ অবশ্য মুসলমান ও বেনিয়ারা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই পোর্তুগীস অধিকৃত ভারত হইতে আসিয়াছেন।

আমাকে এখনো পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এই শোচনীয় অবস্থার কারণই বা কি এবং প্রতিকারই বা কি। ইউরোপীয়গণ বলেন ভারতীয়দের রীতিনীতি অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর, তাহারা কোনো খরচপত্র করে না, তাহারা মিথ্যাবাদী এবং চরিত্রহীন। অধিকাংশ নরমপন্থী সংবাদপত্রগুলির মতে এই সকল আপত্তির কারণ বর্তমান। অপরে অবশ্য আমাদিগকে কেবল গালিগালাজই করে। অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং অসত্যবাদিতার অভিযোগ অংশতঃ সত্য, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় সমগ্রভাবে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে অভ্যাস উচ্চ ধারণা অনুসারে যতটা ভাল হওয়া উচিত ততটা নহে। ইউরোপীয় সম্প্রদায়

[১] এই অনুচ্ছেদটি মাদ্রাজ বক্তৃতার অংশবিশেষ—অনবধানতাবশতঃ উহা সবুজপুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যে ভাবে এ সকল অভিযোগ করেন বা করিয়াছেন আমরা তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি এবং আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তারদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে—"শ্রেণী হিসাবে বিচার করিতে গেলে ভারতীয়দের মধ্যে যে শ্রেণী নিম্নতম বলিয়া বিবেচিত তাহারা নিম্নতম শ্বেতাঙ্গ শ্রেণী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল বসতিতে ভাল ভাবেই বাস করে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্পর্কেও তাহারা অধিকতর অবহিত।" ডাঃ ভিলে বি, এ, এম-বি-বি-এস, (ক্যান্টাব) লক্ষ্য করিয়াছেন "ভারতীয়দের বেশভূষা পরিচ্ছন্ন—ধূলা ময়লা বা অসতর্ক অভ্যাসের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোনো রোগ ভোগ করে না। তাহাদের বাড়ীঘর সাধারণতঃ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম তাহারা স্বেচ্ছায় পালন করিয়া থাকে।[১]" এ সম্পর্কে আমাদের যে উন্নতির অবকাশ নাই একথা বলি না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আইন না থাকিলে আমাদের অবস্থা হয়ত সন্তোষজনক হইত না। এ ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যে সমান ভুল করিয়া থাকে তাহা সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে দেখা যায়। যাহা হউক যে সব গুরুতর অযোগ্যতার ভার আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ইহা কারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ যে অন্য তাহা আমি দেখাইতেছি। কঠোর ভাবে স্বাস্থ্য-আইন চালানো হউক তাহাতে আমাদের আরও ভালই হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা অলস ইহা দ্বারা যথোচিতভাবে জড়তা হইতে তাহাদিগকে জাগানো হইবে। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় সম্পর্কে অসত্যবাদিতার অভিযোগ কিছুটা সত্য, ব্যবসায়ীদের বিষয় সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা যে অবস্থায় পড়িয়াছে—সে অবস্থায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহাদের কাজকর্ম ভালই হইয়াছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ভৃত্য হিসাবে তাহারা "বিশেষ কাজের এবং বিশ্বাসী"—বলিয়া ঔপনিবেশিকগণ যে তাহাদের পছন্দ করেন শুধু ইহাতেই বুঝা যায় যে তাহাদের যে ভাবে বর্ণনা করা হয় তাহারা ততটা মিথ্যাবাদী নহে যে তাহার সংশোধন হয় না। যাহা হউক যে মুহূর্তে তাহারা ভারত ত্যাগ করে—সেই মুহূর্ত হইতে তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর অনুশাসনের বন্ধন থাকে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাদের পক্ষে অতি আবশ্যক ধর্মীয়শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাহাদের জাতি ভাইয়ের স্বার্থে মালিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিলে তাহারা প্রায়ই তাহাদের কর্তব্য এড়াইয়া চলে। সেজন্য সত্যের প্রতি তাহাদের সর্বক্ষেত্রে অনুরাগ ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহার পর তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়ে।

আমি বলিতে চাই তাহারা ঘৃণা অপেক্ষা করুণার পাত্র। আমি সাহস করিয়া আমার এই ধারণা দুই বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করি এবং তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ

[১] গান্ধী রচনাবলী প্রথম খণ্ড—১৯৪ পৃঃ

করেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি শত শত ভারতীয়কে, বস্তুতঃ শুধু তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া, অনেক টাকা ঋণ দেন, এবং তাহাতে তাঁহাদিগের কোনো অনুশোচনারও কারণ ঘটে না। ব্যাঙ্ক হইতেও তাহারা যে পরিমাণ ঋণ পাইয়া থাকে প্রায়ই তাহার সীমা সংখ্যা রাখা হয় না। পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয়দের সে পরিমাণ বিশ্বাস করে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে যে ভাবে অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়া থাকে তাহারা যে ততখানি অসাধু নহে—এই ঘটনাগুলিই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। আমি অবশ্য ইহা বলিতে চাহি না যে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভারতীয়েরা অধিকতর সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে। তবে আমি মনে করি সম্ভবতঃ তাঁহারা উভয়কেই সমভাবে বিশ্বাস করিয়া ভারতীয়দের মিতব্যয়িতা, উত্তমর্ণ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তাহার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও মিতাচারের উপর তাঁহারা আস্থা রাখিবেন। একটি ব্যাঙ্ক একজন ভারতীয়কে প্রভূত পরিমাণ ঋণ দিতেছেন। এই ভারতীয়ের জনৈক বন্ধু ঐ ব্যাঙ্কের পরিচিত জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ফটকা কারবারের জন্য ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ৩০০ পাউন্ড পর্যন্ত ধার চাহেন। জামিন ছাড়া ঐ টাকা ধার দিতে ব্যাঙ্ক রাজি হন না—তখন ভারতীয় বন্ধুটি তাঁহার যথাসর্বস্ব অর্থাৎ নিজের ইজ্জৎ জামিন রাখিলেন, তখন আর কিছুরই প্রয়োজন হইল না—যদিও তখন তিনি ব্যাঙ্কের কাছে প্রভূতভাবে ঋণগ্রস্ত তত্রাচ ব্যাঙ্ক তাঁহার জামিন মঞ্জুর করিয়া লইল—ফলে ইউরোপীয় বন্ধুটি ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিতে পারে নাই এবং আপাততঃ ভারতীয় বন্ধুকে ঐ ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ভদ্রলোক অবশ্য অনেক ভাল ভাবে চলা-ফেরা করেন এবং তাঁহার সান্ধ্য ভোজনের সময় মদ্যপানের প্রয়োজন হয়—আমাদের ভারতীয় বন্ধুটি পানীয় জল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। অভিযোগকারীদের অপেক্ষা আমরা অধিকতর ব্যয়কুণ্ঠ এবং চরিত্রহীন—এই অভিযোগ আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছি। কিন্তু আসল কারণ হইতেছে—প্রথমতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রের ঈর্ষা, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম হৈ চৈ করেন ব্যবসায়ীরা—তাহার পর তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলান সাধারণ লোকেরা। পরিশেষে এই পক্ষপাতিত্বের মনোভাব উচ্চ নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভারতীয়দের পক্ষে ক্ষতিসাধক দক্ষিণ আফ্রিকার আইন প্রণয়নেই তাহা বুঝা যায়। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের লোকেরা খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছে যে এশিয়ার লোকেরা ব্যবসায়ে কৃতকার্য বলিয়াই তাহারা তাহাদের ঘৃণা করে। বিভিন্ন রাজ্যের বণিক সভাগুলিই প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে

বিবৃতি দেন যে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্টানরা আমাদের স্বাভাবিক শিকার, আমাদের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃসারশূন্য, এবং আমরা কুষ্ঠ উপদংশ প্রভৃতি রোগের সংক্রামকতা বিস্তার করি। অবস্থা যখন এমনি দাঁড়াইয়াছে যে প্রাচীনকালে যেমন দাসপ্রথার মধ্যে প্রকৃত খ্রীষ্টান কোনো অন্যায় বা খ্রীষ্টানের পক্ষে অসঙ্গতি দেখিতেন না, তেমনি একজন সৎ খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের পক্ষেও এশিয়াবাসীদের এই নিপীড়নের মধ্যে যে কোনো অন্যায় অবিচার আছে ইহা না দেখিতে পাওয়াই স্বাভাবিক। মিঃ হেনরি বেল একজন পাকা ইংরেজ ভদ্রলোক, নাটাল বিধান সভার সদস্য। তাঁহাকে ন্যায়নিষ্ঠ বেল নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছেন,—ধর্মীয় আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং বিধান সভার অধিবেশনে প্রায়ই বিবেকের কথা আনিয়া ফেলেন। তবু এই ভদ্রলোকটি শক্তিশালী—. আপোষ নিষ্পত্তির প্রতিকূলে ভারতীয়-বিরোধীদের মধ্যে একজন;—যাহারা উপনিবেশের প্রধান অবলম্বন—সেই ভারতীয়দের উপর মাথাপিছু বার্ষিক ৩ পাউন্ড কর ধার্য করা এবং তাহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া তিনি অনুমোদন করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের পন্থা হইতেছে—প্রেমের দ্বারা এই বিদ্বেষ জয় করা। অন্ততঃ ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা অনেক সময় আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাই কিন্তু আমরা যে সেই মনোভাব লইয়াই কাজ করিয়া আসিতেছি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি। আমরা ব্যক্তিবিশেষের শাস্তির জন্য চেষ্টা করি না—বরং সচরাচর তাহাদের হাতে সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যায় সহ্য করিয়া যাই। সাধারণতঃ আমাদের প্রার্থনাতেও আমরা অতীতের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করি না। যাহাতে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয় এবং তাহার কারণগুলি দূর হয় আমরা তাহাই চাহিয়াছি। সেই মনোভাব হইতেই ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে আমাদের অভিযোগের বিষয় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যদি ব্যক্তিগত ক্ষতির উদাহরণ দিয়া থাকি, ক্ষতিপূরণ পাইবার উদ্দেশ্যে তাহা দিই নাই—ভারতের জনসাধারণের নিকট আমাদের অবস্থার সুস্পষ্ট পরিচয় দিবার জন্যই তাহা দিয়াছি। যদি আমাদের কোনো ত্রুটির জন্য সেরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভারতীয় জননেতাদের সহানুভূতি ও সমর্থন না পাইলে এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তীব্র ভাবে অনুযোগ করা না হইলে আমাদের পক্ষে সফলকাম হওয়া সম্ভব নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানের এতই অভাব যে লোকে বিশ্বাসই করিবে না যে ভারতবর্ষ শুধু একটি বিচ্ছিন্ন

পর্ণকুটীরের সমষ্টি দেশ নহে। লণ্ডন টাইমস্, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি[১] এবং মিঃ ভাউনাগরী এবং ভারতের "দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" আমাদের পক্ষ সমর্থনে যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল ইতিমধ্যেই হইয়াছে। অবশ্য ভারতীয়-দের অবস্থার প্রশ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্ন হিসাবেই ধরা হইয়াছে, এবং যে সকল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আমরা উপস্থিত হইয়াছি—তাঁহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়াছেন। 'হাউস অফ্ কমন্স' এর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় দলের সদস্যদের নিকট হইতে আমরা সহানুভূতি সূচক পত্র পাইয়াছি। 'ডেলি টেলিগ্রাফ'ও আমাদিগকে সমর্থন জানাইয়াছেন। যখন ভোটাধিকার বিল প্রথম পাশ হয়[২] এবং তাহা বাতিল হইয়া যাইবে এরূপ কিছু কথাবার্তা হইতে থাকে, তখন নাটালের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি বলিতে থাকেন যে যতদিন মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর সরকার ক্লান্ত হইয়া না পড়েন, ততদিন বার বার এই বিল পাশ হইতে থাকিবে। তাহারা ব্রিটিশ প্রজা কথাটা 'ধাপ্পা বাজি' বলিয়া উড়াইয়া দেন এবং একখানি সংবাদপত্র এত দূর পর্যন্ত বলেন যে, যদি বিল নাকচ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মহারাণীর প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে যদি বিল নাকচ হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা উপনিবেশ শাসন করিতে অস্বীকার করিবেন। এই সময়ে 'লণ্ডন টাইমস্' এর উপনিবেশ বিষয়ের লেখক নাটাল বিলের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু "থাণ্ডারার" কাগজ যখন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তখন দেখা যায় তাঁহার সুর বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইত্যবসরে উপনিবেশ সচিব মনে হয় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন এবং ট্রান্সভাল সংক্রান্ত সালিসির কাগজপত্র ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছাইয়া যায়। ইহাতে নাটাল সংবাদপত্র সমূহের সুর একেবারে বদলাইয়া যায়। তাহারা প্রতিবাদ জানাইল বটে কিন্তু তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। যে 'নাটাল এ্যাড্‌ভারটাইজার' একদা এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সমিতি স্থাপনের (এণ্টি-এশিয়াটিক লিগ্) প্রস্তাব করিয়াছিল—সেই কাগজকেই তাহার ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৫) তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রধান নিবন্ধে ভারতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিতে দেখা গেল। ভোটাধিকার বিলের নামঞ্জুর সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণ এবং ইতোপূর্বে নির্দিষ্ট কেপ কলোনীর পৌরসভার প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া—উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়:

> অতএব সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে সমস্যাটি কি সাম্রাজ্যগত কি নিছক স্থানীয়

[১] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক লণ্ডনে স্থাপিত; স্যার মানচেরজী ভাউনাগরী উহার অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন।

[২] ১৮৯৪ সালের ৭ই জুলাই : ১ম খণ্ড : ১০৯ পৃঃ

দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে—যেমন বৃহৎ তেমনি জটিল। অঞ্চলগুলি কেবল স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখিতে যতই উন্মুখ হউক না কেন—যাহারা উহার সকল দিক মনোযোগের সহিত বিচার (সুসিদ্ধান্তে আসিবার ইহাই একমাত্র উপায়) করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের কাছে ইহা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে উদারতর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা সাম্রাজ্যের মতামত গ্রাহ্য করিতে হইবে। তাহার পর বিষয়টির নিছক স্থানীয় দিক হইতে বিচার যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি কঠিন। কেন না দেখিতে হইবে যে সামগ্রিক ভাবে অবস্থার বিচার করা হইতেছে অথবা কেবল পক্ষপাত দোষ বা আত্মস্বার্থের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে এমন তথ্যের দ্বারাই যে পক্ষেরই হউক অসম্পূর্ণ অভিমত গঠিত হইতেছে। ভারতীয় অভিপ্রবাস সম্পর্কে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতঃ যে মনোভাব বর্তমানে রহিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—আমরা উহাদিগকে চাহি না।

প্রথম দফায় চিন্তা করিতে হইবে যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত; এই সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত ভাল মন্দ উভয়ই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, অবশ্য যদি তাহা উহা হইতে অবিচ্ছিন্ন হয়। ভারতের জনসংখ্যার ভাগ্য এখন নিশ্চিত রূপেই ধরিয়া লওয়া যায়। যে আইনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইল ভারতের উদ্বৃত্ত অধিবাসীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোনও দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যাহার মূলগত নীতিই হইতেছে ভারতের অসংখ্য ও দ্রুতবর্ধমান জনগণকে ভারতের মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিঃশেষ হইয়া যাইবার জন্য যেমন করিয়া হউক আটকাইয়া রাখা, মহামান্য ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের অধীন কোনো রাজ্যে সহজে এমন আইন পাশ করিতে দিবেন না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিপদ ও অসন্তোষের আবাসস্থল না হইয়া সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয় সেজন্য ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ভারতবর্ষ হইতে এরূপ জনাকীর্ণতা সরাইয়া দেওয়া। যদি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের একটি লাভজনক অংশ রূপে রাখিতে হয় তাহা হইলে বর্তমান জনসংখ্যার অনেকটা হ্রাস করিবার উপায় নির্ধারণ করার একান্ত প্রয়োজন। জনসংখ্যার উদ্বৃত্ত ভারতবাসীদের নিরুৎসাহ না করিয়া উৎসাহিত করা, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে যেখানে শ্রমিক জনসংখ্যার অভাব আছে সেখানে তাহাদের জন্য বহির্গমনের পথ খুঁজিয়া দেখা যে সাম্রাজ্যগত নীতির অংশ ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যাইবে যে কুলিদের ব্রিটিশ উপনিবেশে আগমনের প্রশ্ন ভারতের উন্নতি সাধন ও উদ্ধারের প্রশ্নের অতি গভীরে নিহিত রহিয়াছে। এমন কি ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তি বা তাহা হইতে বহিষ্করণকেও বুঝাইতে পারে। ইহাই এ প্রশ্নের সাম্রাজ্যিক রূপ; সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ভারতীয়দের অভিবাসনের পক্ষে যাহাতে বাধার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য মহামান্য সরকার যে তাঁহাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক ইহার দ্বারা তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের এদেশে আগমন সম্পর্কে স্থানীয় সমস্যার দিক হইতে ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে সমস্যা যদি এইরূপই হয়—তাহা হইলে সেই সেই স্থানের পক্ষে যাহা বাঞ্ছনীয় তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কতখানি বিরোধ বাধিতেছে। এমন সব লোক আছে যাহারা ভারতবাসীদের এ উপনিবেশে স্থায়ী বসবাসের অবিমিশ্র নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা যে এ প্রশ্নের সকল দিক সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ যাহারা ভারতীয়দের এ দেশে অভিবাসনের বিরোধী তাহাদিগকে এই প্রশ্নের

জবাব দিতে হইবে : শিল্প ব্যবসায়ের সকল বিভাগে তাহারা যে নিঃসংশয়ে নিজেদের কার্যকারিতা প্রমাণ করিয়াছে—তাহারা না থাকিলে এই উপনিবেশের কি উপায় হইত? কুলিদের মধ্যে যে অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার আছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানে তাহাদের উপস্থিতি অবিমিশ্র অনিষ্টের কারণ বলিয়া নিন্দা করিবার পূর্বে দেখাইতে হইবে যে তাহারা না থাকিলে উপনিবেশের অবস্থা আরও উন্নত হইত। আমরা মনে করি ইহা প্রমাণ করা কিছু কঠিন হইবে। এ স্থানের বর্তমান অবস্থায় উপনিবেশের কৃষিকার্যের প্রয়োজনে ক্ষেত মজুর হিসাবে কুলিরা যে সর্বাপেক্ষ উপযুক্ত সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই জলবায়ুতে শ্বেতাঙ্গেরা এ কাজ কখনই করিবে না; স্থানীয় আদিবাসীদেরও এ কাজে তেমন উৎসাহ নাই—যোগ্যতাও নাই। অবস্থা যখন এই, তখন কুলি ক্ষেতমজুরদের উপস্থিতিতে কাহাদের উচ্ছেদ হইতেছে? কেহই নহে। হয় তাহাদের দিয়া এ কাজ করিতে হইবে, না হয় সে কাজ সবই পড়িয়া থাকিবে। তাহার পর, কুলিদের নিয়োগ করেন সরকার—বিশেষতঃ রেলওয়েতে। তাহা হইলে তাহাদের সম্পর্কে আপত্তিটা সেখানে কোথায়? বলা যাইতে পারে যে তাহারা সেখানে শ্বেতাঙ্গদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে, কিন্তু সত্যই কি তাই? এ সম্পর্কে যেখানে আপত্তি উঠিতে পারে হয়ত এমন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ইহা মনে করা যায় না যে সরকারী কাজে নিযুক্ত সকল ভারতীয়দের স্থান শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব। তাহাছাড়া নাটালের সহরগুলি, তরিতরকারি সরবরাহের জন্য প্রায় সহরের নিকটস্থ জমিতে যাহারা চাষ-আবাদ করিয়া থাকে এমন সব ভারতীয় কুলিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এদিক দিয়া কাহাদের ব্যাপারে তাহারা বাধা দিতেছে? শ্বেতাঙ্গদের অবশ্যই নহে। আমাদের স্থানীয় কৃষিপতিদেব মধ্যে সাধারণতঃ বাজারের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইবার উপযোগী শাকসবজীর বাগান করিবার মতো রুচি বা প্রবৃত্তি এখনও কাহারও জন্মায় নাই। আদিবাসীরাতো আলস্যের অবতার—তাহারা নিজের জন্য ভুট্টা ছাড়া অন্য কিছু চাষ করার কাজে মাথা ঘামায় না—অতএব তাহাদের সঙ্গেও উহাদের বিরোধী নাই। আমাদের নিজেদের দেশের লোকের ক্ষেতমজুর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা যে এ বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য এ সত্যকে মানিয়া লইতে হইবে। কাজেই অশ্বেতকায় মজুরদের মধ্যে যাহারা অধিকতর কর্মঠ ও বিশ্বাসী অন্য দেশ হইতেই তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে এবং ভারতবর্ষ যে সেই প্রয়োজন মত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত তাহা জানাইয়াছে। মিশ্রিত সমাজের অংশবিশেষরূপে সর্বনিম্ন স্তরে থাকিয়া অফিসের নিম্নতম চাকুরীতে শ্বেতাঙ্গেরা যদি নিযুক্ত থাকিত তাহা হইলে তাহারা যে স্থান অধিকার করিতে পারিত ভারতীয়েরা তাহা হইতে এক ধাপ উঁচুতে তাহাদের তুলিয়া দিয়াছে। ইহাই হইল শ্বেতাঙ্গদের অশ্বেতকায়দের নিকট ঋণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় : যে শ্বেতাঙ্গটি একদল কুলির সর্দার, কালা মজুর না থাকিলে তাহাকেই সেই দলের একজন কুলি হইতে হইত। আবার ইউরোপে ঐ দলের যে সর্দার হইত সে এদেশে ক্রমশঃ মস্তবড় ব্যবসায়ী হইয়া পড়িতেছে। যেমন প্রত্যেকদিকেই, কালা শ্রমিক-শ্রেণী থাকাতে শ্বেতাঙ্গেরা উচ্চতর স্তরে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ পাইতেছে—যদি তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকে নিম্নতম শ্রেণীর কঠোর শ্রমসাধ্য মজুরের কাজে জীবন কাটাইতে হইত তাহা হইলে উহা সম্ভব হইত না। সেজন্য হয়ত এখনও দেখিবার সময় আছে যে ব্রিটিশ

উপনিবেশের মধ্যে ভারতীয়দের আগমন সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তাহা দূরীকরণ, সম্পূর্ণভাবে বহিষ্করণ নীতিকে অবলম্বন করিয়া ততটা সম্ভব হইবে না—যতটা সম্ভব হইবে যাহারা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করিতেছে তাহাদের জন্য উন্নতিবিধায়ক ও পূর্বসংস্কার-বর্জিত আইনের প্রয়োগ দ্বারা। ভারতীয়দের সম্পর্কে প্রধান আপত্তিগুলির মধ্যে একটি হইতেছে এই যে তাহারা ইউরোপীয় নিয়মকানুন অনুসারে চলে না। ইহা. প্রতিকার হইতেছে—উন্নত ধরনের বাড়ীঘরে বাস করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা এবং তাহাদের মধ্যে নূতন অভাব বোধের সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের জীবনধারণের মান উন্নত করা। সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত করিয়া শ্বেতাঙ্গদের স্থিতাবস্থার বিপরীত কোনও পরিবর্তন সাধন করিতে যাওয়া অপেক্ষা একাজ সহজ। কারণ স্থায়ী বসবাসকারীদের নূতন অবস্থায় উন্নীত হইতে হইবে এ দাবির সহিত মনুষ্য-সমাজের বিপুল অগ্রগতির অনেক বেশি সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

বিভিন্ন কাগজে ডজন ডজন প্রকাশিত এরূপ আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ চাপ দিলে উপনিবেশে ভারতীয় নীতির সুষ্ঠু পরিবর্তন আনা সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহাতে নিকৃষ্ট অঞ্চলেও ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষ ব্যবহারের দিকে ব্রিটিশের অনুরাগ জাগাইতে পারা যাইবে। ইহাই আমাদের আশাভরসার শেষ আশ্রয়।—চাপ দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন—তাহা ছাড়া আমাদের তরফ হইতে শুধু ভারত সম্পর্কে বৃত্তান্ত প্রচারে কোনো ফল হইবে না।

নিম্নে উদ্ধৃত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবীণ সাংবাদিকের লেখনী নিঃসৃত প্রবন্ধে দেখা যাইবে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন সব ব্যক্তি আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বশবর্তী না হইয়া ব্রিটিশের প্রকৃত চরিত্র উদ্-ঘাটন করিয়া দেখাইতে সমর্থ:

জীবনে কখনও কখনও এমন ঘটে যে মানুষকে একদিকে ন্যায়ের দাবি অন্যদিকে স্বার্থের দাবি—এই দুই-এর বিচারে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অপ্রীতিকর সূচনায় যাহারা বিবেকবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি স্বভাবজাত গুণের অধিকারী ছিল—তাহারা সে সকল গুণ অনেকদিন পূর্বেই জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহাদের অপেক্ষা সদিচ্ছাপরায়ণ লোকের পক্ষে এ কার্যভার অবশ্যই গুরুতর। যে সকল ব্যক্তি এক ফুৎকারে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে এবং পরক্ষণেই তাহা বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং অপরাপর যাহারা ঐরূপ চরিত্রের লোক, তাহাদের কাছে নিজের স্বার্থই যে অগ্রগণ্য হইবে ইহা ছাড়া অধিক প্রত্যাশা করা অবশ্য সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীদের মনে নীতিগত দ্বন্দ্বে ন্যায়পরতাই অধিকাংশ সময়ে জয়ী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী এবং বিশেষতঃ ট্রান্সভালস্থ ব্রিটিশেরা এই সকল বিরোধের কারণগুলির মধ্যে যে কারণে উদ্বেগ অনুভব করেন তাহা হইতেছে—"কুলি ব্যবসায়ীগণ"—(আমাদের ভারতীয় ও আরব দেশীয় নাগরিকেরা এই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে)। এই সকল ব্যবসায়ীগণের উন্নত অবস্থাই—আর তাহারা সত্যই ব্যবসায়ী—এতখানি মনোযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে. অদ্যাবধি এই

অবস্থা হইতে যথেষ্ঠ উদ্বেগ ও শত্রুতার সৃষ্টি হইতেছে, এবং তাহাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই তাহাদের উপর প্রতিযোগী ব্যবসায়ীগণ রাজ্যসরকারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য স্পষ্টতঃ যাহা অবিচার বলিয়া মনে হয়—এরূপ আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিছু কাল পূর্বে কুলি-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ট্রান্স-ভালের রাজধানীতে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল ভারতীয় ও আরব ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ লইয়া প্রভাতী-কাগজগুলির সাময়িক আলোচনা তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এইরূপ উসকানির জন্য যদি কিছুক্ষণের জন্য সম্মানার্হ পরিশ্রমী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে এ আশা অসংগত নহে যে তাহা ক্ষমা করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এমনই ভ্রান্ত ধারণা করা হইয়াছে যে তাহাদের জাতীয়তা বা জাতীয় প্রকৃতিকেই উপেক্ষা করিয়া তাহাদের গায়ে এমন নম্বর আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা মনুষ্য সমাজের চক্ষে বহু নিম্নে নামিয়া যায়। যে আর্থিক লেনদেনের সাফল্যে উহাদের অপবাদকারীরাও ঈর্ষান্বিত, সে দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও এই আন্দোলনের অর্থ বুঝা কঠিন, কারণ তাহার ফলে এই সকল ব্যবসায়ীকে অর্ধ পৌত্তলিক আদিবাসীদের সমান পর্যায়ে নামিয়া গিয়া অঞ্চল বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং ট্রান্সভালের কাফিরগণ যে কঠোরতর আইনে শাসিত হয় সেই আইন মানিতে তাহারা বাধ্য হইবে। ট্রান্সভাল এবং এই কলোনীতে এ ধারণা খুবই প্রবল যে শান্ত ও নিরপরাধ আরব দোকানদার এবং সমান নিরীহ ভারতীয় যে, বাড়ীতে বাড়ীতে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী বহিয়া লইয়া যায় সে "কুলি" ছাড়া আর কিছু নহে—যে জাতি হইতে তাহাদের উদ্ভব—সেই জাতি সম্পর্কে আলস্যবশতঃ অজ্ঞানতাই এরূপ ধারণার জন্য দায়ী। যখন কেহ চিন্তা করিয়া দেখে যে কাব্যময় ও রহস্যময় পুরাণের সংগে ব্রহ্মণ্যধর্মের ভাবধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল এই কুলিব্যবসায়ীদের দেশে—যে দেশে চব্বিশ শতক পূর্বে দেবোপম বুদ্ধ আত্মোৎসর্গের গৌরবময় নীতি প্রচার করেন এবং স্বয়ং তাহা পালন করেন, এবং সেই প্রাচীন ও অদ্ভুত দেশের সমতল ভূমি ও পর্বত হইতেই আমরা যে ভাষায় কথা বলি তাহার মৌলিক সত্য উদ্ভূত হইয়াছিল, সেরূপ জাতির সন্তান-সন্ততির প্রতি যখন অন্তঃসারশূন্য অখৃষ্টান ও জড় অন্ধকারময় রাজ্যের অধিবাসীদের সমান ব্যবহার করা হয় তখন একথা চিন্তা করিয়া আক্ষেপ না করিয়া পারা যায় না। যাহারা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ীর সংগে বাক্যালাপ করিয়াছে তাহারা তাহার পাণ্ডিত্য ও ভদ্রতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিদ্যালয়ে এমনকি ছায়ায় ঢাকা হিমালয়ের পাদদেশে, পাঞ্জাবের সমতল-ভূমিতে এই সকল নিরভিমান ব্যক্তি জ্ঞানপ্রস্রবণের অমৃত বারি আকণ্ঠ পান করিযাছে, হইতে পারে তাহা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে অনুপযুক্ত, রুচির দিক হইতে ভিন্ন-জাতীয়, অতিমাত্রায় পৌরাণিক গন্ধ থাকাতে ব্যবহারিক জীবনের কাছে নিরর্থক, কিন্তু তাহা হইলেও সে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ অপেক্ষা অধিকতর অভিনিবেশ ও সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজন আছে এবং তদপেক্ষা অনেক বেশি সংবেদনশীল ও কবিপ্রকৃতির দরকার। যখন বিদ্বন্মন্য বুয়র ও ইংরেজের পূর্বপুরুষগণ তাহাদের দেশে জংগলে ও জলাভূমিতে ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘ শিকারের উল্লাসে পরিতৃপ্ত থাকিত তখন বহু যুগের ধূলায় ধূসরিত এবং বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে দুর্জ্ঞেয় ভারতীয় দর্শন সানন্দে শিক্ষা দেওয়া

হইত। যখন সেই পূর্বপুরুষগণের উচ্চতর জীবন সম্পর্কে কোনো চিন্তাই ছিল না, জীবনের মূল নীতি ছিল আত্মরক্ষা, যখন প্রতিবেশীর পল্লী ধ্বংস ও তাহার স্ত্রী ও শিশুদের বন্দী করিয়া তাহারা তীব্র আনন্দ উপভোগ করিত; তখন ভারতের দার্শনিকেরা জীবনসমস্যার সমাধানে হাজার বৎসরের সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত এই দেশের সন্তানদের কুলি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে, তাহাদের সহিত কাফ্রিদের মত ব্যবহার করা হইতেছে' যাহারা ভারতীয় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে যে নিকৃষ্ট ও অপবাদকারীদের মধ্যে বহু ব্রিটিশ প্রজা—সেই মহান ব্রিটিশ সমাজের অংশরূপে তাহার সমস্ত অধিকার ও সুখসুবিধা ভোগ করিতেছে। অবিচারের প্রতি ঘৃণা ও ন্যায়পরতার প্রতি অনুরাগ ব্রিটিশ জাতির সহজাত। নিজেদের সরকারের অধীনে হউক কিম্বা বৈদেশিক সরকারের অধীনেই হউক নিজেদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগে তখন তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিবার ব্যবস্থাও তাহাদের হাতে আছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীও যে ব্রিটিশ প্রজা এবং সেও যে তাহাদের মতো সমান স্বাধীনতা, অধিকার ও সুবিচার দাবি করিতে পারে—একথা বোধ হয় কখনো তাহাদের মনে হয় নাই। পামারস্টোনের সময়কার একটি কথা এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ব্যবহার করিতে গেলে বলিতে হয় যে অধিকার অপরকে দিতে চাহি না—সে অধিকার নিজেরা দাবি করিব ইহা ইংরাজজনোচিত নহে। এলিজাবেথের সময়কার একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার যখন হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তখন হইতে ব্যবসা করিবার সমান সুবিধার অধিকার প্রায় ব্রিটিশ সংবিধানের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যদি কেহ সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার যে সুবিধা তাহা আচম্বিতে লোকচক্ষে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কারণ প্রতি-যোগিতায় ভারতীয়েরা যে অধিকতর সফল হইয়াছে এবং ইংরেজ বণিক অপেক্ষা তাহারা অনেক কম খরচে বাস করে এ যুক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও অন্যায়। ইংরেজের ব্যবসাবাণিজ্যের ভিত্তিই হইতেছে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের অধিকতর সাফল্য লাভের ক্ষমতা। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যখন তাহাদের প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের অধিকতর সাফল্যের সহিত কারবার চালাইবার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের হস্তক্ষেপ চাহে তখন সে আত্মরক্ষার চেষ্টা যে উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হইতেছে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায়। ভারতীয়দের প্রতি অবিচার এতই সুস্পষ্ট যে তাহারা ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইয়াছে বলিয়াই আমাদের স্বদেশবাসীরা যখন তাহাদের সহিত আদিবাসীর মত আচরণ করিতে চাহে তখন তাহাদের জন্য প্রায় লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। প্রবল জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা যে এরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে, অবনতির স্তর হইতে তাহাদিগকে উন্নীত করার পক্ষে শুধু ইহাই যথেষ্ট কারণ।

(কেপ টাইমস্ ১৩-৪-১৮৮৯)

প্রশ্নটি তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই : ব্রিটিশপ্রজা ভারতীয়েরা ভারত ছাড়িয়া গেলে (লণ্ডন টাইম্‌স্‌এর ভাষায়) আইনের চক্ষে তাহাদের অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের সমান পদমর্যাদার অধিকার থাকে কি? তাহারা ব্রিটিশ অধিকৃত এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কি—পারিলে তাহারা মিত্র রাজ্যে ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দাবি করিতে পারে কি?

ঐ পত্রিকা আবার বলিতেছেন :

> ভারতবাসী এবং ভারত সরকারের বিশ্বাস যে তাহাদের পদমর্যাদার এই প্রশ্ন দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থির করিতে হইবে। যদি তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ প্রজার পদ-মর্যাদা লাভ করে তাহা হইলে অন্যত্র তাহাদিগকে উহা দিতে অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহারা সে মর্যাদা লাভে অকৃতকার্য হয় তাহা হইলে অন্যত্র তাহা লাভ করা তাহাদের পক্ষে খুবই কঠিন হইবে।

তাহা হইলে এখন এ প্রশ্নের মীমাংসা শুধু বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয়দেরই নহে পরন্তু ভবিষ্যতে বহিরাগত সমস্ত ভারতবাসী এবং মহামান্যা মহারাণীর রাজত্বের অন্যান্য অংশের এবং মৈত্রীবদ্ধ সকল রাজ্যের অধিবাসী ভারতীয়দেরও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে ভারতীয়দের অভ্যাগমন সঙ্কোচিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলিতেছে। সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যার যে বিষয়গুলি উভয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে তাহার প্রতিকার হওয়া অবশ্য খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তাহাতে কোনো ফলই হইবে না কারণ "সমস্ত দেহই গলিত, অংশ বিশেষ নহে" সমগ্রভাবে এ প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রয়োজন আছে। মিঃ ভাউনাগরী মিঃ চেম্বারলেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"নাটাল সরকার এবং মহামান্যা মহারাণীর রাজ্যের দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত অন্যান্য অংশে এইরূপ আইন প্রণয়ন বন্ধ করিবার জন্য তিনি অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা করিবেন কি না"। এখানে যে সকল আইন কানুনের উল্লেখ আছে তাহা ছাড়াও আমাদের অজ্ঞাত আইন কানুন থাকিতে পারে। সেরূপ পুরাতন বিধিনিষেধ যদি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত না হয় এবং নূতন আইন পাশ বন্ধ করা না হয়,—তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক বলিতে হইবে, কারণ আমাদের সংগ্রাম সমানে সমানে নহে, এবং কতদিনই বা আমরা ভারত সরকার ও ঔপনিবেশিক দপ্তরকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিব? আমাদের পক্ষে কথা বলিবার জন্য প্রায় কেহই যখন ছিল না তখন "দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি সর্বদা আমাদের পক্ষে কাজ করিয়াছে। "লন্ডন টাইমস্"এর প্রবল সহায়তা দক্ষিণ আফ্রিকার চক্ষে আমাদিগকে এক ধাপ উঁচুতে উঠাইয়া দিয়াছে। পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা অবধি মিঃ ভাউনাগরী আমাদের জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমরা জানি ভারতের লোকপ্রতিষ্ঠানগুলির সহানুভূতি আমাদের দিকে, কিন্তু তাহাদের সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের জনসাধারণের নিকট আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া উপস্থিত করা হইতেছে। এই কর্তব্য সম্পাদনের ভারই আমার উপর অর্পিত হইয়াছে এবং আমাদের

উদ্দেশ্য এতই মহৎ ও ন্যায়োচিত যে আমাদের চেষ্টার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে এই ধারণা লইয়া নাটালে ফিরিয়া যাইব। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এম্. কে. গান্ধী

রাজকোট, কাঠিয়াওয়াড়
১৪ই আগস্ট, ১৮৯৬

পুনশ্চ

যদি কেহ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আরও অধিক অনুধাবন করিতে উৎসুক থাকেন, এবং এখানে যে বিভিন্ন প্রকার স্মারক-লিপির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পাইতে চাহেন, তাহা হইলে সেগুলির নকল তাঁহাকে দিবার চেষ্টা করা হইবে।

এম্ কে গান্ধী

প্রথম সংস্করণ না পাওয়ায় ১৮৯৬ সালে প্রাইস কারেণ্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

গান্ধীজির "প্রত্যয়পত্র"[১]

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধি রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ এতদ্দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণকে যে অসুবিধা ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে ভারতের কর্তৃপক্ষ, জননেতা, লোকপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করিবার কাজে ডারবানের ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত এম্. কে. গান্ধীকে নিযুক্ত করিতেছেন—ইতি ডারবান, নাটাল ২৬শে মে, ১৮৯৬

আবদুল করিম হাজি আদম (দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং)	হাজি মোহম্মদ এইচ্. দাদা
	আমোদ মোহম্মদ পারুক
আব্দুল কাদের (মোহম্মদ কাসিম কামরুদ্দিন)	আদমজি মিঞাখান
	পীরুন মোহম্মদ
পি, দাওয়াজী মোহম্মদ	এ. এম. সালুজী
হুসেন কাসেম	দাউদ মোহম্মদ
এ, সি, পিলেই	আমোদ জিউয়া হুসেন মীরুম
পার্সি রোস্তমজি	কে. এস্. পিলেই এণ্ড কোং
এ, এম্, টিটি	আহম্মদ জি দাউজি মগ্রারিয়া

১ এই প্রামাণ্য দলিল সবুজ পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠা—ইহা বোধহয় গান্ধীজির নিজের মুসাবিদা। তিনি পুস্তিকার প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে (১ পৃঃ দ্রষ্টব্য এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ সভার বক্তৃতায় (৬৬ পৃঃ এবং ৮৮ পৃঃ) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসা হাজী কাসিম
জি. এ. বাসুসা
মণিলাল চতুর্ভাই
এম্. ই. কাথরাদা
ডি. এম. টাইমল
দাভাজী এম্. সীদাত
(গুজরাতী অক্ষরে সহি)
ইসমাইল টাইমল
সেখ ফরিদ এণ্ড কোং
সেখজী আমেদ
মোহম্মদ কাসিম আফিজি
(গুজরাতী অক্ষরে সহি)
আমোদ হুসেন
মোহম্মদ আমোদ বাসুসা
ভি. এ. ঈসফ্
মোহম্মদ সুলেমান
(গুজরাতী অক্ষরে সহি)
দাউজী মামদ মুতালা
সুলেমান ভোরাজি
ইব্রাহিম নুর মোহম্মদ
মোহম্মদ সুলেমান খোটা সহী
(গুজরাতী)
চৌধুরমল লুচেরাম
নারায়ণ পাথের
বিজয়া রাঘবালু
সুলেমান দাউজী

২. দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশপ্রজা ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য

নাটাল, কেপ কলোনী, ট্রান্সভাল, সনদ-প্রাপ্ত অঞ্চল সমূহ, এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সংক্ষিপ্ত বিধানগত পটভূমির চিত্র চোখের সম্মুখে ধরিবার এবং ভেদ-মূলক বিধিব্যবস্থা ও আইনগত অসুবিধা সম্পর্কে ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, গান্ধীজী এই মন্তব্য-গুলি প্রকাশিত করেন। সমগ্র প্রশ্নটি যথার্থভাবে বুঝিবার জন্য এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মূল্যবান বিবরণ সম্বলিত স্মারকলিপি ও পুস্তিকাগুলি অধ্যয়নের আনুকূল্য সাধনের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়া গান্ধীজী মনে করিতেন। (৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) টীকার সহিত এগুলি সংযোজিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে তাহা আর করা হইল না কারণ ১ম খণ্ডে পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব টীকাগুলির কেবল মূল অংশ এখানে দেওয়া হইল।

রাজকোট
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

আমাদের উদ্দেশ্যের দিক হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে—উত্তমাশা অন্তরীপ এবং নাটাল এই দুইটি ব্রিটিশ উপনিবেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা সংশ্লিষ্ট গণতন্ত্র বা ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এই দুইটি গণতান্ত্রিক রাজ্য, রাজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শাসিত উপনিবেশ জুলুল্যান্ড, সনদপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলি, এবং

ডেলাগোয়া বে বা লরেঞ্জো মারকুইস ওবেইয়া প্রভৃতি স্থান লইয়া পোর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের সমষ্টি বলিয়া ধরিয়া লইব।

নাটাল

১৮৯৩ খৃীঃ সেপ্টেম্বর হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশরূপে নাটাল দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে। ১৮৯৩ সালের পূর্বে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শাসিত এই উপনিবেশে ১২ জন নির্বাচিত ও ৪ জন কার্যনির্বাহক শাসনবিভাগীয় সদস্যের দ্বারা গঠিত বিধান পরিষদ ছিল—তাহাতে মহারাণীর প্রতিনিধিরূপে থাকিতেন গভর্নর বা রাজ্যপাল, ভারতীয় বিধান পরিষদের নিয়মতন্ত্র হইতে ইহার খুব প্রভেদ নাই। ১৮৯৩ সালে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-ক্ষমতা অর্পিত হওয়াতে ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতন আইনসভার সৃষ্টি হয়—বিধান পরিষদ নামে অভিহিত এই ঊর্ধ্বতন আইনসভা উপনিবেশের মাননীয় শাসন-কর্তা বা রাজ্যপাল দ্বারা মনোনীত ১১ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং বিধানসভা নামে অভিহিত নিম্নতন আইনসভা আইনগত অধিকার বলে নির্বাচিত ৩৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই অধিকারের বিষয় পরে বলা যাইবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার আদর্শে গঠিত পাঁচজন মন্ত্রী লইয়া একটি পরিবর্তন সাপেক্ষ মন্ত্রীসভা এখানে আছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন—স্যর জন রবিনসন এবং এটর্নি জেনারেল হইতেছেন মিঃ হ্যারি এস্‌কোম্ব কিউ. সি।

সংবিধান অনুসারে যে আইনের উদ্দেশ্য শ্রেণীগত এবং যাহার দ্বারা অ-ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা মহামান্যা মহা-রাণীর অনুমতি ব্যতিরেকে আইনরূপে বলবৎ হইবে না—রাজ্যপালের নিকট রাজকীয় নির্দেশের মধ্যেও এরূপ নিষেধাত্মক সর্ত আছে।

সর্বশেষ আদম সুমারী অনুসারে নাটাল ২০,৮৫১ বর্গমাইল লইয়া বিস্তৃত, উহার ইউরোপীয় জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০, আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০০,০০০ এবং ভারতীয়দের সংখ্যা হইতেছে প্রায় ৫১,০০০। এই ৫১,০০০ ভারতীয়দের মধ্যে ৩০,০০০ স্বতন্ত্র ভারতীয় আছে—অর্থাৎ যাহারা চুক্তিবদ্ধ চাকুরির মেয়াদ শেষ করিয়া এখন উপনিবেশের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে—যথা, গৃহভৃত্য, ছোটখাট খামারের মালিক, সবজী ফেরিওয়ালা, ফলবাহী জাহাজের কারবারী, স্বর্ণকার, কারিগর, ছোটছোট দোকানদার, স্কুলের শিক্ষক, ফটোগ্রাফার, এটর্নির কেরানী প্রভৃতি। ১৬০০০ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় এখনো কর্মে নিযুক্ত আছে এবং ৫০০০ ব্যবসায়ী আছে; তাহারা নিজের সঙ্গতিতেই উপনিবেশে আসিয়াছিল এবং এখন তাহারা হয় ব্যবসা করে নতুবা দোকান-

দারের সহকারী হিসাবে কাজ করে। জুলু এবং "কাফ্রি" নামে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের প্রয়োজনমত বস্ত্রাদি, ভারতীয়দের ব্যবহার-উপযোগী লোহার জিনিষপত্র, নানাপ্রকার বস্ত্র, মুদিখানার দ্রব্যাদি লইয়াই ইহাদের ব্যবসা। ভারতীয়দের জন্য বস্ত্র ও মুদিখানার দ্রব্যাদি বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ হইতে আমদানি করা হয়। চুক্তিবদ্ধ অথবা চুক্তিবদ্ধ নহে এমন ভারতীয়েরা আসে মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতে, এবং তাহারা প্রায় সমান সমান ভাগে বিভক্ত। নাটাল বিধানসভার সদস্য মিঃ গারল্যাণ্ড যখন বলিয়াছিলেন "উপনিবেশের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন" তখন হইতেই ভারতীয়-দের এ দেশে আনা হইতে থাকে। সংক্ষেপে চুক্তির সর্ত এই যে, চুক্তিবদ্ধ লোককে পাঁচ বৎসর কাজ করিতে হইবে—প্রথম বৎসরের মাসিক পারিশ্রমিক হইবে—১০ পাউণ্ড, পরবর্তী প্রতি বৎসর বেতন বৃদ্ধি হইবে ১ পাউণ্ড করিয়া। চুক্তির মেয়াদকালে খাওয়া পরা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে এবং নাটালে আসার খরচ দিবেন নিয়োগকর্তা বা মালিক। এই পাঁচ বৎসর পরে যদি আরও পাঁচ বৎসর সে স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে উপনিবেশে কাজ করে তাহা হইলে সে সস্ত্রীক এবং ছেলেমেয়ে থাকিলে তাহাদের জন্য বিনা খরচায় ভারতে ফিরিয়া যাইবার অধিকারী হইবে। ঔপনিবেশিকেরা যখন দেখিলেন যে "কাফ্রি"দের কাজে মন নাই, চিত্ত স্থির নাই, তখন আখের ক্ষেতে ও চাবাগানে কাজ করাইবার জন্য এই সকল শ্রমিকদের বিদেশ হইতে আমদানি করা হইল। উপনিবেশের স্বাস্থ্যবিভাগে ও রেলের চাকুরীতেও তাহাদের বহুসংখ্যক লোক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকে। সর্ব প্রথম ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয়-দের আমদানি করিবার খরচ বাবদ চিনি ও চা-করদের ১০,০০০ টাকা [পাঃ ?] সাহায্য করিয়াছিলেন। এই শিল্পের জন্য এরূপ সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই—এই অজুহাতে উহার বিলোপ সাধনই বোধহয় দায়িত্ব সম্পন্ন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হইল।

নাটালের প্রথম অভিযোগ—ভোটাধিকার

১৮৫০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের রাজকীয় সনন্দ অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী নহে এমন যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যাহার ৫০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি আছে অথবা ঐরূপ কোনো সম্পত্তির ভাড়া হিসাবে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড দিয়া থাকে—তাহাকে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হইবে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভোটাধিকার সম্পর্কে পৃথক আইন আছে, অন্যান্য সর্তের মধ্যে তাহাদিগকে ১২ বৎসর কাল কোনও একটি বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্রের অধিবাসী থাকিতে হইবে এবং উপনিবেশে প্রচলিত স্থানীয় অধিবাসী সম্পর্কে যে আইন আছে তাহা হইতেও তাহাদের অব্যাহতি পাইতে হইবে।

উপনিবেশের সাধারণ ভোটাধিকার আইন অর্থাৎ উল্লিখিত সনদ অনুসারে ব্রিটিশপ্রজা হিসাবে ভারতীয়েরা ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভোটাধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে। ১৮৯৪ সালে দায়িত্বসম্পন্ন সরকারের অধীনে দ্বিতীয় লোকসভার অধিবেশনে ১৮৯৪ সালের ২৫নং আইন পাশ হয়, তাহাতে যাহাদের জন্ম এশিয়ায়, সর্বপ্রকার ভোটার তালিকা হইতে তাহাদের নাম খারিজ করিয়া দিবার ব্যবস্থা থাকে ও যাহাদের নাম ইতিপূর্বেই যথারীতি তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে এই আইনের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই আইনের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ঐ শ্রেণীর লোকেরা ভোটাধিকারে অভ্যস্ত নহে।

ভারতীয়দের পদমর্যাদা নীচু করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের পর্যায়ে নামাইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে সামাজিক পদমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় তাহাই এই আইন পাশ করিবার আসল উদ্দেশ্য। ভারতীয়েরা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত নয়, এ ধারণার প্রতিরোধে এবং এই বিলটি হয় প্রত্যাহার করা হউক নতুবা ভারতীয়েরা ভোটাধিকার ব্যবহারের উপযুক্ত কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হউক, এই মর্মে বিধানসভায় আবেদন করা হইয়াছিল। (সংলগ্ন—১, পরিশিষ্ট—ক)[১]

উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। যখন বিলটি বিধান পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় তখন সেখানে আর একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। সেখানিও প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিলটি পাশ হইয়া যায়। (সংলগ্ন—১, পরিশিষ্ট খ)[২]

যাহা হউক উহা বলবৎ হইবার পূর্বে মহামান্যা মহারাণীর অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া এবং পূর্ব বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মহামান্যা মহারাণীর উপনিবেশ বিভাগের প্রধান সচিবের নিকট ভারতীয় সম্প্রদায় একখানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন—ইহাতে ৯০০০ ভারতীয়ের স্বাক্ষর ছিল (সংলগ্ন—১)[৩]। মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর শাসন দপ্তরের সহিত নাটাল সরকারের বহু লেখালিখি চলিল। ফলে বর্তমান সালের এপ্রিল মাসে ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইন প্রত্যাহার করিয়া তাহার স্থলে নাটাল সরকার নিম্নলিখিত বিধি প্রবর্তন করিলেন :

> যাহারা স্থানীয় আদিবাসী (ইউরোপীয় বংশজাত নহে) অথবা অন্য দেশের আদিবাসী অথবা তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত বংশধর, যাহাদের দেশে এখনো পর্যন্ত পার্লামেণ্ট অনুমোদিত ভোটাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই—

[১] ১ম খণ্ড—৮৭-৯১ পৃঃ
[২] ১ম খণ্ড—৯৮-১০০ পৃঃ
[৩] ১ম খণ্ড—১০৯-২১ পৃঃ

সেই দেশের এই প্রকার কোনো ব্যক্তি ভোটদাতাদের কোনো প্রকার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবে না, যদি না সে প্রথমে স-পারিষদ রাজ্যপালের নিকট হইতে এই আইন সম্পর্কে অব্যাহতি লাভের আদেশ পাইয়া থাকে।

যাহারা ইতিপূর্বেই কোনো প্রকারের ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে এই ব্যবস্থায় তাহাদিগকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে "পার্লামেণ্ট প্রবর্তিত ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত" "প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান" আইন সভাগুলিই রহিয়াছে এবং সেজন্যই এই বিলটি উৎপীড়নমূলক ইহা দেখাইয়া বিধান সভায় একখানি স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছিল। (সংলগ্ন—২, পরিশিষ্ট ক)[১] যদিও উপরোক্ত ব্যবস্থার মূল সর্ত পালনের দিক হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণতঃ সে ভাবে অভিহিত করা যায় না তত্রাচ আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আইনতঃ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি একই ধরণের এবং লণ্ডন টাইমস এবং নাটালের একজন আইনজ্ঞের অভিমতও তাহাই। (সংলগ্ন—৩, ১১পৃঃ)[২] নাটাল মন্ত্রীদের যুক্তির উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন স্বয়ং ১৮৯৫[৩] সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের "ডেস্‌প্যাচ্‌" বা সরকারীপত্রে উপরোক্ত ভোটাধিকার বিল সমর্থনে অক্ষমতা জানাইয়া বলিয়াছেন :

> আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে ভারতবাসীদের নিজেদের দেশে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই এবং তাহারা যখন ইউরোপীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল, সে সময়েও তাহারা এরূপ কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নাই।

সংলগ্ন-৪

মিঃ চেম্বারলেনের নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছে (সংলগ্ন—২)[৪] এবং বেসরকারী খবরে প্রকাশ যে বিষয়টি তিনি মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন। নাটাল লোকসভায় বিলটি আনিবার পূর্বেই মিঃ চেম্বারলেন মন্ত্রীমহল কর্তৃক তাঁহার কাছে উপস্থাপিত বিলটি নীতির দিক হইতে সমর্থন করয়াছেন। (সংলগ্ন—৪)। যাহা হউক দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-দের বিশ্বাস আছে যে স্মারকলিপিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহের সাহায্যে মিঃ চেম্বার-লেনের মত পরিবর্তন হওয়া উচিত।

ভারতে অবস্থিত ভারতবাসীদের অবস্থার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার কোনো তুলনা হইতে পারে না, এ বিষয়ে খুব বেশি জোর দেওয়া উচিত। ভারতে রাজনৈতিক উৎপীড়ন চলিতেছে এবং সেখানে শ্রেণীগত বিধিব্যবস্থা অতি সামান্যই হইতেছে। এখানে অবিমিশ্র

[১] ১ম খণ্ড—২৯৯-৩০৭ পৃষ্ঠা।
[২] উল্লেখ সবুজ পুস্তিকা সম্পর্কে; ১৫ পৃঃ।
[৩] ফটোর প্রতিলিপিতে মুদ্রিত ১৮৮৫ স্পষ্টই ছাপার ভুল।
[৪] ১ম খণ্ড—৩১১-৩২ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীবিভেদের আইন কানুন রহিয়াছে এবং ভারতীয়দের অন্ত্যজ শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে।

'লণ্ডন টাইমস্' উপরোক্ত বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে ভোটাধিকার প্রশ্নকে এই ভাবে দেখিয়াছেন :

> যে প্রশ্নটি মিঃ চেম্বারলেনের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন নহে, তর্কবিতর্কেরও প্রশ্ন নহে, ইহা জাতিগত বিদ্বেষ বোধের প্রশ্ন। আমাদের নিজেদের প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ চলিবে ইহা হইতে দিতে পারি না। ভারত সরকারের পক্ষে হঠাৎ লোকজন আসা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া নাটালের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা যেমন অন্যায় হইবে, তেমনি যে ভারতীয় ব্রিটিশপ্রজারা উপনিবেশে বহুবৎসর যাবৎ মিতব্যয় ও প্রশংসাজনক কার্যের দ্বারা সত্যকার নাগরিক মর্যাদায় নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করাও নাটালের পক্ষে অন্যায় হইবে। (লণ্ডন টাইমস্ ২৭ জুন ১৮৯৬)

ঔপনিবেশিকেরা ভারতীয়দের নির্বাচন অধিকার নাকচ করার সমর্থনে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে ইউরোপীয় নির্বাচকমণ্ডলীকে পরাভূত করিবার কোনো প্রশ্নই উঠে না: কারণ সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যা-তালিকা অনুসারে ১০,০০০ নির্বাচকদের মধ্যে ভারতীয় নির্বাচক আছে মাত্র ২৫১ জন এবং সম্পত্তির মালিক হিসাবে নির্বাচনের অধিকার আছে এমন ভারতীয়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। (সংলগ্ন : ৫)[১] ভারতীয়দের উৎপীড়ন এবং অসংখ্য মামলা মোকদ্দমায় জড়িত করাই বর্তমান বিলের উদ্দেশ্য। (সংলগ্ন : ২)

দ্বিতীয় অভিযোগ—ভারতীয় অভিবাসন

১৮৯৩ সালে, নাটালের বিধানসভার সদস্য মিঃ বিন্স্, এবং অভিবাসী ভারতীয়দের বর্তমান সংরক্ষক মিঃ ম্যাসনকে লইয়া গঠিত একটি 'কমিশন' নাটাল সরকার কর্তৃক ভারতে প্রেরিত হয়—উদ্দেশ্য, বর্তমানে ভারতীয়েরা যে সকল সর্তে চুক্তিবন্ধ হয় তাহার নিম্নলিখিত পরিবর্তনে ভারত সরকারকে রাজি করানো। পূর্বেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ :

(১) ক্রমান্বয়ে মাসিক ২০ শিলিং পর্যন্ত মজুরি বা তলব বাড়াইয়া পাঁচ বৎসরের স্থলে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা।

(২) পাঁচ বৎসরের জন্য চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়াব পর যদি উক্ত প্রকার সর্তে চুক্তিবন্ধ হইতে কোনো ভারতীয় অস্বীকার করে তাহা হইলে উপনিবেশের খরচে তাহাকে ভারতে ফিরিতে বাধ্য করা।

১ বড়লাটের উপরোক্ত সরকারী পত্র—পরবর্তী পৃষ্ঠায় উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমান বড়লাট নাটালের রাজ্যপালের নিকট লিখিত সরকারী পত্রে বলিয়াছেন যে যদিও তিনি ঔপনিবেশিকদের তরফ হইতে এরূপ পন্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা প্রকাশে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত, তথাপি স্বরাষ্ট্র বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ এই পরিবর্তনে তিনি সম্মতি দিবেন এই ধারণায় যে, দেশে ফিরিয়া যাইবার বাধ্যতামূলক সর্ত লঙ্ঘিত হইলে তাহা ফৌজদারি বিধিসম্মত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। (সংলগ্ন: ৫)[১]

ভারতে প্রেরিত কমিশনের বিবরণী অনুসারে ১৮৯৫ সালে নাটাল সরকার সংশোধিত অভিবাসন আইনের বিল প্রবর্তন করেন। তাহার মধ্যে অনির্দিষ্ট কালব্যাপী চুক্তিনামা অথবা অভিবাসীদের বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন ছাড়াও যে বিধিব্যবস্থা থাকে তাহা হইতেছে এই যে, যদি কোনো অভিবাসী পরবর্তী সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হয় অথবা ভারতে প্রত্যাবর্তন না করে তাহা হইলে তাহাকে প্রতি বৎসর ৩ পাউন্ড মূল্যের অনুমতিপত্র লইতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বড়লাটের উপরোক্ত সরকারী পত্রে যে সকল সর্ত বিধিবদ্ধ আছে এই বিল সেগুলির উপর দিয়া গিয়াছে। এই বিল সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়া নাটালের দুইটি আইনসভার কাছেই স্মারকপত্র দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। (সংলগ্ন: ৫, পরিশিষ্ট ক[২] এবং খ[৩]) মিঃ চেম্বারলেন এবং ভারত সরকার বরাবর স্মারকলিপি পাঠানো হইয়াছে—তাহাতে এই আবেদন জানানো হইয়াছে যে, হয় বিলটি অগ্রাহ্য করা হউক নতুবা ভারতবাসীদের ভবিষ্যতে নাটাল আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। (সংলগ্ন ৬)[৪] এই আবেদনসমূহ ৩-৫-৯৫ (৯৬?) তারিখের লণ্ডন টাইম্‌স্ তাহার প্রধান নিবন্ধে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছে।

দশ বৎসরের অধিক হইল ভারতীয় অভিবাসন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী দাখিল করিবার জন্য নাটালের গভর্ণর একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের বিবরণী হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে সে সময়ে কমিশনের সদস্য বর্তমান এটর্নি জেনারেল ও তৎকালীন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ভাবিয়াছিলেন যে উক্ত প্রকারের যে কোনও ব্যবস্থায় ভারতীয়দের প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করা হইবে এবং ব্রিটিশ জাতির নামও তাহাতে কলঙ্কিত হইবে।

এই স্মারকলিপি এখনও পর্যন্ত মিঃ চেম্বারলেন এবং ভারত সরকার মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন।

১ পাদটীকা পূর্ব পৃষ্ঠা।
২ প্রথম খন্ড ১৬৭-৭০ পৃষ্ঠা
৩ ঐ, ২০৩-৫ পৃষ্ঠা।
৪ ১ম খন্ড: ২০৫-১৮ এবং ২১৮-২১ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অভিযোগ—সান্ধ্য আইন

নাটালে একটি আইন (১৮৬৯ সাল : ১৫ নং) আছে যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন-অধিকার প্রাপ্ত নগরগুলিতে অশ্বেতকায় কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারিলে বা মালিকের নিকট প্রাপ্ত 'পাস' বা নির্দশনপত্র না দেখাইতে পারিলে রাত্রি ৯টার পর বাহির হইতে পারিবে না। এ আইন যে একেবারে অনাবশ্যক হয়তো তাহা নহে, তবে ইহার প্রয়োগ প্রায় ক্ষেত্রেই পীড়নমূলক হইয়া দাঁড়ায়। যে কাজেই হউক না কেন রাত্রি ৯টার পর বাহির হওয়ার দুঃসাহসের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে অনেক সময় ভীষণ অন্ধকূপে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

চতুর্থ অভিযোগ—পাসের আইন

এই আইনের বলে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিদর্শনপত্র বা 'পাস' দেখাইতে বলা যাইতে পারে। চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা বিনা অনুমতিতে মালিকের কাছ হইতে পালাইয়াছে—তাহাদের ধরাই ইহার আসল উদ্দেশ্য; কিন্তু ভারতীয়দের পীড়ন-যন্ত্র রূপেও সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষোক্ত দুইটি বিষয় সম্পর্কে নাটালের ভারতীয়গণ এখনও পর্যন্ত কোনো আন্দোলন করে নাই কিন্তু এ গুলি সাধারণ অভিযোগের বিষয় হইতে পারে এবং নাটালের ভারতীয়গণকে যতদূর সম্ভব অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলাব দিকেই যে নাটালের ঔপনিবেশিকদের ঝোঁক তাহাও ইহার দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। এই দুইটি আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে সংলগ্ন : ৩, ৬-৭ পৃষ্ঠা[১] দ্রষ্টব্য।

জুলুল্যাণ্ড

এই দেশটি মহারাণী কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে শাসিত—মহারাণীর নামে নাটালের গভর্ণরই ইহার শাসনকর্তা। নাটাল মন্ত্রীসভা বা নাটালের গভর্ণর বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে জুলুল্যাণ্ড সম্পর্কে তাঁহাদের কিছুই করিবার নাই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় ও অধিক সংখ্যক আদিবাসী (কাফ্রিরা) আছে। এখানে কতকগুলি সহর স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মেলমথ সহরই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সহরে ১৮৮৮ সালে ভারতীয়েরা "এরভেন্" অর্থাৎ প্রায় ২০০০ পাউণ্ড মূল্যের কতকগুলি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড ক্রয় করে। এশোয়ে সহরে ১৮৯১ সালে, এবং নন্দওয়েনিতে ১৮৯৬ সালে সম্পত্তি-অধিকার সঙ্কোচের ঘোষণা করা হয়। উক্ত প্রকার সম্পত্তি ক্রয়ের

[১] ৮-১১ পৃষ্ঠা।

নিয়মাবলী দুই সহরেরই সমান এবং তাহাতে ইউরোপীয় বংশজাত বা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল এরূপ এরভেন্ বা ভূমিখণ্ডের দখলিকার বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। (সংলগ্ন : ৭)[১]

গত ফেব্রুয়ারী মাসে জুলুল্যাণ্ডের গভর্ণরের নিকট এই সকল নিয়মের প্রতিবাদ জানাইয়া একখানি স্মারকপত্র[২] প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হন।

তাহার পর আর একখানি স্মারকপত্র[৩] মিঃ চেম্বারলেনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাহা এখন মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন। লক্ষণীয় যে স্বয়ংশাসিত উপনিবেশগুলিতে ঔপনিবেশিকদের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এই আইনগুলি তাহার মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে, এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সর্বাত্মক পরিবর্জন নীতিই তাহারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

জুলুল্যাণ্ডের স্বর্ণখনি সম্পর্কিত আইনে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে দেশজ স্বর্ণ ক্রয় করা বা দখলে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

কেপ কলোনী

উত্তমাশা অন্তরীপের উপনিবেশ নাটাল উপনিবেশের মতোই দায়িত্ব-সম্পন্ন উপনিবেশ; সেখানে নাটালের সংবিধানই প্রচলিত, কেবল সেখানকার বিধান সভা এবং পরিষদে সদস্য সংখ্যা অধিকতর এবং সেখানকার ভোটাধিকারের গুণসম্পন্নতা বা যোগ্যতা পৃথক—যথা : ৭৫ পাউণ্ড মূল্যের বাড়ি ১২ মাস দখলে আছে, ইহাই সম্পত্তি মালিকানার যোগ্যতা, বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড বেতন পান এমন ব্যক্তির বেতন যোগ্যতায় ভোটাধিকার। যিনি তালিকা-ভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহাকে নিজের হাতে নাম, ঠিকানা ও পেশা লিখিয়া দিতে হইবে। এই আইন ১৮৯২ সালে পাশ হয় এবং ভারতীয় ও মালয়বাসীদের ভোট নিরোধ করাই ছিল ইহার আসল উদ্দেশ্য। নাটালে ভোটাধিকারী হওয়ার প্রশ্নে শিক্ষাসংক্রান্ত সেরূপ কোনো যোগ্যতার সর্ত আরোপিত হইলে অথবা সম্পত্তি সংক্রান্ত যোগ্যতার পরিমাপ বৃদ্ধি করা হইলে ভারতীয়দের কোনই আপত্তি হইবে না। এই উপনিবেশের আয়তন ২৭৬,৩২০ বর্গ মাইল, জন-সংখ্যা সর্বসমেত ১,৮০০,০০০, তন্মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ৪০০,০০০ এর বেশি হইবে না। ব্যবসায়ী, ফিরিওয়ালা ও শ্রমিকদের লইয়া ভারতীয়দের সংখ্যা হইবে মোটামুটি ১০,০০০। তাহাদিগকে প্রধানতঃ এলিজাবেথ বন্দর, ইস্ট লণ্ডন, ও কেপ টাউন বন্দরগুলিতে, এবং কিম্বারলির খনিতে দেখা যায়।

[১] পাওয়া যায় না।
[২] ১ম খণ্ড : ২৮১-৩ পৃষ্ঠা।
[৩] ১ম খণ্ড : ২৯১-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয়দের উপর যে সব অযোগ্যতা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ভারতীয়দের ফুটপাথ দিয়া যাতায়াত নিষিদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বসবাস করিতে বাধ্য করার জন্য স্থানীয় লোকসভা কর্তৃক ১৮৯৪ সালে একটি বিল পাশ করিয়া ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি উপধারা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট এ বিষয়ে কোনও বিশেষ অনুযোগ করা হয় নাই। কিন্তু গত বৎসর তাঁহার সহিত ভারতীয় প্রতিনিধি-দের সাক্ষাৎকারের সময় এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল।

কেপ কলোনীর বিভিন্ন অঞ্চলে বা জেলায় কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র পাওয়া খুবই কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রে কোনও কারণ না দেখাইয়াই ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনপত্র নামঞ্জুর করেন। অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেট কারণ দেখাইতে বাধ্য নহেন, কিন্তু ভারতীয়দের আবেদন অগ্রাহ্য হইল, অথচ ইউরোপীয়দের অনুমতি দেওয়া হইল, ইহার ব্যতিক্রম হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। ৩রা মার্চ তারিখের (১৮৯৬) "দি নাটাল মারকারি" অনুসারে কেপ কলোনীর একটি জেলা পূর্ব গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের ভারতীয়দের অবস্থা এইরূপঃ—

> ইসমাইল সুলিমান নামে একজন আরব (দক্ষিণ আফ্রিকায় সময় সময় ভারতীয়দের এই নামেই অভিহিত করা হয়) পূর্ব গ্রিকোয়াল্যাণ্ডে একটি দোকানঘর নির্মাণ করে, মালের উপর শুল্ক দেয়, তাহার পর লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করিলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহা নামঞ্জুর করেন। আরবটির এটর্ণি মিঃ ফ্রান্সিস্ কেপ সরকারের নিকট আবেদন করিলে তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বহাল রাখেন এবং নির্দেশ দেন যে পূর্ব গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের কোনও "কুলি" বা "আরব" ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র পাইবে না—দুই একটি ক্ষেত্রে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহাও বাতিল করা হইবে।

ইহা ট্রান্সভালকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে।

সনদ-প্রাপ্ত অঞ্চল

মাশোনাল্যাণ্ড ও মাটাবেলিল্যাণ্ড এই অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত। সেখানে প্রায় ১০০ জন ভারতীয় হোটেলের পরিচারক বা 'ওয়েটার' ও শ্রমিক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ী লোকও সেখানে গিয়াছে, কিন্তু তাহা-দিগকে প্রথমেই লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেওয়া হয় না। আইন ভারতীয়দের অনুকূলে থাকাতে জনৈক উদ্যোগী ভারতীয় গত বৎসর কেপ টাউনের উচ্চ আদালতের মাধ্যমে অনুমতিপত্র লাভে সক্ষম হয়।

এই সনদ-প্রাপ্ত অঞ্চলের ইউরোপীয় অধিবাসীরা আবেদন জানাইয়াছে যে আইনের এমন পরিবর্তন করা হউক যাহাতে ভারতীয়দের ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র পাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলি বলে যে কেপ সরকার এরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

ট্রান্সভাল বা দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র

ইহা ওলন্দাজ বা বুয়র কর্তৃক শাসিত একটি স্বাধীন গণতন্ত্র। এখানে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাদের নাম "ভল্‌ক্‌স রাড"—একটি শাসন-নির্বাহক বিভাগ আছে, তাহার নেতৃত্ব করেন সভাপতি। ১১৩,৬৪২ বর্গমাইল ইহার বিস্তৃতি এবং শ্বেতকায় জনসংখ্যা হইতেছে ১১৯,২২৮। কৃষ্ণকায় জনসংখ্যা ৬৫৩,৬৬২ বলিয়া শোনা যায়। ট্রান্সভালের সর্ববৃহৎ নগর জোহানেসবার্গে ইহার প্রধান শ্রমশিল্প স্বর্ণখনি অবস্থিত। ভারতীয়-দের মোট জনসংখ্যা মোটামুটি ৫০০০ বলা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, দোকান-কর্মচারী, ফিরিওয়ালা, পাচক, পরিচারক বা শ্রমিক,—ইহাদের অধিকাংশই জোহানেসবার্গ ও গণতন্ত্রের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন আছে যাহাদের সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ড। এই ব্যবসায়ী-দের শাখা অফিস পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রহিয়াছে--তাহাদের অস্তিত্ব প্রধানতঃ ট্রান্সভালের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহারা জিনিষপত্র কিনিয়া ফেরি করিয়া বেড়ায় এই গণতন্ত্রে এমন ফেরিওয়ালার সংখ্যা হইবে ২,০০০। ইউরোপীয় হোটেলে অথবা গৃহে সাধারণ ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত আছে এমন লোকের সংখ্যা হইবে ১৫০০। এই আনুমানিক নির্ধারণ করা হইয়াছিল ১৮৯৪ সালে, এখন বিভিন্ন বিভাগে এ সংখ্যা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ট্রান্সভাল মহারাণীর একাধিপত্যের অধীন। ইংলণ্ড ও ট্রান্সভাল সরকারের মধ্যে দুইটি চুক্তি বা একরারনামা রহিয়াছে।

১৮৮৪ সালের লণ্ডন একরারনামার ১৪নং অনুচ্ছেদ এবং ১৮৮১ সালের প্রিটোরিয়া একরারনামার ২৬নং অনুচ্ছেদের সর্তে আছে যে—

> ট্রান্সভাল রাজ্যের আইনানুগত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সপরিবারে এই রাজ্যের যে কোন অংশে প্রবেশ, ভ্রমণ, বসবাস করিবার পূর্ণ অধিকার থাকিবে। তাহারা বাসগৃহ, কারখানা, গুদামঘর, দোকান, বাড়ীঘর ভাড়া করিতে বা ঐ প্রকার সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে। নিজে অথবা যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে এমন প্রতিনিধির দ্বারা তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিবে। ট্রান্সভালের নাগরিকগণকে যে প্রকার সাধারণ বা স্থানীয় 'ট্যাক্স' বা কর দিতে হয় বা দিতে হইতে পারে এরূপ কর ছাড়া

নিজের জন্য বা সম্পত্তির জন্য, ব্যবসাবাণিজ্য বা শ্রম-শিল্পের জন্য কোনও ট্যাক্স—তাহা সাধারণই হউক আর স্থানীয়ই হউক—তাহাদিগকে দিতে হইবে না।

এই সর্ত নির্বন্ধে ব্রিটিশ-প্রজা ভারতীয়দের ব্যবসা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ করা হইয়াছে। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রান্সভাল সরকার একরারনামার ১৪নং সর্তে প্রযুক্ত 'আদিবাসী' কথাটার এমন অর্থ করিতে চাহেন যাহাতে এশিয়াবাসী সকলকেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন হাই কমিশনার স্যার হার্কিউলিস রবিনসন, উপনিবেশের প্রধান বিচারপতি স্যার হেনরি ডি. ভিলিয়ার্সের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে, ট্রান্সভাল সরকার 'আদিবাসী'র যে অর্থ করিয়াছেন তাহার বৈধতা স্বীকার করা যায় না, এবং "এশিয়ার লোক বলিতে আদিবাসী ব্যতীত অন্য লোকই বুঝায়"।

ইহার পর উপরোক্ত সর্তের পরিবর্তন করিয়া "আদিবাসী ব্যতীত সকলেই" যে সকল সুবিধার অধিকারী সেগুলি হইতে ভারতীয়দের কি করিয়া বঞ্চিত করা যায় সে বিষয়ে ট্রান্সভাল সরকার ও স্বরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। ট্রান্সভাল সরকারের প্রতি স্যার হার্কিউলিস রবিনসন অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহারই প্রস্তাবের জবাবে তিনি ১৯শে মার্চ ১৮৮৫ তারিখে লর্ড ডার্বির নিকট হইতে নিম্নলিখিত উত্তর পান :

> আমি অভিনিবেশ সহকারে একরারনামার সর্তপরিবর্তনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। যদি আপনার ইহাই অভিমত হয় যে আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করিলে দক্ষিণ আফ্রিকা গণতান্ত্রিক রাজ্যের পক্ষে তাহা কল্যাণকর ও অধিক সন্তোষের বিষয় হইবে, তাহা হইলে মহামান্যা মহারাণীর সরকার সর্ত-সম্পর্কে প্রস্তাবিত পরিবর্তনে রাজী হইবেন। যাহা হউক, কথাটির ভিন্ন অর্থের উপর জোর দিয়া মহিমান্বিত সরকার অভীপ্সিত পথে ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া 'ভল্‌কাসরাড' অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে প্রস্তাবিত অর্থে সর্তপরিবর্তনের আইন করা আরও সমীচীন হইবে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

লর্ড ডার্বির প্রস্তাব অনুসারে ট্রান্সভাল ব্যবস্থাপক সভা ১৮৮৫ সালের ৩নং উপধারা গ্রহণ করেন—সে ধারা ভারতীয় এবং অন্যান্য অশ্বেতকায় লোক-দের প্রতি প্রযোজ্য এবং তদনুসারে তাহাদের মধ্যে কেহই ভোটাধিকার পাইতে পারে না, সম্পত্তির মালিক হইতে পারে না, এবং যে সকল অশ্বেতকায় লোক ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে এই গণতান্ত্রিক রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এ দেশে আসিবার আট দিনের মধ্যেই পৃথক পৃথক ভাবে তাহাদিগকে নাম রেজেস্ট্রী করাইতে হইবে—এ বাবদ তাহাদের ২৫ পাউন্ড "ফি" বা দর্শনী দিতে হইবে। এই আইন অমান্যের জন্য অপরাধীকে ৩০ হইতে ১০০ পাউন্ড জরিমানা

অনাদায়ে এক হইতে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। এই আইন অনুসারে সেই অশ্বেতকায় লোকদিগকে বাস করিবার জন্য কোনো রাস্তা, মহল্লা বা অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অধিকারও সরকারের থাকিবে। অন্যান্য ধারাগুলি যেমন আছে তেমনি রাখিয়া ১৮৮৬ সালে এই আইন সংশোধিত হয়, তাহাতে ২৫ পাউন্ড ফি বা দর্শনী কমাইয়া ৩ পাউন্ড করা হয়। এখন ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রতি এই আইন প্রযোজ্য। ঐ আইন পাশ হইবার পর ১৮৮৫ সালের ৩ আইন ও তাহার সংশোধনে যে লণ্ডন একরারনামার সর্তকে প্রত্যক্ষ-ভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া ভারত সরকার ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট ভারতীয়েরা তারযোগে এবং অন্যান্য উপায়ে অনুযোগ সহকারে উহার প্রতিবাদ করে। ইহা লর্ড নাটস্‌ফোর্ডকে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থনে কিছু কিছু প্রতিবাদ জানাইতে প্রবুদ্ধ করে। উভয় সরকারের মধ্যে "নিবাসস্থান" কথাটির অর্থ লইয়া বহু লেখালেখি হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগ দৃঢ়ভাবে বলেন যে "নিবাসস্থান" বলিতে কেবল বসতবাটীই বুঝায়। ট্রান্সভাল সরকার জেদ ধরেন যে শুধু বসতবাটী নহে; কেনাবেচার দোকানকেও বুঝায়। অবশেষে ফল এই দাঁড়ায় যে সবটাই জগাখিচুড়ি পাকাইয়া যায় এবং উভয় সরকার ১৮৫৮ সালের ৩ আইন এবং তাহার সংশোধনের বৈধতা এবং উপরোক্ত কথাটির অর্থনিরূপণের বিষয়টি সালিশীতে দিতে সম্মত হন। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতি একমাত্র সালিশ মনোনীত হন। গত বৎসর তিনি তাঁহার বিচার নিষ্পত্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানান যে ১৮৮৫ সালের ৩ আইন পাশ ও তাহার সংশোধন করিয়া ট্রান্সভাল সরকারের ন্যায্য কাজই করা হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নিরূপণের বিষয়টি অমীমাংসিত রাখিয়া বলেন যে যদি উভয় পক্ষ একমত হইতে না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা একমাত্র ট্রান্সভালের আদালতই করিতে পারে। (সংলগ্ন : ৮)[১]

ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও ভারত সরকারের নিকট স্মারকলিপি[২] প্রেরণ করেন। মিঃ চেম্বারলেন তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালিশের রায় মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন, তাহারা "শান্তিপ্রিয়, আইনানুগত, গুণসম্পন্ন" সম্প্রদায়, তাহাদের সন্দেহাতীত শ্রমশীলতা, বুদ্ধি এবং অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে বর্তমানে ব্যবসায় কর্মের পথে তাহারা যে বাধার সম্মুখীন হইতেছে তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার মনে হয়, এবং পরবর্তীকালে ট্রান্সভাল সরকারের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি উত্থাপন করিবার স্বাধীনতা তাঁহার রহিল।

[১] ইহা বোধ হয় সালিশের-রায় ছিল।
[২] ১ম খণ্ড : ১৭৮-১৯৯ এবং ২০০-২০৩ পৃষ্ঠা।

ব্যাপারটি এখন এইখানেই স্থগিত আছে। যদিও সালিশী মানিয়া লওয়া হইয়াছে তথাচ ইহার পূর্বের ঘটনা হইতে দেখা যাইবে যে এখনও বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়াছে। ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা এখন কোথায় থাকিবে? তাহাদের দোকানপাট কি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দুই কি তিনশত ব্যবসায়ীর রুজিরোজগারের কি হইবে? নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কি তাহাদিগকে কারবার করিতে হইবে? ট্রান্সভালে অযোগ্যতার তালিকা অবশ্য ইহাতেই সম্পূর্ণ নহে।

২৫ নং আইনের (১০ই জানুয়ারী, ১৮৯৩) ৩৮ ধারা **বলে** :

আদিবাসী এবং অপরাপর অশ্বেতকায় লোকেরা, রেলে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট [১] কামরায় অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

অতি সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ও নিখুঁত পোষাক পরিচ্ছদ সত্ত্বেও ট্রান্সভাল রেলপথে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় নানা শ্রেণীর বিভিন্ন অবস্থার আদিবাসীদের সহিত ঠেসাঠেসি করিয়া যাইতে হয়। ট্রান্সভালের ভারতীয়দের পক্ষে ইহা ভীষণ অসুবিধার কারণ।

সেখানে একপ্রকার নিদর্শনপত্র অর্থাৎ পাসের ব্যবস্থা আছে তাহাতে আদিবাসীর মতো প্রত্যেক ভারতীয়কে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এক শিলিং দিয়া ভ্রমণের 'পাস' লইতে হয়।

১৮৯৫ সালে মহিমান্বিতা মহারাণী ও ট্রান্সভাল সরকারের মধ্যে কমাণ্ডো সম্বন্ধে যে চুক্তি হয় তাহাতে ব্রিটিশ প্রজাগণ বাধ্যতা-মূলক সামরিক কার্যে নিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায়। ঐ বৎসরেই ট্রান্সভাল ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের জন্য ঐ সন্ধি উপস্থাপিত হয়।

ব্যবস্থাপক সভা এই পরিবর্তন বা সংরক্ষণ সহ সন্ধিটি সমর্থন করেন যে "ব্রিটিশ প্রজা" বলিতে কেবল "শ্বেতাঙ্গদের" বুঝাইবে। ভারতীয়েরা অবিলম্বে তারযোগে মিঃ চেম্বারলেনকে একথা জানান এবং একটি স্মারক-লিপিও প্রেরণ করেন। (সংলগ্ন-৯)। বিষয়টির প্রতি তিনি এখন মনোযোগ দিতেছেন।

লণ্ডন টাইম্‌স্‌ এই বিষয়টির উপর প্রধান নিবন্ধে বিশেষ সহানুভূতি সহকারে দৃঢ়মত প্রকাশ করিয়াছেন (সাপ্তাহিক সংস্করণ—১০-১-'৯৬)।

জোহানেসবার্গের স্বর্ণখনি সংক্রান্ত আইন অনুসারে ভারতীয়দের পক্ষে দেশীয় স্বর্ণের মালিক হওয়া অপরাধ।

অকারণে শুধু ভারতীয়দের জন্যই ট্রান্সভালেও সান্ধ্যআইন বলবৎ আছে। এখানে একথাও বলা যায় যে কয়েকটি কারণে যাহারা 'মেমন' শ্রেণীর

[১] ১ম খণ্ড : ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

মুসলমান ব্যবসায়ীর পোষাক পরে এই আইনে সাধারণতঃ তাহাদের উৎপীড়ন করা হয় না। (সংলগ্নঃ ৩, ৬ পৃঃ)

জোহানেসবার্গে ফুটপাথ সম্পর্কিত একটি উপবিধি আছে, এবং এই মর্মে প্রিটোরিয়ার পুলিশের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে যে, ভারতীয়েরা যেন ফুটপাথে চলিতে না পারে। ১৮৯৪ সালে একজন মাদ্রাজী গ্রাজুয়েটকে সজোরে লাথি মারিয়া ফুটপাথ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্

ইহা একটি ওলন্দাজদের স্বাধীন গণতন্ত্র, এখানে মহারাণীর সর্বময় কর্তৃত্ব বলিয়া কিছু নাই।

ট্রান্সভালের সংবিধানের সঙ্গে এখানকার সংবিধানের খুব সাদৃশ্য আছে। মিঃ স্টীন এই গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইহার রাজধানী হইতেছে ব্লুম্‌ফন্‌টিন। ইহার বিস্তৃতি ৭২,০০০ বর্গমাইল, এবং মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২০৭,৫০৩। ইহার মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ৭৭.৭১৬ এবং কৃষ্ণকায়দের সংখ্যা হইতেছে ১২৯,৭৮৭। এখানে কয়েকজন ভারতীয় সাধারণ ভৃত্যের কাজ করে ১৮৯০ সালে ৩টি ভারতীয় দোকান ছিল, তাহাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ছিল ৯০০০ পাউন্ডের উপর। কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এক বৎসরের নোটিশ দিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়। ব্রিটিশ সরকারের কাছে আপত্তি জানাইয়া কোনও ফল হয় নাই।

১৮৯০ সালের আইনে (৩৩ অধ্যায়) এশিয়াবাসী অশ্বেতকায় লোকদিগের আসা বন্ধ করিবার ক্ষমতা থাকায় গণতন্ত্রের সভাপতির অনুমতি ভিন্ন কোন ভারতীয় সেখানে দুইমাসের অধিক থাকিতে পায় না, কিন্তু দরখাস্তের তারিখের পর ৩০ দিন না গেলে এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পন্ন না হইলে তিনি সে সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারেন না। যাহা হউক দরখাস্তকারী কিছুতেই এ রাজ্যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিতে বা ব্যবসাবাণিজ্য বা ক্ষেতখামারের কারবার চালাইতেও পারে না। অবস্থা বুঝিয়া বাষ্ট্রপতি বাস করিবার এরূপ খণ্ডিত অনুমতি দিতেও পারেন; নাও দিতে পারেন। ইহার উপর আবার প্রত্যেক ভারতীয়কে বাৎসরিক মাথাপিছু কর দিতে হয় ১০ পাউন্ড। ব্যবসায় ও চাষআবাদ সংক্রান্ত আইনের যে ধারা আছে তাহা অমান্য করার প্রথম অপরাধে ২৫ পাউন্ড জরিমানা অথবা ৩ মাস সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাবাস, পরবর্তী সকল অমান্যের অপরাধের জন্য ইহার দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। (সংলগ্ন—১০)[১]

[১] ১৮৯০ সালের আইনের ইহাই বোধ হয় মূল পাঠে ছিল।

বস্তুতঃ অভিযোগের বিষয়গুলির তালিকা এইবার সম্পূর্ণ হইল।

এতৎসংলগ্ন বিভিন্ন প্রকার কাগজাদির পরিবর্তে এই মন্তব্যগুলি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। সবিনয়ে বলিতেছি যে সমগ্র প্রশ্নটি সম্যক্ প্রণিধান করিয়া দেখার পক্ষে এগুলির প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ বহুস্থান হইতে সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য সঙ্কলিত স্মারকলিপি এবং পুস্তিকাগুলি মনোযোগ সহকারে বিচারের পক্ষে সাহায্য করিবে।

সমগ্র প্রশ্নটি লণ্ডন টাইম্স্ এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন:

> আইনের চক্ষে অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজারা যে পদমর্যাদা ভোগ করিয়া থাকে ব্রিটিশ ভারতীয়েরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলে কি সেই পদমর্যাদা তাহাদের থাকিবে? ব্রিটিশ অধিকৃত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক গেলে তাহারা মিত্র রাজ্যে কি ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দাবি করিতে পারিবে?

পুনরায় বলিয়াছেন:

> ভারত সরকার এবং ভারতবাসীরা নিজেরাও বিশ্বাস করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই অধিকার বা পদমর্যাদার এই প্রশ্নের অবশ্যই মীমাংসা করিতে হইবে। যদি তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ প্রজার পদমর্যাদা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অন্যত্র তাহাদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় তাহা হইলে অন্যত্র তাহা লাভ করা তাহাদের পক্ষে খুবই কঠিন হইবে।

প্রশ্নটিকে সাম্রাজ্যঘটিত প্রশ্ন হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং দলনির্বিশেষে সকলে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ভারতীয়দিগকে সমর্থন জানাইয়াছে।

এই প্রশ্ন সম্পর্কে লণ্ডন "টাইম্স্"এ যে যে তারিখে প্রবন্ধ[১] প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

২৮শে জুন ১৮৯৫	সাপ্তাহিক সংস্করণ
৩রা আগস্ট ১৮৯৫	,, ,,
১৩ই সেপ্টেম্বর ,,	,, ,,
৬ই ,, ,,	,, ,,
১০ই জানুয়ারী ১৮৯৬	,, ,,
৭ই এপ্রিল ,,	দি টাইম্স্
২০শে মার্চ ,,	সাপ্তাহিক সংস্করণ
২৭শে জানুয়ারী ,,	দি টাইম্স্

[১] টাইম্স্ কর্তৃক প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

ডেলাগোয়া উপসাগরের পোর্তুগীজ অধিকারের অঞ্চলগুলিতে কোনও অভিযোগের বিষয় নাই। এ বৈসাদৃশ্য আমাদের অনুকূলেই কাজে লাগিবে। (সংলগ্ন ৩)

এম্. ক. গান্ধী

মুদ্রিত আলোকচিত্রের প্রতিরূপ হইতে গৃহীত: এস. এন্ ১১৪৫

৩. বোম্বাই সহরে প্রদত্ত বক্তৃতা

বোম্বাই প্রাদেশিক সভা কর্তৃক আহূত, মাননীয় স্যার ফেরোজসা এম্. মেটার সভাপতিত্বে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৮৯৬) তারিখে ফ্রেমজি কাউয়াসজী ইনস্টিটিউট ভবনে অনুষ্ঠিত জনসভায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে গান্ধীজি বক্তৃতা দেন। সেই মুদ্রিত ভাষণটি হস্তগত না হওয়াতে টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত উদ্ধৃতি এবং বোম্বে গেজেটে প্রকাশিত বক্তৃতার বিবরণে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপাদান হইতে সংকলন করিয়া এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইল।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমানে অবস্থিত ১,০০,০০০ ব্রিটিশ ভারতীয়দের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য এই প্রত্যয়পত্রের[১] স্বাক্ষরকারিগণের মুখপাত্র হিসাবে আমি আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। জোহানেসবার্গের বিরাট ভূখণ্ডে বিস্তৃত স্বর্ণখনি এবং পরলোকগত জেমসনের অভিযানের জন্য এই দেশটি হঠাৎ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিদের বিশ্বাসভাজন মুখপাত্র হইয়া আসিয়াছি, ইহাই আমার একমাত্র যোগ্যতা। আমি কম কথার লোক। আজিকার সন্ধ্যায় যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদের নিকট আমার বক্তব্য পেশ করিতে হইতেছে—সে উদ্দেশ্যটি এতই মহৎ যে আমি মনে করি বর্তমান বক্তার বা এই প্রবন্ধ পাঠকের ভুলত্রুটি আপনারা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। ৩০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ১,০০,০০০ ভারতীয়দের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগের প্রশ্নে ভবিষ্যতে ভারত হইতে আগত ভারতীয়দের কল্যাণ ব্যাহত হইবে। সেজন্য আমি নিবেদন করি যে এই প্রসঙ্গে ইহার পূর্বেই ভারতের বর্তমান সকল প্রশ্নের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত না হইয়া থাকিলে এখন হওয়া উচিত। এই প্রারম্ভিক মন্তব্যের পর আমি এখন আপনাদের সম্মুখে যথাসম্ভব সংক্ষেপে যে সকল ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিব।

[১] ৪৯ পৃষ্ঠার নিম্নে মুদ্রিত গান্ধীজির প্রত্যয়পত্র সম্পর্কে এই উল্লেখ।

বর্তমান উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এইভাবে বিভক্ত করা যাক: উত্তমাশা অন্তরীপের ব্রিটিশ কলোনি নাটালের ব্রিটিশ কলোনি জ্লুল্যাণ্ডের ব্রিটিশ কলোনি ট্রান্সভাল বা দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, সনদপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহ বা রোডেসিয়া, এবং ডেলাগোয়া বে ও বেইরা লইয়া পোর্তুগীজ অঞ্চলসমূহ।

পোর্তুগীজ অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ১,০০,০০০ ভারতীয় আছে, তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশ হইতে আনীত তামিল অথবা তেলেগু এবং হিন্দি ভাষাভাষী শ্রমিক শ্রেণীর লোকই বেশি। প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশ হইতে আনীত কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীও আছে। সাধারণতঃ সারা দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাব ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ—এ মনোভাব সংবাদপত্রের দ্বারা উৎসাহিত এবং আইনসভার দ্বারা পরোক্ষে সমর্থিত, এমনকি অনুপ্রাণিতও বটে। ইউরোপীয়দের মধ্যে সকলের চক্ষেই প্রত্যেক ভারতীয় কুলি মাত্র। দোকানদার হইয়েছে "কুলি দোকানদার"। ভারতীয় কেরানী ও শিক্ষক, "কুলি কেরানী" "কুলি শিক্ষক"। কাজেকাজেই কি ব্যবসায়ী, কি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়, কাহারও প্রতি কোনও প্রকার সম্মানসূচক আচরণ করা হয় না। সে দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক-দের স্বার্থসাধন ছাড়া ভারতীয়দের বিত্তসম্পদ বা কর্মক্ষমতার কোনও মূল্যই নাই। আমরা এশিয়ার আবর্জনাবিশেষ—আমরা ঘৃণিত, একান্ত অভিশাপের পাত্র। আমরা "নোংরা কুলি" "আমাদের জিহ্বায় মিথ্যাকথা জড়ানো" আমরা উহাদের সমাজদেহে "সত্যকার দুষ্ট ব্রণ রূপে তাহার জীবনী-শক্তি নাশ করিয়া দিতেছি।" আমরা "পরগাছা" বা পরাশ্রয়ী "অর্ধ-বর্বর" এশিয়াবাসী আমরা "ভাত খাই" এবং "পাপাচারে পরিপূর্ণ"; ব্যবস্থাপক সভার বিধানগ্রন্থে আমরা "এশিয়ার আদিম অধিবাসী বা অর্ধ-বর্বর জাতির" পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছি, যদিও বস্তুত পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর বংশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এমন একজন ভারতীয়ও নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের মতো সেখানে আসামের সাঁওতাল-দের অকেজো মনে হয়। প্রিটোরিয়া বণিক সভার ধারণা, আমাদের "ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে কোনো নারীর আত্মা নাই, এবং খৃষ্টানেরা আমাদের কাছে সাধারণ শিকার মাত্র"। উক্ত সভা ইহাও মনে করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র সমাজ এই সকল লোকের কদর্য অভ্যাস ও দুর্নীতি-মূলক কাজকর্মের ফলে বিপদাপন্ন।" তথাচ বাস্তবক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে এক জনেরও কুষ্ঠরোগ হয় নাই এবং প্রিটোরিয়ার ডাঃ ভিলের মতে "অতি নিম্ন শ্রেণীর ভারতীয়েরাও নিম্নতম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম ঘরবাড়ীতে এবং অধিকতর পরিচ্ছন্নভাবে বাস

করে, স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাহারা উহাদের অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী।” তিনি আরও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে “প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কখনও না কখনও কিছুকালের জন্য কুষ্ঠাশ্রমে থাকিয়াছে কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে একজনও এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই।”

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে আমরা রাত্রি ৯টার পর নিয়োগকর্তার নিদর্শন পত্র ব্যতিরেকে ঘর হইতে বাহির হইতে পারি না। যে সকল ভারতীয় মেমন শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসায়ীর পোষাক পরে, তাহাদের সম্পর্কে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়। আমাদের নিকট হোটেলের দরজা বন্ধ। উৎপীড়িত না হইয়া আমরা ট্রামগাড়ীতে চড়িতে পারি না। ঘোড়ার গাড়ী আমাদের জন্য নহে। ট্রান্সভালে বারবার্টন ও প্রিটোরিয়া, এবং জোহানেসবার্গ ও চার্লস্‌টাউনের মধ্যে যতদিন রেলপথে যাওয়াআসার ব্যবস্থা হয় নাই ততদিন সাধারণতঃ ভারতীয়দের ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে বসিতে দেওয়া হইত না, এখনো হয় না, তাহাদিগকে চালকের পাশে বসিয়া যাইতে বাধ্য করা হইত এবং এখনো হইয়া থাকে। ট্রান্সভালে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি, সেখানকার তুষারাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে, অপমানের কথা বাদ দিলেও এরূপ পরীক্ষা অত্যন্ত নিদারুণ। এরূপ দীর্ঘ যাত্রা বহু সময়সাপেক্ষ—নির্দিষ্ট সময়ে মাঝে মাঝে গাড়ী থামাইয়া অন্যান্য আরোহীদিগের জন্য খাদ্য এবং বিশ্রামস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ সকল স্থানে কোনও ভারতীয়কে বিশ্রামের জায়গা দেওয়া হয় না, খাওয়ার টেবিলে বসিতে দেওয়া হয় না—সুখসুবিধারও কোনো ব্যবস্থা নাই। বড়জোর তাহারা রান্নাঘরের পিছন হইতে খাবার কিনিয়া ইহারই মধ্যে যতটা সম্ভব নিজের নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। কি অবর্ণনীয় দুঃখ যে ভারতীয়েরা সহ্য করিতেছে তাহার শতশত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ স্নানাগার তাহাদের জন্য নহে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলির দরজা তাহাদের পক্ষে উন্মুক্ত নহে। আমার নাটাল ত্যাগ করিবার পক্ষকাল পূর্বে একজন ভারতীয় ছাত্র ডারবান উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এমন কি, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও ভারতীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত নহে। নাটালের একটি ক্ষুদ্র পল্লী ভেরুলামের ইংরাজদের গির্জা হইতে এক ভারতীয় পাদ্রী স্কুলশিক্ষককে বিতাড়িত করা হয়। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে আইন কানুনের সমতা রক্ষাকল্পে এবং ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থনে স্বরাষ্ট্র বিভাগের হুমকির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নাটাল সরকার একটি “কুলি-সম্মেলন” অনুষ্ঠানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল পোর্তুগীজ অঞ্চলগুলিতে ভারতীয়দের

মানসম্মান আছে এবং সেখানে সাধারণ লোকেদের যে অভিযোগ আছে তাহা ছাড়া তাহাদের পৃথক অভিযোগ নাই—তাহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যত্র ভারতীয়-দের বিরুদ্ধে মনোভাব ঠিক এইরূপ। একজন আত্মসম্মান বিশিষ্ট ভারতীয়ের পক্ষে সেরূপ দেশে থাকা যে কতখানি কষ্টসাধ্য তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমাদের সভাপতি মহাশয় যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে হোটেলে জায়গা পাওয়া, এবং নাটালের রেলগাড়ীতে প্রথম শ্রেণীতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা, তাঁহার পক্ষে—চলিত কথায় বলিতে গেলে—"ভয়ঙ্কর কঠিন" হইবে, এবং ভল্‌ক্‌সরাস্টে পেঁছাইবার পর তাঁহাকে বিনা কারণে প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামাইয়া যে টিনের কামরায় ভেড়ার মত কাফ্রিদের পুরিয়া দেওয়া হয় অভদ্রভাবে সেই কামরায় তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইবে। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে এই ভরসা দিতে পারি যে যদি তিনি কখনও তাঁহার দেশবাসী যে কি দুর্দশার মধ্যে রহিয়াছে শুধু তাহা দেখিতে ও উপলব্ধি করিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন (আমাদের দেশের নেতারা এই সকল অস্বস্তিকর স্থানে আসুন—ইহাই তো আমাদের কামনা), তাহা হইলে অন্ততঃ বর্তমানে আমরা যেরূপ ঐক্যবদ্ধ ও আমাদের মধ্যে যেরূপ প্রবল উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্ধনা দিয়া উপরোক্ত অসুবিধাগুলি পূরণ করিতে পারিব। যে খাজা কাফ্রিদের পেশা হইতেছে পশুশিকার, এবং কিছু সংখ্যক গবাদি পশু সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা স্ত্রী ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা আলস্য ও নগ্নতার মধ্যে কাটানোই যাহাদের একমাত্র উচ্চাশা—তাহাদের স্তরে আমাদিগকে অবনমিত করিয়া ইউরোপীয় সমাজ যে আমাদের মর্যাদা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধেই আমাদের এই বিরামহীন সংগ্রাম। আমরা কাগজে পড়িয়া থাকি, খ্রীষ্টান সরকার যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসেন বা যাহারা তাঁহাদের শাসনাধীন থাকে তাহাদের উন্নতিবিধান করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সুচিন্তিত স্পষ্ট উদ্দেশ্যই হইতেছে সভ্যতার উচ্চসোপানে ভারতীয়দের উঠিতে না দেওয়া এবং কাফ্রিদেব স্তরে তাহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া; নাটালের এটর্নি জেনারেলের ভাষায় বলা যায় "চিরকালের জন্য তাহাদিগকে জল-তোলা, কাঠ-কাটার কাজে নিযুক্ত (মুটে মজুর করিয়া) রাখা" এবং "ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে জাতি গড়িয়া উঠিবে তাহার অংশ হইতে না দেওয়া"; নাটালের ব্যবস্থাপক সভার অপর একজন সদস্যের কথায়—"নাটাল উপনিবেশ অপেক্ষা নিজের দেশে ভারতীয়ের জীবন অধিকতর সুখকর করা"ই হইতেছে উহাদের উদ্দেশ্য। এই অপমানকর অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম এমনি কঠোর যে বিরোধিতা করিতেই আমাদের সকল

শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। কাজেকাজেই ভিতর হইতে কোনো সংস্কার সাধনের চেষ্টা করার মত শক্তি আমাদের মধ্যে খুবই সামান্য অবশিষ্ট আছে।

এখন আমি এক একটি রাজ্যের বিষয় পৃথক আলোচনা করিয়া দেখাইব যে নির্যাতনের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতীয়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য কি ভাবে বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনসাধারণের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত ৩৭ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত বিধানসভা, মহারাণীর প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ড হইতে আগত রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্যের বিধান পরিষদ—এই লইয়া স্বায়ত্তশাসনাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ নাটালে ইয়োরোপীয় জনসংখ্যা হইতেছে ৫০,০০০, আদিবাসী বা জুলুদের সংখ্যা ৪০০,০০০, এবং ভারতীয়দের সংখ্যা হইতেছে ৫১,০০০। ১৮৬০ সালে সরকারী সাহায্যে ভারতীয়দের আমদানি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সম্পর্কে নাটালের বিধানসভায় জনৈক সদস্য তখন বলেন—"উপনিবেশের অগ্রগতি এমনকি উহার অস্তিত্ব প্রায় সঙ্কটজনক অবস্থায় ছিল," এবং তখন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে জুলুরা অলস ও কর্মবিমুখ। এখন প্রধান শিল্পগুলি সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় শ্রমিকের উপর। ভারতীয়রা নাটালকে "দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যান" অর্থাৎ সুরম্যস্থানে পরিণত করিয়াছে। আর একজন প্রখ্যাত নাটালবাসীর কথায় "বহিরাগত ভারতীয়েরা সমৃদ্ধি আনিয়াছে, তাহাদের আসার পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, যৎসামান্য মূল্যের জন্য লোকে ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া আর সন্তুষ্ট নহে। ৫১,০০০ ভারতীয়দের মধ্যে ৩০,০০০ লোক তাহাদের চুক্তিবদ্ধ চাকুরীর মেয়াদ শেষ করিয়া এখন নিজের ইচ্ছামত চাকুরী করিতেছে, কেহ মালির কাজ, কেহ ফেরিওয়ালার কাজ, ফলের অথবা অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসা লইয়া আছে। দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও কয়েকজন নিজেদের উদ্যোগে লেখাপড়া শিখিয়া স্কুল মাষ্টারি এবং দোভাষী ও সাধারণ কেরাণীর কাজ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। ১৬০০০ লোক এখন চুক্তিপত্র অনুযায়ী কাজ করিতেছে, যাহারা প্রথম নিজের খরচায় আসিয়াছিল এমন ৫০০০ লোক বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর অথবা তাহাদের সহকারী হইয়া আছে। শেষোক্ত সম্প্রদায় বোম্বাই প্রদেশের লোক এবং তাহাদের অধিকাংশই মেমন শ্রেণীর মুসলমান, কিছু সংখ্যক পার্সিও আছে, তাহাদের মধ্যে ডারবানের মিঃ রুস্তমজী বিখ্যাত। তিনি তাঁহার বদান্যতার জন্য স্যার দিনশ[১]-এর সুনাম রক্ষা করিবেন। তাঁহার দরজা হইতে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি অভুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসে না। এমন কোনও পার্সি ভদ্রলোক নাই যিনি ডারবান বন্দরে নামিয়া মিঃ রুস্তমজী কর্তৃক ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হন নাই। এমনকি তিনিও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা

[১] স্যার দিনশ এম্ পেটিট্

পান না; তিনিও কুলি। জাহাজের এবং প্রভূত-ভূসম্পত্তির মালিক দুইজন ভদ্রলোকের নামও "কুলি জাহাজের মালিক" এবং তাহাদের জাহাজের নাম "কুলি জাহাজ।"

ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সাধারণ স্বার্থবোধ ছাড়াও, তিনটি প্রধান প্রদেশ এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করে। বোম্বাই প্রদেশ সমপরিমাণ অধিক সংখ্যক লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় না পাঠাইয়া থাকিলেও সেই প্রদেশবাসীদের অধিকতর ধন সম্পত্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সঙ্গতি সম্পন্ন অন্য প্রদেশের ভ্রাতৃগণের স্বার্থসংরক্ষণের সত্যকার অভিভাবক হইয়া তাহারা সে অভাব পূরণ করিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে ভারতবর্ষেও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা মোচনের চেষ্টায় বোম্বাইবাসীরাই অগ্রণী হইবে।[১]

১৮৯৪ সালের বিলটির প্রস্তাবনায় আছে যে এশিয়াবাসীরা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত নহে। যাহা হউক অযোগ্যতার অজুহাতে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা এ বিলের আসল উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ তাঁহাদের শ্রেণী নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে, ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয় সমাজ হইতে পৃথক আচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এ বিলটি আনা হইয়াছিল। বিলটির দ্বিতীয় পর্যায়ে সদস্যগণের বক্তৃতাতেই শুধু নহে, সংবাদপত্রের লেখাতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহারা একথাও বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় ভোটে ইউরোপীয় সম্প্রদায় হারিয়া যাইবে এই অজুহাতেই ভারতীয়দের ভোটের অধিকার না দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু এরূপ অজুহাতও তখন সমর্থনযোগ্য ছিল না, এখনও নহে। ১৮৯১ সালে ১০,০০০ ইউরোপীয় ভোটের স্থলে ভারতীয় ভোট ছিল মাত্র ২৫১টি। ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এত দরিদ্র যে তাহারা সম্পত্তির গুণসম্পন্নতার দাবি করিতে পারে না এবং নাটালের ভারতীয়েরা কখনও রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামায় নাই এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাহারা চাহে না। এ সকল বিষয় সরকারী মুখপত্র 'দি নাটাল মারকারি' স্বীকার করিয়াছেন। ভারতে প্রকাশিত আমার পুস্তিকাখানিতে[২] এ বিষয়ের সমর্থনে লিপিবদ্ধ উদ্ধৃতিগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা স্মারকলিপির দ্বারা স্থানীয় সংসদে জানাইয়াছিলাম যে ভারতীয়েরা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত অপরিচিত নহে। অবশ্য তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আমরা তাহার পর উপনিবেশ সচিব

[১] কিছুকাল পরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোশিয়েসন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের অভিযোগ নিবারণের জন্য ভারত-সচিবের নিকট স্মারকলিপি পাঠাইয়াছিলেন।

[২] সবুজ পুস্তিকা।

লর্ড রিপনের নিকট স্মারকলিপি পাঠাই। দুটি বছর লেখালেখির 'পর ১৮৯৪ সালের বিলটি এই বৎসর প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে যে বিলটি আনা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহৃত বিল অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর না হইলেও যথেষ্ট ক্ষতিকারক। এই বিল অনুসারে "যে দেশে এখনও পর্যন্ত লোকসভা অনুমোদিত ভোটাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই সে দেশের আদিবাসী বা তাহার বংশধরগণ ভোটদাতাদের কোনও প্রকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যদি না তাহারা প্রথমে স-পরিষদ রাজ্যপালের নিকট হইতে এই আইন হইতে অব্যাহতির অনুমতি লাভ করিতে পারে।" যাহারা ইতিপূর্বে যথারীতি ভোটদাতাদের কোনও প্রকার তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এই আইন অনুসারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিধান সভায় বিলটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে উহা অনুমোদনের জন্য মিঃ চেম্বারলেনের নিকট পেশ করা হয়। প্রকাশিত কাগজপত্র দেখিয়া মনে হয় মিঃ চেম্বারলেনের অভিমত এই যে লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক কোনও প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে নাই। নাটাল লোকসভায় অকৃত-কার্য হইয়া, মিঃ চেম্বারলেনের নিকট তাঁহার এই অভিমতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্মারকলিপি পেশ করিয়া বলি যে, এই বিলের উদ্দেশ্য অনুসারে অর্থাৎ আইনতঃ বলিতে গেলে, লোকসভা অনুমোদিত ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আগেও ছিল এখনও আছে। "লণ্ডন টাইম্‌স্‌" এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন, নাটালের সংবাদ-পত্রগুলির অভিমতও তাহাই, এবং এই বিলে যে সদস্যগণ ভোট দিয়াছেন তাঁহারা এবং নাটালের একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ এই অভিমতই পোষণ করেন। এখানকার খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ীদের কি অভিমত তাহা জানিবার জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র। মুদ্রা উৎক্ষেপণের খেলা খেলিয়া ভারতীয়দের ভাগ্য লইয়া লটারি খেলার মতো ভারতীয় সম্প্রদায়কে হয়রানি করাই এ বিল পাশ করিবার উদ্দেশ্য। ভারতীয়দের প্রতি অন্য কারণে বিরূপ নাটাল বিধান-সভার অনেক সদস্য ভাবিয়াছিলেন যে ভারতীয়েরা এই বিলের ফলে অসংখ্য মামলা মোকদ্দমায় পড়িবে এবং তাহাদের মধ্যে উহা উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে।

ফলতঃ সরকারী মুখপত্র বলিতেছে—"অন্য বিল নহে আমরা এই বিলই পাশ করিতে পারি। আমরা যদি কৃতকার্য হই অর্থাৎ এই বিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে নাই ইহা যদি ঘোষিত হয়—ভালই। অন্যথায় আমাদের কোনও ক্ষতিই হইতেছে না। আবার অন্য একটি বিলের জন্য চেষ্টা করিব—আমরা সম্পত্তির যোগ্যতা ও শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষা আরোপ করিব। যদি সেরূপ বিলে আপত্তি হয়—তাহাতেও আমাদের ভীত হইবার আবশ্যক নাই, কারণ কি জন্য ভীত হইব? আমরা জানি ভারতীয়েরা কিছুতেই আমাদের

হারাইতে পারে না।" আমার সময় থাকিলে আমি আপনাদের কথাগুলি হুবহু বলিতে পারিতাম—সে কথাগুলি আরও কঠোর। যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ আছে তাঁহারা "সবুজ পুস্তিকা"য় তাহা দেখিতে পাইবেন। অতএব আমরা অতঃপর নাটালের জলাতঙ্ক রোগ-চিকিৎসকের মারাত্মক ছুরিকার দ্বারা জীবন্ত অবস্থায় ব্যবচ্ছেদের উপযুক্ত পাত্র হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রভেদ হইতেছে এই যে জলাতঙ্ক রোগের ফরাসী চিকিৎসক, এ ব্যবচ্ছেদ করেন মানুষের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে, আর আমাদের নাটালের চিকিৎসক আমোদ উপভোগের জন্য শুধু খেলার ছলেই এই ব্যবচ্ছেদ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ের স্মারকলিপি এখন মিঃ চেম্বারলেনের বিবেচনাধীন।

নাটালের অবস্থা হইতে ভারতের অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একথার উপর আমি খুব বেশি জোর না দিয়া পারি না। ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন "যখন ভারতে তোমাদের ভোটাধিকার থাকিলেও তাহা কাল্পনিক মাত্র, তখন নাটালে তাহা চাহিতেছে কেন?" আমাদের সবিনয় উত্তর এই যে নাটালে আমরা তাহা চাহিতেছি না—আমরা যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম ইউরোপীয়গণ তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। যাহা কিছু পার্থক্য তো এইখানেই। এ বঞ্চনার ফল হইবে আমাদের অধোগতি ও অসম্মান। এরূপ অবস্থা ভারতে নাই। ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। নাটালে এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা আমাদের সম্মুখে ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আবার লণ্ডন টাইমস্ এরূপ বলিয়াছেন যে "ইংরাজ যে ভোটাধিকার ভোগ করিয়া থাকেন ভারতে ভারতবাসীরা ঠিক সেই অধিকারই ভোগ করিতেছেন।" নাটালে কিন্তু সেরূপ নহে। সেখানে যে, ব্যবহার ইউ-রোপীয়দের প্রাপ্য তাহা ভারতীয়দের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। তাহা ছাড়া নাটালে ভোটাধিকার খর্ব করা কোনও রাজনৈতিক চাল নহে—ইহা কেবল ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতির দ্বারা প্রণোদিত; যে নীতি সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভদ্রলোকের নাটালে আসা বন্ধ করার জন্য অনুসৃত হইতেছে। ব্রিটিশ রাজ্য বা উপনিবেশে অন্যান্য ব্রিটিশপ্রজারা যে সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পায়, ব্রিটিশপ্রজা হিসাবে একজন ভারতবাসীর পক্ষে এখানে আসিয়া ঠিক সেই সুখ সুবিধা লাভের দাবি করা উচিত—যেমন একজন ভারতবাসী বিলাতে গেলে ইংরাজের মতই সেখানকার সকল প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা লাভে সমর্থ হয়। ব্যাপার এই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ভোটের দ্বারা ইংরাজের হারিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই, তবে তাহারা যাহা চায় তাহা হইতেছে শ্রেণী নির্বাচনের আইন। ভোটাধিকার সংক্রান্ত এই আইন 'চণ্ডু প্রবেশে মুণ্ড প্রবেশ'এর মতো, অর্থাৎ সূচনা সামান্য কিন্তু শেষ ফলটি ভয়াবহ। পৌর প্রতিনিধিত্বের

ভোটাধিকার হইতে ভারতীয়দের বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ও তাহাদের আছে। যখন প্রথম এই ভোটাধিকার বিলটি আনা হয় তখন একজন সদস্য ভারতীয়দেরও এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহার উত্তরে এটর্নি জেনারেল সেই মর্মে একটি বিবৃতি দেন। আর একজন সদস্য প্রস্তাব করেন যে যখন তাঁহারা ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন তখন উপনিবেশে অসামরিক বিভাগে তাহাদের চাকুরি দেওয়া বন্ধ করা উচিত।

কেপ কলোনীতেও, নাটালের মতই সরকার আছে, সেখানে ভারতীয়দের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কেপ লোকসভা একটি বিল পাশ করিয়াছেন তাহাতে ইস্ট লন্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে ভারতীয়দের ফুটপাথে চলা বন্ধ করা, নির্দিষ্ট এক স্থানে বসবাস করা, (যে স্থানগুলি সাধারণতঃ জলাভূমি এবং বাসের অযোগ্য, এবং ব্যবসা করার পক্ষে নিশ্চয়ই অব্যবহার্য) সম্পর্কে উপধারা প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

জুলুল্যান্ড রাজা কর্তৃক স্বয়ং শাসিত উপনিবেশ হওয়াতে উহা স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন। সেখানে নন্দওয়েনি ও এশোয়েই সহর সম্পর্কে এই আইন পাশ হইয়াছে যে ঐ সহর দুটির মধ্যে কোনও ভারতীয় লোক জমির মালিক অথবা দখলিকার হইতে পারিবে না যদিও সে দেশের মেলমথ সহরে ভারতীয়দের ২০০০ পাউন্ডের ভূসম্পত্তি আছে। জেমসন অভিযাত্রী দলের আবাসস্থলী এবং পাশ্চাত্য জগতের স্বর্ণ অন্বেষীদের মৃগয়াভূমি গণতান্ত্রিক ওলন্দাজ উপনিবেশ ট্রান্সভালে ৫০০০ ভারতীয় আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ী এবং দোকানদার আর সকলে ফেরিওয়ালা, হোটেলের পরিবেশক এবং গৃহভৃত্য। স্বরাষ্ট্র সরকার এবং ট্রান্সভাল সরকারের মধ্যে সম্পাদিত একরারনামা[১] অনুসারে "আদিবাসী ব্যতীত সকলের" ব্যবসা করা ও জমির মালিক হওয়ার অধিকার নির্বিঘ্ন করা হয়, এবং তাহার বলে ভারতীয়েরা ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত বিনা বাধায় ব্যবসা করিতেছিল। যাহা হউক সেই বৎসরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহিত লেখালেখি করিয়া ট্রান্সভাল ব্যবস্থাপক সভা একটি আইন পাশ করেন, তাহার দ্বারা ভারতীয়দের ব্যবসা করা (কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া) ও ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় এবং সে দেশে বসবাস করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ভারতীয়ের উপর ৩ পাউন্ড হারে রেজিস্টারি 'ফি' চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী কথাবার্তা চালাইবার পর অবশেষে কি ভাবে তাহা শালিসের হাতে দেওয়া হইয়াছিল তাহার সমগ্র ইতিহাস জানিবার কৌতূহল হইলে "সবুজ পুস্তিকা"খানি পাঠ করিবার জন্য অবশ্যই আমি

[১] ১৮৮৪ সালের লন্ডন একরারনামা।

আবার অনুরোধ জানাইব। সালিসের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যাওয়াতে, মহামান্য উপনিবেশ সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে ভারতীয়দের এই আপত্তির ন্যায্যতা স্বীকৃত হইলেও সালিসের উক্ত সিদ্ধান্তই বাহাল রাখা হইয়াছে। ট্রান্সভালের প্রচলিত নিদর্শন-পত্র বা পাসের পদ্ধতি খুবই নৃশংস। যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যান্য স্থানে রেল কর্তৃপক্ষই ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত অসম্ভব করিয়া তোলেন, তখন ট্রান্সভাল অধিবাসীরা আর এক ধাপ আগাইয়া আইনের দ্বারা তাহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলকেই দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের সঙ্গে একত্রে ঠাসাঠাসি করিয়া একই কামরায় যাইতে হয়। স্বর্ণখনি সংক্রান্ত আইনে দেশীয় স্বর্ণ খরিদ করা ভারতীয়দের পক্ষে অপরাধ। যদি ট্রান্সভাল সরকারকে তাহাদের নিজের মতে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা এই ভারতীয়দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করিয়া তাহাদিগকে সামরিক চাকুরী লইতে বাধ্য করিবে। স্পষ্টতঃ বিষয়টি ভয়াবহ, কেননা, লন্ডন টাইম্‌স্‌এর কথায় "আমরা হয়ত এখন দেখিব যে ট্রান্সভালের উদ্যত সঙ্গীনের দ্বারা বিতাড়িত সৈন্যদলভুক্ত ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটিশ সঙ্গীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য ওলন্দাজ শাসনতন্ত্র রাজ্য অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবোধের স্মরণীয় যাবতীয় দৃষ্টান্তকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" স্থানীয় সরকারী মুখপত্রের ভাষায় বলিতে হয় যে "কাফ্রিদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজার অবস্থা অসহনীয় করা হইয়াছে।" শুধু যে ব্যবসা, কৃষিকর্ম, জমির মালিকানা হইতে ভারতীয়দের বিচ্যুত করা হইয়াছে তাহাই নহে কোনও বিশেষ অবস্থার অধীন বা অপমানিত না হইয়া সেখানে বাস করিবার অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত।

অতি সংক্ষেপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয়দের অবস্থা ঠিক এইরূপ। উপরোক্ত বিভিন্ন রাজ্যে যে ভারতীয়কে এইভাবে অত্যন্ত ঘৃণা করা হইয়া থাকে, নাটাল হইতে মাত্র ৩০০ মাইল দূরে ডেলাগোয়া বে-তে সেই একই ব্যক্তি বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত ও সম্মানিত। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সংবাদপত্র "দি কেপ টাইম্‌স্" স্থানীয় সাংবাদিক জগতের "রাজা" মিঃ সেণ্ট লেগারের সম্পাদনায় যখন পরিচালিত হইত তখনকার এই পত্রিকার ভাষায় এই বিদ্বেষভাবের আসল কারণ প্রকাশ করা যাইতে পারে:

> এ কাল পর্যন্ত এই ব্যবসায়ীদের উন্নত অবস্থা কিছু কম শত্রুতার সৃষ্টি করে নাই। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়াই তাহাদের প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে তাহাদের উপর যে আইন প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে স্পষ্টতঃ তাহা তাহাদের নিজের স্বার্থে অবিচার করার মতই মনে হইবে।

সেই সংবাদপত্রই আবার বলিতেছেন:

> ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচার এতই জাজ্বল্যমান যে তাহারা ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইয়াছে শুধু এই কারণে কেহ তাহাদের প্রতি আদিবাসীদের (দক্ষিণ আফ্রিকা) মতো ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহার দেশবাসী সেজন্য লজ্জিত হইবে। তাহারা যে প্রভাব-শালী জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে, নিম্নস্তর হইতে তাহাদিগকে উন্নীত করার পক্ষে শুধু সেই কারণই যথেষ্ট।

১৮৮৯ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমানে উহার যুক্তিযুক্ততা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে কারণ মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্তমানে অদ্ভুত ও অসাধারণ তৎপরতা দেখাইয়াছে।

আমাদের বিরুদ্ধে এই বিরোধিতার স্রোত প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে যাহাতে আমরা আমাদের অভিযোগ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করিতে পারি সেজন্য আমরা অতি সামান্যভাবে একটি প্রতিষ্ঠান[১] গঠন করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই বিদ্বেষভাবের অনেকখানি ভারতে অবস্থিত ভারতবাসী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হইতেই আসিয়াছে। সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারের দ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণ লোকেদের মধ্যে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের আইন সংক্রান্ত অনুপ-যুক্ততা সম্পর্কে আমরা আমাদের অবস্থা বিবৃত করিয়া বিলাতে ইংরাজদের এবং এখানে ভারতের জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা জানেন যে বিলাতের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দল উভয়েই সমান ভাবে আমাদের সমর্থন করিয়াছেন। লণ্ডন টাইম্স্ আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আটটি প্রধান প্রবন্ধে বিশেষ সহানুভূতির[২] ভাব দেখাইয়াছেন। শুধু ইহাতেই আমাদের সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়গণের অনেকটা উচ্চ ধারণা হইয়াছে এবং সংবাদপত্রের সুরও পূর্বাপেক্ষা অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের দাবি সম্পর্কে আমাদের অবস্থার কথা আর একটু খুলিয়া বলিব। আমরা জানি সাধারণের হাতে আমরা যে অপমান ও অমর্যাদা ভোগ করিতেছি স্বরাষ্ট্র বিভাগের মধ্যস্থতায় সরাসরি ভাবে তাহা দূরীভূত হইবে না। আমরা তাঁহাদের কাছে সেরূপ মধ্যস্থতার জন্য প্রার্থনা করি না। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সদাশয় ব্যক্তিবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলি তাঁহাদের প্রতিকূল মত প্রকাশের দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ব্যবহারের কঠোরতা হ্রাস করিতে এবং পরিশেষে হয়ত উহা নির্মূল করিতে পারেন সেজন্য আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি জনসাধারণের জ্ঞাতসারে আনিতেছি কিন্তু উপনিবেশের আইন

[১] নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস।
[২] ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কানুন যাহাতে ঐরূপ বিদ্বেষ প্রসূত না হয় তাহার জন্য আমরা নিশ্চয়ই স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে আমাদের আবেদন জানাইব, এবং আশা করিব, তাহা বিফলে যাইবে না। আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে উপনিবেশের ব্যবস্থাপক সভার সর্বপ্রকার আইন অগ্রাহ্য করিবার জন্য আমরা অবশ্যই স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট অনুরোধ জানাইব।

এবার আমি শেষ প্রশ্নে উপনীত হইতেছি—উপনিবেশ ও অন্যান্য রাজ্যের এই প্রকার কার্যকলাপে স্বরাষ্ট্র বিভাগ কতদূর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। জুলুল্যাণ্ড সম্পর্কে কোনও প্রকার প্রশ্নই উঠে না কারণ রাজাদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত এই উপনিবেশটির কার্জকর্ম রাজ্যপালের মাধ্যমে ডাউনিং স্ট্রীট হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে। নাটাল ও উত্তমাশা অন্তরীপের মতো ইহা স্বায়ত্ত-শাসন বা দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার দ্বারা শাসিত নহে। শেষোক্ত উপনিবেশে নাটালের সংবিধান আইনের ৭ ধারা অনুসারে দুই বৎসরের মধ্যে মহামান্যা মহারাণী স্থানীয় সংসদের যে কোনও আইন রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিয়া পাশ হইয়া থাকিলেও তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন। উপনিবেশ কর্তৃক পীড়নমূলক আইনের হাত হইতে আমাদিগকে নিরাপদ করিবার পক্ষে ইহা একটি উপায় মাত্র। রাজ্যপালের প্রতি রাজকীয় নির্দেশের মধ্যে কয়েকটি বিলের উল্লেখ আছে। মহামান্যা মহারাণীর পূর্ব অনুমোদন ছাড়া রাজ্যপাল তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন না।

তন্মধ্যে এমন বিলও আছে যাহার উদ্দেশ্য শ্রেণীনির্বাচন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন। প্রসঙ্গত আমি এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিতেছি। অভিবাসী অর্থাৎ বহিরাগতদের সম্পর্কে যে সংশোধিত আইনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে রাজ্যপাল তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন, কিন্তু মহামান্যা মহারাণী অনুমোদন করিলেই কেবল তাহা কার্যকরী হইতে পারে। তিনি এখনও উহা অনুমোদন করেন নাই। তাহা হইলে অতঃপর দেখা যাইবে যে, মহারাণীর মধ্যস্থতা এখানে প্রত্যক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট। একথা সত্য যে উপনিবেশের আইন সম্পর্কে মধ্যস্থতা করিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিলম্ব ঘটে। তথাচ এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে বর্তমান অপেক্ষা কম জরুরী ব্যাপার তাঁহারা দৃঢ়ভাবে দমন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আপনারা জানেন যে প্রথম ভোটাধিকার বিলটি এরূপ হিতকর মধ্যস্থতায় বাতিল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঔপনিবেশিকগণ এরূপ মধ্যস্থতায় ভয় পায়। বিলাতে আমাদের অনুকূলে সহানুভূতি প্রকাশ পাওয়াতে এবং কয়েকমাস পূর্বে মিঃ চেম্বার-লেনের সহিত প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি যে সহানুভূতি-পূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অন্ততঃ নাটালের অধিকাংশ সংবাদপত্রের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহারা ভাবিতেছে যে

এ প্রকারের অন্যান্য বিলগুলি রাজকীয় সম্মতি পাইবে না। ট্রান্সভাল সম্পর্কে একরারনামা আছে। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট্ সম্পর্কে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে সম্রাজ্ঞীর প্রজাপুঞ্জের যে কোনও অংশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা মিত্র-রাজ্যের পক্ষে অমিত্রজনোচিত কার্য। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে কার্যতঃ ইহা বন্ধ করিতে পারা যায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের ধ্বংসের জন্য জনমত গঠনের সক্রিয় চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় কারিগরদের প্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, এবং তাঁহারা আরও অনেক কিছুই করিতেছেন।[১] এ সকল ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা এবং উৎসাহিত বোধ করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া আছি। এখনও আমরা শিশু। আমাদের রক্ষার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের অবস্থা কিরূপ তাহা আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করিলাম। এখন যদি আমাদের স্কন্ধ হইতে এই উৎপীড়নের শৃঙ্খল অপসারিত না হয়, তাহা হইলে তাহার অনেকখানি দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তাইবে। সেই শৃঙ্খল-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া যন্ত্রণায় আমরা কেবল কাঁদিতে পারি। আপনারা যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা প্রবীণ এবং আমাদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন—তাঁহারাই সে শৃঙ্খল অপসারণ করিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে আমাদের আর্তনাদ বৃথা যাইবে না।

দি টাইম্স্ অফ ইণ্ডিয়া, ২৭-৯-১৮৯৬
বোম্বে গেজেট, ২৭-৯-১৮৯৬

[১] নাটালে টোঙ্গাট চিনির মহালে কাজ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেসন ট্রাস্ট বোর্ড (অর্থাৎ বহিরাগত ভারতীয়দের জিম্মাদারী-সংস্থা) কারিগর আমদানির অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় তাহার প্রতিবাদে জনসভা করেন। "এশিয়াবাসীর অভিযান" বলিয়া বর্ণিত এই ব্যাপারে বাধা দিবার জন্য একটি 'ইউরোপীয় রক্ষাসমিতি' এবং একটি 'ঔপনিবেশিক দেশ-হিতৈষী-সংঘ' স্থাপিত হয়।

৪. এফ এস্ তালেয়ার খাঁর নিকট লিখিত পত্র

মেসার্স রেবাশঙ্কর
জগজীবন এন্ড কোং
চম্পাগলি
বোম্বাই
১০ অক্টোবর, ১৮৯৬[১]

প্রিয় মিঃ তালেয়ার খাঁ,

আমি ইতিপূর্বে আপনাকে চিঠি লিখিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নাম পাঠাইতে পারি নাই। এজন্য নিশ্চয়ই আপনি আমাকে নিজ-গুণে ক্ষমা করিবেন। ইহার কারণ এই যে আমি পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। মধ্যরাত্রে আমি আপনাকে এই চিঠি লিখিতে বসিয়াছি।

আমি আগামীকাল সন্ধ্যার মেলে (রবিবার) মাদ্রাজ যাত্রা করিতেছি। আমি এক পক্ষ কালের অধিক সেখানে থাকিতে চাহি না। যদি সেখানে কৃতকার্য হই তাহা হইলে আমি সেখান হইতে কলিকাতায় যাইব এবং আজ হইতে একমাসের মধ্যে বোম্বাই ফিরিয়া আসিব। তাহার পর প্রথম জাহাজেই আমি নাটাল যাত্রা করিব।

নাটাল হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ কাগজপত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে আরও অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি আমাদের কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দেখাইতে হয় তাহা হইলে আপনাদের মতো দুইজন কর্মঠ ব্যক্তিকে অভিনিবিষ্ট রাখার পক্ষে এই যুদ্ধই যথেষ্ট। আমার আন্তরিক আশা এই যে আমার সহিত নাটালে মিলিত হইবার পথে আপনি কোনও অন্তরায় ঘটিতে দিবেন না।।[২] আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে এ ব্রত সাধনের জন্য যুদ্ধ করা কর্তব্য।

[১] মূল চিঠির তারিখ আছে ১০-৮-১৮৯৬। ১০-১০-১৮৯৬ তারিখের স্থলে এ তারিখটি প্রত্যক্ষতঃ ভুল। গান্ধীজি পরের দিন মাদ্রাজ যাত্রা করেন অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর— "ভারতে প্রতিনিধিত্ব করিবার সময় খরচপত্রের হিসাব"-এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ১১ই আগষ্ট ছিল মঙ্গলবার, রবিবার নয়। "আগামী কাল সন্ধ্যার মেলে" (রবিবার) বলিয়া পত্রে যে উল্লেখ আছে তাহার সহিত ইহার মিল আছে।

[২] মনে হয় গান্ধীজি ও পত্র-প্রাপকের সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া সম্পর্কে চিঠিপত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল।

১৮৯৫ সালের ১লা অক্টোবর গান্ধীজি তাঁহার নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস প্রদত্ত বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে বলেন যে "তিনি ভারতে যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবেন এবং তখন তিনি কিছুসংখ্যক ভালো ভারতীয় ব্যারিস্টারকে নাটালে আসিবার জন্য রাজী করাইতে চেষ্টা করিবেন।।" (১ম খণ্ড : ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তালেয়ার খাঁ এবং গান্ধীজি বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হওয়ার পর একই জাহাজে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

যদি আপনি আমাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন, আপনার চিঠি মাদ্রাজের নূতন ঠিকানায় আমার কাছে পৌঁছাইবে। আমি জানি না আমি কোন হোটেলে থাকিব। নাটালের অভিজ্ঞতায় হোটেল সম্পর্কে আমি সহজেই ভয় পাই।

আপনার বশম্বদ
এম. কে. গান্ধী

মূল পত্র হইতেঃ পত্র-প্রাপকের পুত্র আর. এফ. এস্. তালেয়ার খাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৫. নাটালে ভারতীয় সম্প্রদায়

বোম্বাই
১৭ অক্টোবর, ১৮৯৬

দি টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়ার
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার প্রভাবশালী পত্রিকায় যদি অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রকাশ করিবার জন্য স্থান সংকুলান করিতে পারেন তাহা হইলে আমি বাধিত হইব।

দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগ লইয়া লিখিত আমার পুস্তিকা সম্পর্কে নাটালের এজেণ্ট জেনারেল রয়টারকে বলিয়াছেন যে রেল ও ট্রামকোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয়দের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে, একথা সত্য নহে; চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা দেশে ফিরিয়া যাইবার খরচ পাওয়ার সুবিধা গ্রহণ করে না, ইহাই নাকি আমার পুস্তিকার উৎকৃষ্ট উত্তর, এবং আদালতে তাহাদিগকে সুবিচার হইতে বঞ্চিত করা হয় না। প্রথমতঃ সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগের বিষয়গুলিই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রেল ও ট্রামকোম্পানীর কর্মচারীরা নাটালে ভারতীয়দের সহিত যে পশুর মত ব্যবহার করে বলিয়াছি, আমি এখনও সেই কথাই বলিব। নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়মের প্রমাণ। আমি নিজে সেরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইউরোপীয় যাত্রীদের সুবিধার জন্য এক রাত্রির মধ্যে তিনবার এক কামরা হইতে অন্য কামরায় সরাইয়া দেওয়া পশুর মত ব্যবহার করা ছাড়া আর কি? স্পষ্টতঃ সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় এমন ভারতীয়কে স্টেশন-

Buckingham
Hotel
Madras
18-10-'96

Sir,

I promised to leave with [illegible] some further papers in connection with the Indian question in South Africa. I am sorry I forgot all about it & I beg now to send them per book post and hope they will be of some

গোখেলের নিকট লিখিত পত্র

use.

We very badly need a committee of active prominent workers in India for our cause. The question affects not only South African Indians but Indians in all parts of the world outside India. I have no doubt you have read the telegram about the Australian Colonies legislating to restrict

the influx of Indian immigrants to that part of the world. It is quite possible that that legislation might receive the royal sanction. I submit that our great men should without delay take up this question otherwise within a very short time there will be an end to Indian enterprise outside India. In my humble opinion

that telegram might
be made the subject
of a question in the
Imperial Council
at Calcutta as well
as in the House of
Commons. In fact
some enquiry as to
the intention of the
Indian Government
should be made im-
mediately.

Seeing that you
took very warm interest
in my conversation
I thought I would venture
to write the above.

Professor Gokhale
Poona.

I remain
Yours
[illegible]

মাস্টার লাথি মারিতেছে, ধাক্কা দিতেছে; গালিগালাজ করিতেছে, রেলস্টেশনে এমন দৃশ্য খুব বিরল নহে। ডারবানের পশ্চিম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার এতই বিনয়-নম্র যে ভারতীয়দের পক্ষে সেই স্টেশনটি ভয়াবহ হইয়া দাড়াইয়াছে এবং ইহাই একমাত্র স্টেশন নহে যেখানে ভারতীয়েরা ফুটবলের মতো ইতস্ততঃ পদাহত হইয়া থাকে। দি নাটাল মার্কারির ২৪-১১-৯৩ হইতে এখানে একটি নিরপেক্ষ প্রমাণ দিতেছিঃ

> রেলে আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি যে অশ্বেতকায় লোকেদের প্রতি অতি-মাত্রায় ভদ্রতা দেখাইয়া তাহাদের যে সর্বনাশ করা হইতেছে—কোনমতেই একথা বলা যায় না। যদিও এ প্রত্যাশাও অসঙ্গত যে এন, জি আর এর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা "ইউরোপীয় রেলযাত্রীদের মতো ভারতীয়দের প্রতিও সমান সম্মান দেখাইবে। তত্রাচ আমরা মনে করি অশ্বেতকায় লোকদের প্রতি ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অধিক সংযম দেখাইলে কর্মচারীদিগের পক্ষে তাহা কোনক্রমেই মর্যাদাহানিকর হইবে না।

ট্রামগাড়ীতে তাহাদের চলাফেরাও বেশী সুখের নহে। ইউরোপীয় যাত্রীদের বাহানা মিটাইতে নিখুঁত বেশভূষায় সজ্জিত শিষ্টাচারী ভারতীয়কে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণতঃ ট্রামকর্মচারীরা "স্যামি" (ভারতীয়দের নিন্দাসূচক নাম) অর্থাৎ ভারতীয় যাত্রীকে উপর তলায় যাইতে বাধ্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদের সম্মুখের আসনে বসিতে দিবে না—সম্মানের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না। ভিতরে জায়গা থাকা সত্ত্বেও জনৈক ভারতীয় কর্মচারীকে ট্রামের পা-দানিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অবশ্য তাহার পোষাক ছিল 'স্যামি'র মতো,--এই শব্দটি নাটালে বিকৃত ও অপমান সূচক স্বরে উচ্চারিত হইতে শুনা যায়।

গত দুই বৎসর যাবৎ আমার বিবৃতি নাটালে জনসাধারণের সম্মুখে রহি-য়াছে, এবং এখন তাহার প্রথম প্রতিবাদ আসিল এজেণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে। এত বিলম্ব কেন? ভারতীয়েরা যে ফিরতি ভাড়া পাইবার সুযোগ লয় না—সে সম্পর্কে আমি এজেণ্ট জেনারেলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান সহকারে বলিতে চাই যে উক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে বার বার প্রকাশিত হইয়াছে; সরকার এখন যেভাবে উহাকে সম্মান দিতেছেন তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অতিরিক্ত অন্য কিছুই প্রমাণিত হইবে না। খুব বেশি হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের ভাগ্য খুব অপ্রসন্ন নহে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য তাহাদের পক্ষে নাটাল খুব প্রশস্ত স্থান। এই দুইটি বিষয় স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত। অধিকন্তু নানাভাবে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সঙ্কোচের জন্যই যে ঔপনিবেশিক আইন রহিয়াছে তাহা এই দুইটি কারণে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় না। উপনিবেশে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে

ভয়ঙ্কর বিদ্বেষভাব রহিয়াছে উক্ত কারণ দুইটির জন্য তাহাও অপ্রমাণিত হয় না। যদি ভারতীয়েরা নাটালে থাকে তাহা হইলে তাহারা এরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও থাকিবে। ইহাতে তাহাদের অতি আশ্চর্য ধৈর্যশীলতাই প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা "কুলি-সালিশী" বলিয়া অভিহিত করা হয় তৎসম্পর্কিত সরকারী পত্রে মিঃ চেম্বারলেন এই ধৈর্যশীলতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

নাটাল সরকারের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত হইতেছে বলিয়া আমি যে বিবৃতি দিয়াছি দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলি সম্প্রতি তাহার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গত আগস্ট মাসে ভারতীয় কারিগর আমদানির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ইউরোপীয় কারিগরদের এক সভা বসিয়াছিল। সেখানে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া এজেণ্ট জেনারেল কৌতূহল বোধ করিবেন। ভারতীয়দের বলা হইয়াছিল "কালা কীট"। সভায় একজনকে বলিতে শুনা গেল—"আমরা অন্তরীপে[১] যাইয়া তাহাদের আসা বন্ধ করিব"। ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের এক বনভোজন উৎসবে ভারতীয় ও কাফ্রিদের ছেলেদের লক্ষ্যরূপে দাঁড় করাইয়া তাহাদের মুখে গুলি ছুঁড়িলে কয়েকজন নির্দোষ শিশু আহত হয়। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে সেখানকার শিশুরাও তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিতে ভারতীয়দের অসম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিকন্তু মনে রাখা উচিত যে ফিরতি ভাড়ার কাহিনীর সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনও সম্পর্ক নাই। তাহারা নিজের সঙ্গতিতে নাটালে যায় এবং কষ্ট ভোগ করে তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেশি। বিষয়টি এই যে অভিমতপ্রসূত একশটি বিবৃতি অপেক্ষা একটি ঘটনা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন এবং আমার পুস্তিকায় আমার নিজস্ব বলিতে অতি সামান্যই আছে, উহা বহু ঘটনা সমাকীর্ণ। এজেণ্ট জেনারেল মিঃ পিসের নির্লজ্জ বিবৃতি ও অভিমত খণ্ডনের জন্য তাহা প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের মূল বক্তব্য হইতে গৃহীত। যদি মিঃ পিসের বিবৃতিকেই একমাত্র আমার পুস্তিকার জবাব বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে নাটালকে ভারতীয়দের পক্ষে মোটামুটি সুখকর স্থানে পরিণত করিতে গেলে এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। আদালতে ভারতীয়দের বিচার লাভ সম্পর্কে আমি অধিক কিছু বলিতে চাহি না। ভারতীয়েরা আদালতে সুবিচার পায় না, একথা আমি কখনই বলি নাই—এবং আমি একথা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি যে তাহারা সকল সময়ে, সকল আদালতেই সুবিচার পাইয়া থাকে।

১ ডারবান বন্দর

ভদ্রমহোদয়গণ, কোনও বিষয় অতিরঞ্জিত করা আমার অভ্যাস নহে। আপনারা সরকারী তদন্ত চাহিয়াছেন—আমরাও তাহা চাহিয়াছি, এবং যদি নাটাল সরকার অপ্রীতিকর সত্য-উদ্‌ঘাটনে ভীত হন, সেরূপ তদন্ত যত সত্বর সম্ভব করা হউক। আমার মনে হয় আমি বিনা দ্বিধায় প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে পুস্তিকায় প্রকাশিত অভিযোগ অপেক্ষা আরও অনেক বেশী ঘটনা প্রমাণিত হইবে। অতি সহজে প্রমাণিত হইতে পারে এমন সব দৃষ্টান্তই আমি দিয়াছি। মহাশয়, আমাদের অবস্থা খুবই সংকটজনক, এবং আপনাদের নিকট হইতে এ যাবৎকাল যে সক্রিয় ও অকুণ্ঠিত সমর্থন আমরা পাইয়াছি ভবিষ্যতে আরও বহুদিন তাহার আবশ্যক হইবে। গত বৎসর যে সংশোধিত অভিবাসন বিলটির আপনারা এবং আপনাদের সহযোগীরা কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন এই সপ্তাহে প্রাপ্ত সংবাদপত্র হইতে জানা যায় যে তাহা রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছে। আপনাদের পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিই যে উক্ত বিলে চুক্তিনামা মেয়াদ পূর্বনির্দিষ্ট পাঁচবৎসরের স্থলে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং পাঁচবৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হইবার পর পুনরায় চুক্তিবদ্ধ না হইলে ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে; অবশ্য নিয়োগকারীর খরচে। অন্যথায় পূর্ব চুক্তির সর্তানুযায়ী তাহাকে বাৎসরিক ৩ পাউণ্ড হিসাবে মাথা-পিছু কর দিতে হইবে—চুক্তিবদ্ধ চাকুরির হার অনুসারে তাহা প্রায় ছয় মাসের উপার্জনের সমান। এই বিলটি যে সময়ে পাশ হয় তখন উহা অনুচিত ও অন্যায় বলিয়া একবাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছিল, এমনকি বিলটি রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিবে কি না সে বিষয়ে নাটালের সংবাদপত্রগুলিরও সংশয় ছিল। তত্রাচ বিলটি আইন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং উহা ৮ই আগষ্ট হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

সাধারণ্যে প্রচারই আমার সর্বোৎকৃষ্ট এবং বোধ হয় আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র। আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজন বলিয়াছেন—"আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি এতই গুরুতর যে সেগুলি সকলকে জানাইলেই প্রতিকার হইবে।" আপনাদের এবং আপনাদের সহযোগীদের এই অনুরোধ করিবার আছে যে আপনারা উপনিবেশ সচিবের এ কার্যসম্পর্কে আপনাদের অভিমত প্রকাশ করুন। আমাদের ধারণা ছিল ঔপনিবেশ অফিসের উপর আমরা নিরাপদে নির্ভর করিতে পারি। এ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা এখনও প্রমাণিত হয় না। যদি বিলটির প্রতিষেধ[১] করিতে না পারা যায় তাহা হইলে যাহাতে নাটালে সরকারী সাহায্যে অভিবাসন স্থগিত থাকে তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছি। জনসাধারণ আমাদের সে প্রার্থনা সমর্থন করিয়াছে।

[১] ১ম খণ্ড ২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সেই প্রার্থনা যাহাতে মঞ্জুর হয় তাহার জন্য আমরা নূতনভাবে চেষ্টা করিতেছি। আমরা কি জনসাধারণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি যে তাহারা পুনরায় আমাদের এই নূতন করিয়া চেষ্টাকে সমর্থন করিবে?

আপনার ইত্যাদি
মো. ক. গান্ধী

দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া—২০-১০-১৮৯৬

৬. জি. কে. গোখেলের নিকট লিখিত পত্র[১]

অধ্যাপক গোখেল
পুনা

বাকিংহাম হোটেল
মাদ্রাজ
অক্টোবর ১৮, ১৮৯৬

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রশ্ন সম্পর্কে আরও কতকগুলি কাগজপত্র মিঃ সোহনির নিকট রাখিয়া যাইব বলিয়া আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম। এ সম্পর্কে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত। আমি এখন বুকপোস্টে সেগুলি পাঠাইতেছি। আশা করি সেগুলি কিছুটা কাজে লাগিবে।

আমাদের উদ্দেশ্য-সাধন কল্পে ভারতে কর্মঠ ও প্রখ্যাত কর্মীদের একটি সংঘের একান্ত প্রয়োজন। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নহে, এ প্রশ্ন ভারতের বাহিরে পৃথিবীর সকল স্থানে অবস্থিত সকল ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলি পৃথিবীর সেই সেই অংশে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করার জন্য যে আইন করিতেছে সে সম্পর্কের টেলিগ্রাম আপনারা নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। খুব সম্ভব সে আইন রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিবে আমি বলি যে আমাদের দেশের নেতাদের অবিলম্বে এই বিষয়টি হাতে লওয়া উচিত। নতুবা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের উদ্যম উদ্যোগ শেষ হইয়া যাইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে এই টেলিগ্রামকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতায়[২]

[১] মাদ্রাজের পথে গান্ধীজি পুণায় জি. কে. গোখেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন : ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২] গোখেল বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্য ছিলেন।

বড়লাটের মন্ত্রণা সভা এবং বিলাতে 'হাউস অফ কমনস্‌'এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভারত সরকারের ইচ্ছা কি সে বিষয়ে অবিলম্বে কিছুটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

আমার কথাবার্তায় আপনি ঐকান্তিক গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে চিঠি লিখিতে ভরসা পাইলাম।

আপনার চির অনুগত
এম, কে, গান্ধী

এস্‌ এন্‌ ৩৭১৬এর মূল প্রতিলিপি
হইতে গৃহীত।

৭. এফ্‌ এস্‌ তালেয়ার খাঁর নিকট লিখিত পত্র

বাকিংহাম হোটেল
মাদ্রাজ
১৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় মিঃ তালেয়ার খাঁ,

আপনার গুরুত্বপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি—সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই খুবই সংগত। আমি যে আপনাকে একেবারে খোলাখুলি উত্তর দিব সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

আমরা যে উভয়েই একযোগে কাজ করিতেছি ইহা ধরিয়া লইয়াই আরম্ভ করি।

এখনই শুধু আপনার দিক হইতে আরম্ভ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ডারবানে আমার সিন্দুকে পূর্ব হইতে নিযুক্ত করিয়া রাখার দক্ষিণা-বাবদ[১] প্রাপ্ত ৩০০ পাউণ্ডের কতকগুলি চেক পড়িয়া আছে। ১৮৯৭ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এখানে আমার যে দেনা হইয়াছে এবং সম্ভব হইলে আমার অফিস সম্পর্কে যে খরচপত্র হইতেছে তাহা মিটাইবার জন্য আমি ঐ টাকাটা অংশীদারের নিকট হইতে তুলিয়া লইব মনে করিতেছি। সম্ভব হইলে বলিতেছি এজন্য যে উদ্বৃত্ত টাকায় ডারবানের খরচ নাও কুলাইতে পারে।

অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আমি একথা নির্বিবাদে বলিতে পারি যে প্রথম ছয় মাসের যৌথ উপার্জন মাসিক ৭০ পাউণ্ড হিসাবে হইবে। সেই সঙ্গে যৌথ

[১] ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ব্যক্তিগত মামলা করা বাবদ প্রাপ্ত গান্ধীজির ব্যারিষ্টারির দক্ষিণা সম্পর্কে এই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যয় ধরিতেছি মাসিক ৫০ পাউন্ড—অর্থাৎ যদি আমরা একই বাড়িতে থাকি। ইহাতে ছয় মাস পরে দুই জনের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার মতো নিঃসন্দেহে ১২০ পাউন্ড লাভ থাকিবে। ইহা হইতেছে সর্বনিম্ন আনুমানিক হিসাব। ভারতীয়দের জন্য কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ টাকা আমি একাই রোজগার করিব বলিয়া আশা করি। আমরা যদি মাসে ১৫০ পাউন্ড হিসাবে উপার্জন করি তাহাতেও আশ্চর্য হইব না।

এইটুকু আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আপনার নাটালে আসার খরচ আপনি দিবেন। অফিস হইতে আপনার আদালতে নাম লেখাইবার খরচ দেওয়া হইবে। অফিসের আয় হইতে আপনার আহার ও থাকিবার খরচও দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যদি ছয় মাস পরীক্ষা করিয়া দেখার পর কোনও লোকসান হয় তাহা আমি বহন করিব। পক্ষান্তরে যদি কোনও লাভ হয় আপনি তাহার অংশ লইবেন।

এইরূপে যদি ছয় মাস পরে আপনার আর্থিক লাভ না হয় তবুও আপনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, ভারতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তাহা হইতে এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথিবীর ঐ অংশে অবস্থিত আমাদের দেশবাসীর যে কি অবস্থা তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন এবং আপনার একটি "নূতন" দেশ দেখা হইবে। বোম্বাই সহরে আপনার যেরূপ যোগাযোগ আছে তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই যে আপনি ছয় মাসের জন্য সেখানে অনুপস্থিত থাকিলেও যদি নাটাল হইতে আপনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন তাহাতে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হইবে না। আমি যে ভাবে বলিলাম সেইভাবে বোম্বাই সহরের ছয়মাসের লোকসান পূরণ হইয়া যাইবে।

যাহাই হউক না কেন আমাদের মতো অবস্থার কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাশি-কৃত টাকা রোজগার করিবার উদ্দেশ্যে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া উচিত নয় ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আমার পক্ষে দরকার। স্বার্থত্যাগের মনো-ভাব লইয়া আপনার সেখানে যাওয়া উচিত। অর্থসম্পদ হইতে আপনার দূরে থাকা কর্তব্য, তবেই লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে পারে। যদি আপনি তাহার দিকে দৃষ্টি দেন—তাহা হইলে চঞ্চলা নিশ্চয়ই আপনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাই আমার অভিজ্ঞতা।

আর্থিক লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিলে, কাজের সম্পর্কে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখার মতো সেখানে যথেষ্ট কাজ আছে, এবং সে কাজও আইন ব্যবসায়ীর কাজ।

একসঙ্গে থাকায় হয়ত কিছুটা অসুবিধা হইবে। যদি নিরামিষ আহার আপনার চলে তাহা হইলে খুব সুস্বাদু খাদ্য ইংরাজি ও ভারতীয় প্রথায়

রন্ধন করাইয়া টেবিলে সাজাইয়া দিতে পারিব। যাহা হউক, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আর একজন পাচক নিয়োগ করিতে হইবে। যে অবস্থাই হউক সে অসুবিধা কাটাইতে পারা যাইবে না এমন নহে। ভরসা করি আমি সকল বিষয় বেশ খোলসা করিয়া বলিয়াছি। যদি আর কোনও বিষয় জানিবার থাকে আমাকে তাহা বলিলেই হইবে। আমি অবশ্যই আশা করি যে আর্থিক চিন্তা আপনার সেখানে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইবে না। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সহায়তায় যে কাজ হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশি কাজ আপনি নিশ্চয়ই করিতে পারিবেন।

আমি এখানে বড় বড় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছি। 'মাদ্রাজ টাইমস্' অকুণ্ঠিতভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, গত শুক্রবারে প্রধান নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। 'দি মেল'ও এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আগামী শুক্রবার বোধ হয় সভা[১] হইবে। সভার পর আমি কলিকাতায় যাইব—সেখান হইতে সম্ভবতঃ পুনায় যাইব। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর তাঁহার পূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং আমি মনে করি তিনি কিছুটা উপকার করিতে পারেন। এখানে আসিবার সময় একদিন আমি পুনায় থাকিয়া আসিয়াছি।

আমার মনে হয় আমি আপনাকে লিখিয়াছি যে অভিবাসন সম্পর্কিত বিলটি রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছে (ঘটনাগুলি একটির পর একটি এমন দ্রুত আসিয়া পড়িতেছে যে আমি সেগুলি ভুলিয়া যাই)। এ আঘাত অপ্রত্যাশিত ও ভয়ংকর। আমি এখন সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত অভিবাসন যাহাতে স্থগিত থাকে তাহার জন্য পুনরায় প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনি অবশ্যই এজেন্ট জেনারেলের চাতুর্যপূর্ণ প্রতিবাদ পড়িয়াছেন। তাহাতে মনে হইতেছে যে লন্ডনেও আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। সেখানে আমা[র] অপেক্ষা আপনি যে অনেক বেশি কাজ করিতে পারিবেন এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

আপনি আমার সঙ্গে নাটালে যাইতে পারিলে খুব ভাল হয়। এখানে বলিয়া রাখি যে ততদিনে যদি কোরল্যান্ড জাহাজ পাওয়া যায় তাহা হইলে যাহাতে আপনার যাওয়ার খরচ না লাগে হয়ত সে ব্যবস্থা করিতে পারিব।

আপনার বিশ্বস্ত

মো. ক. গান্ধী

মাত্র আজই আপনার পত্র পাইলাম।

মূল পত্র হইতে গৃহীত
আর. এফ্. এস. তালেয়ারখাঁর সৌজন্যে

[১] ২৬শে অক্টোবর গান্ধীজি একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ৮৮ পৃঃ

৮· পরিদর্শকদের মন্তব্য পুস্তক

(গান্ধীজি ১৮৯৬ সালের ২৬শে অক্টোবর মাদ্রাজের হিন্দু থিওলজিকাল হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। নিম্নে পরিদর্শন পুস্তক হইতে তাঁহার মন্তব্য দেওয়া হইল।)

২৬শে অক্টোবর, ১৮৯৬

এই চমৎকার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি নিজে গুজরাটি হিন্দু, এই বিদ্যালয়টি গুজরাটি ভদ্রলোকেরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জানিয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এই বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং সে সৌভাগ্য অর্জন করিবার যোগ্যতা ইহার আছে বলিয়া ভরসা করি। আমার একমাত্র কামনা যে ভারতবর্ষের সর্বত্র এইরূপ বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়া আর্যধর্মের পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক হউক।

দি হিন্দু, ২৮-১০-১৮৯৬

৯· মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৮৯৬ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে গান্ধীজি এক জনবহুল সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত তাঁহার দেশবাসীর অভিযোগসমূহের বিষয় বক্তৃতা দেন। এই সভার আয়োজন করেন মহাজনসভা। এই সভায় বিপুল সাড়া পাওয়া যায়—দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃখ দুর্দশার কালো মেঘের কোলে ইহা আশার আলোক রশ্মি।

সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ,

দক্ষিণ আফ্রিকার ১০০,০০০ ব্রিটিশ ভারতীয়দের জন্য আমাকে আপনাদের সম্মুখে ওকালতি করিতে হইবে—এই দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণভূমি, প্রাক্তন জেম্‌সন অভিযানের কেন্দ্রস্থল। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ১০০,০০০ ভারতীয়দের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত[১] এই দলিলের স্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক আমি এই কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি। মাদ্রাজ এবং বাংলার লোকই ইহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক। সেই কারণেই ভারতবাসী হিসাবে তাহাদের স্বার্থে আপনারা যত্নপর ও বিশেষভাবেই আগ্রহান্বিত হইবেন ইহা আশা করা যায়।

[১] গান্ধীজি প্রত্যয়পত্রখানি পড়িয়া শুনান—৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বর্তমান উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এইভাবে বিভক্ত করা থাক: স্বায়ত্ত-শাসনাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ উত্তমাশা অন্তরীপ ও নাটাল, রাজার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত জুলুল্যান্ড, ট্রান্সভাল বা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত গণতন্ত্র, দি অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট্, সনদপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহ এবং ডেলাগোয়া-বে বেইরা লইয়া ওলন্দাজ-অধিকৃত অঞ্চল।

ভারতীয়গণের উপস্থিতির জন্য নাটাল উপনিবেশের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা ঋণী। নাটাল ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্যের ভাষায়—১৮৬০ সালে যখন "উপনিবেশের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল," তখন নাটাল উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের আগমন প্রবর্তিত হয়। আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেরূপ অভিবাসন কয়েকটি অনুগৃহীত রাজ্যে অনুমোদিত ছিল যথাঃ মরিশাস্, ফিজি, জ্যামেকা, স্ট্রেটস্ সেটলমেন্টস্, ডামারারা এবং অন্যান্য রাজ্য—এবং মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতেই কেবল ভারতীয়দের আমদানি করা চলিত। আর একজন খ্যাতনামা নাটালবাসী মিঃ স্যান্ডারসের কথায় বলিতে হয় যে এই অভিবাসনের ফলে ভারতীয়দের আগমনে সমৃদ্ধি আসিয়াছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকে পারিলে আর যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। চিনি এবং চায়ের শিল্প, দেশের স্বাস্থ্য, তরিতরকারি ও মৎস্য সরবরাহ মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতে আনীত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপস্থিতি অপ্রতিবদ্ধ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সেখানে যাইতে প্রবুদ্ধ করে। তাহারা প্রথমে নিজের দেশবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সেখানে যায় কিন্তু তারপরে জুলু ও কাফ্রিনামে অভিহিত দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সমাদর যোগ্য ক্রেতার সন্ধান পায়। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই আসেন বোম্বাই সহরের মেমন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্য হইতে।—তাঁহাদের অবস্থা ততটা হীন নহে বলিয়া তাঁহারা সেখানকার সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইরূপে দুর্দশা ও স্বার্থের অভিন্নতায় দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে তিনটি প্রদেশের সকল ভারতীয়কে সম্মিলিত করিয়াছে এবং তাহারা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের মাদ্রাজী বা বাঙালী বা গুজরাটী বলা অপেক্ষা ভারতীয় বলিয়া গর্ব অনুভব করে। ইহা অবশ্য কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি।

এই ভারতীয়েরা এখন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভোট দ্বারা নির্বাচিত ৩৭ জন সদস্যের বিধান সভার এবং মহারাণীর প্রতিনিধি রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ১১ জন সদস্যের বিধান পরিষদ এবং ৫ জন সদস্যের পরিবর্তন সাপেক্ষ মন্ত্রীসভার দ্বারা নাটালের শাসন পরিচালিত হয়। সেখানকার ইউরোপীয়দের সংখ্যা হইতেছে ৫০,০০০, আদিবাসীর সংখ্যা

৪00,000, ভারতীয়দের সংখ্যা হইতেছে ৫১,000। এই ৫১,000 হাজারের মধ্যে ১৬000 বর্তমানে চুক্তি অনুসারে চাকুরি করে, ৩0000 হাজার লোকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে. এখন তাহারা গৃহভৃত্য, মালি, ফেরিওয়ালা, এবং ছোটখাটো ব্যবসায়ীর কাজে ব্যাপৃত আছে এবং প্রায় ৫000 লোক যাঁহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় এই উপনিবেশে আসিয়াছেন হয় তাঁহারা ব্যবসায়ী নয়ত দোকানদার, কারিগর অথবা ফেরিওয়ালা। কিছু সংখ্যক শিক্ষক, দোভাষী এবং কেরানীর কাজ করেন।

স্বায়ত্ত-শাসনাধীন উত্তমাশা অন্তরীপে, আমার বিশ্বাস ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা এবং শ্রমিক লইয়া প্রায় ১০,000 ভারতীয় আছে। ইহার মোট জনসংখ্যা হইতেছে ১,৮00,000 তন্মধ্যে ৪00,000 এর বেশি ইউরোপীয় নাই। বাকি হইতেছে দেশের আদিবাসী এবং মালয়ের লোক।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল গণতন্ত্র 'ভল্‌ক্সর‍্যাড্' ব্যবস্থাপক সভা এবং কার্য-নির্বাহক শাসনবিভাগ এই দুইটি নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে; কার্য-নির্বাহ সভার একজন সভাপতি আছেন। এখানকার ভারতীয় জনসংখ্যা হইতেছে ৫000, তন্মধ্যে সরকারীভাবে নিরূপিত ১00,000 পাউন্ড পরিমাণ সম্পত্তির মালিক এমন ব্যবসায়ীগণের সংখ্যা ২00। অবশিষ্ট লোকেদের কেহ বা ফেরিওয়ালা কেহ বা খিদ্‌মদ্গার বা গৃহভৃত্য—শেষোক্ত লোকেরা এই প্রদেশ হইতেই গিয়াছে। মোটামুটি এখানকার শ্বেতকায়দের সংখ্যা ১২0,000 এবং কাফিরদের সংখ্যা ৬৫0,000। এই গণতন্ত্রটি মহারাণীর একাধিপত্যের অধীন এবং গ্রেটব্রিটেন ও এই গণতন্ত্রের মধ্যে যে একরারনামা[১] আছে—তদনুসারে গণতন্ত্রের অধিবাসীদের মতই দক্ষিণ আফ্রিকায় আদিবাসী ছাড়া সকলের সম্পত্তি এবং ব্যবসা ও ক্ষেতখামার করিবার অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে।

ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চলসমূহে বহু সংখ্যক ভারতীয় আছে এবং তাহাদের কোনও দুঃখ দুর্ভোগ নাই। ইহা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে নাগরিক অধিকার নাই, অথচ দুর্ভোগ আছে, এজন্য সে সকল স্থানে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অধিবাসী নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগের বিষয় হইতেছে দুই প্রকারের, প্রথমতঃ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সাধারণের বিদ্বেষভাব, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের উপর আইনঘটিত যে সকল অযোগ্যতা আরোপিত হইয়াছে সেগুলি। প্রথম বিষয়ে বলিতে গেলে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা চরম ঘৃণার পাত্র। শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে ঘৃণা করিয়া কুলি বলা হয়; "ভারতীয়" বলিয়া

[১] ১৮৮৪ সালের লন্ডনের একরারনামা সম্পর্কে এই উল্লেখ।

না ডাকিয়া "স্বামি" "রামস্বামি" বলিয়াও তাহাদের ডাকা হয়। ভারতীয়র স্কুল মাষ্টারকে বলা হয় "কুলি স্কুল মাষ্টার"। ভারতীয় দোকানদারদের বলা হয় "কুলি দোকানদার"। দাদা আবদুল্লা এবং মুসা হাজী কাসিম নামে বোম্বাইএর দুইজন ভদ্রলোক জাহাজের মালিক। তাঁহাদের জাহাজকে বলা হয় "কুলি জাহাজ"।

এ, গোলান্ডাভেলু পিলাই এন্ড কোং নামে মাদ্রাজী ব্যবসায়ীদের অতিশয় সম্ভ্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ডারবানে তাঁহারা বিপুল অট্টালিকা শ্রেণী নির্মাণ করিয়াছেন—সেগুলিকে বলা হয় "কুলি দোকান ঘর" আর সেগুলির মালিকেরা হইতেছেন "কুলি মালিক"। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের সহিত "কুলি"র প্রভেদ—এই সভাগৃহের যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে একজন কুলির প্রভেদের তুল্য। সরকারী মহলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি পুনরায় বলিব যে রেল ও ট্রামের কর্মচারীরা আমাদের সহিত পশুর মত ব্যবহার করে। এ প্রতিবাদ সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করিতে যাইতেছি। ফুটপাথে আমরা নিরাপদে চলিতে পারি না। নিখুঁত বেশে সজ্জিত হইয়াও জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক পাছে অপমানিত হন ও ধাক্কা খান, এই ভয়ে সর্বদা ফুটপাথ এড়াইয়া চলেন।

আমরা "এশিয়ার আবর্জনা",—"প্রাণভরা অভিসম্পাতের পাত্র", আমরা "আকণ্ঠ পাপাচার পূর্ণ", এবং আমরা "ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকি", আমরা "পূতিগন্ধময় কুলি" "তৈলাক্ত জীর্ণ বস্ত্রের দুর্গন্ধে আমাদের জীবন ধারণ", আমরা "কালো কীট"। সংবিধান পুস্তকে আমাদিগকে "অর্ধ-বর্বর এশিয়াবাসী অথবা এশিয়ার অসভ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা "খরগোসের মত বংশ বৃদ্ধি করি", এবং সম্প্রতি ডারবানের এক সভায় জনৈক ভদ্রলোক বলেন যে তিনি খুব দুঃখিত যে খরগোসের মত আমাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয় না, ট্রান্সভালে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গাড়ী চলে, তাহার ভিতরে আমাদিগকে বসিতে দেওয়া হয় না। ইহার মধ্যে পূর্ব সূচিত ও অভিপ্রেত যে অপমান রহিয়াছে তাহা ছাড়াও ভয়ঙ্কর শীতের সকালে (কারণ ট্রান্সভালের শীত প্রচন্ড) অথবা উত্তপ্ত রৌদ্রে বাহিরে বসিয়া থাকা ভারতবাসী হইলেও আমাদের পক্ষে সে এক উৎকট পরীক্ষা। হোটেলগুলিতে আমাদের প্রবেশের অনুমতি নাই। বস্তুতঃ এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে ইউরোপীয় অধ্যুষিত স্থানেও সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভদ্রলোকেদের জলযোগের মত খাদ্যসামগ্রী পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইযাছে। মাত্র কিছু দিন পূর্বে একদল ইউরোপবাসী নাটালের অন্তর্গত ডান্ডী নামক গ্রামে একটি ভারতীয় দোকানঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া তাহার কিছুটা ক্ষতিসাধন করে এবং আর একটি দল ডারবানের একটি

ব্যবসায়ী অঞ্চলের রাস্তায় একটি ভারতীয় দোকানে জ্বলন্ত পটকা ছুঁড়িয়া মারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যের আইন প্রণয়নের মধ্যে নানাভাবে ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া এই তীব্র বিদ্বেষ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—ভারতীয় হিতাহিতের দিক হইতে নাটাল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান—সেখানে সম্প্রতি ভারতীয়দের সম্পর্কে আইন প্রণয়নের সর্বাধিক চেষ্টা দেখা যাইতেছে। উপনিবেশের সাধারণ ভোটাধিকার আইনে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জাতীয় ব্রিটিশ প্রজা যাঁহার স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৫০ পাউন্ড অথবা যিনি বাৎসরিক ১০ পাউন্ড বাড়ীভাড়া দেন তাঁহার ভোটদাতার তালিকা ভুক্ত হওয়ার অধিকার আছে। ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে এই ভোটাধিকার সমানভাবে ভোগ করিয়া আসিয়াছে। জুলুদের ভোটাধিকারের জন্য ভিন্ন প্রকার যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। ১৮৯৪ সালে নাটাল ব্যবস্থাপক সভা[১] নামে এশিয়াবাসী হইলেই তাহাকে অধিকার চ্যুত করিবার জন্য একটি বিল পাশ করেন। স্থানীয় লোকসভায় আমরা উহাতে বাধা দিই কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। তৎপরে আমরা ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট স্মারকলিপি[২] পাঠাই। ফলে এই বৎসর বিলটি প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তৎস্থলে আর একটি বিল আসিয়াছে—পূর্বের মতো খারাপ না হইলেও উহা যথেষ্ট খারাপ।[৩]

এই বিল অনুসারে যে দেশে এখনো পর্যন্ত পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ভোটাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই—সে দেশের আদিবাসী (ইউরোপীয় বংশভূত নহে) ভোটদাতাদের তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না, যদি সে স-পরিষদ রাজ্যপালের নিকট হইতে পূর্বেই ইহার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পাইয়া থাকে। যাহাদের নাম ইতিপূর্বেই বিধিমত ভোটার তালিকাভুক্ত আছে—তাহারা এই বিলের আওতায় পড়িবে না। বিলটি উপস্থিত করার পূর্বে উহা মিঃ চেম্বারলেনের নিকট পেশ করা হয়—তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছি, এই কারণে যে সেরূপ প্রতিষ্ঠান আমাদের ভারতবর্ষে আছে। যদি এশিয়াবাসীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্যই প্রণীত হইয়া থাকে, তবে বিলটির উদ্দেশ্য সফল হইবে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উৎপীড়নমূলক আইন আমাদিগকে বহু মামলা মোকর্দমা ও খরচখরচার মধ্যে ফেলিয়া দিবে। একথা সকলেই স্বীকার করেন। যে সদস্যেরা এ বিলের পক্ষে ভোট দিয়াছেন

[১] ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ঐ
[৩] ১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহারাও ইহাই মনে করেন। বস্তুতঃ নাটাল সরকারের মুখপত্রও[১] বলিয়াছেন :

> আমরা জানি ভারতে এরূপ প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেজন্য বিলটি ভারতীয়দের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু ঐ বিল ছাড়া আমরা অন্য বিল চাই না। যদি উহাতে ভারতীয়েরা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়—তাহা অপেক্ষা ভাল আর কি হইতে পারে। যদি তাহা না হয় তাহাতেও আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই, কারণ ভারতীয়েরা কখনই রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। এবং যদি প্রয়োজন হয় আমরা শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা প্রবর্তন করিতে পারি, অথবা সম্পত্তি সংক্রান্ত যোগ্যতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে পারি; তাহাতে সমগ্র ভারতীয়দের অধিকার-চ্যুত করিলেও একজন ইউরোপীয়কেও ভোট দেওয়া নিবারণ করিতে পারিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতীয়দের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া নাটাল ব্যবস্থাপক সভা ভাগ্যপরীক্ষার খেলা খেলিতেছেন। আমরা নাটালের জলাতঙ্ক-রোগ-চিকিৎসকের মারাত্মক ছুরিকাদ্বারা জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হইয়াছি। প্রভেদ হইতেছে এই যে ফরাসী চিকিৎসক ব্যবচ্ছেদ করেন মানুষের হিতসাধনের জন্য, আর আমাদের নাটাল চিকিৎসক ব্যবচ্ছেদ করেন শুধু খেলার ছলে আমোদ উপভোগের জন্য। এই বিলের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নহে—নিছক ভারতীয়দের অবনমিত করাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। নাটাল লোকসভার জনৈক সদস্যের মতে "ভারতীয়দের জীবন নাটাল অপেক্ষা তাহাদের নিজের দেশে অধিকতর সুখকর করিবার উদ্দেশ্যেই"। আর একজন বিখ্যাত নাটালবাসী বলেন—"তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঠ-কাটা জল-তোলার মজুর করিয়া রাখিবার" এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১০,০০০ ইউরোপীয় ভোটদাতার স্থলে এখানে মাত্র ২৫১ জন ভারতীয় আছে—শুধু তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ভোটে ইউরোপীয় ভোট তলাইয়া যাইবে এমন কোনও আশঙ্কা সেখানে নাই। এই সমস্যার পূর্ণতর ইতিহাসের জন্য আমি অবশ্যই আপনাদিগকে সবুজপুস্তিকা দেখিতে বলিব। যে লণ্ডন টাইমস্ আমাদের দুঃখকষ্টে সমানভাবে সহায়তা করিয়াছে—নাটালের এই ভোটাধিকার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তাহার এই বৎসরের ২৭শে জুন তারিখের সংখ্যায় বলা হইয়াছে:

> যে প্রশ্নটি এখন মিঃ চেম্বারলেনের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন নহে, তর্কবিতর্কেরও প্রশ্ন নহে—তাহা জাতিগত বিদ্বেষ বোধের প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব প্রজাপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ চলিবে, ইহা হইতে পারে না। ভারতের পক্ষে হঠাৎ লোকজন আসা বন্ধ করিয়া দিয়া নাটালের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা যেমন অন্যায় হইবে, তেমনি যে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা উপনিবেশে বহু

[১] এই মুখপত্রখানি "নাটাল মারকারি।"

বৎসর যাবৎ মিতব্যয় ও প্রশংসাজনক কার্যের দ্বারা সত্যকার নাগরিক মর্যাদায় নিজে-দেরকে উন্নীত করিয়াছে, তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করাও নাটালের পক্ষে অন্যায় হইবে।

এশিয়াবাসীদের ভোটে ইউরোপীয় ভোট তলাইয়া যাওয়ার সত্যই যদি কোনও বিপদ থাকিত, তাহা হইলে শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষা ও সম্পত্তি যোগ্যতার পরিমাণ বৃদ্ধিতে আমাদের আপত্তি করাও উচিত হইত না। শ্রেণীস্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং তন্মধ্যে স্বভাবতই যে মর্যাদানাশের আশঙ্কা আছে, আমরা তাহাতেই আপত্তি করিতেছি। এই বিলের বিরোধিতা করিয়া আমরা কোনও নূতন সুখসুবিধার জন্য লড়াই করিতেছি না। যে অধিকার আমরা ভোগ করিতেছিলাম তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি বলিয়াই এই বিলের বিরোধিতা করিতেছি।

খাজা কাফ্রির পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়ার নীতি কঠোরভাবে পালিত হইতেছে—এবং নাটালের এটর্নি জেনারেলের ভাষায় বলিতে হয়—"ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতে যাইতেছে—যাহাতে তাহারা উহার অংশ হইয়া না দাঁড়ায়—তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই" গত বৎসর নাটাল সরকার ভারতীয় অভিবাসন আইন সংশোধনের জন্য এই বিলটি প্রবর্তন করেন। আমি দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আমাদের অন্যরূপ আশা থাকা সত্ত্বেও বিলটি রাজকীয় সম্মতি লাভ করিয়াছে। এ সংবাদ বোম্বাই সহরে আহূত সভার[১] পর পাওয়া গেল। সেজন্য আমার পক্ষে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। আরও প্রয়োজন এজন্য যে এই প্রেসিডেন্সীতে ঐ বিলটি আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া এখানেই এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১৮৯৪ সালের ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত, নাটালে বিনা খরচায় যাওয়া সপরিবারে আহার ও বাসস্থান পাওয়া এবং প্রথম বৎসরে মাসিক ১০ শিলিং ও প্রতি বৎসর ১ শিলিং করিয়া বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ বহিরাগতগণ পাঁচ বৎসরের মেয়াদ সর্তে কাজ লইত। যদি তাহারা আরও পাঁচ বৎসর উপনিবেশে স্বাধীন ভাবে শ্রমিকের কাজ করিত তাহা হইলে ভারতে ফিরিয়া আসার খরচও তাহাদের প্রাপ্য হইত। এখন ইহার পরিবর্তন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে বহিরাগতদের হয় চিরদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া উপনিবেশে থাকিতে হইবে এবং চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের নবম বর্ষে তাহাদের বিশ শিলিং পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হইবে নতুবা ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইবে, অথবা বার্ষিক মাথা পিছু কর দিতে হইবে ৩ পাউন্ড (স্টার্লিং) তাহা চুক্তির

[১] ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ সভার অধিবেশন হয়—৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হারে প্রায় ছয় মাসের উপার্জনের সমান। মাথাপিছু কর বসানো বাদে অন্যান্য পরিবর্তনে ভারত সরকারকে রাজি করানোর জন্য ১৮৯৩ সালে নাটাল সরকার দুই জন সদস্যযুক্ত একটি কমিশন পাঠান। অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও বর্তমান বড়লাট স্বরাষ্ট্র বিভাগের মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত পরিবর্তনে রাজি হন এবং বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের বিধি অমান্য করিলে আইন ভঙ্গের অপরাধ হইবে, নাটাল সরকারকে এই আইন প্রয়োগ করিতে অনুমতি দেন না। মাথা পিছু কর ধার্যের সর্তের দ্বারা নাটাল সরকার এই বাধা পার হইয়া গিয়াছেন।

ঐ সর্তটি আলোচনার সময় এটর্নি জেনারেল বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয়ের কুটীরে বাজেয়াপ্ত করিবার মতো কোনও দ্রব্য পাওয়া যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে ফিরিয়া যাইতে না চাহিলে বা মাথা পিছু কর না দিলে তাহাকে জেলে দেওয়া যাইবে না। স্থানীয় লোক সভায় আমরা ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বিফল হইলে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠাইয়া প্রার্থনা করি যে হয় বিলটি নাকচ করা হউক নতুবা নাটালে অভিবাসন স্থগিত করা হউক।

এই প্রস্তাবটি দশ বৎসর পূর্বে উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং নাটালের বিখ্যাত ঔপনিবেশিকগণ প্রচণ্ডভাবে ইহার বিরোধিতা করেন। তখন নাটাল-বাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে বিবিধ বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। উহার অন্যতম সদস্য মিঃ স্যান্ডার্স তাঁহার অতিরিক্ত বিবরণীতে বলেনঃ—

> যদিও চাকুরীর মেয়াদ অন্তে পুনরায় চুক্তিবদ্ধ না হইলে ভারতীয়দের ভারতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করার আইন সম্পর্কে কমিশন কোন প্রকার সুপারিশ করেন নাই কিন্তু আমি এরূপ যে কোনও মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতে চাই, আমার বিশ্বাস অনেকে যাঁহারা এখন এই পরিকল্পনার পক্ষপাতী যখন তাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবেন তখন আমার মতো তাঁহারাও দৃঢ়তা সহকারে ইহা প্রত্যাখ্যান করিবেন। ভারতবাসীর আসা বন্ধ করিয়া তাহার ফলভোগ করুন কিন্তু যাহা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া আমি প্রমাণ করিতে পারি, তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন না।
>
> আমাদের পরিচারকদের (ভালও আছে মন্দও আছে) নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় সব চেয়ে ভাল কাজ আদায় করিবার পর তাহাদিগকে পুরস্কার লাভে বঞ্চিত করা, যখন তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট সময় আমাদের উপকারে ব্যয়িত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা (যদি তাহা করিতে পারিতাম কিন্তু পারি না) ছাড়া ইহা আর কি হইতে পারে? তাহারা কোথায় যাইবে? যখন তাহাদের যৌবন ছিল তখন যে অনাহারকে তাহারা এড়াইতে চাহিয়াছিল—কেন আবার সেই সম্ভাবিত অনাহারের সম্মুখীন হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইবে? শাইলকের মতো এক পাউন্ড মাংস লইয়া আমরা শাইলকের মতই পুরস্কার পাইব, ইহা যেন মনে থাকে।

উপনিবেশ অভিবাসন বন্ধ করিতে পাবে এবং তাহা বোধ হয় কোনও কোনও "জন-প্রিয়তা লোভী" যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা অপেক্ষা অধিক সহজে ও কায়েমীভাবে

> সাধিত হইতে পারে। কিন্তু চাকুরির মেয়াদ ফুরাইলে উপনিবেশ কখনই জোর করিয়া মানুষকে বহিষ্কৃত করিতে পারে না। এবং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সেরূপ চেষ্টা করিয়া উপনিবেশগুলি যেন তাহাদের সুনাম নষ্ট না করে।

নাটালের এটর্নি জেনারেল, যিনি আলোচ্য বিলটি প্রবর্তন করেন, কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিবার সময় নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেনঃ

> যে সকল ভারতীয়ের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আমি মনে করি কোনও অপরাধের জন্য নির্বাসিত হওয়া ছাড়া কাহাকেও পৃথিবীর যে কোনও অংশে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা উচিত নহে। এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু শুনিয়াছি। ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য আমাকে বার বার বলা হইয়াছে—কিন্তু আমি তাহা পারি নাই। একটি লোককে এখানে আনা হয়—বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাহার নিজের সম্মতিতে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ সময়ে তাহার বিনা সম্মতিতে—সে তাহার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট পাঁচ বৎসর কাল পরিশ্রম করে, নূতন বন্ধন সৃষ্টি করে, পুরাতন বন্ধনের কথা ভুলিয়া যায়, এবং বোধ হয় এখানে গৃহনীড় রচনা করে; আমার মতে, তাহা ন্যায় হউক আর অন্যায়ই হউক, তাহাকে কখনই দেশে ফেরৎ পাঠানো যায় না। যতদূর সম্ভব কাজ আদায় করিয়া লইবার পর তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া অপেক্ষা ভবিষ্যতে তাহার আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া অনেক ভাল। উপনিবেশ বা তাহার কোনও অংশ মনে হয় ভারতবাসীদের চায় কিন্তু ভারতীয়দের এখানে আসার ফলাফল এড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। আমি যতদূর জানি, ভারতীয়েরা আমাদের কোনও ক্ষতি করে না—এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের অনেক উপকারই করে। যে লোক পাঁচ বৎসর যাবৎ সৎ স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহাকে বহিষ্কার করিবার কোনও যুক্তি আমি শুনি নাই।

ইহা ছাড়া মিঃ বিন্‌স, যিনি নাটাল কমিশনের সদস্যরূপে ভারত সরকারকে উপরোক্ত পরিবর্তনে রাজি করাইতে ভারতে আসিয়াছিলেন তিনি কমিশন সমক্ষে দশ বৎসর পূর্বে এই সাক্ষ্য দেনঃ

> সকল ভারতীয়কে চুক্তির মেয়াদ অন্তে ভারতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা উচিত এ ধারণা আমার মনে হয় ভারতীয় জনসাধারণের দিক হইতে একেবারেই ন্যায়সঙ্গত নহে—এবং সে প্রকার আইনের ব্যবস্থা ভারত সরকার কখনই মঞ্জুর করিবেন না। আমার মতে চুক্তির দায়মুক্ত ভারতীয়েরা সমাজের এক বিশেষ হিতকারী অংশ।

কিন্তু বড় লোকেরা তাড়াতাড়ি এবং প্রায়ই যেমন তাঁহাদের বেশ পরিবর্তন করেন তেমনি তাঁহাদের মতও পরিবর্তন করেন—তাহাতে তাঁহাদের শাস্তি হয় না, এমন কি তাহাতে সুবিধাই হয়। তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের মধ্যে এই পরিবর্তন তাঁহাদের অকপট বিশ্বাস হইতেই আসিয়াছে। গভীর আক্ষেপের কথা এই যে ভারত সরকার কখনই এ পরিবর্তন মঞ্জুর করিবেন না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা যে প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হয় নাই।

বিলটি পাঠ করিয়া লণ্ডনের "স্টার" এইভাবে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে ঃ

> ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজারা যে ঘৃণার্হ উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে—তাহা এই সকল দফা-ওয়ারী বিবরণেই প্রকাশিত হইয়াছে। সংশোধিত নূতন ভারতীয় অভিবাসন আইনের বিল যাহাতে প্রকৃত পক্ষে ভারতীয়দের দাস শ্রেণীতে নামাইয়া দিবার প্রস্তাব আছে, তাহা উৎপীড়নের আর একটি উদাহরণ; ইহা ভয়ংকর অন্যায়, ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষেও অপমানকর, প্রণেতার পক্ষে কলংকজনক, এবং আমাদেরও পক্ষে অশ্রদ্ধাসূচক। যাহারা রাজকীয় ঘোষণা ও সরকারি বিধিনির্দেশের বলে আইনতঃ আমাদের সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত, দক্ষিণ আফ্রিকার বণিকদের ব্যবসায়িক লোভ যাহাতে তাহাদের প্রতি নির্মম অবিচার করিবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দেয় সেজন্য প্রত্যেক ইংরাজই চিন্তান্বিত।

"দি লণ্ডন টাইম্‌স্"ও আমাদের প্রার্থনা সমর্থন করিয়া কায়েমী চুক্তি-বন্ধতাকে "দাসত্বের সংকটজনক অবস্থার নিকটবর্তী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন ঃ

> ভারতসরকারের হাতে প্রতিকারের একটি সহজ উপায় আছে। বৈদেশিক অধিকারভুক্ত অন্যান্য জায়গায় বহিরাগতদের বর্তমান কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ মর্যাদা সম্পর্কে অবশ্যক অঙ্গীকার না পাওয়া পর্যন্ত যেমন তাঁহারা বহিরাগমন স্থগিত রাখিয়াছেন তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবন্ধ হইয়া আসাও স্থগিত করিতে পারেন।...প্রধানতঃ ইহা উভয় পক্ষের সম্বিবেচনা ও আপোষ মীমাংসার ব্যাপার। ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ব্যাপকতর দাবির উপর জোর দিতেছেন সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে ভারতসরকার হয়ত বাধ্য হইবেন এবং সে দাবি মহিমান্বিতা মহারাণীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সে দাবি হইতেছে এই যে ভারতের সকল জাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং মিত্র রাজ্য সমূহের সর্বত্র ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জের পূর্ণ মর্যাদায় ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রমিকের কাজ করিতে পারিবে।

বিলটি রাজকীয় মঞ্জুরী লাভ করিয়াছে এই সংবাদ জানাইয়া আমার নিকট নাটাল হইতে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে আমি যেন ভারতের জনসাধারণকে আমাদের অভিবাসন স্থগিত রাখার চেষ্টায় সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাই। আমি জানি এই স্থগিত রাখার বিষয়টি খুব সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখার প্রয়োজন। আমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ভারতবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে ইহা ছাড়া অন্য সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। অভিবাসনের দ্বারা ঘনবসতিপূর্ণ জেলাগুলির জনসংখ্যা প্রশমিত হইবে এবং যাহারা বাহিরে যাইবে তাহারা লাভবান হইবে ইহাই অনুমান করা হইয়াছে। যদি ভারতীয়েরা মাথাপিছু কর না দিয়া ভারতে ফিরিয়া আসে, জনসংখ্যার চাপ কিছুতেই কমিবে না এবং যাহারা ফিরিয়া আসিবে আর কিছু না হউক, তাহাদের লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হইবে। কারণ স্বভাবতই তাহাদের

কাজকর্ম পাওয়া শক্ত হইবে; তাহারা বেশ কিছু সঙ্গে আনিতে পারিবে এবং তাহাদের পুঁজির সুদেই জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে এমন প্রত্যাশাও করা যায় না। ইহাতে তাহাদের নিশ্চয়ই লাভ হইবে না এবং সরকারের পক্ষে সহায়তা করা সম্ভব হইলে তাহাদিগকে কোনও দিনই শ্রমিক শ্রেণী হইতে উচ্চস্তরে উঠিতে দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ তাহাদিগকে ক্রমশঃ অধোগতির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এমত অবস্থায় নূতন আইন যদি পরিবর্তিত বা প্রত্যাহৃত না হয় তাহা হইলে নাটালে ভারতীয়দের আনা স্থগিত রাখা হউক বলিয়া আমরা যে প্রার্থনা জানাইয়াছি আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা তাহা সমর্থন করুন।

চুক্তির অধীনে থাকাকালীন ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা জানিবার জন্য আপনারা স্বভাবতই উৎসুক হইবেন। যে অবস্থাতেই হউক সে জীবন কখনই সুখের হইতে পারে না; কিন্তু আমি মনে করি না যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সম অবস্থার অধীন ভারতীয়দের অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। অবশ্য সেই সঙ্গে তাহাদেরও অংশতঃ ভীষণ বর্ণ-বিদ্বেষের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। আমি সংক্ষেপে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি এবং যাহারা বিশদভাবে জানিতে উৎসুক তাহাদিগকে সবুজ পুস্তিকা-খানি দেখিতে বলি, তাহাতে বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। নাটালের কোনও কোনও রাজ্যে আত্মহত্যার শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়ের পক্ষে দুর্ব্যবহারের কারণে চাকুরি হস্তান্তরিত করা খুবই কঠিন। কাহারও চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে বিনা খরচায় তাহাকে একখানি 'পাস' নিদর্শনপত্র দেওয়া হয়—দেখিতে চাহিলেই তাহা দেখাইতে হয়। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় পালাইয়া যাইতেছে কিনা তাহা ধরিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়। দরিদ্র চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের পক্ষে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং ইহাতে সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দেরও অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হয়। অসঙ্গত বিদ্বেষ না থাকিলে এ আইনে সত্যই কোনও দুর্ভোগ পোহাইতে হইত না। বহিরাগতদের জন্য সহানুভূতি সম্পন্ন "সংরক্ষক"-পদাধিকারী ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয় হইলে আরও ভাল, যিনি তামিল, তেলেগু এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় অভিজ্ঞ, এমন একজন—থাকিলে চুক্তিবদ্ধ জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট নিশ্চয়ই প্রশমিত হইত। চুক্তিবদ্ধ কোনও ভারতীয় উক্ত 'পাস' হারাইয়া ফেলিলে তাহার আর একখানি নকল পাইতে হইলে সাধারণতঃ তাহাকে ৩ পাউন্ড দিতে হয়, ইহা ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায় করার নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

নাটালের নয় ঘটিকার আইন অনুসারে রাত্রি ৯টার পর বাহির হইতে হইলে প্রত্যেক ভারতীয়কে 'পাস' বা নিদর্শনপত্র সঙ্গে করিয়া চলিতে হয়

নতুবা অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ থাকিবার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা বিশেষ করিয়া এই প্রদেশের লোকেদের অন্তর্দাহের কারণ হইয়াছে। আপনারা শুনিয়া খুশি হইবেন যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের ছেলেমেয়েরা বেশ ভাল ভাবেই শিক্ষা লাভ করে এবং সাধারণতঃ তাহারা ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে। তাহারা খুবই অনুভূতিপ্রবণ তথাচ দুর্ভাগ্যবশতঃ রাত্রি নয়টার পর গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা তাহাদেরই বেশি। ভারতীয়দের পক্ষে নাটালে ইউরোপীয় পোষাক কোনও সুপারিশ নহে, বরং ঠিক তাহার বিপরীত, কারণ মেমন শ্রেণীর মুসলমানদের দীর্ঘ ঢিলা পোযাক তাহাদিগকে এই আইনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। সবুজ পুস্তিকায় বর্ণিত একটি সুখের ঘটনাতে কয়েক বৎসর পূর্বে ডারবানের পুলিশ এই পোষাক পরিহিত ভারতীয়দিগকে রাত্রি ৯টার পরে বাহির হইলেও আর গ্রেপ্তার করিত না। জনৈক তামিল শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং জনৈক তামিল রবিবাসরীয় স্কুলের শিক্ষককে কয়েক মাস পূর্বে এই আইনে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হয়। আদালতে তাহারা সুবিচার পাইল কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ সান্ত্বনা। যাহা হউক তাহার ফল হইয়াছে এই যে নাটালের পৌরসভা যাহাতে এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয়েরা আদালত হইতে বেকসুর খালাস না পায় এখন সেজন্য আইন বদলাইবার জন্য চেঁচামেচি করিতেছে।

নাটালে আইনের একটি উপধারায় অশ্বেতকায় ভৃত্যদের নাম রেজিষ্টারি করাইতে হয়। বোধ হয় কাফ্রিদের জন্য এ আইনের প্রয়োজন হইতে পারে কারণ তাহারা কাজ করিতে চাহে না, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানেই সম্ভব ভারতীয়দের কাফ্রির পর্যায়ভুক্ত করাই হইতেছে উহাদের নীতি।

ইহাতেই নাটালের অভিযোগ সম্পর্কিত তালিকা সম্পূর্ণ নহে। এ বিষয়ে আরও জানিবার জন্য যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহাদিগকে আমি অবশ্যই সবুজ পুস্তিকা পড়িতে অনুরোধ করিব।

কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, সম্প্রতি নাটালের এজেণ্ট জেনারেল আপনাদের বলিয়াছেন যে ভারতীয়েরা অন্য কোনও স্থানে নাটাল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার পায় না, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের বেশির ভাগ যে দেশে ফিরিয়া যাইবার সুবিধা গ্রহণ করে না তাহাই নাকি আমার পুস্তিকার চরম প্রত্যুত্তর এবং রেল ও ট্রাম কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার করে না বা আদালতও তাহাদের বিচার করিতে পরাঙ্মুখ নহে।[১]

[১] এই অনুচ্ছেদ ও পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলি যাহার শেষে আছে "ভারতীয়দের অবস্থা যে খুব উন্নত..." (১০৫ পৃঃ) নাটালের এজেণ্ট জেনারেলের বিবৃতির প্রত্যুত্তর। সবুজ পুস্তিকার মুখবন্ধ ১ পৃষ্ঠা এবং ৩০-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এজেন্ট জেনারেলের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়া বিবৃতির প্রথম অংশ সম্পর্কে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে উৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অদ্ভুত। রাত্রি ৯টার পর বিনা 'পাসে' বাহির হইলে গ্রেপ্তার করা স্বাধীন-দেশে নিম্নতম প্রাথমিক পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, ক্রীতদাস, অন্ততঃ এমন কি স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিতে অস্বীকার করা, এবং উপরোক্ত অন্যান্য নিষেধের অধীনে রাখা, এ সবই উৎকৃষ্ট ব্যবহারের উদাহরণ। যদি সারা পৃথিবীময় ভারতীয়েরা এইরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবহারই পাইয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধিতে এই ধারণাই জন্মে যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তাহাদের ভাগ্য খুবই শোচনীয়। আসল কথা হইতেছে এই যে এজেন্ট জেনারেল মিঃ ওয়াল্টার পিস্ সরকারী চশমায় দেখিতে বাধ্য হইতেছেন এবং সরকারী ব্যাপার তাঁহার চক্ষে রঙীন দেখাইতে বাধ্য। আইনগত অযোগ্যতা নাটাল সরকারের নিন্দার্হ কার্যকলাপের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে এটর্ণি জেনারেল যে নিজেকে নিজে নিন্দিত করিবেন ইহা কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? যদি তিনি বা সরকার, যে সরকারের তিনি প্রতিনিধি, স্বীকার করিতেন যে উপরোক্ত আইনগত অযোগ্যতা ব্রিটিশ বিধানের মূল নীতির বিপরীত, আজ সন্ধ্যায় তাহা হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতাম না। আমি সবিনয়ে একথা বলিতেছি যে এটর্নি জেনারেল তাঁহার বিবৃতিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের দোষ সম্পর্কে অভিমত অপেক্ষা তাহার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা যে সাধারণতঃ দেশে ফিরিয়া যাইবার সুবিধা গ্রহণ করে না আমরা ইহার প্রতিবাদ করি না, তবে উহাই যে আমাদের অভিযোগের সর্বোত্তম উত্তর আমরা নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করি। আইনগত অযোগ্যতা যে নাই উহাতে কিরূপে তাহা প্রমাণিত হয়? ইহাতে প্রমাণিত হইতে পারে যে যাহারা দেশে ফিরিবার সুবিধা লয় না—হয় তাহারা অযোগ্যতা সম্পর্কে উদাসীন, অথবা তৎসত্ত্বেও তাহারা উপনিবেশে থাকিয়া যায়। প্রথম কারণটি সত্য হইলে যাহাদের জ্ঞান বেশি তাহাদের উচিত ভারতীয়দিগকে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা, যাঁহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে অযোগ্যতার কথা মানিয়া লওয়ার অর্থই হইতেছে অপমানিত হওয়া। পরবর্তী কারণ সত্য হইলে তাহা ভারতবাসীর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার আর একটি উদাহরণ—যাহা মিঃ চেম্বারলেন কর্তৃক ট্রান্সভাল সালিশী সম্পর্কিত সরকারী কাগজপত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল। যেহেতু তাহারা দীর্ঘকাল সহিয়া আসিতেছে অতএব অযোগ্যতাগুলি অপসারিত করা হইবে না অথবা তাহাতে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবহারই করা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে ইহার মধ্যে কোনো যুক্তি নাই, তাহা ছাড়া যাহারা দেশে না ফিরিয়া উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে

তাহারা কোন শ্রেণীর লোক? তাহারা ভারতের সেই দরিদ্রতম শ্রেণীর লোক যাহারা সম্ভবতঃ অর্ধাশনে জীবন ধারণ করে; ঘনবসতি পূর্ণ জেলাগুলি হইতে তাহাদিগকেই আনা হইয়াছে। সম্ভব হইলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার ইচ্ছা লইয়া তাহারা সপরিবারে (অবশ্য যাহাদের পরিবার আছে) নাটালে গিয়াছে। সেই সকল লোক চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলে দেশে ফিরিয়া, মিঃ স্যান্ডারস্-এর ভাষায়, সেই "অর্ধাশনের" সম্মুখীন না হইয়া যে দেশের স্বাস্থ্য অতি সুন্দর, যেখানে তাহারা ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে সেই দেশে যদি স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায় তাহা কি আশ্চর্যের বিষয়? অভুক্ত মানুষ এক টুকুরা রুটির জন্য যে কোনও কর্কশ ব্যবহার সহ্য করিবার জন্য সাধারণতঃ প্রস্তুত থাকে।

ট্রান্সভালে উইট্ল্যান্ডারস্রা কি অভিযোগের ভীতিপ্রদ দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করে নাই? তত্রাচ তাহারা কি দুর্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও, পুরাতন দেশ অপেক্ষা কম আয়াসে রুজি রোজগার করিতে পারে বলিয়া ট্রান্সভালে হাজারে হাজারে জড় হইতেছে না? যেখানে অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে রুজি-রোজগার করিতে পারে সেখানেই তাহারা জড় হইতেছে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে মিঃ পিস্ বিবৃতিদানের সময় যে সকল ভারতীয় স্বাধীন ব্যবসায়ী নিজের সংগতিতে উপনিবেশে গিয়াছে এবং এই সকল অসম্মান ও আইনগত অযোগ্যতা মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিতেছে —তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। যদি উইটল্যান্ডারকে একথা বলা না চলে যে তুমি দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিলে ট্রান্সভালে যাইবে না, তাহা হইলে উদ্যোগী ভারতীয়কে তো সে কথা বলাই চলে না। দত্তকভাবে গৃহীত হইলেও আমরা সাম্রাজ্যের পরিবারভুক্ত এবং একই মহিমময়ী মায়ের সন্তান,- ইউরোপীয় সন্তানদের জন্য যে অধিকার ও সুযোগ সু বধা মঞ্জুর করা হইয়াছে আমরাও ঠিক সেইসকল সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী। এই বিশ্বাস লইয়াই আমরা উপনিবেশে গিয়াছি—এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তি যে দৃঢ় সে ভরসা আমাদের আছে।

রেল ও ট্রামের কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার করে—এজেন্ট জেনারেল পুস্তিকায় প্রকাশিত এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি ভুলই হইত তাহাতেও শুধু আইনগত যে অযোগ্যতার বিষয় লইয়া আমরা স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছি এবং যাহা দূরীকরণের জন্য আমরা স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিয়াছি—তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যাইত না। কিন্তু আমি একথা নিবেদন করিতে চাই যে এজেন্ট জেনারেলকে ভুল বুঝান হইয়াছে এবং পুনরায় বলিব যে ভারতীয়রা নিশ্চয়ই রেল ও ট্রাম কর্মচারীর নিকট হইতে

পশুর মতো ব্যবহারই পায়। যে মহলে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে এই উক্তি করা হইয়াছিল আমার ভুল থাকিলে সেখান হইতে অবিলম্বে উহার প্রতিবাদ হইত। নাটালের স্থানীয় লোকসভার সদস্যদের কাছে "খোলা চিঠি" পাঠাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। উপনিবেশে উহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলির নজরেও তাহা পড়িয়াছিল। তখন কেহই উহার প্রতিবাদ করেন নাই। কোনও কোনও সংবাদপত্র উহা স্বীকারও করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় আমি চিঠিখানি এখান হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। বিষয়কে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা আমার কাজ নহে এবং আমার নিজের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কিন্তু যেহেতু আমার উক্তির উপর অবিশ্বাস উৎপাদনের এবং তাহার দ্বারা আমি যে উদ্দেশ্য সমর্থন করিতেছি তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের খাতিরেই খোলা চিঠিতে আমার যে উক্তি ছিল তৎসম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদ-পত্রগুলি কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আপনাদিগকে বলা আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

জোহানেসবার্গের প্রধান সংবাদপত্র "দি স্টার" বলেন :

> মিঃ গান্ধী সংযত ও সংগত ভাবে ওজস্বী ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিবেশে আসার সময় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনোবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে তাঁহার 'খোলাচিঠি'র সুর সম্পর্কে ন্যাযতঃ কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না। যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করিয়াছেন সে সম্পর্কে তাঁহার সংযত আলোচনা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নাটালের সরকারী মুখপত্র 'দি নাটাল মারকারী' বলিতেছেন :

> মিঃ গান্ধী বিশেষ সংযমের সহিত ধীর স্থির ভাবে লিখিয়াছেন। প্রত্যেকে যেরূপ প্রত্যাশা করে তিনি তেমনি পক্ষপাতশূন্য; এবং তিনি যখন এই উপনিবেশে প্রথম আসেন তখন এখানকার আইন-সমিতি যে তাঁহার প্রতি ন্যায় বিচার করে নাই তাহা বিবেচনা করিলে তিনি বরং অপ্রত্যাশিত ভাবে একটু অধিক মাত্রায় নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন।

যদি আমি অমূলক বিবৃতি দিতাম তাহা হইলে সংবাদপত্রগুলি "খোলা-চিঠি"র এরূপ প্রশংসা করিতেন না।

দুই বৎসর পূর্বে জনৈক ভারতীয় নাটাল রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। একটানা একরাত্রির যাত্রার মধ্যে তাঁহাকে তিনবার উত্ত্যক্ত করা হয় এবং ইউরোপীয় যাত্রীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহাকে দুইবার কামরা

বদল করিতে হয়। আদালতে এই মামলা উঠিলে উক্ত ব্যক্তি ১০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ পান। বাদীর সাক্ষ্য নিম্নে দেওয়া হইল :

বেলা দেড়টার সময় চার্লস টাউন হইতে যে গাড়ী ছাড়ে সাক্ষী তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়াছিল; সে কামরায় আরও তিন জন ভারতীয় ছিল কিন্তু তাহারা নিউক্যাসেলে নামিয়া যায়। জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক কামরার দরজা খুলিয়া সাক্ষীকে ডাকিয়া বলে 'ওহে স্বামি বাহিরে এস'। সাক্ষী জিজ্ঞাসা করে—'কেন?' শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক উত্তর দেন—'যাহাই হউক, বাহিরে এস, আমি অন্য একজনকে এখানে দিতে চাই।' সাক্ষী বলে—'আমি যখন ভাড়া দিয়াছি তখন আমি এখান হইতে নামিয়া যাইব কেন?' শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি চলিয়া গিয়া একজন ভারতীয়কে লইয়া আসে, ইনি রেলের কর্মচারী। তাহাকে বলা হয় সে সাক্ষীকে কামরা হইতে নামিয়া যাইতে বলুক। তখন সেই ভারতীয় কর্মচারীটি বলে, 'শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি তোমাকে বাহিরে আসিতে আদেশ করিতেছেন—তুমি অতি অবশ্য বাহিরে এস।' তাহার পর ভারতীয় কর্মচারীটি চলিয়া যায়। সাক্ষী তখন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটিকে বলে, 'তুমি কি জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যাইতে বলিতেছ? আমি ভাড়া দিয়াছি, এখানে আমার থাকিবার অধিকার আছে।' ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলেন 'বেশ, যদি তুমি বাহিরে না আস, আমি তোমার মাথা ভাঙিয়া দিব।' শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি তখন কামরায় উঠিয়া সাক্ষীর হাত ধরিয়া টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করে। সাক্ষী বলে—'ছাড়িয়া দাও, আমি বাহিরে যাইতেছি।' সাক্ষী সে কামরা ছাড়িয়া নামিয়া আসিলে তাহাকে অন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া সেখানে উঠিতে বলা হয়। সাক্ষী তাহার নির্দেশ পালন করে। সে কামরাটি খালি ছিল। তাহাকে যে কামরা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, সাক্ষীর বিশ্বাস তাহার সেই কামরায় একটি ব্যান্ড পার্টিকে জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি নিউক্যাসেলে রেলওয়ের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাহার পর মারিজবার্গ পর্যন্ত আর সাক্ষীকে উত্ত্যক্ত করা হয় নাই। সাক্ষী ঘুমাইয়া পড়ে এবং মারিজবার্গে তাহার ঘুম ভাঙিলে সে তাহার কামরায় এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক, মহিলা ও একজন শিশুকে দেখিতে পায়। একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক কামরাতে উঠিয়া ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে—'এটি কি তোমার লোক?' তখন সাক্ষীর সহযাত্রী তাঁহার ছেলেকে দেখাইয়া বলেন—'হ্যাঁ।' পরের শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি বলেন—'না, আমি উহার কথা বলিতেছি না। আমি কোনের ঐ কুলিটার কথা বলিতেছি।' শিষ্টভাষী এই ভদ্রলোকটি একজন রেলের কর্মচারী—প্রধান রেল-লাইন হইতে শাখা লাইনে গাড়ী স্থানান্তরকরণ ইহার কাজ। কামরার শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহাতে কি?—ও লোকটি যেমন আছেন তেমনি থাকুন না।" তাহার উত্তরে বাহিরে থাকিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বলিলেন—'শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কুলিকে আমি কখনই একই কামরায় যাইতে দিব না।' বাদীকে তখন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আবার বলিলেন—'স্বামি, বাহির হইয়া এস।' বাদী বলিল—'কেন, নিউক্যাসেলে আমাকে এই কামরায় সরান হইয়াছে।' উক্ত কর্মচারী বলে—'দেখ, তোমাকে বাহিরে আসিতেই হইবে।' এই বলিয়া সে কামরায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, সাক্ষীকে নিউক্যাসেলের মত উত্ত্যক্ত করা হইবে ভাবিয়া সে বলে যে সে বাহিরে যাইতেছে—এবং সে কামরা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীটি আর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া দিলে সাক্ষী সেই কামরায় যাইয়া উঠে। কিছুক্ষণের জন্য সে

কামরাটি খালি ছিল, কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার পূর্বেই একজন শ্বেতাঙ্গ সে কামরায় প্রবেশ করিলেন। আবার সেই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীটি আসিয়া বলিবেন, 'যদি আপনি এই দুর্গন্ধময় কুলিটার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক হন, আমি আপনার জন্য আর একটি কামরা দেখিয়া দিব।'

(নাটাল এড্ভারটাইজার, বুধবার, ২২-১১-৯৩)

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সহযাত্রী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক মনে কিছু না করিলেও মারিজবার্গের কর্মচারী ভারতীয় যাত্রীর সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। ইহা যদি পশুর মত ব্যবহার না হয় তাহা হইলে তাহা কি প্রকার ব্যবহার আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ ঘটনা সর্বদাই ঘটিতেছে এবং তাহা নিরতিশয় বিরক্তিজনক।

মামলা চলিবার সময় দেখা গেল—একজন সাক্ষীকে তালিম দেওয়া হইয়াছে। এই ভারতীয় যাত্রীটির সহিত ভাল ব্যবহার করা হইয়াছিল কিনা বিচারক সাক্ষীহিসাবে অপর একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দেন। তৎপরে এই মামলার বিচারক প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট্ সাক্ষীকে বলেন, "তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আমার মতের সহিত আপনার মতের মিল নাই. ইহা অদ্ভুত যে রেলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন লোকেদের দৃষ্টি আপনাদের অপেক্ষা অনেক বেশি দূর যায়।"

এই মামলা সম্পর্কে ডারবানস্থিত ইউরোপীয় দৈনিক পত্রিকা "দি নাটাল এড্ভারটাইজার" নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

> সাক্ষ্যসাবুদ হইতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই 'আরব'এর অর্থাৎ ভারতীয়ের উপর দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল, এবং যখন দেখা গেল এই শ্রেণীর ভারতীয়কে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হইয়া থাকে, তখন বাদীকে অনাবশ্যক বিরক্তি ও অপমান সহ্য করিতে বাধ্য করা উচিত হয় নাই। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতির রেলযাত্রীদের মধ্যে গোলমাল বাধিবার আশঙ্কা হ্রাস করিবার জন্য কোনও একটি সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করা উচিত—এবং তাহা যাহাতে শ্বেত ও অশ্বেত বর্ণ-নির্বিশেষে কাহারও বিরক্তির কারণ না হয় তাহাও দেখা উচিত।

এই মামলা সম্পর্কেই মন্তব্য প্রকাশের সময় "দি নাটাল মারকারী" বলেন :

> শিক্ষিত হউক কিম্বা বেশভূষায় পরিচ্ছন্নই হউক যে কোনও ভারতীয়ের প্রতি কুলির মত ব্যবহার করিবার প্রবণতা সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমান রহিয়াছে। আমাদের রেলে আমরা একাধিক ঘটনায় লক্ষ্য করিয়াছি, অশ্বেতকায় লোকেদের প্রতি কোনও ক্রমেই ভদ্র ব্যবহার করা হয় না। যদিও এ প্রত্যাশা করাও অসঙ্গত যে 'এন জি আর'—এর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা ইউরোপীয় রেলযাত্রীদের প্রতি যে সম্মান দেখাইবে তাহাদের প্রতিও সেই সম্মান দেখাইবে, তত্রাচ আমাদের মনে হয় অশ্বেতকায় যাত্রীদের প্রতি ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অধিক সংযম দেখাইলে কর্মচারীদের পক্ষে তাহা কোনও প্রকারেই মর্যাদাহানিকর হইত না। ২৪-১১-৯৩

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র—"দি কেপ টাইমস্"—বলেন:

> যে সকল লোক ছাড়া কোনমতেই কাজ চলিতে পারে না সেই সকল লোকের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিয়া থাকে এমন একটি দেশের অদ্ভুত দৃশ্য নাটালে দেখা যাইতেছে। উপনিবেশ হইতে ভারতীয়েরা চলিয়া গেলে ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িবে, আমরা কেবল সে দৃশ্য কল্পনাই করিতে পারি—তবুও ভারতীয়েরাই সর্বাধিক বিদ্বেষের পাত্র; তাহারা ট্রামে চড়িতে পারিবে না, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রেলগাড়ীর এক কামরায় বসিতে পারিবে না; হোটেলওয়ালা তাহাদের খাবার দিবে না, আশ্রয় দিবে না, সাধারণ শৌচাগারের সুবিধা হইতেও তাহারা বঞ্চিত। (৫-৭-১৮৯১)

মিঃ ড্রামণ্ড নামক একজন অ্যাংগলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক নাটালের ভারতীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। তিনি "দি নাটাল মারকারী"তে লিখিতেছেন :

> এখানকার বেশির ভাগ লোক ভুলিয়া যায় যে ভারতীয়েরা ব্রিটিশ প্রজা, তাহাদের মহারাণী আমাদেরও রাণী এবং শুধু সেই কারণেই মনে হয় এখানে যে গ্লানিজনক 'কুলি' কথাটি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইতে তাহাদের রেহাই পাওয়া উচিত। ভারতবর্ষে নিম্নস্তরের শ্বেতাঙ্গেরাই দেশীয় লোকদের 'নিগার' বা কালা আদমী বলিয়া থাকে এবং তাহাদের সহিত এমন ব্যবহার করে যেন তাহারা সর্বপ্রকার বিবেচনা বা সম্মানের অযোগ্য। এই উপনিবেশের বহুজনের মতো তাহাদের দৃষ্টিতে তাহারা যেন দুর্বহ ভার বা প্রাণহীন যন্ত্র বিশেষ, ব্যবহারও তাহারা সেই প্রকারই পাইয়া থাকে। * * * নির্বোধ ও অশিক্ষিত লোক সাধারণতঃ ভারতীয়দের আবর্জনা বলিয়া বর্ণনা করে, ইহা প্রায়ই শোনা যায়। ইহা খুবই শোচনীয়। শ্বেতাঙ্গদের নিকট হইতে ভারতের লোক প্রশংসা পায় না—পায় শুধু অবজ্ঞা।

আমার মনে হয় রেলকর্মচারীরা যে ভারতীয়দের সহিত পশুর মতো ব্যবহার করে আমার এই বিবৃতি প্রমাণ করার জন্য আমি যথেষ্ট বাহিরের নজির দেখাইয়াছি। ট্রামগাড়ীতে ভারতীয়দের বসিতে না দিয়া উপরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, বসিবার এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সরাইয়া দেওয়া হয় এবং সম্মুখের বেঞ্চেও তাহাদের বসিতে দেওয়া হয় না। আমি একজন ভারতীয় কর্মচারী তামিল ভদ্রলোককে জানি, তিনি আধুনিক কায়দায় ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, তাঁহাকে বসিবার জায়গা থাকা সত্ত্বেও ট্রাম গাড়ীর পা-দানীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হয়।

ভারতীয়েরা আদালতে সুবিচার পাইয়া থাকে—একথার উত্তরে আমি বলিব—পায় না যে একথা আমি কখনই বলি নাই; তাহারা যে সর্বদা সব আদালতেই সুবিচার পায় একথা স্বীকার করিতেও আমি প্রস্তুত নহি।

ভারতীয়দের অবস্থা যে খুব উন্নত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করার কোনও প্রয়োজন নাই। ভারতবাসীদের মধ্যে যাহারা নাটালে

যায় তাহারা যে সেখানে উৎপীড়িত থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা হইতেছে না। ট্রান্সভালে আমরা ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারি না, সুনির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও আমরা বাস বা ব্যবসা করিতে পারি না, সে সব অঞ্চল ব্রিটিশ প্রতিনিধি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "যেখানে সহরের আবর্জনা ও ময়লা ফেলা হয়, সহর এবং এই অঞ্চলের মধ্যবর্তী গলির দূষিত ময়লা জল ছাড়া সেখানে অন্য জল নাই।" জোহানেসবার্গ এবং প্রিটোরিয়া সহরের ফুটপাথে আমাদের বেড়াইবার অধিকার নাই; রাত্রি ৯টার পর আমরা বাহিরে যাইতে পারি না, 'পাস' বা নিদর্শনপত্র ছাড়া বেড়াইতে পারি না। রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়া আইনের নিষেধ আছে। ট্রান্সভালে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহিলে ৩ পাউন্ড করিয়া এক বিশেষ রেজিস্ট্রেশন ফি বা দর্শনী দিতে হয় এবং যদিও আমাদিগকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া মনে করা হয়, এবং আমাদের কোনও সুবিধাই নাই তবু বাধ্যতামূলক সামরিক চাকুরি করিবার জন্য আমাদের ডাক পড়া অসম্ভব নহে, অবশ্য যদি মিঃ চেম্বারলেনের কাছে এ সম্পর্কে আমরা যে স্মারকলিপি দিয়াছি তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়া দেন। ট্রান্সভালের ভারতীয়দের সম্পর্কিত এই ব্যাপারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খুবই কৌতূহলপ্রদ। আমি শুধু দুঃখিত যে সময়াভাবে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতেছি না। আমি অবশ্য আপনাদিগকে সবুজ পুস্তিকা হইতে উহা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিব। ভারতীয়দের পক্ষে দেশজ স্বর্ণ ক্রয় করা যে দণ্ডনীয় অপরাধ, সে কথার উল্লেখ করিতে আমি নিশ্চয় বিস্মৃত হইব না।

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট্ "ভরতীয়দের শুধু 'কাফ্রি' শ্রেণীভুক্ত করিয়াই উহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে"—একথা ঐ রাজ্যের প্রধান মুখপত্রই বলিয়াছেন। এখানে একটি বিশেষ আইন পাশ করা হইয়াছে—তাহাতে আমরা কোনও মতেই ব্যবসা, এবং ক্ষেতখামারের কাজ করিতে পারি না, সম্পত্তি রাখিতে পারি না। আমরা এই অপমানজনক সর্ত মানিয়া লইলে কতকগুলি মর্যাদাহানিকর বাহ্যানুষ্ঠানের পর আমাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হয়। আমাদের ৯০০০ পাউন্ড ক্ষতি করাইয়া দোকানপাট তুলিয়া দিয়া, আমাদিগকে ঐ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। এই অন্যায়ের এখনও কোনই প্রতিবিধান করা হয় নাই।

যাহাতে ভারতীয়দের ফুটপাথে চলা নিষিদ্ধ হয় এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাহারা বাস করিতে বাধ্য হয়, এজন্য কেপ লোকসভা ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে উপধারা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দিয়া একটি বিল পাশ করিয়াছেন। ঐ লোকসভা ইস্ট গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দেশ পাঠাইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা ভারতীয়দের ব্যবসা করিবার জন্য অনুমতিপত্র না

দেন। এশিয়াবাসীদের আমদানি সংকুচিত করার জন্য আইন প্রণয়নে যাহাতে স্বরাষ্ট্র বিভাগ অনুমতি দেন সেই উদ্দেশ্যে কেপ সরকার তাঁহাদের সহিত লেখালেখি করিতেছেন।

সনদপ্রাপ্ত রাজ্যসমূহ এশিয়ার ব্যবসায়ীদের ঐ সকল দেশে আসার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎভাবে শাসিত জুলুল্যান্ডের এশাওয়ে ও নন্দওয়েনিতে আমরা ভূসম্পত্তির মালিক হইতে বা তাহার অধিকার অর্জন করিতে পারি না। বিষয়টি এখন মিঃ চেম্বারলেনের বিবেচনাধীন। ট্রান্সভালের মত এখানেও ভারতীয়দের পক্ষে দেশজ স্বর্ণ ক্রয় করা অপরাধ বিশেষ।

কাজেই আমরা চতুর্দিকের বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ আছি। যদি আমাদের জন্য এখানে বা বিলাতে কিছু করার না থাকে তাহা হইলে আজ হউক কাল হউক দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়েরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

ইহা কেবল স্থানীয় প্রশ্নও নহে। 'লণ্ডন টাইমস্' যেমন বলিয়াছেন, 'ইহা ভারতের বাহিরে ব্রিটিশ ভারতীয়দের মর্যাদার প্রশ্ন।' 'থাণ্ডারার' বলেন 'তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে সে মর্যাদা (অর্থাৎ সমান মর্যাদা) লাভে বিফল হইলে অন্য যে কোনও স্থানে তাহা লাভ করা কঠিন হইবে।' আপনারা নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন যে অস্ট্রেলিয়ান্ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের বসবাস বন্ধ করার জন্য আইন পাশ করা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রবিভাগ প্রশ্নটি কি ভাবে বিচার করেন, তাহা জানিতে আমরা উৎসুক রহিলাম।

স্থানীয় সাংবাদিক রাজ্যের রাজা মিঃ সেণ্ট লেগারের সম্পাদনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সংবাদপত্র 'কেপ টাইমস্' যখন প্রকাশিত হইত, তখন উক্ত পত্রিকার ভাষায় এই বিদ্বেষভাবের আসল কারণ প্রকাশ করা যাইতে পারে :

> একাল পর্যন্ত এই ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধি কিছু কম শত্রুতা সৃষ্টি করে নাই। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়াই প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীরা রাজসরকারের মাধ্যমে তাহাদের উপর যে আইন প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে আপাততঃ তাহা তাহাদের নিজের স্বার্থের জন্য অবিচার করার মতই মনে হইবে।

সেই সংবাদপত্রই পুনরায় বলিতেছেনঃ

> ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচার এমনই জাজ্জ্বল্যমান যে তাহারা ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইয়াছে শুধু এই কারণেই তাহাদের উপর কেহ দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের ন্যায় ব্যবহার করিতে চাহিলে—তাহার দেশবাসী সেজন্য লজ্জিত বোধ করিবে। তাহারা যে প্রভাবশালী জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়াছে সেই নিম্নস্তর হইতে তাহাদিগকে উন্নীত করার পক্ষে এই কারণই যথেষ্ট।

১৮৮৯ সালে লিখিত যদি একথা সত্য হইয়া থাকে তবে বর্তমানে তাহার যুক্তিযুক্ততা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে, কারণ মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভাগুলি সম্প্রতি অদ্ভুত ও অসাধারণ তৎপরতা দেখাইয়াছে।

সেখানে আমাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে আরও অনেক আপত্তি তোলা হইয়াছে কিন্তু তাহা ধোপে টিঁকিবে না, এবং সবুজ পুস্তিকায় আমি সেগুলির আলোচনা করিয়াছি। 'নাটাল এড্‌ভারটাইজার' তাহার একটির উল্লেখ করিয়া রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত তাহার প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। আমরা উক্ত পত্রিকার সহিত সম্পূর্ণ একমত। ইউরোপীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত এই পত্রিকাখানি এক সময়ে আমাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রশ্নটি সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে কি দাঁড়ায় তাহা আলোচনা করিয়া পত্রিকাখানি পরিশেষে বলিতেছেনঃ

> হয়ত ভবিষ্যতে দেখা যাইবে যে ভারতীয়দের এ দেশে আসার দরুণ বর্তমানে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে, সম্পূর্ণ বহিষ্করণ নীতি অবলম্বনে তাহা ততটা অপনোদিত হইতে পারে না, যতটা হইতে পারে এখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতি সংস্কার-বর্জিত ক্রম-প্রযুক্ত উন্নতিসাধক আইনের দ্বারা। ভারতীয়দের সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান আপত্তি হইতেছে এই যে তাহারা ইউরোপীয় নিয়মকানুন অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে না। ইহার প্রতিবিধান হইতেছে তাহাদিগকে উন্নততর বাড়ী-ঘরে বাস করিতে বাধ্য করা, তাহাদের মধ্যে নূতন নূতন অভাববোধের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবন ধারণের মান উন্নত করা। সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে এ কাজ সহজসাধ্য, কারণ এই সকল বসবাসকারী সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হইয়া প্রাক্‌কালীন স্থিতাবস্থা রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া নূতন অবস্থায় নিজেদের তুলিয়া ধরুক, এ দাবির সহিত মানবজাতির মহান অগ্রগতির সুসংগতি রক্ষিত হইবে।

আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে এই বিদ্বেষভাবের অনেকটা কারণ হইতেছে, ভারতবর্ষের ভারতবাসী সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার যথোচিত জ্ঞানের অভাব। সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার জন-সাধারণকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের আইনগত অযোগ্যতা সম্পর্কে বিলাত এবং এখানকার জনমতকে আমাদের অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা জানেন যে বিলাতের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় দলই ব্যক্তিনির্বিশেষে আমাদের সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষ সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব লইয়া লণ্ডনের 'টাইমস্' আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া আটটি প্রধান নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিচার বিবেচনায় আমাদের মানসম্মান আর এক ধাপ উঁচু হইয়াছে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের সুরও

অনেকটা নরম হইয়াছে। কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি অনেক দিন হইতে আমাদের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। মিঃ ভাউনাগরী লোকসভায় (পার্লামেণ্ট) প্রবেশ করার পর হইতে যখন তখন আমাদের উদ্দেশ্য লইয়া ওকালতি করিতেছেন।

আমাদের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল লণ্ডনের একজন বলেন :

এই অন্যায় এমনি গুরুতর যে আশা করি লোকে তাহা জানিলেই তাহার নিরাকরণ হইবে। সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও মিত্ররাজ্যে রাজা বা রাণীর ভারতীয় প্রজাদেরও ব্রিটিশ প্রজাগণের অনুরূপ পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হওয়া উচিত, একথার উপর সর্বসময়ে এবং যথোচিত ভাবে জোর দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। আপনাদের এবং আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষে এই অভিমতে দৃঢ় থাকা উচিত। এরূপ সমস্যায় আপোষ মীমাংসা অসম্ভব, কারণ যে কোনও আপোষে ভারতীয়দের ব্রিটিশ প্রজার সেই পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে যে অধিকার তাহারা শান্তিকালে রাজভক্তির এবং যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যের সেবার দ্বারা অর্জন করিয়াছে এবং যে অধিকার ১৮৫৮ সালে মহারাণী কর্তৃক যথারীতি সম্পাদিত ঘোষণার দ্বারা তাহাদিগকে ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং যাহা এখন মহামান্যা মহারাণীর সরকার কর্তৃক সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

আর একখানি পত্রে উক্ত ভদ্রলোক বলিতেছেনঃ

আমার বিশেষ আশা যে পরিশেষে সুবিচার হইবেই। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ ......কেবল আপনাদিগকে সাফল্য লাভ করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে হইবে, বলিতে হইবে যে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জ আমাদের নিজেদের উপনিবেশ এবং স্বাধীন মিত্ররাজ্যে সকলেই সমান,—কারণ তাহারা সম্রাজ্ঞী ও ব্রিটিশ লোকসভা কর্তৃক প্রদত্ত ব্রিটিশ প্রজাগণের পদমর্যাদা হইতে বঞ্চিত।

হাউস অব্ কমন্সের জনৈক প্রাক্তন উদারনৈতিক সদস্য বলিতেছেন :

আপনাদের প্রতি ঔপনিবেশিক সরকার গর্হিত আচরণ করিতেছেন; স্বরাষ্ট্র বিভাগ উপনিবেশগুলিকে তাহাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য না করিলে আপনারা উক্ত বিভাগের নিকট অনুরূপ আচরণই পাইবেন।

জনৈক রক্ষণশীল সদস্য বলেনঃ

আমি জানি যে এই অবস্থায় চারিদিকে বহু অসুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিষয় খুবই স্পষ্ট। আমি যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে একথা বলা মিথ্যা নয় যে ভারতবর্ষের দেওয়ানী মামলার অধীন চুক্তিভঙ্গের অপরাধ দক্ষিণ আফ্রিকায় ফৌজ-দারী আইনের অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। নিঃসন্দেহে ইহা ভারতীয় আইনবিধির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যে অধিকার ভারতের ব্রিটিশ প্রজাগণকে মঞ্জুর করা হইয়াছে ইহার দ্বারা সে অধিকারকেই অমান্য করা হইতেছে বলিয়া আমি মনে করি। আবার ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বুয়র গণতন্ত্রে এবং সম্ভবতঃ নাটালেও ভারতের অধিবাসীদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে অপমানজনক সর্তে কাজ

> করিতে বাধ্য করাই হইতেছে সরকারের প্রত্যক্ষ এবং অকপট অভিপ্রায়। ট্রান্সভালে ব্রিটিশ প্রজাদের স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করার সমর্থনে যে অজুহাত দেওয়া হইয়া থাকে তাহা এতই তুচ্ছ যে তাহার উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

আরও একজন রক্ষণশীল সদস্য বলেন:

> আপনাদের কর্মচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং দাবি ন্যায়সংগত, সেজন্য আমি আপনাদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে ইচ্ছুক।

বিলাতে এই প্রকার সহানুভূতি জাগিয়াছে। আমি জানি এখানেও অনুরূপ সহানুভূতির অভাব নাই, কিন্তু আমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আপনাদের আরও ব্যাপকভাবে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

ভারতে এখন কি করা দরকার সে সম্বন্ধে 'মস্‌লেম ক্রনিকল্‌'এ প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে খুব জোরালো ভাষায় বলা হইয়াছে :

> এখানে দৃঢ় ও প্রবুদ্ধ জনমত এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন সরকার থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানে যে সকল অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি তাহার সহিত সে দেশে যে সকল অসুবিধার জন্য আমাদের দেশবাসীর কল্যাণ ব্যাহত হইতেছে তাহার তুলনা হয় না। অতএব সকল জন-প্রতিষ্ঠানগুলির অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ইহাই উপযুক্ত সময়। আমাদের দেশবাসী যে সকল অন্যায় বহুদিন ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছে—যাহাতে সেগুলি দূরীভূত হয় তজ্জন্য দৃঢ় জনমত সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। বস্তুতঃ এই অন্যায় অত্যাচার দিন দিন এতই অসহ্য ও আপত্তিকর হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে যে অত্যাবশ্যক আন্দোলন একদিনও আর বিলম্বিত হইতে পারে না।

আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি আর একটু বিশদভাবে বলিতেছি। আমরা জানি, যে অপমান ও অমর্যাদা সাধারণ লোকের হাতে আমাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে—সেগুলি স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে দূরীভূত হইতে পারে না। আমরা সেরূপ হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করি না। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রসমূহ তাহাদের বিষয়ে নিন্দা প্রকাশ করিয়া বস্তুতঃ উহার কঠোরতা হ্রাস এবং পরিশেষে সম্ভব হইলে মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমরা সেগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু যাহাতে আইনসভায় সেরূপ বিদ্বেষভাব পুনরায় প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য নিশ্চয়ই আমরা স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট আবেদন জানাইব এবং আশা করিব আমাদের সে আবেদন বিফলে যাইবে না। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে যে কোনও প্রকার আইন আনা হউক না কেন তাহা নামঞ্জুর করিবার জন্য আমরা নিশ্চয়ই স্বরাষ্ট্র সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইব। এইবার

আমি শেষ প্রশ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম—উপনিবেশ ও মিত্ররাজ্যের এই কার্যকলাপে স্বরাষ্ট্র বিভাগ কতদূর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। জুলুল্যান্ড সম্পর্কে এ প্রশ্নই উঠে না। কারণ ইহা রাজার নিজস্ব উপনিবেশ, রাজ্যপালের মাধ্যমে ডাউনিং স্ট্রীট হইতে সরাসরি ভাবে শাসিত। নাটাল এবং উত্তমাশা অন্তরীপের মতো এখানে স্বায়ত্তশাসন বা দায়িত্বসম্পন্ন সরকার নাই। শেষোক্ত দুইটি উপনিবেশের সংবিধানে আছে স্থানীয় লোকসভার যে কোনও আইন রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়া সত্ত্বেও মহামান্যা মহারাণী কর্তৃক দুই বৎসর পরেও বাতিল হইয়া যাইতে পারে। উপনিবেশের উৎপীড়নমূলক আইনব্যবস্থা সম্পর্কে উহা একমাত্র রক্ষাকারী বা নিরাপত্তা বিধান করা হইয়াছে। মহামান্যা মহারাণীর পূর্বকৃত মঞ্জুরি ব্যতিরেকে সরকারের প্রতি রাজকীয় নির্দেশ ও সংবিধানের আইন অনুসারে কতকগুলি বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিতে পারেন না। সেসকল বিলের মধ্যে আছে তাহাদের উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল শ্রেণীগত আইন প্রণয়ন যথাঃ ভোটাধিকার বিল, অথবা অভিবাসন বিল। মহারাণীর হস্তক্ষেপ সেজন্য প্রত্যক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট। যদিও একথা সত্য যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন সম্পর্কে হস্তক্ষেপে স্বরাষ্ট্র বিভাগ তৎপর নহেন—তত্রাচ এমনও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যখন বর্তমান অপেক্ষা অনেক কম জরুরী আইন তাঁহারা কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। যেমন আপনাদের জানা আছে যে এইরূপ হিতকর হস্তক্ষেপের ফলে প্রথম ভোটাধিকার বিল বাতিল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঔপনিবেশিকগণ এরূপ হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সর্বদাই শঙ্কিত। বিলাতে আমাদের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে এবং কয়েকমাস পূর্বে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট যে প্রতিনিধি দল উপস্থিত হন তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন—তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্ততঃ নাটালের সংবাদপত্রগুলির মত অনেকখানি ঘুরিয়া গিয়াছে। ট্রান্সভালে একরারনামা বিদ্যমান আছে। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট সম্পর্কে আমি শুধু বলিতে পারি যে মহারাণীর রাজত্বের যে কোনও অংশের প্রজার প্রতিপক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া মিত্ররাজ্যের পক্ষে অমিত্রসুলভোচিত কাজ। অবস্থা এরূপ বলিয়া আমার ক্ষুদ্র অভিমত এই যে এপ্রকার অসংগত ব্যবস্থা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে আমরা সফল হইতে পারি।

লণ্ডন "টাইমস্"এর প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাতে হস্তক্ষেপের প্রশ্ন এবং সাধারণভাবে সমগ্র প্রশ্নটির আলোচনা আছেঃ—

> সমগ্র প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া এই দাঁড়ায়:—মিত্র সরকারের নিকট হইতে মহামান্যা মহারাণীর ভারতীয় প্রজাগণ কি অপকৃষ্ট ও পতিত (ব্রাত্য) জাতির মত ব্যবহার

পাইবে, না অন্য ব্রিটিশ প্রজাদের মত সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করিবে? বড় বড় মুসলমান সদাগর যাহারা বোম্বাই প্রদেশের বিধান পরিষদে বসিবার যোগ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রে তাহারা কি অমর্যাদা ও অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইবে? আমরা ভারতীয় প্রজাদের পূর্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে তাহাদের দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে তাহাদের নিজেদের বিস্তার ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি করার শক্তির উপর। ব্রিটিশের অধীন প্রত্যেক রাজ্যের প্রজারা যে নিরাপত্তা ভোগ করিয়া থাকে ভারতীয়েরা বিদেশে গিয়া যদি তাহা লাভ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে ভারত সরকার তাহাদের কি জবাব দিবেন? আমাদের সহ-ভারতীয় প্রজারা ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাপ্য অধিকার হারায় এবং বৈদেশিক সরকার তাহাদের প্রতি অধঃপতিত ও সমাজচ্যুত জাতির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদিগকে বৈদেশিক বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা পরিহাস মাত্র।

আর একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছেঃ

মিঃ চেম্বারলেন যদিও প্রতিনিধিদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে সে কাজ বিলম্বিত হইতে পারে এবং নিশ্চয় সহজসাধ্য হইবে না, তত্রাচ তিনি যে "বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা চালানোর" প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার জন্য প্রধানতঃ দরকার কর্তৃপক্ষের সানুগ্রহ মধ্যস্থতা ও প্রভাব বিস্তার। কেপ কলোনী ও নাটালের প্রশ্ন অনেকটা সহজ, কারণ ঔপনিবেশিক দপ্তর তাহাদিগের সহিত অবশ্যই অধিকতর কর্তৃত্বের সহিত কথাবার্তা চালাইতে পারে।

সরাসরি ভাবে সরকারী জবাবের অপেক্ষা রাখে ইহা এমন কোনো প্রশ্ন নহে; এই ব্যাপারটি বহু ব্যাপারের মধ্যে একটি মাত্র, যাহাতে ব্যাপকতর বহু প্রশ্নই এখানে উঠিতেছে। আমরা এমন এক যুগে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে আছি যখন স্থানান্তর গমন সহজ, এবং সময় ও ব্যয়ের দিক হইতে প্রতিদিনই ক্রমশঃ তাহা সহজতর হইয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অংশ জনবহুল, অন্যান্য অংশ অপেক্ষাকৃত জনবিরল—এবং ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হইতে যেখানে লোক সংখ্যা কম সেখানে জনপ্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। যখন আমাদের এবং কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে ও আচার ব্যবহারে প্রজাগণের পার্থক্য থাকে তখন জীবিকা অর্জনের জন্য সেখানে তাহারা বাহির হইতে আসিলে কি করা হইবে? জাতি-বিদ্বেষ, প্রতিকূল মনোভাব, ব্যবসার ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, প্রতিযোগিতার ভীতি প্রভৃতি কেমন করিয়া দমন করা হইবে? ইহার উত্তর অবশ্য যে ঔপনিবেশিক দপ্তরের বুদ্ধি সহকারে পরিচালিত নীতির দ্বারাই তাহা সম্ভব।

যেহেতু ভারতীয়দের প্রয়োজন অতি সামান্য, ভারতের জনসংখ্যা যেরূপ নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে খানিকটা বহির্গমন অবশ্যম্ভাবী এবং এ বহির্গমন বাড়িয়া যাইবেই। ইহা খুবই বাঞ্ছনীয় যে আমাদের শ্বেতাঙ্গদের সহ-প্রজাবৃন্দ ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিবেন যে ভারত হইতে এই বর্তমান জনপ্রবাহের সকল সম্ভাবনাই রহিয়াছে এবং অন্তরীপে জীবিকার খোঁজে আসার পূর্ণ অধিকার ব্রিটিশ ভারতীয়দের আছে, এবং সাম্রাজ্যের সকলের স্বার্থেই এখানে আসিলে তাহাদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করা কর্তব্য। বস্তুতঃ আশঙ্কার কথা এই যে একজন সাধারণ ঔপনিবেশিক

যেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করুন না কেন তিনি আপাতত নিজের স্বার্থের কথাই বেশিমাত্রায় চিন্তা করেন কিন্তু যে সুবৃহৎ সাম্রাজ্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে তাহার ব্যাপকতর স্বার্থ ততটা দেখেন না, এবং হিন্দু বা পার্সির মধ্য হইতে অন্য ব্রিটিশ প্রজাকে চিনিবার পক্ষে তাহার কিছু অসুবিধা আছে। ঔপনিবেশিক দপ্তরের কর্তব্য তাহাকে এ সকল বিষয়ে বুঝাইয়া দেওয়া এবং বর্ণ নির্বিশেষে ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি যাহাতে সদ্ব্যবহার করা হয় ইহাও তাহাদের দেখা উচিত।

অন্যত্র বলা হইয়াছেঃ

ভারতবর্ষে ইংরাজ, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে যে বহু প্রতীক্ষিত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত নূতন শ্রম শিল্প আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা আইনের চক্ষে অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের অনুরূপ মর্যাদা লাভ করিবে কি না। তাহারা ব্রিটিশ অধিকৃত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্বাধীন ভাবে যাইতে পারে কিনা এবং মিত্ররাজ্যের ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দাবি করিতে পারে কি না? অথবা তাহারা পতিত জাতির মত ব্যবহার পাইবে? তাহাদের অতি সাধারণ ব্যবসার ব্যাপারে চলাফেরা করিতে কি তাহাদিগের নিদর্শন পত্র বা 'পাস' লইতে বাধ্য করা হইবে? ট্রান্সভাল সরকারের মত তাহাদিগকে কি তাহাদের স্থায়ী ব্যবসায় কেন্দ্রে অস্পৃশ্য পল্লীতে নির্বাসিত করা হইবে? ভারত সাম্রাজ্যের বাহিরে যে সকল ভারতবাসী তহাদের ভাগ্য অনুসন্ধানে যায় তাহাদের সকলের পক্ষেই এ প্রশ্নগুলি প্রযোজ্য। মিঃ চেম্বারলেনের কথায় এবং ভারতের সংবাদপত্রগুলি যে দৃঢ় সংকল্পের মনোভাব দেখাইতেছেন তাহাতে মনে হয় এরূপ প্রশ্নগুলির কেবল একটি উত্তরই হইতে পারে।

এই পত্রিকা হইতে আমি আর একটি উদ্ধৃতি এখানে যোগ করিবার অনুমতি চাহিতেছিঃ

মিঃ চেম্বারলেনকে যে প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা অত সহজে নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দে প্রকাশ করা যায় না। এক দিকে তিনি বৈদেশিক রাজ্যে ব্রিটিশ প্রজাগণের প্রতীকার সম্পর্কে "সমান অধিকার" ও সুখ সুবিধা লাভ করিবার নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। সে নীতি অগ্রাহ্য করা অবশ্যই সম্ভব নহে। আমাদের ভারতীয় প্রজাগণ গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে ও সাহসিকতার সহিত অর্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাতে তাহারা সকল ইংরাজের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ভারতীয় জাতিবর্গের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য যে সৈন্য সংরক্ষিত আছে তাহাতে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল জাতির শোণিত এবং বীরত্ব যুদ্ধের সময় আমরা কাজে লাগাইব, অথচ শান্তিপূর্ণ কর্ম-উদ্যোগে ব্রিটিশ নামের নিরাপত্তা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিব, ইহা ব্রিটিশ বিচার বুদ্ধির পরিপন্থী। মধ্য এশিয়া হইতে অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলি পর্যন্ত এবং স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্ট সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভারতীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ীগণ ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। যে কোনও প্রকার সরকারের অধীনে যেখানেই ভারতীয়রা যায় সেখানেই তাহারা সেই একই প্রকার কাজের মানুষ, উপকারী, আইনানুগামী,

অভাবে মিতব্যয়ী এবং স্বভাবে পরিশ্রমী। কিন্তু শ্রমজীবী সরবরাহের বাজারে যেখানে যেখানে তাহারা যায় সেখানেই এই সকল গুণের জন্যই তাহারা দুর্ধর্ষ প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায়। মোট সংখ্যায় শত সহস্র হইলেও বহিরাগত ভারতীয় শ্রমিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদিগকে খুব সম্প্রতি বিদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশে দেখা যাইতেছে—তাহাদের সংখ্যা তাহাদিগকে ঈর্ষা ও রাজনৈতিক অবিচারের সম্মুখীন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু জুন মাসে আমরা যে সকল তথ্য সকলের গোচরে আনিয়াছিলাম এবং গত সপ্তাহে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী মিঃ চেম্বারলেনের নিকট বক্তব্য পেশ করিবার সময় যেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে বর্তমানে ভারতীয় শ্রমিকদের উক্তরূপ ঈর্ষা হইতে রক্ষা করার এবং অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজারা যে অধিকার ভোগ করিয়া থাকে তাহারা যাহাতে অনুরূপ অধিকার লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বোম্বাই সহরের লোকের কথাবার্তায় কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের আভাস পাই নাই। আমরা এখনো তরুণ এবং অনভিজ্ঞ, আপনারা আমাদের জ্যেষ্ঠ, আমাদের অপেক্ষা স্বাধীন; আমাদের রক্ষার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন জানাইবার অধিকার আমাদের আছে। উৎপীড়িত আমরা, যন্ত্রণায় আমরা শুধু কাঁদিতে পারি। আপনারা আমাদের কান্না শুনিয়াছেন। আমাদের গলদেশ[১] হইতে যদি দাসত্ব শৃঙ্খল অপসারিত না হয় তাহা হইলে সে অপরাধের বোঝা আপনাদিগকেই বহন করিতে হইবে।[১]

প্রাইস কারেণ্ট প্রেস, মাদ্রাজে ১৮৯৬ সালে মুদ্রিত ও গান্ধীজী কর্তৃক মাদ্রাজ সভায় প্রচারিত তাঁহার উক্ত সভায় প্রদত্ত ভাষণের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

১০· ধন্যবাদ জ্ঞাপন

"হিন্দু" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু
মাদ্রাজ

মাদ্রাজ
২৭ অক্টোবর, ১৮৯৬

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ভারতীয়দের স্বার্থ সমর্থনে মাদ্রাজের জনসাধারণ গত কাল সন্ধ্যায় সংঘবদ্ধ হইয়া যেরূপ আশ্চর্যভাবে সাড়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিলে আমার দিক হইতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[১] দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ ও তাহা অপনোদনের জন্য আহবান জানাইয়া পরে উক্ত সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাইবে। মনে হইল, সভাকে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যেন সকলেই পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতেছেন; বাস্তবিক পক্ষে আমার এই অনুমানই ঠিক। এই আন্দোলনের প্রতি আপনার আন্তরিক সমর্থনের জন্য আপনাকে আমি আমার বিনীত ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত এবং আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি যে যথার্থ ইহাতে বোধ করি তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন মাদ্রাজ মহাজন সভার ভদ্র সম্পাদকমণ্ডলী, ইহা যেন তাঁহাদের নিজেরই কাজ এইভাবে তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সভার আয়োজন ও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি এইমাত্র আশা করি যে এ পর্যন্ত যে সহানুভূতি ও সমর্থন আমরা পাইয়াছি তাহা ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে এবং অল্পকাল মধ্যেই আমরা সুবিচার লাভে সমর্থ হইব। আমি আপনাকে এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতেছি যে গত রাত্রির সভার সংবাদ যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছাইবে তখন তত্রস্থ ভারতীয়দের অন্তর হর্ষ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমাদের মাথার উপর দুঃসময়ের যে কালো মেঘ রহিয়াছে এই প্রকার সভায় অধিবেশন তাহাতে আশার আলোকরেখা ফুটাইয়া তুলিবে। কাল সন্ধ্যায় খুব বিলম্ব হওয়ায় আমার এ মনোভাব আমি প্রকাশ করিতে পারি নাই। সেজন্যই এই পত্রের অবতারণা।

সবুজ পুস্তিকার[১] জন্য কাড়াকাড়ির দৃশ্য আমি সহজে ভুলিব না। পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ আমি প্রকাশ করিতেছি। বইগুলি প্রস্তুত হওয়া মাত্র মহাজন সভার সহৃদয় সম্পাদক মণ্ডলীর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

এম. কে. গান্ধী

"দি হিন্দু" ২৮-১০-১৮৯৬

১১. এফ্‌. এস্‌. তালেয়ারখাঁর নিকট পত্র

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল
কলিকাতা
৫ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিঃ তালেয়ারখাঁ,

আপনার শেষ পত্রখানি ঠিকানা কাটিয়া আমার নিকট এখানে প্রেরিত হইয়াছে। আমার কলিকাতার ঠিকানা জানাইয়া মাদ্রাজ হইতে আপনাকে পত্র লিখি

[১] সবুজ পত্রিকার ১ম সংস্করণ

এবং এখানে আসিয়াও আপনাকে পত্র দিয়াছি। আশা করি আপনি দুইখানি পত্রই পাইয়াছেন।

ইহা খুবই সত্য যে নাটালে যাওয়াতে আপনাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু একথাও ঠিক যে উদ্দেশ্যটি ত্যাগ স্বীকারের যোগ্য।

২০ তারিখের পূর্বে কোরল্যান্ড জাহাজ ছাড়িবার কথা। আমি সেই জাহাজ ধরিবার চেষ্টা করিব। সেই সময়ের মধ্যে আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন ইহাই আমার ইচ্ছা।

নাটালের নূতন ভোটাধিকার আইন সম্পর্কে কি আপনি বিচার করিয়া দেখিবেন, এবং বোম্বাইএর প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ীরা বিনা পারিশ্রমিকে রাজি হইলে তাঁহাদের অভিমত লইবেন? ভোটাধিকার সম্পর্কে স্মারকলিপিতে আপনি বিলটির মূল বক্তব্য বিষয় দেখিতে পাইবেন এবং তাহাতে একজন আইনজ্ঞের মতও দেওয়া আছে। যদি এদেশে কোনও অভিমত পাওয়া যায়, তাহা নাটালে গিয়া আমাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে।

আমার বিশ্বাস আগামী সপ্তাহের শুক্রবারে এখানে সভা হইবে। আগামী কল্য সে বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হইবে।

একান্তই আপনার
এম. কে. গান্ধী

আর্. এফ্. এস্. তালেয়ারখাঁর সৌজন্যে মূল পত্রের নকল।

১২. স্টেট্সম্যানের সহিত সাক্ষাৎকার

ভারতে গান্ধীজীর সফরের সময় কলিকাতার স্টেট্স্ম্যান পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিবরণী।

১০ নভেম্বর, ১৮৯৬

"মিঃ গান্ধী, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিবেন কি?"—স্টেটস্ম্যানের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ গান্ধী উত্তরে বলিলেন—"দক্ষিণ আফ্রিকার বহু অংশে ভারতীয়েরা রহিয়াছে—যথাঃ নাটালের উপনিবেশগুলিতে, উত্তমাশা অন্তরীপে, দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রে, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট্, এবং আরও অন্যান্য স্থানে। এই সকল স্থানে কম বেশি সকল ভারতীয়কেই সাধারণ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া নাটালের

ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করিতেছি। মোট জনসংখ্যার ৫০০,০০০ মধ্যে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। বিভিন্ন আবাদে চুক্তিবদ্ধভাবে কুলির কাজ করাইবার জন্য সর্বপ্রথম মাদ্রাজ ও বাংলাদেশ হইতে ভারতীয়দের লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু, মাত্র কয়েকজন মুসলমান ছিল। চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করিয়া খালাস পাইবার পর তাহারা স্বেচ্ছায় সে দেশে থাকিতে চাহিল, কারণ তাহারা দেখিল যে বাগান করিয়া শাকসব্জি বাজারে বিক্রয় করিলে অথবা তরিতরকারির ফেরি করিলে তাহারা প্রতিমাসে তিন হইতে চার স্টার্লিং পাউন্ড উপার্জন করিতে পারে। এইভাবে বর্তমানে উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং চুক্তির অধীন নহে এমন চুক্তিমুক্ত ভারতীয় আছে, প্রায় ৩০,০০০, এবং যাহারা চুক্তি অনুসারে কাজ করিতেছে—তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০। আর এক শ্রেণীর প্রায় ৫,০০০ ভারতীয় আছে—তাহারা বোম্বাই প্রদেশের মুসলমান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আশায় আকৃষ্ট হইয়াই তাহারা সে দেশে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবসায়ে বেশ ভালই পসার করিতেছে। অনেকে বিস্তর জমিজমার মালিক, আবার দুই জনের জাহাজও আছে। বিশ বৎসর কিম্বা তাহারও বেশিকাল ভারতীয়রা সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং নিজেদের সমৃদ্ধিতে তাহারা সন্তুষ্ট ও সুখী।"

"মিঃ গান্ধী, তাহা হইলে বর্তমানে এই সকল গোলযোগের কারণ কি?"

"ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিছক ঈর্ষা। দেশের আদিবাসীরা আবাদে কাজ করিবে না, এবং ইউরোপীয়রা সে কাজ করিতে পারে না, সেজন্য উপনিবেশ-গুলির ইচ্ছা ছিল শ্রমিক হিসাবে ভারতীয়দের নিকট যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করিয়া লওয়া। কিন্তু যে মুহূর্তে ভারতীয়রা ইউরোপীয়দিগের সহিত ব্যবসায়ীরূপে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল অমনি দেখিতে পাইল যে সংগঠিত উৎপীড়ন ব্যবস্থায় তাহারা পদে পদে বাধা পাইতেছে, অপমানিত হইতেছে, তাহাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিতেছে এবং ক্রমশঃ এই বিদ্বেষ ও পীড়নের মনোভাব উপনিবেশের আইনের মধ্যে আমদানি করা হইয়াছে। বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয়েরা সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত কয়েকটি সর্তের অধীনে শান্তিতে ভোটাধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল এবং ১৮৯৪ সালের রেজিস্টারিতে ৯,৩০৯ জন ইউরোপীয় ভোটারের প্রতিযোগী ভারতীয় ভোটার ছিল ২৫১ জন। কিন্তু হঠাৎ সরকার ভাবিলেন, অথবা ভাবিবার ভান করিলেন যে, এশিয়াবাসীর ভোটের জোরে ইউরোপীয়দের ভোট তলাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, এবং বিধানসভা সমস্ত এশিয়াবাসীকে নির্বাচন-অধিকার-চ্যুত করিয়া একটি বিল আনিলেন, বাদ রহিল কেবল তাহারা, যাহাদের নাম তৎকালে বিধিসঙ্গতভাবে ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়া আছে।

এই বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয়েরা বিধান সভা ও বিধান পরিষদ উভয়ের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন।—কিন্তু উদ্দেশ্য বিফল হইল, এবং বিলটি আইন হইয়া গেল। ভারতীয়রা তাহার পর লর্ড রিপনের নিকট স্মারকলিপি পাঠাইলেন। তিনি তদানীন্তন ঔপনিবেশিক দপ্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। ফলে বিলটি প্রত্যাহৃত হইল এবং তাহার স্থলে একটি আইন পাশ হইল—তাহার বলে যে দেশে এখনও পর্যন্ত পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ভোটাধিকারে সংগঠিত নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান নাই সে দেশের 'আদিবাসী অথবা তাহাদের কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না, যদি না সে প্রথম হইতেই স-পরিষদ রাজ্যপালের অনুমতিতে এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।' যাহাদের নাম বিধিমত ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে—তাহারাও এই আইন হইতে অব্যাহতি পাইয়া গেল। এই বিল সর্বপ্রথম মিঃ চেম্বারলেনের নিকট পেশ করা হয়। কার্যতঃ তিনি ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। তবু ইহাতে বাধা দেওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছি, এবং যাহাতে উহা নাকচ হইয়া যায় সেজন্য আমরা মিঃ চেম্বারলেনের নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠাইয়াছি। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি—ঠিক তাহাই পাইব বলিয়া আশা করিতেছি।"

"তাহা হইলে আমরা কি ইহাই বুঝিব"—সাক্ষাৎকারী প্রশ্ন করিলেন—"নাটালের ভারতীয়েরা যাহাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই হইতেছে কুলি, যাহারা কখনই তাহাদের নিজের দেশে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবার উচ্চাশা পোষণ করিত না, তাহারা কি নাটাল রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনে ইচ্ছুক?"

"কখনই না"—মিঃ গান্ধী উত্তর দেন—"সরকার ও জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত আমাদের সকল প্রকার বক্তব্যের মধ্যে আমরা অত্যন্ত সাবধানে একথা জানাইয়া দিয়াছি যে ইউরোপীয় অধিবাসীদের তুলনায় আমাদের উপর যে বিরক্তিকর অযোগ্যতাসমূহ আরোপিত হইয়াছে কেবল তাহা অপসারণ করাই হইতেছে আমাদের আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য—কারণ আমাদের বিশ্বাস আমাদিগকে অবনমিত করার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। ভারতীয়দের লইয়া উপনিবেশ স্থাপন ব্যাপারে আরও অধিক নিরুৎসাহ করিবার উদ্দেশ্যে নাটাল ব্যবস্থাপক সভা একটি বিল পাশ করিয়াছে তাহাতে যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়রা উপনিবেশে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে চুক্তিবন্ধ অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং যদি প্রথম পাঁচ বৎসরের মেয়াদ অন্তে তাহারা পুনরায় চুক্তিবন্ধ হইতে নারাজ হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠান হইবে, অথবা যদি তাহারা ভারতে ফিরিয়া যাইতে

না চাহে তাহা হইলে প্রতি বৎসর মাথাপিছু ৩ পাউণ্ড কর দিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯৩ সালে নাটাল হইতে যে 'কমিশন' ভারতে গিয়াছিল তাহাদের এক তরফা প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকার বাধ্যতামূলক চুক্তিবদ্ধতা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও ভারত সরকার উভয়ের কাছেই স্মারকপত্র প্রেরণ করিতেছি।"

সাক্ষাৎকারী মিঃ গান্ধীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—"শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের হাতে প্রতিদিন ভারতীয়েরা যে নিগ্রহ ভোগ করিতেছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি।"

"হ্যাঁ, ঠিক"—তিনি উত্তর দিলেন "এবং আইন তাহাদের এই উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা সমর্থন করে—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। আইন বলে,—ভারতীয়েরা ফুটপাথে চলাফেরা না করিয়া যেন রাস্তার মধ্য দিয়া যায়, রেলে যেন তাহারা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে না বেড়ায়, তাহারা যেন নিদর্শনপত্র বা 'পাস' ছাড়া রাত্রি ৯টার পর বাড়ির বাহিরে না আসে, গবাদি পশুচারণের ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগকে 'পাস' লইতেই হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিশেষ বিশেষ আইনের অত্যাচার কল্পনা করুন! এই আইনগুলি লঙ্ঘন করিলে ভারতীয়দের মধ্যে উচ্চসম্মানী ব্যক্তিরা যাহারা আপনাদের বিধান পরিষদে বসিবার যোগ্য—প্রতিদিন পুলিশ কর্তৃক অপমানিত, প্রহৃত ও গ্রেপ্তার হইতেছে। আইনঘটিত এই সকল অযোগ্যতা ছাড়াও সামাজিক অনুপযুক্ততাও আছে। কোনও ভারতীয়কে ট্রামগাড়ী, সাধারণ ভোজনালয় এবং সাধারণ স্নানাগারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"বেশ, কিন্তু মিঃ গান্ধী, মনে করুন আপনি আইনঘটিত অযোগ্যতা অপসারণে কৃতকার্য হইলেন,—সামাজিক অনুপযুক্ততা সম্পর্কে কি করিবেন? আপনি বিধান সভায় কাহাকেও সদস্যরূপে পাঠাইতে সমর্থ নহেন, এ চিন্তা অপেক্ষা এগুলি কি আপনাকে শতগুণ পীড়া দিবে না, ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিবে না?"

মিঃ গান্ধী বিদায় অভিবাদন কালে একটু সংশয়ের সহিত বলিলেন—"আমরা আশা করি, যখন আইনঘটিত অযোগ্যতা দূর হইবে তখন সামাজিক উৎপীড়নও ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে।"

দি স্টেটস্‌ম্যান, ১২-১১-১৮৯৬

১৩· দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

কালকাতা

১৩ নভেম্বর, ১৮৯৬

'ইংলিশম্যান'-এর
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু
কলিকাতা

মহাশয়,

"মোহনলালকে (আমার নিজের নাম) পাঠাইয়া দিন—'রোড' ভারতীয়-দিগকে নির্দিষ্ট অঞ্চলবিশেষে যাইতে বাধ্য করিতেছে।" এই কথাগুলি একখানি টেলিগ্রামের।—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানীর বোম্বাইস্থিত প্রতিনিধি গতকল্য উহা নাটাল হইতে পাইয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি অনুগ্রহ পূর্বক সংবাদটি আমাকে তারযোগে জানাইয়াছেন। এজন্য তাড়াতাড়ি আমার কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার দরকার। 'রোড্' কথাটি ভুল। আমার বিশ্বাস ইহা 'রোডস্'[১] অর্থাৎ কেপ সরকারকে বুঝাইতেছে। অতএব এই সংবাদের অর্থ হইতেছে এই যে কেপ সরকার ভারতীয়দিগকে অঞ্চল বিশেষে যাইতে বাধ্য করিতেছে। ইহা অসম্ভবও নয়, কারণ কেপ লোকসভা ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে ভারতীয়দের অঞ্চল বিশেষে স্থানান্তরিত করার ক্ষমতা দিয়াছেন। তত্রাচ সমগ্র ভারতীয় বিষয়টি মিঃ চেম্বারলেনের নিকট অমীমাংসিত বলিয়া সে ক্ষমতা কার্যত প্রয়োগ এখন কিছু দিনের মত স্থগিত রাখিতে পারা যাইত।

তারবার্তায় উল্লিখিত প্রশ্নটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ—এবং সে সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মনের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তাহারা এই অসম্মান তীব্রভাবে অনুভব না করিলে, এ প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ তারবার্তা পাঠাইত না। এই অপসারণের ফলে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কল্যাণের কথা কে গ্রাহ্য করে?

[১] পরে গান্ধীজী বুঝিতে পারেন যে মূল টেলিগ্রামে ব্যবহৃত শব্দটি ছিল "র‍্যাড্"—উহা ওলন্দাজ ব্যবস্থাপক সভার সমানার্থবোধক। ৩০শে নভেম্বর (১৮৯৬) তারিখে ইংলিশম্যান পত্রিকাকে লিখিত গান্ধীজীর পত্র দ্রষ্টব্য। ১২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

দি লণ্ডন 'টাইমস্' বলিতেছেন :

ভারতবর্ষে ইংরেজ, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় আজ যে প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে,—তাহা হইতেছে এই যে বহু প্রতীক্ষিত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত নূতন শ্রম-শিল্প আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকগণ আইনের চক্ষে অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের অনুরূপ মর্যাদা লাভ করিবে কিনা, তাহারা ব্রিটিশ অধিকৃত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্বেচ্ছায় যাইতে পারিবে কিনা, তাহারা মিত্ররাজ্যের ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দাবি করিতে পারিবে কিনা? আজ এই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে। সমাজচ্যুত জাতি হিসাবে তাহাদের প্রতি ব্যবহার করা হইবে—এবং সাধারণ কর্ম-ব্যপদেশে ভ্রমণের সময় তাহাদিগকে অনুমতিপত্র ও ছাড়পত্রের ব্যবস্থার অধীন রাখা হইবে, এবং ট্রান্সভাল সরকার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন সেইভাবে তাহাদিগকে তাহাদের ব্যবসায়ের স্থায়ী কেন্দ্র গর্হিত পল্লীতে নির্বাসিত করা হইবে, ইহাই কি ভবিষ্যতের বিধান? ভারত সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে যে সকল ভারতীয় তাহাদের ভাগ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের সকলের প্রতিই এই প্রশ্নগুলি খাটে। মিঃ চেম্বারলেনের কথা এবং সকল শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্র সুদৃঢ় মনোভাব পোষণ করিতেছেন—তাহাতে দেখা যাইতেছে যে সে সকল প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই হইতে পারে।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এ প্রশ্ন বর্তমানে যে সকল ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছে শুধু তাহাদিগেরই নহে—যাহারা ভারতের বাহিরে ভাগ্যান্বেষণে যাইতে ইচ্ছা করে উহা তাহাদের সকলেরই জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করিবে এবং এ প্রশ্নের মাত্র একটি জবাবই আছে। আমি আশা করি তাহার একটি জবাবই হইবে।

যদি ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় সংস্থাগুলিকে, সে দেশের ভারতীয়দের উপর যে আইনগত অযোগ্যতার ভার চাপান হইয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হয় এবং যদি দুর্ব্যবহারের নিন্দা করিয়া প্রত্যেক সহরে [illegible] করিতে হয়, তাহা হইলে খুব বেশি কিছু করা হইল বলিয়া আমি মনে করিব না।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সরকার এই ব্যাপারে কিরূপ তৎপরতা দেখাইতেছেন, এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী এ বিষয়ে কৃতকার্য হইবার জন্য তাঁহারা বিলাতে ঔপনিবেশিক দপ্তরের উপর কিরূপ চাপ দিতেছেন, স্থানীয় জনসাধারণের তাহা জানা প্রয়োজন। সারা দেশময় জনসভা ডাকিয়া "কুলি"দের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন সরকারকে বলা হইতেছে। বিভিন্ন সহরের পৌর-প্রধানেরা (মেয়র) কংগ্রেসে সম্মিলিত হইয়া এশিয়া হইতে জনসমাগম সীমিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাব পাশ করিতেছেন। কেপের মুখ্যমন্ত্রী স্যার গর্ডন স্প্রিগ্ এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক দপ্তরের সহিত সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন—এবং তিনি সন্তোষজনক ফলের আশা রাখেন। মিঃ মেডন্ নাটালের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্—তাঁহার শ্রোতাদের বলিতেছেন যে

ইংলণ্ডস্থিত উপনিবেশের বন্ধুগণ মিঃ চেম্বারলেনের নিকট উপনিবেশের মতামত দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। নাটালের মুখ্যমন্ত্রী স্যার জন রবিনসন্ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মিঃ চেম্বারলেনের সহিত রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় সকল সংবাদপত্রই উপনিবেশের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টির আলোচনা করিতেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে—এগুলি তাহাদের কয়েকটি মাত্র। লোকসভার একজন প্রাক্তন সদস্য বলিতেছেন—"সমস্ত যুদ্ধটাই সমানে সমানে নহে—কিন্তু ন্যায় আমাদেরই পক্ষে।" যদি আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত ও পবিত্র না হইত তাহা হইলে বহু দিন আগেই ইহার বিনাশ হইয়া যাইত।

আর একটি বিষয় আছে—উহার প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রশ্নটি এখন মুলতুবি আছে। বহুদিন তাহা অমীমাংসিত থাকিতে পারে না। যদি ভারতীয়দের প্রতিকূলে ইহার মীমাংসা হয়—তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্নটি উত্থাপন করা কঠিন হইবে। অতএব ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে আমাদের হইয়া কাজ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। নতুবা আর কখনই উহা সম্ভব হইবে না। রক্ষণশীল দলের জনৈক প্রখ্যাত সদস্য বলেন যে "অন্যায় এমনি গুরুতর যে তাহা কেবল জানা দরকার এবং আমি আশা করি, জানিলেই তাহার প্রতিবিধান হইতে বাধ্য।"

হ্যাঁ মহাশয়, সক্রিয়ভাবে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আমি ইঙ্গ-ভারতীয় জনসাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। সমাজের একটি সংস্থা বা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আমাদের যোগাযোগকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। আমরা সকলের কাছেই সাহস করিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং সকলের নিকট হইতেই সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। বহুকাল হইতে লণ্ডন "টাইমস্" এবং "টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" আমাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। মাদ্রাজের সকল সংবাদপত্রই আমাদের পুরাপুরিভাবে সমর্থন করিয়াছেন। অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিয়া আপনারা আমাদিগকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির নিকট হইতে আমরা বহু মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছি। মিঃ ভাউনাগরী পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া অবধি আমাদের স্বার্থ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক রহিয়াছেন। কালাকাল বিবেচনা না করিয়া তিনি আমাদের অভিযোগের বিষয়গুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। হাউস অফ্ কমন্সের রক্ষণশীলদলের অন্য বহু সদস্য আমাদিগকে তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছেন। সেজন্য শুধু প্রচলিত নিয়ম বা শিষ্টাচারের খাতিরেই আমরা যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাইতেছি তাহা নহে। আমি আপনার সকল সহযোগীকেই আমার এই

চিঠি নকল করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার পক্ষে সম্ভব হইলে[১] অন্যান্য সংবাদপত্রে এই চিঠির নকল আমিই পাঠাইয়া দিতাম।

এম. কে. গান্ধী

দি ইংলিশম্যান—১৪-১১-১৮৯৬

১৪· ''ইংলিশম্যান''-এর সহিত সাক্ষাৎকার

গান্ধীজির কলিকাতা থাকাকালীন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বিরূপতা কখন হইতে প্রথম প্রকাশ পাইতে থাকে। এইপ্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি কি বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অভিপ্রবাসের প্রথম দিন হইতেই তাহাদের প্রতি সকল সময়েই একটা বিরূপতার ভাব দেখা যাইত। কিন্তু যখন হইতে আমাদের দেশের লোক সেখানে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল ঠিক সেই সময় হইতেই বিরূপতা স্পষ্ট হইয়া আইনগত অযোগ্যতা আরোপের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে।"

"তাহা হইলে আপনি যে সকল অভিযোগের কথা বলিতেছেন সেগুলি ব্যবসায় ক্ষেত্রের ঈর্ষা হইতে উদ্ভূত, এবং স্বার্থ-প্রণোদিত?"

"অবিকল তাই। সকল ব্যাপারের গোড়ার কথাই এই। ঔপনিবেশিকগণ চায় যে আমরা সরিয়া পড়ি, কারণ আমাদের ব্যবসায়ীরা যে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কৃতকার্য হয় ইহা তাহারা পছন্দ করে না।"

"সে প্রতিযোগিতা কি আইনসঙ্গত? অর্থাৎ ন্যায়সম্মত ও খোলাখুলি ভাবে কি সে প্রতিযোগিতা করা হয়?"

"খোলাখুলি ভাবেই এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে এবং ভারতীয়েরা সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত ও আইনসঙ্গত ভাবেই উহা করিয়া থাকে। ব্যবসায়ের সাধারণ বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিলে বোধহয় বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ব্যবসায়ে নিযুক্ত ভারতীয়দের মধ্যে বেশির ভাগ লোক ইউরোপীয়-দের পাইকারি দোকান হইতে মালপত্র লইয়া দেশের নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। আমি বলিতে পারি, কেন তাহা হইলে নাটাল উপনিবেশ—যাহার বিষয় আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষ করিয়া বলিতেছি—এই ভ্রাম্যমাণ

[১] ১৩ই নভেম্বর গান্ধীজি কলিকাতা ত্যাগ করেন। ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতাদের উপর মাল সরবরাহের জন্য নির্ভর করে? আপনি জানেন, যে সকল স্থানে দোকানপাট নাই বলিলেই হয়, থাকিলেও তাহা সহর হইতে অনেক দূরে,—তাহাদের অভাব মোচন করিয়া ভারতীয়েরা সৎপথে তাহাদের জীবিকা অর্জন করে। বলা হয় যে ছোট ছোট ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ইহাতে উৎখাত হইয়া গিয়াছে। ইহা কিছুটা সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। তাহারা দোকানেই বসিয়া থাকে—ক্রেতারা তাহাদের কাছে আসিতে বাধ্য হয়। সেজন্য ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে যখন ভারতীয় ব্যবসায়ী খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্রেতাদের নিকট জিনিসপত্র লইয়া যায়, তখন তাহা সহজেই বিক্রয় হইয়া যায়। তাহা ছাড়া যত কম রাস্তাই হউক না কেন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কখনই জিনিস ফেরি করিতে বাহির হইবে না। ভারতীয়দের ব্যবসা করিবার ক্ষমতা এবং সাধারণতঃ তাহাদের সততা সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ বোধহয় ইহাই যে তাহারা বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে ধারে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে—এবং বাস্তবিক পক্ষে তাহারা এই ভারতীয়দের সাহায্যেই তাহাদের বেশির ভাগ ব্যবসা করিয়া থাকে। একথা সকলেই জানে যে নাটালে ভারতীয়দের প্রতি এই বিরুদ্ধভাব অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ এবং কোনও মতেই তাহা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অনেক অংশের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করে না।"

"নাটালে অবস্থিত ভারতীয়দের উপর আরোপিত আইনগত ও অন্যান্য বিষয়ের অযোগ্যতা সংক্ষেপে কি কি?"

"বেশ। প্রথমতঃ ধরা যাক—'সান্ধ্য আইন',—এই আইন অনুসারে অশ্বেতকায় সকল চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যকে মনিবের নিকট হইতে প্রাপ্ত—"পাস" বা নিদর্শনপত্র দেখাইতে হয় বা নিজের সম্বন্ধে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হয়—অন্যথায় রাত্রি ৯টার পর বাহিরে যাওয়া তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এরূপ আইন চালু করিবার কারণ এই যে পুলিশের দ্বারা ইহা উৎপীড়নের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। সম্ভ্রান্ত সুন্দর পোযাক পরিহিত শিক্ষিত ভারতীয়কেও সময় সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া অপমান সহ্য করিতে হয়, হাজতে তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়, সারা রাত্রি তাহাকে বন্দী অবস্থায় কাটাইতে হয়, এবং পরের দিন সকালে তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করিলে তাহার সত্য পরিচয় প্রমাণিত হইলেও কোনরূপ ত্রুটিস্বীকার না করিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এরূপ ঘটনা একেবারেই বিরল নহে। তাহার পর ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রশ্নও আছে—সে প্রশ্নটি আপনারা যে প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আসল কথা হইতেছে এই যে ঔপনিবেশিকগণ চায় না যে ভারতীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতির একটি অংশবিশেষ হইয়া গড়িয়া উঠুক—সেই জন্যই তাহাদের নিকট

হইতে ভোটাধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।—তাহারা ভৃত্য হইয়া থাকুক—ইহা সহ্য করা যাইতে পারে কিন্তু নাগরিক হিসাবে কখনই নহে।"

"বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেশে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের এই প্রশ্ন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব কি?"

"ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যিনি অন্য দেশের অধিবাসী না হইয়াও স্বাধীনভাবে যে সকল অধিকার ও সুখসুবিধা ভোগ করিতেছেন ঠিক তাঁহারই মতন সেগুলি ভোগ করিবার দাবি করেন। রাজনীতির দিক হইতে বলিতে গেলে ভারতীয়েরা ভোট দিতে চাহে না; কিন্তু সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার অপমানে তাহারা রুষ্ট হইয়াছে—একমাত্র সেই কারণেই তাহারা উহার পুনরুদ্ধার কল্পে আন্দোলন করিতেছে। তাহা ছাড়া, সমস্ত ভারতীয়কে এক শ্রেণীভুক্ত করা এবং উন্নততর শ্রেণীকে যথাযোগ্য স্থান দিতে অস্বীকার করাকে তাহারা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে করিতেছে। এমনকি আমরা এ প্রস্তাবও করিয়াছি যে সম্পত্তিগত গুণবত্তার মান বাড়াইয়া দেওয়া হউক, এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রবর্তন করা হউক, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রত্যেক ভারতীয় ভোটদাতার যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইবে। কিন্তু আমাদের সে প্রস্তাব অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয়রা যাহাতে চিরকালের জন্য অসহায় অবস্থায় থাকে সেজন্য দুর্নাম দিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই হইতেছে একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার উপর আরও আছে—চুক্তির মেয়াদ সম্পূর্ণ করিয়া যাহারা সে-দেশে থাকিয়া যায়—বাৎসরিক মাথাপিছু ৩ পাউন্ড কর তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের বিপর্যস্ত করা হয়। ইহা ছাড়া—ভারতীয়দের কোনও সামাজিক পদমর্যাদা নাই: বস্তুতঃ তাহাদিগকে সমাজের কুষ্ঠরোগী—জাতিভ্রষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। সকল রকমের অপমানের বোঝা চাপানো হয় তাহাদের উপর—যে অবস্থার লোকই হউক না কেন, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় মাত্রেই "কুলি" এবং সেই ভাবেই তাহার প্রতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। রেলগাড়ীতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী ছাড়া তাহাদের চড়িবার উপায় নাই, নাটালে যদিও তাহাদের ফুটপাথে চলিবার অনুমতি আছে, অন্য রাজ্যে সে অনুমতিও নাই।"

"এ সকল রাজ্যে ভারতীয়রা কিরূপ ব্যবহার পায় আপনি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবেন কি?"

"জুলুল্যান্ডের নন্দওয়েনি এবং এশাওয়ে সহরে কোনও ভারতীয় ভূসম্পত্তি কিনিতে পারে না।"

"এ নিষেধ কেন চাপানো হইয়াছে?"

"দেখুন, জুলুল্যাণ্ডে প্রথম প্রতিষ্ঠিত সহর মেলমথে এপ্রকার কোনও

আইন ছিল না, এবং সে সুযোগে নাটালের ভারতীয়রা সেখানে যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করে—তাহার মূল্য প্রায় ২,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। তাহার পর এই নিষেধ জারি হয়, এবং তাহা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সহরগুলিতে প্রযোজ্য হয়। ইহা সম্পূর্ণ ব্যবসায় ক্ষেত্রের ঈর্ষা,—ভয়,—পাছে ভারতীয়রা নাটালের মতো জুলুল্যাণ্ডে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে।"

"অরেঞ্জ রিভার ফ্রি স্টেটে" "কাফ্রি"দের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া ভারতীয়দের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইয়াছে। তাহারা স্থাবর সম্পত্তি রাখিতে পারে না, এবং সেই রাজ্যের প্রত্যেক ভারতীয় বসবাসকারীকে বাৎসরিক ১০ শিলিং করিয়া কর দিতে হয়। এই স্বেচ্ছাচারমূলক আইনে কি পরিমাণ অবিচার করা চলে তাহা একটি ঘটনা হইতে বোঝা যাইতে পারে। যখন এই আইন ঘোষিত হয় তখন কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ না দিয়াই ভারতীয়দের —(যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী)—রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। তাহাতে তাহাদের ৯,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ট্রান্সভালের অবস্থাও কোনক্রমে ইহা অপেক্ষা ভাল নহে। সেখানে এমন আইন পাশ করা হইয়াছে যাহাতে ভারতীয়দের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র বাস করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক শেষোক্ত বিষয়ে মামলা আদালতে বিচারাধীন অছে। একপ্রকার বিশেষ রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয় ৭ পাউণ্ড, রাত্রি নয় ঘটিকার আইন এখনও বলবৎ আছে, ফুটপাথে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ (অন্ততঃ জোহানেসবার্গে এইরূপ নিষেধ আছে), রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়া বারণ। তাহা হইলেই দেখুন ট্রান্সভালে ভারতীয়দের জীবন মোটের উপর প্রীতিকর নহে। তত্রাচ এই সকল আইনগত অযোগ্যতা এবং অকারণ অপমান, অমর্যাদা সত্ত্বেও, মিঃ চেম্বারলেন হস্তক্ষেপ না করিলে, ভারতীয়দের সামরিক চাকুরি লইতে বাধ্য করা হইবে। সৈন্য সংগ্রহ সম্পর্কিত সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ প্রজারা এ প্রকার চাকুরি গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, কিন্তু যখন ট্রান্সভালের ব্যবস্থাপক সভা এ বিষয়টি বিবেচনা করিতেছিলেন তখন সেই প্রস্তাবের সঙ্গে—ব্রিটিশ প্রজা বলিতে "শ্বেতকায়" জাতিকেই বুঝাইবে এরূপ একটি প্রস্তাব জুড়িয়া দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে ভারতীয়রা অবশ্য স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। এরূপ প্রস্তাবের অনুসরণে কেপ সরকার ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে ভারতীয়দের ব্যবসা করা, ফুটপাথে চলা, নিষিদ্ধ করিবার এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস সীমাবদ্ধ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাহা হইলেই দেখুন, দক্ষিণ আফ্রিকার সকল স্থানে ভারতীয়দের সম্মুখে কি ভীষণ সংকট সৃষ্টি করা হইয়াছে। তবুও আমরা কোনও বিশেষ প্রকার সুবিধা চাহি না, আমরা কেবল ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবি করিতেছি। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ নহে, কিন্তু স্বাধীনভাবে আমাদিগকে ব্যবসা করিতে দেওয়া হউক এবং সে সম্পর্কে আমরা জাতিহিসাবে সম্পূর্ণ উপযুক্ত একথা স্বীকার করা হউক, আমরা কেবল ইহাই চাহিতেছি। আমরা মনে করি ইহা আমাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি।”

“অভিযোগের বিষয়গুলি সম্পর্কে এই পর্যন্ত থাক-মনে হইতেছে এগুলি সারা দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছে। এখন, মিঃ গান্ধী, বলুন তো, আদালতে ভারতীয় উকিলদের অবস্থা কিরূপ?”

“ও! আদালতে জাতিনির্বিশেষে উকিল ও এটর্নির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। আদালতে আপন আপন যোগ্যতার প্রশ্নই কেবল ধর্তব্য। উপনিবেশে অনেক উকিল আছেন, কিন্তু মোটের উপর মামলা মোকর্দমা চালানো সম্পর্কে প্রতিভা বা দক্ষতা খুব উচ্চ-ধরণের আছে একথা বলা যায় না। অনেক ইউরোপীয় উকিলও দেখা যায়, এবং একথা বলাই বাহুল্য যে যাহাদের বিলাতের শিক্ষা আছে, ডিগ্রী আছে, তাহারাই আদালতের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখে। তবে আমার বোধহয় বিলাতের ডিগ্রীই ইহার কারণ—আমাদের মধ্যে যাঁহারা সে ডিগ্রী লইয়াছেন তাঁহাদের আপেক্ষিক স্থান প্রায় সমানস্তরে। যাহাদের শুধু ভারতের ডিগ্রী আছে—তাহাদের কোনও স্থান নাই। আমার বিশ্বাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় আইনজীবীদের সুযোগ আছে—যদি ভারতীয়েরা তাহাদের দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়।”

অতঃপর মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে নিজের মতামত খুলিয়া না বলাই সংগত মনে করেন।

দি ইংলিশম্যান, ১৪-১১-১৮৯৬

১৫· পুনা সহরে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৮৯৬ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে পুনার যোশী হলে সার্বজনিক সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীদের অভিযোগের বিষয় সম্পর্কে গান্ধীজী একটি বক্তৃতা দেন—উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আর· জি· ভাণ্ডারকর। গান্ধীজীর বক্তৃতার পর লোকমান্য তিলক কর্তৃক আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়—ইহার সদস্য নির্বাচিত হন ডাঃ ভাণ্ডারকর, লোকমান্য তিলক, অধ্যাপক জি· কে· গোখেল প্রমুখ আরও ছয় জন। ভারতীয়দের উপর যে আইনগত অযোগ্যতা আরোপিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি

পেশ করিবার জন্য এই কমিটির উপর ভার অর্পণ করা হয়। সাধারণতঃ যে সকল স্থান হইতে পাওয়া উচিত সে সকল স্থান হইতে গান্ধীজির বক্তৃতার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গান্ধীজির বক্তৃতা সম্পর্কে উল্লেখযুক্ত নিম্নের বিবরণটি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের জন্য পুনা হইতে প্রস্তুত গোপনীয় বিবরণীর নকল।

১৬ই নভেম্বর, ১৮৯৬

"বক্তৃতাটি প্রধানতঃ এ বিষয়ে রচিত কোনও পুস্তিকা[১] হইতে উদ্ধৃতির সমষ্টি—তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে উহার উপর ক্রমান্বয়ে মন্তব্য করা হইয়াছে। এই পুস্তিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের প্রতি যে বহু প্রকার অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে তাহার বিবরণ আছে, এবং কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগগুলি পেশ করিবার জন্য যাঁহারা মিঃ গান্ধীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তত্রস্থ ভারতীয়দের প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত সেইসকল ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়া এই পুস্তিকাখানি শেষ করা হইয়াছে।

সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করিয়া যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতিসাধন করা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বক্তা শ্রোতাদের অনুরোধ জানান।"

বোম্বাই পুলিস বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার ১৮৯৬ (৪০৫ পৃঃ)।

১৬. বড়লাটের নিকট টেলিগ্রাম[২]

৩০ নভেম্বর, ১৮৯৬

আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিকট হইতে যে তারবার্তা পাইয়াছি তাহাতে বলা হইয়াছে যে ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাইতে বাধ্য করিতেছেন। পরীক্ষামূলক মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও

[১] সবুজ পুস্তিকা

[২] ১-১২-১৮৯৬ তারিখের বেংগলীতে প্রকাশিত বড়লাটের নিকট প্রেরিত গান্ধীজীর টেলিগ্রামের সম্পূর্ণ বক্তব্যের ভিত্তিতে ইহা প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বে অনাবশ্যক কাগজপত্র যেমন প্রায়শঃ নষ্ট করিয়া ফেলা হইত তেমনি এই সময়কার সংশ্লিষ্ট সরকারী ফাইলের সংগে এতৎসংক্রান্ত ফাইলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেজন্য বড়লাট কর্তৃক প্রাপ্ত মূল টেলিগ্রাম পাওয়া যায় নাই। এই টেলিগ্রামের একটি নকল গান্ধীজী "দি টাইম্স অফ্ ইণ্ডিয়া" সংবাদপত্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন—তাহা সম্পাদন করিয়া এবং শেষ বাক্যটি বাদ দিয়া উহার ৩০-১১-১৮৯৬ তারিখের সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়।

কিছু করা স্থগিত রাখার জন্য মিঃ চেম্বারলেন যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে তৎসত্ত্বেও এরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। বেশি কিছু না হইলেও ট্রান্সভাল সরকারের এ কার্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক ভব্যতা লংঘন করা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি এবং প্রার্থনা জানাই যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে অপসারণ বন্ধ রাখিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হউক। শত শত ব্রিটিশ ভারতীয়ের জীবন আজ বিপন্ন।

দি বেঙ্গলী, ১-১২-১৮৯৬

১৭· দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

বোম্বাই
৩০ নভেম্বর, ১৮৯৬

"ইংলিশম্যান"-এর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু
কলিকাতা

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অভিযোগের বিষয় লইয়া লিখিত আমার ১৩ই তারিখের পত্র সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত মূল টেলিগ্রামটি আমি ঘটনাক্রমে পড়িয়া দেখিয়াছি। আমি কলিকাতায় যে তারবার্তা পাই—তাহাতে "রোড" কথাটি আছে "র‍্যাড্‌" নহে। ইহার অর্থ এখন পরিষ্কার হইয়া গেল। ব্যাপারটি এই যে ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাইতে বাধ্য করিতেছেন। ইহাতে ব্যাপার সম্ভবতঃ আরও ঘোরালো হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার ঐ গণতন্ত্রের ভারতীয়দের সম্পর্কে সালিশীর রায় মানিয়া লইয়া ২৪শে জুন (১৮৯৫) তারিখের একখানি টেলিগ্রামে বলিতেছেন :

> ভারত সচিব ভারতীয়দের নিকট হইতে এই মর্মে একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে স্থানান্তরে বলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের উপর হুকুম জারি করা হইয়াছে—এ কার্য স্থগিত রাখিবার জন্য তাহারা তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছে। সেজন্য আমি আপনার মহামান্য সরকারের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে যতদিন পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব ও ১৮৯৩ সালের ইস্তাহার বাতিল না হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের আদালতে পরীক্ষামূলক মামলার বিচার না হয় এবং

সালিশীর এই রায় অনুসারে আইনের সামঞ্জস্য বিধান করা না হয় ততদিন এরূপ ব্যবস্থা স্থগিত রাখুন।

উল্লিখিত প্রস্তাব ও ইস্তাহার বাতিল করা হইয়াছে, কিন্তু আমি যতদূর জানি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যে সকল সংবাদপত্র আমি নিয়মিত পাইতেছি তাহা হইতে বুঝা যায় যে পরীক্ষামূলক মামলার বিচার হয় নাই। অতএব প্রত্যক্ষতঃ ট্রান্সভাল সরকারের এ কাজ সময়োচিত নহে, এবং আমার মনে হয়, ইহার দ্বারা আন্তর্জাতিক সৌজন্য লঙ্ঘন করা হইতেছে। আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের সম্পত্তির মূল্য ১০০,০০০ পাউন্ডের অধিক এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হইলে তাহা কার্যতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব এই প্রশ্নের প্রত্যক্ষ দিক হইতেছে এই যে মহামান্য মহারাণীর শত শত প্রজার অস্তিত্ব এখানে বিপন্ন,—তাহাদের একমাত্র অপরাধ হইতেছে এই যে তাহারা "সংযমী, মিতব্যয়ী, এবং পরিশ্রমী।"

আমার নিবেদন এই যে বিষয়টির প্রতি ভারতের সমগ্র জনসাধারণের অবিলম্বে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যে কর্তব্য—সে দাবি নিশ্চয় করা যায়।

এম. কে. গান্ধী

দি ইংলিশম্যান--৮-১২-১৮৯৬

১৮· ভারতে প্রতিনিধি হিসাবে ভ্রমণের সময় খরচের হিসাব

রাহা ও ছাপার খরচ এবং প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য যে সকল খরচ হইতে পারে তাহার জন্য ভারতবর্ষে ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে ৭৫ পাউন্ডের একখানি হুন্ডি (ড্রাফ্‌ট্) দেওয়া হয়। এই খরচের বিশদ হিসাব গান্ধীজী পূর্বাপর রাখিয়া গিয়াছেন, এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি উহা নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের নিকট পেশ করেন। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চরিত্রের কয়েকটি দিক সেই অল্প বয়সেও যে কিরূপ ছিল তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

এম. কে. গান্ধী
দঃ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ভারতীয়দের অভিযোগের বিষয় লইয়া ভারতে পরিভ্রমণ কালে গান্ধীজীর নিজের হাতে রাখা প্রকৃত খরচের হিসাব।

	টা. আ. পা.
৫ই জুলাই (১৮৯৬)	
সকাল হইতে বৈকাল পর্যন্ত এবং গতকাল সন্ধ্যায় এলাহাবাদে—সম্পাদকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৬- ০-০
হোটেল বিল	৫- ৮-০
খবরের কাগজ	২-১২-৬
বকশিস্	০- ৮-০
[? . . . আগস্ট]	
পুস্তিকা প্রভৃতির মাল ভাড়া	৪- ৮-০
অর্ধেক ভাড়ার ফিরতি টিকিট—বোম্বাই হইতে রাজকোট	২০- ১-৬
১৭ই আগস্ট	
ওয়াধোয়ানে পানীয় জল	০- ২-০
কুলি	০- ৪-০
গরীব লোক	০- ১-০
টেলিগ্রাফের পিয়ন	০- ১-০
স্টেশনের পিয়ন	০- ৪-০
১৯শে আগস্ট	
জি. (গ্রাণ্ট) রোডে যাইবার ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৫-০
জি. রোড হইতে বাঁদরা যাওয়া আসা	০-১২-০
জি. রোড হইতে পাইধুনি	০- ৪-০
২০শে আগস্ট	
ঘোড়াব গাড়ী বাড়ী হইতে ফোর্ট	০- ৫-০
ফোর্ট হইতে জি. বি. কে. রোড	০-১০-০
বাড়ী হইতে এপোলো বন্দর	০-১২-০
এপোলো বন্দর হইতে বাজার	০- ১-০
বাজার হইতে বাড়ী	০- ২-০
২১শে আগস্ট	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৫-০
ডাক টিকিট	১- ০-০

	টা. আ. পা.
২২শে আগস্ট	
ঘোড়ার গাড়ী	১- ৭-০
ফল	২- ০-০
২৪শে আগস্ট	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৪-০
২৫শে আগস্ট	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৪-০
২৭শে আগস্ট	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ১-০
লাল্লুকে বকশিস্	১- ০-০
৩১শে আগস্ট	
জুতার কালি	০- ১-০
১লা সেপ্টেম্বর	
ট্রাম ভাড়া	০- ৪-০
৩রা সেপ্টেম্বর	
কালি	০- ৪-০
ধোবা	০- ৮-০
কাগজ	০- ২-০
৪ঠা সেপ্টেম্বর	
ডাক টিকিট	১- ০-০
১১ই সেপ্টেম্বর	
কার্ড	১- ৪-০
ঘোড়ার গাড়ী	০-১২-০
‘বয়’	০- ২-০
গাড়ী ভাড়া স্টেশন পর্যন্ত	০- ৬-০
কংগ্রেস রিপোর্ট	১- ০-০
রাজকোট যাওয়া আসা রেলভাড়া	৪৮- ৩-৩
পাস	০- ২-০
ঠাকুর চাকরের বকশিস্	২- ০-০
পেন্সিল	০- ৩-০
খবরের কাগজ	১- ০-০
টেলিগ্রাম	১- ০-০

	টা. আ. পা.
ফল	০-১০-৬
গাড়ীভাড়া	০- ৪-০
২৩শে সেপ্টেম্বর	
কুলি (ওয়াধোয়ানে)	১ ০-০
২৪শে সেপ্টেম্বর	
ড্রাইভারের বকশিস্	০- ৮-০
ডাকটিকিট	১- ০-০
খবরের কাগজ	০-১৪-০
মালের মাশুল	১৩- ৮-০
মুটেভাড়া	০-১২-০
পানীয় জল ও পিয়ন	০- ৬-০
পুস্তিকার ডাকটিকিট	৩০- ০-০
পানীয় জল	০- ০-৬
টেলিগ্রাম	১- ০-০
২৫শে সেপ্টেম্বর	
স্টেশন হইতে বাড়া পর্যন্ত গাড়ী ভাড়া	১- ৪-০
ঘোড়ার গাড়ী ও ট্রাম ভাড়া	০- ৯-০
২৬শে সেপ্টেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৪-০
২৭শে সেপ্টেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৮-০
২৮শে সেপ্টেম্বর	
খবরের কাগজ	১- ৪-০
প্লাটফর্ম টিকিট	০- ০-৬
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৫-০
৩০শে সেপ্টেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০-১০-০
৯ই অক্টোবর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৪-০
ঘোড়ার গাড়ী ও খবরের কাগজ	০- ৮-৬
'চ্যাম্পিয়ন' পত্রিকা	০- ৪-০
ফটোগ্রাফ	০-১৫-০

	টা. আ. পা.
১০ই অক্টোবর	
টাইম্‌স পত্রিকা	০- ৮-০
ট্রাম	০- ২-০
সাবান	০- ১-০
১১ই অক্টোবর	
মাদ্রাজ পর্যন্ত রেলভাড়া	৪৯-১১-০
গাইড (প্রদর্শক)	০- ১-০
মিঃ সোহনী¹কে টেলিগ্রাম	২- ০-০
মালের মাশুল	৫- ৮-০
সাবান	০- ৪-০
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৪-০
মুটে ভাড়া	০- ৪-০
পাস	০- ২-০
১২ই অক্টোবর	
পুনায় ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ০-০
মুটে ভাড়া	০- ৪-০
দান	০- ৮-০
সমস্ত দিনের ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৪- ৮-০
মুটে ভাড়া	১- ০-০
মিঃ সোহনীর পুত্র	১- ০-০
কফি	০- ৬-০
কাগজ	০- ২-০
ভৃত্য	০- ২-০
১৩ই অক্টোবর	
প্রাতরাশ	০-১৪-০
মধ্যাহ্ন ভোজন	১-১৪-০
সান্ধ্য ভোজন	২- ২-০
ফল	০- ২-০
পানীয় জল	০- ১-০
১৪ই অক্টোবর	
মাদ্রাজ রেল স্টেশনে খরচ	০- ৪-০
গাইড (প্রদর্শক)	০- ৪-০

¹ গোখেলের জনৈক সহকর্মী। গোখেলের পত্র দেখুন। ৮৪ পৃঃ

	টা. আ. পা.
মনুটে	০- ২-০
সমস্ত দিনের ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৪- ২-৩
বাজিকর	০- ০-৬
চিঠির কাগজ ও খাম	২-১০-০
স্টেশনে যাইবার ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ৮-০
১৫ই অক্টোবর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৪- ৬-০
পত্র বাহক	০-১০-০
কাগজ	০- ৪-০
ট্রাম	০- ১-০
১৬ই অক্টোবর	
ডাকটিকিট	১- ০-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ৩-০
কাগজ	০- ৮-০
ধোবা	১- ০-০
১৭ই অক্টোবর	
খবরের কাগজ	০-১৪-০
সমস্ত দিনের ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৪- ৩-০
১৮ই অক্টোবর	
অর্ধেক দিনের ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ৩-০
এণ্ড্রুজের এককালীন চাঁদা	৭- ০-০
গন্ধকের মলম	০- ২-০
১৯শে অক্টোবর	
ট্রাম ভাড়া	০- ৯-০
ওয়াচার[১] কাছে টেলিগ্রাম	১- ৬-০
খবরের কাগজ	১- ০-০
২০শে অক্টোবর	
ধোবা	০- ৪-০
খবরের কাগজ	০-১২-০
পাখাটানার কুলি	০- ২-০

[১] ভারতের প্রসিদ্ধ নেতা—দিনশ ওয়াচা

	টা. আ. পা.
২১শে অক্টোবর	
চিঠির কাগজ	০-১৪-০
কালি ও পিন	০- ৩-০
ফিতে	০- ১-০
যাদুকর	০- ৮-০
খবরের কাগজ	০-১০-০
লেস্	০- ১-০
২২শে অক্টোবর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ৪-০
মিষ্টান্ন	০- ৫-৩
ফটোগ্রাফ	০- ৬-০
খবরের কাগজ	০-১২-০
ট্রাম ভাড়া	০-১৩-০
২৩শে অক্টোবর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৫- ০-০
ট্রাম ভাড়া	০-১০-০
ডাকটিকিট	০- ৮-০
২৪শে অক্টোবর	
স্কুলের ছাত্রদের জন্য	০-১৩-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২-১০-০
এণ্ড্রুজ	০- ৮-০
ট্রাম ভাড়া	০- ১-০
পত্র বাহক	০- ৪-০
খবরের কাগজ	০-১০-০
ধোবা	০-১২-০
পূর্ব ভারতীয় আসামের কুলিরা[১] (পুস্তক)	১- ০-০
আইন পরিষদ (পুস্তক)	০- ৬-০
স্থানীয় সরকারের হিসাবপত্রাদি (রিটার্ণ)	৫- ০-০

[১] **স্থানীয়** আইন কানুনের পুস্তক ক্রয় হইতে বোঝা যায় যে ভোটাধিকার, [illegible] র্তাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় সেগুলি ব্যবহার করিবার জন্য গান্ধীজী ইচ্ছুক ছিলেন। তামিল, হিন্দি, উর্দু, বাংলা পুস্তক ক্রয়ের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত দেশবাসীদের জন্য গান্ধীজীর প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা করিবার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

	টা. আ. পা.
পরিষদের আইন (পুস্তক)	০- ৬-০
বৈদেশিক বিবরণী (পুস্তক)	২- ০-০
এস. এ. আর[1] অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র	০- ৮-০
'নৈতিক' ও আর্থিক অগ্রগতি[2] সম্পর্কে বিবৃতি	১-১২-০
মাদ্রাজ জেলা [মিউনিসিপাল আইন]	১- ০-০
মাদ্রাজ লোকাল বোর্ড (আইন)	০-১০-০
তামিল পুস্তক	৪-১২-৬
পুস্তকের জন্য এণ্ড্রুজকে	১- ৯-০
২৬শে অক্টোবর	
পাঁচ মিশালী তামিল পুস্তক	৭- ০-৭
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	০- ৮-০
ট্রাম ভাড়া	০- ৪-০
খবরের কাগজ	০- ৮-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ৪-০
২৭শে অক্টোবর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৩- ৪-০
ভারতের বিভিন্নস্থানে টেলিগ্রাম	১৮-১২-০
মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড খাতে টেলিগ্রাম ও বক্তৃতা প্রেরণ	৩০- ০-০
হোটেলে বাটলারকে বকশিস	৯- ০-০
হোটেলের পরিবেশনকারী	১- ০-০
মেথর	০- ৮-০
পাচক	১- ০-০
মালী	০- ২-০
পাহারাদার	০- ২-০
কলিকাতা যাইতে মালের মাশুল	৩- ০-০
এণ্ড্রুজ	৫- ০-০
হোটেলের বিল	৭৪- ৪-০
খবরের কাগজ	০-১০-০
ধোবা খরচ	০-১২-০

[1] দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র (ট্রান্সভাল)।

[2] ভারতের নৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতি ও তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে বাৎসরিক বিবরণী, পার্লামেন্টে পেশ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতি বৎসর প্রকাশিত।

	টা. আ. পা.
পাখা টানার কুলি (১৪ দিন)	৩- ৪-০
কলিকাতার ট্রেন ভাড়া	১২২- ৭-০
গাইড (প্রদর্শক)	০- ২-০
ডাকটিকিট	০- ৪-০
আর্কোনামে সান্ধ্য ভোজন	১- ০-০
২৮শে অক্টোবর	
প্রাতরাশ	১- ৬-০
মধ্যাহ্ন ভোজন	১-১৩-০
খবরের কাগজ	০-১০-০
পানীয় জল	০- ০-৬
গার্ড	০- ৮-০
সান্ধ্য ভোজন	২- ৮-৬
কুলি	০- ২-০
২৯শে অক্টোবর	
প্রাতরাশ	১-১০-০
কফি	০- ৪-০
মানমাদে[১] কুলি	০- ৩-০
ভূসাওয়ালে[১] কুলি	০- ৩-০
পাইওনিয়র (কাগজ).	০- ৪-০
মধ্যাহ্ন ভোজন	০-১১-০
সান্ধ্য ভোজন	২- ৬-০
নাগপুরে কুলি	০- ৪-০
৩০শে অক্টোবর	
নাগপুরে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ৮-০
হোটেল	৩- ৪-০
কুলি ও পরিচারক ইত্যাদি	১-১৫-০
জলখাবার	০- ৬-০
সান্ধ্য ভোজন	১-১১-০
কাগজ	০- ৪-০

[১] বোম্বাই ও নাগপুরের মধ্যবর্তী স্টেশন।

[২] এইরূপ খরচ পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য ভারতবর্ষে পুস্তিকাপ্রচারে কর্ম তৎপরতা প্রকাশ পায়।

	টা. আ. পা.
১লা হইতে ৭ই আগস্ট	
পুস্তিকা পাঠাইবার ডাকটিকিট	৪১- ৮-০
১৭ই আগস্ট	
বোম্বাইতে টেলিগ্রাম	১ ৪-০
থ্যাকারসি : পুস্তিকার ব্যাপারে কার্যের জন্য বকশিস	১৩- ০-০
৫০০ পুস্তিকার মোড়াই ও পার্সেল পাঠানর খরচ	৩-১০-০
চিঠির কাগজ	২-১২-০
পিকউইক পেন	০- ৬-০
পেন্সিল	০- ৩-০
পুস্তিকা ডাকে পাঠাইবার জন্যে ১ রিম কাগজ	২- ০-০
৭ই আগস্ট	
থ্যাকার্স ডাইরেকটরী	২৫- ০-০
৩১শে অক্টোবর	
কলিকাতার পথে চা ও রুটি	০- ৯-০
প্রাতরাশ	১-১৫-০
জলখাবার	০- ৭-০
কাগজ	০- ২-০
স্টেশনে কুলি ভাড়া	০- ৬-০
আসানসোলে কুলি ভাড়া	০- ২-০
হোটেলে কুলি ভাড়া	০- ৪-০
হোটেলে যাইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ০-০
থিয়েটার ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৪-১২-০
১লা নভেম্বর	
ধোবা	০-১০-৬
জুতার কালি, বাদামী জুতার জন্য পেস্ট (কাই) বুরুশ	১- ৯-৬
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৩- ০-০
রেজেস্ট্রী চিঠির ডাকটিকিট	০- ৫-০
স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় টেলিগ্রাম	০- ৮-০

	টা. আ. পা.
২রা নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৩- ০-০
ডাকটিকিট বোম্বাইএর জন্য বই পার্সেল	৪-১২-০
পত্রবাহক	০- ৪-০
৩রা নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৩- ৮-০
চুল ছাঁটা ও দাড়ি কামানো	০-১০-০
ডাকটিকিট	০- ৮-০
পার্সেলের লোক	০- ২-০
দান	০- ০-৬
৪ঠা নভেম্বর	
ধোবা	০- ৮-০
খুর শানানো	০- ৮-০
স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে টেলিগ্রাম	০- ৮-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১-১০-০
৫ই নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ০-০
ধোবা	০- ৪-০
বাটলার	৪- ০-০
৬ই নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	৫- ৪-০
৭ই নভেম্বর	
থিয়েটার	৪- ০-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ৪-৬
৮ই নভেম্বর	
ধোবা	০- ৪-০
৯ই নভেম্বর	
হিন্দি ও উর্দু বই	০-১২-৬
উর্দু ও বাংলা বই	৪- ৮-০
পার্লামেন্টের সরকারী বই	২- ৮-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ২-০
ডাকটিকিট	০- ৮-০

	টা. আ. পা.
পি. এন. মুখার্জির নিকট টেলিগ্রাম	২- ৬-০
ধোবা	০- ৪-০
১০ই নভেম্বর	
বাংলা মহাকরণের কার্যবিবরণী	১১ ১২-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১-১৩-৬
১১ই নভেম্বর	
খবরের কাগজ	০- ৫-০
পত্রবাহক	০- ৪-০
মিউনিসিপ্যাল আইন ক্রয়	০-১২-০
মুটে	০- ১-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ০-০
১০ই নভেম্বর	
স্ট্যান্ডার্ড কাগজে টেলিগ্রাম আবদুল্লা কোং	৪-১৪-০
ধোবা	০- ৩-০
পত্রবাহক	০- ৪-০
কাগজ	০- ১-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১- ০-০
১৩ই নভেম্বর	
বোম্বাই যাওয়ার রেলটিকিট	৯১-১১-০
তিলকের নিকট টেলিগ্রাম[১]	২- ০-০
বেঙ্গলী (সংবাদপত্র)	১১-১০-০
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	২- ২-০
কুলিভাড়া	০-১০-০
কলসী ও জল	০-১০-০
বাটলার খানসামা	৬- ০-০
পাচকের বকশিস্	১- ০-০
দারোয়ান	১- ৪-০
ঝাড়ুদার	০- ৪-০
স্নান ঘরের ভৃত্য	০-১২-০
ডাকটিকিট	০-১২-০

[১] ভারতের মহান নেতা লোকমান্য তিলক ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সবরমতী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত হাতে লেখা হিসাবের অফিস কপি হইতে · এস্ এন্ ১৩১০

	টা. আ. প
আব্বা মিঞাকে পার্সেলের জন্য	৩- ০-০
হোটেলের বিল	১০০-১৪-০
১৪ই নভেম্বর	
প্রাতরাশ ও বকশিস	১-১০-০
মধ্যাহ্ন ভোজন	২- ০-০
কফি	০- ৫-০
সান্ধ্যভোজন	২- ২-০
সুতা	০- ৪-০
আপেল	০- ২-০
মুসা হোসেন কোচম্যান	১- ০-০
ধোবা	০- ৮-০
তিলকের নিকট টেলিগ্রাম	১- ২-০
১৫ই নভেম্বর	
প্রাতরাশ	১-১০-০
মধ্যাহ্ন ভোজন	১- ২-০
আব্বা মিঞা টেলিগ্রামের জন্য	০- ৮-০
টেলিগ্রাম পিয়ন	০- ০-৯
সান্ধ্য ভোজন	২- ৬-০
ডাকটিকিট	০- ২-০
১৬ই নভেম্বর	
বোম্বাই হইতে পুনার ভাড়া	১৪-১৪-০
কুলি	০- ৪-০
ঘোড়ার গাড়ী	১- ৮-০
পুনায় ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া	১-১০-০
লেমোনেড	০- ৬ ০
পুনায় টেলিগ্রাম খরচ	১- ০-০
১৭ই নভেম্বর	
কুলি	০- ৩-০
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৪-০
১৮ই নভেম্বর	
ডাকটিকিট	১- ০-০

	টা. আ. পা.
১৯শে নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী	০-১০-০
নাপিত	০- ৪-০
২০শে নভেম্বর	
ট্রাম	০- ১-০
২১শে নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ৯-০
২৭শে নভেম্বর	
ডাকটিকিট	০- ২-০
খবরের কাগজ	১- ৮-০
২৮শে নভেম্বর	
ঘোড়ার গাড়ী	০- ১-০
চ্যাম্পিয়ান পত্রিকার চাঁদা	৬- ০-০
বোম্বে গেজেট	১- ০-০
বোম্বে জেলা বোর্ড আইন	২- ০-০
গরুর গাড়ী	০- ৮-০
পাচকের বকশিস	৫- ০-০
৩০শে নভেম্বর	
ঘাটী বকশিস	২- ০-০
ভৃত্য লালু	১০- ০-০
ডাকটিকিট ২০ খানা রেজেস্ট্রী চিঠি	২- ০-০
খাম	০- ৪-০
কলম	০- ৩-০
পুস্তিকার জন্য কাগজ (বিল অনুসারে)	৮৪- ০-০
২৩শে সেপ্টেম্বর	
জুলুল্যান্ড সম্পর্কে আবেদন[১]	১৫- ৭-০
অভিবাসন সম্পর্কে আবেদন[২]	৪২- ৪-০
অভিযোগের বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য[৩]	২০- ০-০
১৭ই সেপ্টেম্বর	
৬০০০ কপি পুস্তিকা ছাপাই	১১০- ০-০

[১] ১ম খন্ড, ২৮১-৮৩ এবং ২৯১-৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
[২] ঐ খন্ডের ২০৫-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
[৩] এই খন্ডের ৫০-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

	টা. আ. পা.
৮ই সেপ্টেম্বর	
বোম্বাই বক্তৃতা (১২০ কপি)	৫০- ০-০
মাদ্রাজে ৩০০৲ টাকা রেজেস্ট্রীতে পাঠানো	০- ৩-৯
কলিকাতায় বই পাঠানো	০- ৪-০
কলিকাতায় ২০০৲ রেজেস্ট্রীতে পাঠানো	০- ৩-৩
সেপ্টেম্বর	
টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার ডাইরেকটরী	১০-১৫-০
অক্টোবর	
মনিওর্ডার যোগে ১০০৲ পাঠানো	২- ১-০
মাদ্রাজে টেলিগ্রাম	২- ০-০
নভেম্বর	
চিঠির কাগজ	০- ৩-৩
৩০শে নভেম্বর	
বড়লাটের সচিবের নিকট টেলিগ্রাম[১]	৫- ৪-০
২৭শে সেপ্টেম্বর	
ডারবানে টেলিগ্রাম	৯৯- ৬-০
২১শে সেপ্টেম্বর	
স্যার ডব্লু ডব্লু হাণ্টারের নিকট[২] টেলিগ্রাম	১১৩- ২-০
ভীম ভাই কপি করা ও সাহায্য করার জন্য	২০- ০-০
ফল	২- ৬-০
কলম	০- ৪-০
ডাকটিকিট	০- ৮-০
ইন্স্টিটিউটে বই লইয়া যাইবার জন্য ন৭৬	০- ১-৩
২৮শে নভেম্বর	
কংগ্রেস ডাকটিকিট	১- ৮-০
১৭ই আগস্ট	
রাজকোট হইতে ওয়াধোয়ান	৪-১৩-০
বোম্বাইতে টেলিগ্রাম	১- ৪-০
মোট	১৬৬৬-৬-৯

[১] ১২৮-৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
[২] পাওয়া যায় নাই।

টা. আ. পা.

২৯শে নভেম্বর

পুস্তিকার জন্য মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ডকে দেওয়া হইল ১০০-০-০

১৭৬৬-৬-১[১]

পুস্তিকাগুলির জন্য কাস্টম্ শুল্কে দেওয়া হইল ০-৬-৬

সবরমতী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত হাতে লেখা অফিস কপি হইতে : এস্ এন্ ১৩১০

১৯. কোরল্যাণ্ড জাহাজে সাক্ষাৎকার

তারবার্তা পাইয়া গান্ধীজী কোরল্যাণ্ড জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হইয়া ১৮ই ডিসেম্বর (১৮৯৬) তারিখে ডারবানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ঐ এক সময়েই "নাদেরী" নামে আর একখানি জাহাজ প্রায় ৪০০ ভারতীয় যাত্রী লইয়া বন্দরে আসিয়া লাগিল। জাহাজ দুইখানিকে বাহিরের নোঙ্গরঘাটি হইতে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া হইল না। প্রকাশ্য কারণ এই ছিল যে জাহাজ দুইখানি প্লেগরোগাক্রান্ত বোম্বাই সহর হইতে যাত্রা করিয়া আসিয়াছে। রোগ সংক্রমণ ভয়ে তীর হইতে সংযোগ ছিন্ন করিবার অর্থাৎ কোয়ারাণ্টাইনের যে মেয়াদ আছে তাহা দীর্ঘ করিয়া জাহাজ দুইখানি তিন সপ্তাহের বেশি আটক রাখা হইল। তীরে, ভারতীয়দের জাহাজ হইতে অবতরণের ব্যাপারটিকে বাড়াইয়া বৃহদাকারে "এশিয়াবাসীদের অভিযান" নাম দিয়া ইউরোপীয়েরা তীব্র আন্দোলন চালাইতেছিল। ১৩ই জানুয়ারি তারিখে (১৮৯৭) জাহাজের উপর গান্ধীজীর সহিত "দি নাটাল এডভারটাইজার" পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জানুয়ারি [১৩][২], ১৮৯৭

উত্তরের ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে প্রথমে এই প্রশ্ন করা হইল : "বিক্ষোভ সমিতির[৩] কার্যাবলী সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?"

[১] প্রত্যেক পৃষ্ঠার নীচে লিখিত মোট অঙ্ক এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় জের টানা অঙ্ক মূল হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু সর্বমোট সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

[২] ইহাই সাক্ষাৎকারের তারিখ বলিয়া মনে হয়। গান্ধীজী নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে (১৯৬ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন : "জাহাজ হইতে অবতরণের দিন পীতবর্ণের নিশান নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে 'নাটাল এডভারটাইজারে'র প্রতিনিধি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন," এবং উক্ত পত্রিকার ১৪ই জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের বিবরণীর মধ্যে উক্ত প্রতিনিধি "গতকল্য প্রাতঃকালে" গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

[৩] ভারতীয় যাত্রীদের জাহাজ হইতে অবতরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ইউরোপীয়দের দ্বারা গঠিত সমিতি।

"আমি নিশ্চয়ই মনে করি যে এপ্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন খুবই অবিবেচনার কাজ, বিশেষ করিয়া যখন একাজ সেই সকল ঔপনিবেশিকের যাহারা ব্রিটিশ-রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে; আমি কখনই ভাবি নাই যে ব্যাপার এতদূর গড়াইবে। এই বিক্ষোভের দ্বারা তাহারা সুস্পষ্ট রাজদ্রোহিতার ভাব দেখাইতেছে, ইহার প্রভাব শুধু উপনিবেশে নয়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দেখা যাইবে।"

"কি ভাবে?"

"এখানে যে সকল ভারতীয় আসে তাহাদের কোনও কিছু হইলে ভারতবর্ষে ও ভারতবাসীর মধ্যে তাহার অবশ্যই ফল দেখা যাইবে।"

"আপনি বলিতে চাহেন যে ইহাতে ভারতবাসীরা এদেশের প্রতি বিরূপ হইবে?"

"হ্যাঁ। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অন্যান্য সমান মর্যাদার উপনিবেশগুলির পরস্পরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ছাড়াও ভারতবাসীদের মনেই যে ভাবের সৃষ্টি হইবে তাহা সহজে শান্ত হইবে না। আমি বলি না যে ঠিক এই মুহূর্তেই ভারতবাসী ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে খুব বেশি একটা অসদ্ভাব আছে। তবে আমি নিশ্চয়ই মনে করি যে এখানে ঔপনিবেশিকেরা যাহা করিতেছে তাহা হইতে ভারতবাসীরা ধরিয়া লইবে যে প্রত্যেক ব্রিটিশ উপনিবেশেরই মনোভাব ঐ ধরণের; ঘটনার গতি দেখিয়া তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে। টেলিগ্রাম ও সংবাদ-পত্রের বিবরণ দেখিয়া যতদূর মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরূপই ঘটিতেছে।"

"ব্রিটিশ প্রজা" বলিয়া অজুহাত

"অবশ্য আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতবাসীদের এখানে আসা বন্ধ করার কোনও অধিকার নাটালের নাই?"

"আমি অবশ্যই তাহা মনে করি।"

"কি কি কারণে?"

"এই কারণে যে তাহারা ব্রিটিশ প্রজা, এবং আরও এজন্য যে, নাটাল উপনিবেশ একই শ্রেণীর ভারতবাসী আমদানি করিতেছে এবং অন্য কোনও শ্রেণী আমদানি করিতে চাহে না।"[১]

"বলুন।"

"ইহা খুবই অসঙ্গত। মনে হয় এ যেন সিংহের ভাগবাটোয়ারা; তাহারা

[১] এ উল্লেখ ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা চুক্তিবদ্ধ নহে, ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণীর, তাহাদের সম্বন্ধে। তাহারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইতে স্বতন্ত্র, এই শেষোক্ত শ্রমিকদের আমদানি করিবার অনুমতি আছে।

ভারতীয়দের নিকট হইতে সর্বপ্রকার সুবিধাই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ভারতীয়েরা যে কোনও প্রকার সুবিধা পায় ইহা চাহে না।"

"এ প্রশ্নটি ভারত সরকার কি ভাবে গ্রহণ করিবেন?"

"আমি তাহা বলিতে পারি না। ভারত সরকারের মনোগত ভাব যে কি, তাহা আমি জানি না। সে মনোভাব ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি শূন্য হইতে পারে না। তাঁহারা সহানুভূতি দেখাইতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে প্রশ্নটি দেখিবেন তাহা নির্ভর করিবে বহু ঘটনার উপর—এখন হইতে তাহা অনুমান করা খুবই কঠিন।"

"এমন কি হইতে পারে যে চুক্তিবদ্ধ নয় এমন ভারতীয়দের আসা বন্ধ করিলে ভারত সরকার চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের আসাও বন্ধ করিয়া দিবেন?"

"আমি সেরূপই আশা করি[১]; কিন্তু ভারত সরকার তাহা করিবেন কিনা সে কথা স্বতন্ত্র।"

বিক্ষোভের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজী বলেন:

"আমার সর্বাপেক্ষা যাহা বেশি মনে হইতেছে তাহা এই যে, বিক্ষোভকারীরা এই প্রশ্নের সাম্রাজ্যের দিকটা একেবারেই আমল দেন না। ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে ভারত সাম্রাজ্য ব্রিটিশ রাজ মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন। যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ বাণিজ্য ব্যবসায় চলে ভারত সাম্রাজ্যের সহিত এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধে যেসব সৈন্য পাঠায় তাহারা বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিকদের মধ্যে পরিগণিত।"

"তাহারা কখনও মিশর হইতে দূরে যায় নাই।"—সাক্ষাৎকারী এই কথাটি যোগ করিলে গান্ধীজী নীরবে এ সংশোধন স্বীকার করেন।

তিনি বলিতে থাকেন—"সাম্রাজ্য সরকারের নীতি বরাবরই আপোষ মীমাংসার নীতি—শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নহে, ভালবাসার দ্বারা ভারতবাসীকে জয় করিবার নীতি। প্রত্যেক ইংরাজ এই কথা স্বীকার করেন যে ভারত সাম্রাজ্য অধিকারে রাখার উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব নির্ভর করে। এই পটভূমিতে নাটালের ঔপনিবেশিকদের দেশপ্রীতির ইহা একান্ত অভাবের পরিচায়ক যে তাহাদের সমৃদ্ধি ভারতীয়দের এদেশে আগমনের উপর কম নির্ভর করে না জানিয়াও তাহারা চুক্তিবদ্ধ না হইলে তাহাদিগকে আসিতে দিবেন না বলিয়া প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতেছেন। বর্জন নীতি এখনকার দিনে অচল এবং ঔপনিবেশিকদের উচিত ভারতীয়দের ভোটাধিকার লাভ করিতে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে যে

[১] চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উপর আরোপিত কতগুলি বিধিনিষেধ যদি চুক্তি শেষ হইলেও তুলিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতীয়দের আগমনে অনুমতি দেওয়া বন্ধ করা হউক, এই প্রার্থনা সহকারে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা বাস্তবিক পক্ষে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানান। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৭ ও ২১০।

সকল বিষয়ে তাহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা ও সভ্যতার অভাব আছে যে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও পরিমার্জিত হইতে সাহায্য করা। আমি অবশ্যই মনে করি যে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশ শান্তি ও মৈত্রীবন্ধ হইয়া থাকিতে চায় তাহা হইলে সমস্ত উপনিবেশে এই নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত।"

"বর্তমানে ভারতীয়দের কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রবেশাধিকার আছে?"

"অস্ট্রেলিয়া তাহাদিগকে এখন বর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সরকারী বিল ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং এই নীতি অস্ট্রেলিয়ায় পরিগৃহীত হইলেও স্বরাষ্ট্র বিভাগ তাহা মঞ্জুর করিবেন কি না তাহা ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। যদি অস্ট্রেলিয়া কৃতকার্যও হয় তাহা হইলে আমি বলিব এরূপ নিকৃষ্ট উদাহরণ অনুসরণ করা নাটালের পক্ষে ভাল হইবে না এবং এ নীতি পরিশেষে আত্মঘাতী হইতে বাধ্য।"

গান্ধীজীর ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্য

"ভারতবর্ষে যাওয়ায় আপনার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল?"

"ভারতবর্ষে আমার ফিরিয়া যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা, আমার পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করা; গত সাত বৎসর যাবৎ প্রায় এক নাগাড়ে তাহাদের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি। এখানকার ভারতীয়দের আমি বলিয়াছিলাম যে অল্প কিছু দিনের জন্য আমার ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। তাহারা ভাবিল যে তখন নাটালের ভারতীয়দের জন্য আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হইতে পারে, আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। এখানে আমি এই সুযোগে বলিতে পারি যে উপনিবেশের ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে সত্যই আমরা বিরোধ করিতেছি না - করিতেছি নীতির জন্য। ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ ভরিয়া দেওয়া অথবা নাটালে ভারতীয়দের অবস্থা কি তাহা নিরূপিত করিয়া লওয়াই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু চিরকালের জন্য সাম্রাজ্যিক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লওয়াই উহার উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে ভারতীয়েরা কি পদমর্যাদা পাইবে, সেই নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এ বিষয়ে আগ্রহশীল ডারবানের কয়েকজন ভারতীয় অধিবাসী ভারতে আমার কার্যপ্রণালী কি হইবে তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন এবং কর্মসূচি এরূপ হইল যে আমি নাটাল কংগ্রেস হইতে শুধু ভারতে পরিভ্রমণ করিবার খরচ পাইব। আমি ভারতে পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুস্তিকাখানি[১] প্রকাশ করি।"

[১] সবুজ পুস্তিকা

"পুস্তিকাখানি আপনি কোথায় প্রস্তুত করিয়াছিলেন?"

"আমি নাটালে উহা প্রস্তুত করি নাই। আমি উহার সমস্তটাই জাহাজে দেশে ফিরিবার সময় প্রস্তুত করিয়াছিলাম।"

"উহার মধ্যেকার বিবরণ আপনি কেমন করিয়া সংগ্রহ করিলেন?"

"দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি ট্রান্সভালের আইনকানুনের অনুবাদ করাইয়া লইলাম এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে কেপ উপনিবেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত আমার বন্ধুবর্গের যাহা কিছু জানা আছে তাহা আমাকে সরবরাহ করতে অনুরোধ করিলাম। এইরূপে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে সকল প্রকার তথ্যই আমার হাতে আসিয়া গেল। নাটালের ভারতীয়েরা স্বরাষ্ট্র বিভাগের[১] নিকট স্মারকলিপিগুলি পাঠাইবার সময় এ প্রশ্ন সম্পর্কে সাম্রাজ্যের দিকটাই সর্বদাই পুরোভাগে রাখিয়া আসিয়াছে।"

"স্মারকলিপিগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় কি ভোটাধিকারের প্রশ্ন ছিল?"

"মাত্র তাহাই নহে, উপনিবেশে যে অভিবাসন ও অন্যান্য আইন পাশ হইয়াছে এবং ট্রান্সভালে যে আন্দোলন[২] চলিয়াছে তৎসম্পর্কেও উহাতে আলোচনা ছিল।"

"আপনার পুস্তিকা প্রকাশের কি উদ্দেশ্য ছিল?"

"উহা প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে সকল তথ্য ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা। এখানকার লোকদের বিশ্বাস দেশের বাহিরে কত জন ভারতবাসী আছে এবং তাহাদের অবস্থাই বা কি তাহা ভারতের লোকেরা সঠিক জানে না; উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই লক্ষ্য রাখিয়াই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।"

"কিন্তু আপনার কি কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না?"

"গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের পদমর্যাদা সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করিয়া লওয়া অর্থাৎ ১৮৫৮ সালের ঘোষণার সর্তানুসারে।"

"কৃতকার্য হইবেন বলিয়া কি আপনি আশা করেন?"

"নিশ্চয়ই আমি আশা করি যে ভারতের ভারতীয় জনসাধারণের সাহায্যেই আমরা অতি সত্বর উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব।"

[১] ১ম খণ্ড ১০৯-২১, ১৭৮-৯৯, ২০৫-১৭, ২৪৩-৪, ২৯১-৪ এবং ৩১১-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২] ট্রান্সভালের যে আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসা করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা ছিল তাহারই বিরুদ্ধে এই আন্দোলন; ১ম খণ্ড : ১৭৮-২০৩ পৃঃ।

"আপনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন?"

"ভারতে আইনসম্মত আন্দোলন করা হইবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। যে সব সভা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারত সরকার ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিকট স্মারকলিপি পেশ করিবার জন্য সভাপতির উপর ভার অর্পণ করা হউক। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা[১] এই তিন প্রেসিডেন্সীর সর্বত্র এরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছে।"

"এ বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট হইতে আপনি কি কোনও উৎসাহ পাইয়াছেন?"

"না, কোনও উত্তর পাইবার পূর্বেই আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।"

নাটালকে কালিমালিপ্ত করার ইচ্ছা নাই

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন—"বলা হইয়াছে যে আমি নাটালের ঔপনিবেশিকদের চরিত্র কালিমালিপ্ত করিবার জন্য ভারতে গিয়াছিলাম। আমি দৃঢ়তার সহিত একথা অস্বীকার করিব। স্মরণ থাকিতে পারে যে দুই বৎসর পূর্বে আমি নাটাল পার্লামেণ্টের সদস্যদের নিকট "খোলা চিঠি"[২] পাঠাই, তাহাতে ভারতীয়েরা যে ব্যবহার পাইতেছে সে সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করি, এবং ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে আমি আমার সেই অভিমতই ঠিক জানাইয়াছি।

বস্তুতঃ এই পুস্তিকায়[৩] সেই 'খোলা চিঠি' হইতে অক্ষরে অক্ষরে নকল করিয়া একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে ভারতীয়েরা পূর্বে কিরূপ ব্যবহার পাইত তৎসম্পর্কে আমার মতামত আছে। যখন সেই খোলা চিঠি এখানে প্রকাশিত হয় তখন উহার সে অংশটি সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করা হয় নাই। তখন কেহই একথা বলে নাই যে আমি ঔপনিবেশিকদের চরিত্রে কালিমা লেপন করিতেছি। কিন্তু আপত্তি তখনই উঠিল যখন ভারতে সেই বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করা হইল। ইহাতে উপনিবেশিকদের চরিত্রে কিরূপে

[১] কলিকাতার যে সভায় গান্ধীজীর বক্তৃতা করিবার কথা ছিল (১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সে সভার অধিবেশন বাতিল হইয়া যায় কারণ তাঁহাকে জরুরী ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা চলিয়া যাইতে হয় (১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কমিটির যে সভা কলিকাতা হইয়াছিল গান্ধীজী বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে সভায় তিনি বক্তৃতা করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে ভারত সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশ করিবার সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পুনায় জনসভা হইয়াছিল। (১৬১ পৃষ্ঠা এবং ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

[২] ৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৩] ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কালিমা লেপন করা হইল তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যখন এই "খোলা চিঠি" সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল তখন সকল সংবাদপত্রই একবাক্যে বলিয়াছে যে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, আমার কোনও বিবৃতিরই তখন প্রতিবাদ করা হয় নাই। এই অবস্থায় আমি ভাবিয়াছিলাম খোলা চিঠি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কাজই করিয়াছি। আমি জানি রয়টার বিলাতে একটি সংক্ষিপ্তসার[১] তারযোগে পাঠাইয়া দেয় তাহা 'খোলা চিঠি'র দ্বারা সমর্থিত হয় না, এবং পুস্তিকাখানি আপনাদের হস্তগত হইবা মাত্র ডারবানের সংবাদ-পত্র দুইটি বলে যে রয়টার পুস্তিকার বিবৃতিকে[২] অতিরঞ্জিত করিয়াছে। রয়টারের বিবৃতি ও মতামত সম্পর্কে আমাকে কখনই দায়ী করা চলে না এবং আমার বিশ্বাস যে গণবিক্ষোভকারী দলের নেতারা "খোলা চিঠি" বা পুস্তিকা পাঠ করেন নাই; তাঁহারা রয়টারের টেলিগ্রামকেই পুস্তিকার সঠিক সংক্ষিপ্তসার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহারা এইভাবে অগ্রসর হইতেছেন। আমার এ বিশ্বাস যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমি বলিব যে নেতারা ঔপনিবেশিকগণ এবং ভারতীয়দের উপর অবিচার করিতেছেন। আমি বলিব যে এখানে যাহা করিয়াছি ভারতে তাহার বেশি কিছু করি নাই, এবং ভারতে আমাদের অভিযোগ সম্পর্কে বলায় আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় নাই।"

চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রশ্ন

"ভারতে জনমত গঠন ব্যপদেশে আপনি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি কি মনোভাব লইয়া কাজ করিয়াছেন?"

"পুস্তিকায় এবং অন্যান্য জায়গায় আমি খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছি যে নাটালে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় খারাপও নহে ভালও নহে। আমি একথা প্রমাণ করিতে কখনই চেষ্টা করি নাই যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইতেছে। এ প্রশ্নটি সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রশ্ন নহে, কিন্তু আইনগত অযোগ্যতার যে ভার তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা তাহারই প্রশ্ন। পুস্তিকায় আমি এমন কথাও বলিয়াছি যে আমি যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে ভারতীয়েরা যে ব্যবহার পায় তাহাদের প্রতিকূত মনোভাবই তাহার কারণ, এবং সেই বিকৃত

[১] ১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
[২] ১৭৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মনোভাবের সহিত ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে উপনিবেশ কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের কি সম্বন্ধ আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

ভারতীয়দের আইনের দিক দিয়া অযোগ্যতা

"আমি বলিয়াছি, ঔপনিবেশিকদের এই বিকৃত মনোভাবের প্রতিকারের জন্য ভারতীয়গণ কি ভারত সরকার, কি ভারতের জনসাধারণ, কি স্বরাষ্ট্রবিভাগ কোথাও উপস্থিত হয় নাই। আমি বলিয়াছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত প্রাণী, এবং তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা সরকারের নিকট এ সকল বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করি না। শুধু ভারতীয়দের উপর আইনের দিক দিয়া যে সকল অযোগ্যতা চাপানো হইয়াছে, তাহার প্রতিকার চাই। বিরূপ মনোভাব লইয়া যে সব আইন করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। ইহা তবে ভারতীয়দের পক্ষে সহনশীলতার প্রশ্ন। ঔপনিবেশিকেরা, বিশেষ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন সমিতি, যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অসহিষ্ণুতার মনোভাব। সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে আমার নেতৃত্বে ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ একেবারে ভরিয়া দেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলিতেছে।[১] এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। ইউরোপ হইতে যাত্রী ডাকিয়া আনা যেমন আমার কাজ, ভারত হইতে এই যাত্রীদিগকে এখানে আসিতে প্ররোচিত করাও তেমনিই আমার কাজ। এমন চেষ্টা কখনও করা হয় নাই।"

"মনে হয় না কি ভারতে আপনার আন্দোলনে বরং বিপরীত ফল হইবে?"

"নিশ্চয়ই। আমি কয়েকজন ভদ্রলোককে এখানে আসিতে রাজী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, তাঁহারা আমার স্থান লইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কাজ করিতে পারবেন, কিন্তু আমি একেবারেই বিফলমনোরথ হইয়াছি। তাঁহারা আসিতে অস্বীকার করিলেন।"[২]

যাত্রীদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত

'কোরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরি' জাহাজের যাত্রীসংখ্যা অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে। যতদূর জানি, এই দুই জাহাজে ৮০০ নয়, প্রায় ৬০০ যাত্রী আছে। তন্মধ্যে নাটালের যাত্রী ২০০, বাকি সকলে ডেলাগোয়া বে, মরিশাস্, বোরবন এবং ট্রান্সভালে যাইবে। এই ২০০ যাত্রীর মধ্যে আবার প্রায় ১০০ যাত্রী নবাগত, আর এই নবাগতদের মধ্যে ৪০ জন স্ত্রীলোক আছেন, অতএব ইহা ৬০

[১] ২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২] ৭৯ পৃঃ, ৮৫-৭ পৃঃ ও ১১৫-৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জন নবাগতকে প্রবেশ অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন। এই ৬০ জন নবাগতের মধ্যে আছে—দোকানদারের সহকারী, নিজের ইচ্ছায় আসিতেছে এমন ব্যবসায়ী, এবং ফেরিওয়ালা। অন্য যে কোনও বন্দরে যাত্রী আনিবার ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে যে জাহাজে ছাপাখানার সাজসরঞ্জাম আছে, ৫০ জন কর্মকার এবং ৩০ জন কম্পোজিটর আছে—এগুলি সর্বৈব মিথ্যা। এরূপ বিবৃতি ডারবানের ইউরোপীয় কারিগর শ্রমিকদের মনে প্রবল মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে বলিয়া করা হইয়াছে—যদিও ঘটনার দিক হইতে এ সংবাদ ভিত্তিহীন। মনে রাখিবেন যে যদি ভারতীয় এবং এই শ্রেণীর ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ ভরিয়া দিবার সংঘবদ্ধ চেষ্টা থাকিত তাহা হইলে বিক্ষোভ সমিতির নেতা বা নাটালের যে কোনও লোকের আন্দোলন সৃষ্টি করার সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিত—অবশ্য আইনসম্মত আন্দোলনের কথাই বলিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জাহাজে একজনও কর্মকার বা কম্পোজিটর নাই।"

মামলার ভীতি প্রদর্শন

"বলা হইয়াছে যে আমি সরকারের বিরুদ্ধে বেআইনী আটকের[১] দরুণ মামলা করিবার জন্য দুই জাহাজের যাত্রীদিগকে পরামর্শ দিতেছি। প্রকৃত ঘটনার দিক হইতে এ কথারও কোনও ভিত্তি নাই। বরাবর আমার অভিপ্রায়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করা এবং ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে কোনও প্রকার মর্যাদাহানি স্বীকার করিয়া লইতে না হয় অথচ দুই পক্ষের মধ্যে মৈত্রীভাব আসে তাহার জন্য সহায়তা করা। ১৮৫৮ সালের ঘোষণায় তাহাদিগকে যে পদমর্যাদার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মহামান্যা মহারাণীর ভারতীয় প্রজারা সকলের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে আমি সেই পদমর্যাদার কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক ঔপনিবেশিককে আমি ন্যায়ত অনুরোধ করিতে পারি যে ঐ ঘোষণার সঙ্গে যতই মতানৈক্য থাকুক—উহা মানিয়া লওয়া হউক। সত্য কথা বলিতে কি ভারতীয়দের সম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে না। ঔপনিবেশিক দেশসেবক সমিতি[২] এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে কারিগর শ্রেণী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি বলি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতাই নাই।"

[১] ২০১-২ ও ২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২] ডারবানের ইউরোপীয়দের কর্তৃক ১৮৯৬ সালের নভেম্বরে চুক্তিবদ্ধ না হইয়া ভারতীয়েরা আসিলে তাহাতে বাধা দেওয়ার জন্য এই সমিতি সংগঠিত হয়। ১৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"ইহা সত্য যে কিছুসংখ্যক ভারতীয় মাঝে মাঝে নাটালে আসে কিন্তু উপনিবেশে তাহাদের সংখ্যা খুব অতিরঞ্জিত করা হয়, এবং ইহা নিশ্চয় যে নবাগতের সংখ্যা খুবই অল্প। তাহা হইলে সাধারণ ভারতীয় কারিগরের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় কারিগরের প্রতিযোগিতা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আমার একথা বলার অর্থ ইহা নয় যে ভারতীয় কারিগর ইউরোপীয় কারিগরের সঙ্গে সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। আবার এখানে বলা দরকার যে খুব সুনিপুণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কারিগরেরা এখানে আসে না, যদি তাহারা আসিত তাহারা খুব বেশি চাকুরি পাইত না যেমন অন্যান্য পেশার লোকেরা এখানে আসিয়া করিবার মতো তেমন কিছু পায় না।"

মিঃ গান্ধী কেন ফিরিয়া আসিলেন

"আপনার ফিরিয়া আসার উদ্দেশ্য কি?"

"টাকা রোজগারের জন্য আমি এখানে ফিরিয়া আসি নাই, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য দো-ভাষীর কাজ করিবার জন্য আসিয়াছি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব ভুল বোঝাবুঝি আছে, যতদিন পর্যন্ত এই উভয় সম্প্রদায় আমার উপস্থিতি সম্পর্কে আপত্তি না তুলিবে ততদিন আমি এ কাজে নিযুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিব।"

"আপনি যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন এবং ভারতে যাহা যাহা করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসের[১] অনুমোদন আছে কি?"

"আমি নিশ্চয়ই তাহা মনে করি। আমি জনসাধারণের নামেই কথা বলিয়াছিলাম।"

"এই জাহাজে কি কিছুসংখ্যক চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় নাই?"

"না। সাধারণ সর্তে দোকানের সহকারী হিসাবে ব্যবসায়ীদের চাকুরি করিবার জন্য কিছু সংখ্যক লোক আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই চুক্তিবদ্ধ নহে। ভারতীয় অভিবাসন আইন অনুসারে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এমন কোনও প্রতিনিধির পক্ষে গৃহভৃত্যের কাজ করিবার জন্য সর্তবদ্ধ করিয়া কোনও ভারতীয়কে এখানে আনা আইনবিরুদ্ধ।"

প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবাদপত্র

"নাটালে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার কোনও অভিপ্রায় কি ভারতীয় কংগ্রেসের নাই?"

"ভারতীয় কংগ্রেসের নহে, কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একটি কর্মি-

[১] এ উল্লেখ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে; ১ম খণ্ড : ১২৩-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দলের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হয় শুধু এই কারণে যে অন্য কাজ করিয়া সেদিকে আমার মনোযোগ দিবার সময় নাই। আমার প্রতি আবশ্যক দ্রব্যাদি ও ভারতীয় হরফ আনিবার নির্দেশ ছিল কিন্তু আমি দেখিলাম, এ কাজে লাগিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি কিছুই আনি নাই। সে ভদ্রলোকদের সঙ্গে এখানে আসার বিষয়ে আমার কথাবার্তা চলিতেছিল যদি তাঁহাদিগকে সম্মত করাইতে পারিতাম তাহা হইলে হয়ত জিনিষপত্র আনিতাম কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হওয়াতে আমি তাহা আনি নাই।"

"উপনিবেশের এই আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেস কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?"

"যতদূর জানি—কংগ্রেস এজন্য কোনও ব্যবস্থাই করে নাই।"

মিঃ গান্ধীর পরিকল্পনা

"আপনার প্রচারকার্যের পরিকল্পনা কি?"

"আমার পরিকল্পনা হইতেছে এই যে, যদি আমি সময় পাই, তাহা হইলে আমি দেখাইব যে দুই দেশের স্বার্থের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই এবং উপনিবেশ যে মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছেন তাহা কোনও প্রকার যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নহে; আমি দেখাইব যে ঔপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষগোচরে আমি যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তজ্জন্য যাহা করিয়াছি তাহা অন্যায় নহে। উপনিবেশে প্রবেশকারী ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইন পাশ করিতে গেলে অবশ্যই আমরা বাধা দিব। এ বিষয়ে আমি স্বভাবতই ভারত সরকারের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভের প্রত্যাশা করিব। উপনিবেশের ভরাডুবি হইবার কোনও আশংকা নাই। কোরল্যাণ্ড জাহাজ একবারকার যাত্রায় ১০০ জন নবাগতকে ফিরাইয়া লইয়া যায় সেজন্য আমার বিনীত নিবেদন এই যে উপনিবেশ[১] সরকারের নিকট হঠাৎ কোনও প্রশাসনিক নীতি উপস্থিত করিবার পূর্বে তথ্য সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের নিশ্চয়ই নিঃসংশয় হওয়া উচিত। অচুক্তিবন্ধ ভারতীয়েরা সত্যই একই অবস্থায় আছে। চাহিদা ও সরবরাহের আইন যাত্রীদিগের আগমন ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রিত করে।"

'এড্ভারটাইজারে'র সম্পাদককে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়ায় মিঃ গান্ধী তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য সংবাদদাতাকে অনুরোধ জানান।

[১] ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে, "অচুক্তিবন্ধ ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ আগমন" বন্ধের ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক দেশসেবক সমিতি সংগঠিত হয়। ১৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মিঃ গান্ধীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় সংবাদদাতা ডারবানে তাঁহার বিরুদ্ধে বর্তমানকালে যে অত্যন্ত তীব্র মনোভাব রহিয়াছে তাহার উপর বিশেষ জোর দেন, এবং যেহেতু তিনি অবতরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেজন্য তিনি যেন তাঁহার নিজের স্বার্থে জাহাজ হইতে অবতরণ সম্পর্কে খুব সাবধান থাকেন এই বলিয়া পরামর্শ দেন।

দি নাটাল এড্‌ভারটাইজার, ১৪-১-১৮৯৭

২০. এটর্নি জেনারেলের নিকট পত্র[১]

১৩ই জানুয়ারী (১৮৯৭) বুধবার 'কোরল্যাণ্ড' হইতে অবতরণ করিবার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী বন্দরে বিক্ষোভকারী জনতার একাংশের দ্বারা আক্রান্ত হন। প্রথম পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্টের পত্নী মিসেস্ আলেক্সাণ্ডারের নির্ভীক হস্তক্ষেপে, পরে গান্ধীজী যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা ঘেরাও করিলে ঐ পুলিস কর্মচারীর কৌশলে তিনি তাঁহার গাত্রচর্ম খণ্ডবিখণ্ড হওয়া হইতে পরিত্রাণ পান। ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ চেম্বারলেন গান্ধীজীর আক্রমণকারীদের ফৌজদারি সোপর্দ করিবার জন্য নাটাল সরকারের নিকট তার-বার্তা পাঠান, কিন্তু এটর্নি জেনারেল মিঃ এস্‌কোম্ব এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য যখন গান্ধীজীর নিকট আসিলেন—তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোনও ব্যবস্থা করা না হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিতভাবে দিতে বলিলে, গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি দেন, সেই চিঠিখানি পরে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট প্রেরিত হয়।

বিচ গ্রোভ, ডারবান
২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় হ্যারি এসকোম্ব
এটর্নি জেনারেল
পিটারমারিজবার্গ

মহাশয়,

আপনি ও সরকার আমার সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্বক খবর লইয়াছেন এবং গত বুধবারের ঘটনার পর ডারবানের সরকারী কর্মচারীরা আমার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

[১] মূল পাঠ সংবাদপত্রের বাছাই করা অংশ হইতে প্রাপ্তব্য—এস্. এন্. ২১৫৬

আমার বক্তব্য এই যে, গত বুধবারে আমার প্রতি কতকগুলি লোকের ব্যবহার যাহাতে উপেক্ষা করা হয় ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এশিয়াবাসীদের প্রশ্ন লইয়া আমি ভারতে যাহা করিয়াছি সে সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহারা এরূপ ব্যবহার করিয়াছে।

যদিও আপনাদের নির্দেশ অনুসারে জল-পুলিসের সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট রাত্রিকালে নিঃশব্দে আমাকে সহরে পেঁৗছাইয়া দিবার কথা বলেন, তত্রাচ আমি নিজের দায়িত্বে, আমার জাহাজ ছাড়িয়া মিঃ লাফ্‌টনের[১] সঙ্গে চলিয়া আসার কথা জলপুলিসকে না জানাইয়া তীরভূমির দিকে অগ্রসর হই।

একথা সরকারের নিকট আমার জানানো উচিত।

আপনার

এম. কে. গান্ধী

নাটালের গভর্ণরের নিকট হইতে উপনিবেশিক প্রধান সচিবের নিকট—প্রেরিত ৩রা মার্চ, (১৮৯৭) তারিখের ৩২নং সরকারী কাগজপত্রে সংলগ্ন।

২১. ডারবানে অবতরণ[২]

ডারবান, ২৮ জানুয়ারী, ১৮৯৭[৩]

ভারতীয়দের নিকট হইতে

(১) "ইনকাস্"[৪]
(২) স্যার উইলিয়াম হাণ্টার টাইমস্ পত্রিকার অফিস ,
(৩) ভাউনাগরী, লণ্ডন।

দুইখানি ভারতীয় জাহাজ কোরল্যাণ্ড নাদেরী বোম্বে হইতে ছাড়ে ৩০[৫] নভেম্বর। পেঁৗছায় ১৮ ডিসেম্বর। সমুদ্রযাত্রার পথে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে

[১] ডারবানের একজন ইউরোপীয় উকিল—গান্ধীজীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল।

[২] এই টেলিগ্রাফে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (১৭৩-২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

[৩] এই তারবার্তার যে নকল অফিসে আছে তাহাতে তারিখ নাই। ২৯শে জানুয়ারী (১৮৯৭) তারিখে স্যার ডব্লু ডব্লু হাণ্টারের নিকট লিখিত পত্রে এই তারবার্তার যে উল্লেখ আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই তারিখের নির্দেশ করা হইয়াছে। (১৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

[৪] লণ্ডনস্থ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির টেলিগ্রাফের ঠিকানা।

[৫] ৩০শে নভেম্বর 'কোরল্যাণ্ড' জাহাজ ছাড়ে এবং নাদেরী জাহাজ ছাড়ে ২৮শে নভেম্বর (১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নির্দোষ নিদর্শনপত্র থাকা সত্ত্বেও ৫ দিনের সংসর্গ প্রতিষেধ ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয়। যাত্রার পরের দিন বোম্বাই বন্দর রোগসংক্রামিত বলিয়া ঘোষিত হয়। স্বাস্থ্যপরিদর্শক সাময়িক ভাবে কর্মচ্যুত। অন্য একজন নিযুক্ত—তিনি ২৪শে তারিখে জাহাজ পরিদর্শন করিয়া জাহাজ সংক্রমণ দোষ বিষোধিত করিবার এবং পুরাতন কাপড় ও মাদুর ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবার আদেশ দেন। ১১ দিন সংক্রমণ প্রতিষেধ ব্যবস্থার অধীন। কাপড় পোড়ান ইত্যাদি ২৫ তারিখে। ২৮শে পুলিস কর্মচারী জাহাজে আসেন আবার সংক্রমণ প্রতিষেধ বিছানাপত্র থলি কাপড়চোপড় প্রভৃতি পোড়াইয়া দেন। স্বাস্থ্যপরিদর্শক ২৯শে জাহাজে আসেন সন্তোষ প্রকাশ করেন আবার ১২ দিনের সর্তমূলক[১] সংক্রমণ প্রতিষেধ ব্যবস্থার অধীন রাখেন, ১০ই জানুয়ারী নিরূপিত দিনকে ১১ই করা হয়। জাহাজ পৌঁছাইবার পর স্বেচ্ছাসেবক, কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকেরা যাত্রীদের জাহাজ হইতে নামা জোর করিয়া বন্ধ করিবার জন্য সভা আহ্বান করেন। টাউন হল সভার জন্য ব্যবহৃত হয়। বক্তা ঘোষণা করেন যে সরকারের সহানুভূতি আছে ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলিয়াছেন সরকার জনতাকে রুখিবে না। বলা হয় দুই জাহাজে ৮০০ জন নাটালযাত্রী আছে—অধিকাংশই কারিগর ও শ্রমিক। ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ ভরিয়া দেওয়ার চক্রান্ত, জাহাজে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি আছে, ইত্যাদি প্রচারকার্যে আন্দোলন প্ররোচিত হওয়াতে জনসাধারণ ক্রোধান্বিত। সত্য কথা এই যে ৬০০ যাত্রী আছে, ২০০ জনের বেশি নাটাল যাইবে না তাহাদের মধ্যে আছে ব্যবসায়ীরা, তাহাদের সহকারী আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ, তাহারা পুরাতন অধিবাসী। ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ ভরিয়া দেওয়ার কোনও মতলব নাই ছাপাখানার সাজসরঞ্জাম নাই। সরকার নিযুক্ত সংক্রমণ প্রতিরোধক কমিটির মধ্যে একটি—জনতার ছয়টি দলের পুরোভাগে। তাহাদিগকে ডারবানের সহস্র সহস্র লোকের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া যাত্রীদিগকে ভারতে ফিরিয়া যাইবার চরম নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গান্ধী কোরল্যান্ড জাহাজে আছেন তাঁহাকে আলকাতরা মাখাইয়া পালক লাগাইয়া মাংস ছিঁড়িয়া লওয়ার ভয় দেখানো হইতেছে। জাহাজের এজেন্টরা সংক্রমণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা চাপাইয়া বেআইনী কাজ করিতেছে। অবিলম্বে যাত্রীদের সাহায্য ও রক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হইতেছে। ৩০শে তারিখের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পর্যন্ত এজেন্টদের পত্র উপেক্ষিত। "প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক যাত্রীদের জাহাজ হইতে অবতরণ বন্ধ করিবার জন্য" হাজারে হাজারে সরকারের রেল কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক ৩০০ কাফ্রি লাঠি লইয়া জাহাজঘাটিতে জমায়েত।

[১] সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মেয়াদ অন্তে অথবা স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দোষ নিদর্শন-পত্র দেখাইয়া জাহাজের বন্দরের সহিত যোগাযোগ করিবার অনুমতি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাহাজ ভিতরে আনেন—জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দেন—জনতা চলিয়া যায়। যাত্রীদের নিরাপত্তার ভরসা দেন। কেহ কেহ অপরাহ্নে অবতরণ করে আর সকলে পরের দিন। সরকার গান্ধীকে রাত্রিকালে চুপি চুপি জাহাজ হইতে নামিবার প্রস্তাব দেন। তিনি অপরাহ্নের শেষ দিকে এডভোকেট লাফ্‌টনের সঙ্গে জাহাজ হইতে নামিয়া আসেন। জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন, লোকে মারপিট করে। পুলিস উদ্ধার করে। সংবাদপত্রগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিন্দা করেন এবং স্বীকার করেন যে আন্দোলনকারীরা মিথ্যা বিবৃতি দ্বারা চালিত হইয়াছে, গান্ধীজীকে সমর্থন করেন। কয়েকটি পত্রিকা সরকার ও বিক্ষোভকারিগণের মধ্যে যোগাযোগ আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। যাত্রীদের দুঃখের অন্ত নাই। সরকার কোনও কথা শুনিতেছেন না। ভারতীয় সংক্রমণ প্রতিষেধ সহায়ক ভাণ্ডার হইতে বিছানাপত্র ও খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছেন। অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখুন।

এস. এন ১৮১৭ অফিস কপির ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

২২. ব্রিটিশ এজেণ্টের[১] নিকট লিখিত পত্র

সেণ্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট, ডারবান
নাটাল
২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় ব্রিটিশ এজেণ্ট
প্রিটোরিয়া

মহাশয়,

চার্লসটাউন হইয়া ট্রান্সভালে যাইতে ইচ্ছুক এমন অনেক ভারতীয়ের সীমান্ত পার হইতে অসুবিধা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সীমান্তের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাদিগকে ২৫ পাউণ্ড লইয়া ট্রান্সভালের গন্তব্যস্থানে যাইতে বাধা দেন নাই। এখন বলা হইতেছে উক্ত কর্মচারী কোনও অবস্থাতেই তাহাদিগকে সীমান্ত পার হইতে দিবেন না যদিও কেহ কেহ পার হইতে সমর্থ হইয়াছে। আমি অনুরোধ করিতে পারি কি যে আপনি অনুগ্রহপূর্বক মহামান্যা মহারাণীর ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজার সপক্ষে নিশ্চিতরূপে জানিয়া

[১] প্রিটোরিয়ার প্রাচীন দলিলপত্রের সংগ্রহালয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দপ্তরের সাধারণ বিভাগের নথিপত্র হইতে, ১৮৯৭।

লইবেন যে কিরূপ অবস্থাধীনে তাহাদিগকে সীমান্ত অতিক্রম করিতে দেওয়া হইবে?

আমি আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী
ডারবান

২৩। ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টারের নিকট লিখিত পত্র

ডারবান,
২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

[স্যার উইলিয়ম হাণ্টার
লণ্ডন][১]

মহাশয়,

আমি ডারবানে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে পৌঁছাই কিন্তু ১৩ই জানুয়ারীর পূর্বে জাহাজ হইতে নামিতে পারি নাই। যে ঘটনাচক্রে এই বিলম্ব ঘটিয়াছিল তাহা খুবই বেদনাদায়ক। গত ৩০ দিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া ভারতীয় সম্প্রদায় গতকল্য আপনার নিকট দীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম[২] পাঠাইয়াছে। "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী"—এই দুই জাহাজের যাত্রীগণকে জাহাজ হইতে নামিতে না দিবার জন্য যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং পরিশেষে তাহা কিভাবে ৫০০০ ডারবানের লোকের বিক্ষোভ প্রদর্শনে পর্যবসিত হইয়াছিল আমি তাহা বলিতেছি। প্রথম জাহাজটি ডারবানের মেসার্স দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানীর, দ্বিতীয়খানি পার্সিয়ান স্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর।

গত আগস্ট মাসের প্রায় প্রথম দিকে এগারজন ভারতীয় কারিগরকে চুক্তিবদ্ধ[৩] করিয়া আনিবার জন্য টনগাট সুগার কোম্পানী ইমিগ্রেসন ট্রাস্ট বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করে। ইহাতে সাধারণভাবে সকল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কারিগরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ডারবান, মারিজবার্গ ও অন্যান্য সহরে উক্ত চিনির কারখানার দ্বারা ভারতীয় কারিগর আমদানির প্রতিবাদে বহু সভা বসে, এবং তাহাতে বহু লোকের

[১] অফিসে চিঠির যে নকল আছে তাহাতে পত্র-প্রাপকের কোনো নামোল্লেখ নাই; কিন্তু স্যার ডব্লু, ডব্লু, হাণ্টারের নিকট হইতে প্রাপ্তিস্বীকারের কথা তাঁহার ২২শে ফেব্রুয়ারীর (১৮৯৭) চিঠিতে পাওয়া যায় (এস, এন, ২০৭৪), তিনি যে চিঠি পান ইহা সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ এইরূপ পত্র দাদাভাই নাওরোজি এবং ম্যাঞ্চেরজি ভাউনাগরীর নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট আগের দিনের টেলিগ্রামও পাঠানো হইয়াছিল।

[২] ১৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৩] ১৭৫-৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সমাগম হয়। উক্ত চিনির কোম্পানী ইউরোপীয় কারিগরদের প্রতিবাদ মানিয়া লইয়া তাহাদের দরখাস্ত[১] প্রত্যাহার করিয়া লয়; আন্দোলন কিন্তু চলিতে থাকে। নেতৃবৃন্দ কতকগুলি বিষয় অনুমান করিয়া লইলেন এবং নির্বিচারে ঐ আন্দোলনকে ক্রমশঃ সর্বতোভাবে সমগ্র ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতে দিলেন। ছদ্মনামে ভারতীয়দের নিন্দাবাদ করিয়া রোষদৃপ্ত চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যখন এরূপ চলিতেছিল তখন একাধিক বিবৃতি এইভাবে সংবাদপত্রে দেখা দিল যে চুক্তিবদ্ধ নহে এমন ভারতীয়দের দ্বারা উপনিবেশ প্লাবিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় ভারতীয়েরা সংঘবদ্ধ হইয়াছে; প্রায় এই সময়ে আমার পুস্তিকা[২] সম্পর্কে রয়টারের টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইল—তাহাতে ঔপনিবেশিকগণ ক্রোধান্বিত হইলেন। টেলিগ্রামে ছিল যে আমি বলিয়াছি—ভারতীয়দের টাকাকড়ি অপহরণ করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রহার করা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক সংবাদপত্রগুলি আমার পুস্তিকার কপি পাইলে তখন তাহারা স্বীকার করিল যে পূর্বে নাটালে আমি যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত উহাতে কিছুই বলা হয় নাই এবং রয়টারের টেলিগ্রামকে নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করা হইল না। কিন্তু রয়টারের সংক্ষিপ্তসার হইতে জনসাধারণের মধ্যে যাহারা আমার পুস্তিকা সম্পর্কে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল তাহাদের মনে তিক্তভাব থাকিয়াই গেল। তাহার পর বোম্বাই ও মাদ্রাজের সভা[৩] সম্পর্কে তার আসিয়া পৌঁছিল—এগুলি সঠিক হইলেও রয়টারের সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামের সহিত একসঙ্গে পঠিত হওয়ায় তিক্ততা আরও তীব্র হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে জাহাজের পর জাহাজে বহু সংখ্যক ভারতবাসী আসিতে লাগিল। তাহাদের এই আসার ব্যাপার খুব বড় বড় করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল—অতিরঞ্জিত করাও হইল—কিন্তু সেই জাহাজগুলিতেই যে প্রায় সমান সংখ্যায় তাহারা ফিরিয়া[৪] গেল ইহা কাহারও নজরে পড়িল না, এবং অকারণে ইউরোপীয় কারিগরদের বিশ্বাস করানো হইল যে জাহাজে বেশির ভাগ ভারতীয় কারিগরই আসিয়াছে। ইহাতেই ভারত-বিদ্বেষী সমিতিগুলি[৫] গঠিত হয়। তাহাদের সভার অধিবেশনেই প্রস্তাব পাশ করিয়া নাটাল সরকারকে বলা হয় যে তাঁহারা চুক্তিবদ্ধ নহে এমন ভারতীয়দের আসা বন্ধ করুন, তাহারা যাহাতে ভূসম্পত্তির মালিক না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন ইত্যাদি। এই সমিতি-

১ ১৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২ ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩ ৬৬, ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৪ যে সকল ভারতীয় ভারতে ফিরিতেছিল—তাহাদের উল্লেখ।
৫ ইউরোপীয় সংরক্ষণ সমিতি, ঔপনিবেশিক দেশসেবক সংঘ; ১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুলিকে ব্যবসায়ী মহল খুব প্রোৎসাহিত করে না—, প্রধানতঃ কারিগরগণ ও কয়েকজন ডাক্তার উকিল ও সামান্য কয়েকজন পেশাদার ব্যক্তির দ্বারা ইহা সংগঠিত।

যখন এই সকল ব্যাপার চলিতেছিল তখন "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" নামক দুইখানি জাহাজ আসিতেছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমি এই "কোরল্যাণ্ড"এর একজন যাত্রী ছিলাম। ব্রিটিশ ভারত জাহাজের যে কোনও একটিতে আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাকে অবিলম্বে[১] ফিরিয়া আসিতে বলিয়া ডারবান হইতে টেলিগ্রাম করা হয়। সেজন্য আমার "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে আসার প্রয়োজন ঘটে। জনসাধারণ এ সংবাদ জানিবামাত্র, সংবাদপত্রগুলি ও ডারবান নাগরিক সংসদ বোম্বাইকে সংক্রামক রোগাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ১৮ই তারিখে জাহাজ ডারবানে পৌঁছাইলে, বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবার দিন[২] হইতে ২৩ দিন সংক্রামকরোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীন রাখা হইল। বোম্বাইকে সংক্রামক রোগাক্রান্ত বলিয়া ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করিয়া উহা ১৯শে তারিখে অর্থাৎ জাহাজ পৌঁছিবার একদিন পরে গেজেটের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করা হয়। যে স্বাস্থ্যপরিদর্শক বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িবার পর হইতে ২৩ দিন ধরিয়া পাঁচদিনের সংক্রামকপ্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীন রাখেন, তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁহার স্থলে আর একজন নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম পাঁচদিনের মেয়াদ ফুরাইলে—জাহাজে উঠেন, এবং সেই দিন হইতে ১২ দিনের জন্য উক্ত ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি জাহাজ সম্বন্ধে কি করা হইবে তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য তাঁহাদের রিপোর্টে বলা হয়—ধূমপ্রয়োগ ইত্যাদির পর ১২ দিন সংক্রামক প্রতিষেধক ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে। ঐ সময়ে স্বাস্থ্যপরিদর্শক ধূমপ্রয়োগ ও অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার যে নির্দেশ দেন—তাহা পালিত হয়। ইহার ছয় দিন পরে প্রত্যেক জাহাজে ধূমপ্রয়োগ ইত্যাদির উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য এক একজন কর্মচারী রাখা হয় এবং তাহার পরে স্বাস্থ্যপরিদর্শক আবার জাহাজে আসেন এবং সেইদিন হইতে ১২ দিনের জন্য জাহাজ দুটিকে সংক্রমণ প্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীন করিয়া রাখেন। সুতরাং যদি কমিটির রিপোর্টটি ন্যায়সঙ্গতও হয় তাহা হইলে ১২ দিনের ব্যবস্থা চালু হইবার পূর্বে ১১ দিন বৃথা নষ্ট হয়।

বাহিরের জাহাজঘাটিতে জাহাজ দুইখানি যখন পড়িয়া থাকে, তখন নাটালের অশ্বারোহী স্বেচ্ছাবাহিনীর নায়ক মিঃ হ্যারি স্পার্কস্, তিনি স্থানীয় একজন কসাই নিজ স্বাক্ষরে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন এই মর্মে

[১] ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ১৫৭ পৃষ্ঠা ৫নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যে "অন্তরীপে যাইয়া এশিয়াবাসীদের জাহাজ হইতে অবতরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে একটি জনসভা হইবে, তাহাতে ডারবানের প্রত্যেক লোক যেন উপস্থিত হয়।" ডারবান টাউন হলের এই সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। সমাজের কোনও ধীরবুদ্ধি সম্পন্ন অংশ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই বলিয়াও অনুযোগ ওঠে। উপরোক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ও লঘু বন্দুকধারী নৌসৈনিকদের নায়ক ডাঃ ম্যাকেঞ্জি এবং ডারবান লঘুপদাতিক সৈনিকদের নায়ক ও স্থানীয় এটর্নি মিঃ জে. এস্ উইলি—উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই দুইজনই প্রধান। সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং এই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সরকারের কর্তব্য উপনিবেশের খরচায় দুই জাহাজের যাত্রীদিগকে ভারতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া, এবং "এই সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মতি দিতেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে যে উক্ত সংকল্প যাহাতে কার্যকরী হয় সেজন্য সরকারকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে দেশের প্রয়োজনে যাহাকিছু করিতে হয় সমস্তই সে করিবে এবং প্রয়োজন হইলে যে কোনও সময়ে অন্তরীপে (পয়েণ্টে) যাইয়া উপস্থিত হইবে।" সভায় ইহাও আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয় যে সংক্রমণ প্রতিষেধ ব্যবস্থার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা এবং ইহার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আইন পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা উচিত। আমার ক্ষুদ্র অভিমতে ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পূর্বের সংক্রমণ প্রতিষেধ ব্যবস্থা ভারতীয়দের উত্যক্ত করিয়া ভারতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই অবলম্বিত হইয়াছিল।

এই গৃহীত প্রস্তাবের তারযোগে উত্তর দিয়া সরকার বলেন "সংক্রমণ প্রতিষেধমূলক আইনের বলে মহারাণীর যে কোনও শ্রেণীর প্রজাকে উপনিবেশে জাহাজ হইতে নামা বন্ধ করা ছাড়া তাহাদের অন্য কোনও ক্ষমতা নাই[1] এবং উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে কার্যপ্রণালীর ইঙ্গিত করা হইয়াছে সরকার তাহার নিন্দা করেন। ইহার পর টাউন হলে[2] আর একটি সভা বসে, উহাতে মিঃ উইলি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে সমর্থিত হয় তাহাতে বলা হয় যে সংক্রমণ প্রতিষেধের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা উচিত। তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হইতেছে এই: "কমিটি বলিয়াছে যে যদি সরকার কিছু না করেন তাহা হইলে ডারবানকে নিজেই তাহা করিতে হইবে এবং তাহারা সদলবলে অন্তরীপে গিয়া দেখিবে কতদূর কি করা যায়। তাহারা এই মন্তব্য করিয়া শেষ করে যে "আমরা মনে করি সরকারের প্রতিনিধি এবং উপনিবেশের যোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসাবে আমাদিগকে বাধা দিবার জন্য আপনাদিগকে সৈন্য নিয়োগ করিতেই হইবে।" এটর্নি জেনারেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

[1] ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[2] ১৮৯-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মিঃ এস্‌কোম্ব বলেন "আমরা এসব কিছুই করিব না। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, এবং আপনাদিগকে বাধা দিবার জন্য এ সকল কিছুই করিতে যাইব না। কিন্তু যদি আপনারা আমাদিগকে এরূপ অপ্রীতিকর বিক্ষোভ-প্রদর্শন সমিতির আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল—"কোরল্যাণ্ড" যাইতে হইবে, এবং তাঁহাকে বলিতে হইবে যে আমরা আর শাসন চালাইতে পারিব না, আপনি নিজের হাতে উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণ করুন। আপনাদিগকে অন্য লোক দেখিয়া লইতে হইবে।" দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল—"ভারতীয়েরা আসিলেই আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে অন্তরীপের দিকে অগ্রসর হইব, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব নেতার আদেশ মানিতে বাধ্য থাকিব।" বক্তাগণ বিশেষ করিয়া আমার বিরুদ্ধেই শ্রোতাগণকে উত্তেজিত করেন। স্বাক্ষরের জন্য একখানি কাগজ বিলিকরা হইয়াছিল তাহার উপরে লেখা আছে: "সভ্যদের নামের তালিকা (ব্যবসা অথবা পেশার উল্লেখসহ)—যাহারা অন্তরীপে যাইতে এবং প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক এশিয়াবাসীদের জাহাজ হইতে অবতরণে বাধাদান করিতে এবং নেতাদের যে কোনও আদেশ মানিতে ইচ্ছুক।" বিক্ষোভ-প্রদর্শন কমিটির আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল—"কোরল্যাণ্ডের" জাহাজের কর্তার নিকট এই মর্মে চরম পত্র প্রেরণ করা যে যাত্রীরা উপনিবেশের খরচে ভারতে ফিরিয়া যাইবে, যদি না যায় সহস্র সহস্র ডারবানবাসীরা তাহাদের অবতরণে বাধাপ্রদান করিবে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অগ্রাহ্য করা হয়।

আন্দোলন যখন এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন জাহাজের এজেণ্টগণ সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়া যাত্রিগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। ১৩ই তারিখে জাহাজ দুইটি ভিতরে আনা হয়—ঐ দিন পর্যন্ত উহার কোনও উত্তর আসে না। টেলিগ্রামে[১] আর কিছু যোগ করিবার নাই—উহার একখানি নকল এই সঙ্গে সংলগ্ন হইল। আমার সম্পর্কে সংবাদপত্রে ভুল খবর প্রকাশিত হওয়ার দরুণ আমাকে আক্রমণ করা হয়। সে আক্রমণ শুধু আমাকে লইয়া কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের কাজ—তাহার প্রতি নজর দিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য খুব অল্পের জন্যই আমার চামড়া বাঁচিয়াছে। সংবাদপত্রগুলি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে আমার অবস্থায় পড়িলে অপরে যাহা করিত আমি তেমন কিছু করি নাই। আমি ইহাও বলিতে পারি যে আক্রমণের পর আমার প্রতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন এবং আশ্রয় দিয়াছেন।

এখন ভারতীয়দের আমদানি সীমাবদ্ধ করিবার জন্য সরকার আগামী মার্চ মাসে আইন প্রবর্তনে ইচ্ছুক। ভারতীয়দের পক্ষে ব্যবসায়ের জন্য অনুজ্ঞাপত্র

[১] ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(লাইসেন্স) লওয়া বা ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য অবাধ ক্ষমতা চাহিয়া শহরসংসদ সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। ফল কি হইবে এখন বলা শক্ত। আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল আপনি, এবং যে ভদ্রলোক আমাদের হইয়া লণ্ডনে কাজ করিতেছেন তিনি। যাহাই হউক, যে সকল ভারতবাসী ভারতের বাহিরে যাইতেছে তাহাদের সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগের নীতি কি তাহার কিছুটা ঘোষণা করার ইহাই উপযুক্ত সময়। এমত অবস্থায় সরকারী সাহায্য দিয়া নাটালে লোক আমদানি খুবই বিধি বহির্ভূত। এশিয়াবাসীরা আসিয়া উপনিবেশ ভরিয়া দিবে সে বিপদ একেবারেই নাই। ইউরোপীয় ও ভারতীয় কারিগরদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে একজন ভারতবাসী যেমন নাটালে আসিতেছে—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একজন ভারতে ফিরিয়াও যাইতেছে। এ বিষয়টির সমস্ত বিবরণ মিঃ চেম্বারলেনের[১] উদ্দেশ্যে রচিত একটি স্মারকলিপিতে সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইবে—সেটি এখন প্রস্তুতির পথে। ইত্যবসরে অতীত ঘটনা পরম্পরার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে এই পত্রখানি আপনার কাছে পাঠানো হইতেছে। আমরা জানি, আপনি কার্যান্তরে ব্যাপৃত। কিন্তু আমাদের দুঃখ জানাইয়া আপনাকে কষ্ট দিতে আমরা যতই অনিচ্ছুক থাকি, সুবিচার পাইতে হইলে ইহা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।

নাটালের ভারতীয়দের পক্ষ হইতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনার বশম্বদ
এম. কে. গান্ধী

এস. এন, নং ১৯৬৭ অফিসকপির ফটোগ্রাফের নকল হইতে।

১ ১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪. ভারতের দুর্ভিক্ষ

দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিম্নে প্রকাশিত এবং তৎপরবর্তী তিনখানি আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালের ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ সহায়ক ভান্ডারে দান করিবার জন্য কলিকাতার কেন্দ্রীয় দুর্ভিক্ষ সমিতি ব্রিটিশ উপনিবেশের জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানান তাহাতে সাড়া দিয়া গান্ধীজী এইগুলি প্রকাশিত করেন।

ডারবান

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

নাটাল 'মারকারি'র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির নিকট ভারতের দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। রাজা মহারাজাদের ধনরত্ন সম্বন্ধে গালগল্প থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ যে দরিদ্রতম দেশ ইহা বোধহয় সাধারণতঃ অনেকের জানা নাই। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাথমিক পুস্তকে আছে যে "অবশিষ্ট পঞ্চম অংশ (অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার) অথবা ৪০,০০০,০০০ লোক অপ্রচুর খাদ্যে জীবন ধারণ করে।" ব্রিটিশ ভারতের ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণতঃ চারি বৎসর অন্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দারিদ্র্য পীড়িত দেশে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের যে কি দুরবস্থা হয় তাহা অবশ্য কল্পনা করা কঠিন নহে। মায়েদের কাছ হইতে সন্তানেরা, স্বামীদের কাছ হইতে স্ত্রীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সমস্ত দেশ উজাড় হইয়া যায়—এ সকল ঘটনা অতি সদাশয় সরকারের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতিকালের ১৮৭৭-৭৮ সালের দুর্ভিক্ষই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ডতম। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার ভারপ্রাপ্ত কমিশনারেরা মৃত্যু হারের বিবরণ দিয়াছেন: "হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে (আমাদের অভিমত এই যে সে হিসাবের প্রকৃত ভিত্তি আছে;)—যে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রদেশগুলিতে ১৮৭৭ সাল হইতে ১৮৭৮ সাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় ১৯৭,০০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মৃত্যুহার সাধারণতঃ দেশের সব ঋতুতে স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকিলে যেরূপ হইত তাহা হইতে ৫,২৫০,০০০ বেশী লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।" এই সংকটকালে মোট ব্যয় হইয়াছে ১১,০০০,০০০ পাউন্ড।

প্রচণ্ডতার দিক হইতে বর্তমান দুর্ভিক্ষ স্মরণীয় দৃষ্টান্তকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্গতি ইতিমধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী গ্রীষ্মকালে অবস্থা আরও নিদারুণ হইবে। আমার বিশ্বাস ভারত হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশ-গুলির নিকট আবেদন জানানো ইহাই সর্বপ্রথম। এবং আশা করা যায় যে মুক্তহস্তে দান করিয়া সকলে ঐ আবেদনে সাড়া দিবেন। কলিকাতার কেন্দ্রীয় দুর্ভিক্ষ সমিতি নিশ্চয়ই তাঁহাদের অর্থ সংগ্রহের সকল উপায় নিঃশেষ করিয়া তাহার পর উপনিবেশগুলির[১] নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। আবেদনের গুরুত্বের তুলনায় যদি উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া যায়—তাহা হইলে তাহা খুবই দুঃখের কারণ হইবে।

একথা সত্য যে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা দেখিয়াও খুব উৎফুল্ল হওয়া যায় না তবু ইহা মানিতে হইবে যে ভারতের দুর্দশার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দশার কোনও তুলনা হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস দক্ষিণ আফ্রিকার ধনী ব্যক্তিদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য যদি আবেদন আসে তবুও তাহার জন্য তাহাদেরই লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যাহারা আজ অনাহারে মরিতে চলিতেছে তাহাদের সাহায্যে তাঁহাদের মুক্ত-হস্ত দান কখনই ব্যাহত হইবে না। যুক্তরাজ্যেই হউক আর উপনিবেশগুলিতেই হউক—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ব্রিটিশজাতির জনহিতৈষণা পূর্বের মত স্থানকাল নির্বিশেষে দুর্গত মানবজাতির সাহায্যকল্পে উৎসারিত হইবে।

আপনার বশম্বদ
এম কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি—৪-২-১৮৯৭

[১] ২৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৫. ভারতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

ডারবানস্থিত ভারতীয় সমাজের প্রতি নিম্নের আবেদন সহ নাটাল এডভারটাইজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ডারবানের মেয়র দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা চাহিবার সঙ্গে সঙ্গে ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয়েরা একটি সভা আহ্বান করেন, তাহাতে প্রারম্ভেই ৭০০ পাউণ্ড চাঁদা ওঠে। মারিজ-বার্গ, নিউক্যাসেল, লেডিস্মিথ, চার্লসটাউন, ডাণ্ডী, এবং অন্যান্য কেন্দ্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঐ কমিটির অধিবেশন হওয়ার পর আবেদনটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়।

[৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭][১]

প্রিয় দেশবাসিগণ,

প্রতিদিন আমরা যখন আহার পাইতেছি তখন ভারতবর্ষের শতসহস্র লোক ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাইতেছে। আমাদের প্রিয় দেশ আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। ব্রিটিশ পতাকার অধীন সকলের নিকট ভারতবাসী সেখানকার লক্ষ লক্ষ অনাহারে মৃতপ্রায় লোকদের নিকট সাহায্য পাঠাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। বোধ হয় আমরা সকলে অবগত নহি যে দুর্ভিক্ষ না থাকিলে ভারতের ৪০,০০০,০০০ লোক জানে না যে কি করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে কল্পনা করুন,—এই দুর্গতির সময় ভারতে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের অবস্থা কিরূপ হইতে বাধ্য। এ অবস্থায় যাহারা নিজের উদর পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য নিজের সংস্থান হইতে কিছু অংশ এই মুমূর্ষুদের জন্য ত্যাগ করা। একথা বলিলে আমাদের চলিবে না যে "আমি গতকাল এই বা অন্য এক সাহায্য ভাণ্ডারে কিছু দিয়াছি।" আপনার দরজায় একজন ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া আপনি কখনই একথা বলিবেন না; সে ব্যক্তির ক্ষুধা মিটাইতে আপনার যাহা কিছু আছে সবই দিয়া দিবেন। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রভেদ এই যে আপনাদের নিকট হইতে বহুদূরে আপনাদের জন্মভূমিতে, যে জন্মভূমির জন্যই

[১] দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসীর সাহায্যের জন্য আবেদনটির মুসাবিদা ৩রা তারিখে বা তৎপূর্বে করা হইয়াছিল এবং ঐ দিনে বা ৪ঠা তারিখের সাধারণ সভায় উহা গৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। উহা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়—ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় সবরমতী সংগ্রহালয়ের দপ্তরস্থিত নকল এবং স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলিনের নিকট লিখিত গান্ধীজীর পত্রে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে। ২৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আপনাদের যাহা কিছু পদমর্যাদা এবং যাহার কল্যাণের সঙ্গে আপনাদের কল্যাণ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত সেই জন্মভূমিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে। একথা বলিলেও চলিবে না যে আপনারা যাহা দিবেন তাহা দুঃখের সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্যের মত, কোনও সাহায্যেই আসিবে না। একথা বলা ভুল। যদি সকলেই এই ভাবে যুক্তি দেখান তাহা হইলে তাহাদের কোনও সাহায্যই করা হইবে না। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়াই সমুদ্র। অতএব আমাদের সকলেরই কর্তব্য সাহায্য-ভাণ্ডারে আমাদের যথাশক্তি দান করা।

যদি আপনাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হয়, তাহা হইলেও আপনাদের কর্তব্য নিজেদের কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করা—যেমন ধরুন—কিছু বিলাসিতা, কিছু অলংকার,—একান্ত প্রয়োজনের নয় এমন সব কিছু।

সংগৃহীত অর্থ একটি কমিটির হাতে থাকিবে। ১০ শিলিং বা তদূর্ধে যাঁহারা দান করিবেন তাঁহাদের নাম ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইবে এবং প্রত্যেকেই দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সমিতির পক্ষে মিঃ এম. কে গান্ধীর সাক্ষর-যুক্ত রসিদ পাইবেন—তাহাতে যিনি বা যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহার বা তাঁহাদের স্বাক্ষর সংযুক্ত থাকিবে। এই কমিটিতে আছেন—মেসার্স দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোং, মোহম্মদ কাসিম কামরুদ্দিন এণ্ড কোং, আজাম গোলাম হুসেন এণ্ড কোং, পার্সী প্রতিষ্ঠান এবং মিঃ মোহনলাল রায়, মিঃ সৈয়দ মাহোমেড, রেভাঃ সাইমন ভেলাম্যান, মিঃ আদমজী মিঞাখান্, মিঃ পার্সি-রুস্তমজী, মিঃ পীর মোহম্মদ দাউদজী, মিঃ মুসা হাজী কাসিম, মেসার্স দাউদ মোহম্মদ এণ্ড কোং, মিঃ ডান্, মিঃ বয়াপান, মিঃ লরেন্স, মিঃ গডফ্রে, মিঃ ওসমান আহমেদ, মিঃ যশুয়া, মিঃ গ্রেব্রিয়েল মিঃ হাজী আব্দুল্লা, মিঃ হাসাম সুমার, মিঃ পীড়ান মোহম্মদ, মিঃ মোগারারিয়া, মিঃ গান্ধী, প্রভৃতি।

প্রত্যাশা করা যাইতেছে যে দুর্গতদের জন্য উপনিবেশের ভারতীয়গণ অন্ততঃ ১০০০ পাউণ্ড দিবেন যদিও ২০০০ পাউণ্ড এবং তাহারও উপরে যে টাকার অঙ্ক উঠিবে না এমন কোনও কারণ নাই। এ সকলই নির্ভর করিবে ভারতে অবস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য আপনাদের বদান্যতা ও সমবেদনার উপর।

মিঃ গান্ধী এবং সংগ্রাহকের স্বাক্ষর সম্বলিত ইংরাজি এবং তামিল ভাষায় লিখিত রসিদ ছাড়া কোন টাকা দেওয়া উচিত হইবে না।

দি নাটাল এড্ভারটাইজার, ৪-২-১৮৯৭

২৬. জে. বি. রবিনসনের নিকট পত্র[১]

ওয়েস্ট স্ট্রীট, ডারবান,
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

শ্রীজে. বি. রবিনসন
জোহানেস্‌বার্গ

মহাশয়,

নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে একটি বিষয় লইয়া আমরা জোহানেস্‌বার্গের ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিষয়টির প্রতি আপনার পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে।

ভারতের বর্তমান দুর্ভিক্ষ, পূর্বের সকল ইতিহাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, অনাহার ও তজ্জনিত দুর্গতিতে মানুষ যে ভয়াবহ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। এই তীব্র দুঃখ ও যন্ত্রণা এতই ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ ভারতীয় দাক্ষিণ্য লাভের সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র দুর্ভিক্ষত্রাণ-সমিতি গঠন করা হইয়াছে কিন্তু যে দুঃখ দুর্দশার স্রোত ক্রমশঃ উত্তাল হইয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে তাহা রোধ করিবার পক্ষে সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নহে। দারিদ্র্য-দুঃখ-ভারাক্রান্ত অগণিত মানুষের জন্য যাঁহারা প্রাণমন দিয়া কাজ করিতেছেন তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রুতভাবে বহু লোকক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সরকার ও ভারতের জনসাধারণ এই নিদারুণ বিপত্তির ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গে কার্যতঃ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না এবং আশ্চর্য নহে যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই সংকটকালে তাঁহাদের সদাপ্রস্তুত আনুকূল্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্র এই বিষয়টিকে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে এবং আপনারা অবগত আছেন ম্যানসন হাউস[২] ফণ্ড নামে একটি অর্থভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। শোনা গিয়াছে যে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ভারতের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে বোধ করি ইহাই প্রথম যে উপনিবেশগুলিকে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিতে বলা হইয়াছে এবং আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ

[১] পূর্ববর্ণিত আবেদনে কমিটির যে সকল সদস্যের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাই এই পত্রের স্বাক্ষরকারী।

[২] লণ্ডনের মেয়র তাঁহার কার্যকালে এখানে বাস করেন।

যে প্রত্যেক রাজভক্ত ব্রিটিশ প্রজা লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত অন্য ব্রিটিশ-প্রজাদের দুঃখ অপনোদনের জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানের সুযোগ গ্রহণ করিবে।

আমাদের মেয়র দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতার কেন্দ্রীয় সমিতির[১] পক্ষ হইতে বাংলার প্রধান বিচারপতির তারবার্তায় সাড়া দিয়া ইতিমধ্যে একটি অর্থভাণ্ডারের জন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয় পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয়েরা সক্রিয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন এবং কেবল ডারবানেই, কাল পর্যন্ত ৭০০ পাউণ্ড চাঁদা উঠিয়াছে—দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ১০০ পাউণ্ড করিয়া দিয়াছেন—আর একটি প্রতিষ্ঠান দিয়াছেন ৭৫৺পাউণ্ড, এবং আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সংগৃহীত টাকার অঙ্ক প্রায় ১৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত গিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে ভরসা করিতেছি এই জন্য যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আপনি সহানুভূতি দেখাইবেন; সে জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। আপনার প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তির বলে বর্তমান দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণে দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ প্রশমনের জন্য ভারতবাসী যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহায়তা করিতে আপনি নিশ্চয় সমর্থ। আমরা এ বিষয়ে স্থির জানি যে এইদিক দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য সকল অংশ সমবেতভাবে যাহা করিতে পারিবে, প্রভূত অর্থসম্পদশালী জোহানেস্‌বার্গ তদপেক্ষা অনেক বেশি করিতে সমর্থ হইবে।

এখানে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের ভারতীয়দিগকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য আমরা আবেদন জানাইয়াছি।

আশা করি এ বিষয়ে আপনি অবিলম্বে মনোযোগ প্রদান করিবেন। বিনা অনুমতিতে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত স্বাক্ষরকারিগণ

গান্ধীজীর হস্তাক্ষরে লিখিত অফিস কপি হইতে : এস. এন. ১৯৯৬

১ ২৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২৭. ডারবানের পাদ্রীদের নিকট পত্র

বীচ গ্রোভ, ডারবান
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

বরাবরেষু

ডারবানের মেয়র ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে যে অর্থভাণ্ডার খুলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপনাদের নিকট পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সহর সংসদে গতকল্য এ পর্যন্ত একজন মাত্র ইউরোপীয় চাঁদা দিয়াছেন বলিয়া মেয়র যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যাহাদের হয়তো কেবল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই মরিতে হইবে আমার পক্ষে তাহাদের দুর্গতির বিষয় বর্ণনা করা কেবল বাহুল্য মাত্র। ৩রা তারিখে[১] 'মারকারি' পত্রিকায় আমার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে আপনাদের তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কি পরিমাণ দুঃখ দুর্দশায় আজ ভারত বিপন্ন সেই পত্রে তাহার কিছুটা ধারণা আপনাদের হইবে।

আমি ভরসা করি যে আগামীকল্য[২] যদি প্রার্থনাবেদী হইতে শ্রোতাদের নিকট এই দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়, তাহা হইলে উহা লক্ষ লক্ষ দুর্গত ভারতবাসীর দুঃখে জনসাধারণের সহানুভূতি ও বদান্যতা উদ্রেক করিবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে।

বশংবদ
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর হস্তাক্ষরে লিখিত অফিস কপির ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি: এস. এন. ৩৬৪৩

[১] দেখা যাইতেছে গান্ধীজী তাঁহার ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠির উল্লেখ করিতেছেন—এ চিঠি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৬৬-৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
[২] অংশতঃ অস্পষ্ট কথাটি বোধহয় 'আগামীকল্য'; ৭ই ফেব্রুয়ারী ছিল রবিবার।

২৮. এ. এম. ক্যামেরনের নিকট পত্র

বীচ গ্রোভ, ডারবান
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

এ. এম. ক্যামেরন[১]
পোস্ট অফিস
ডারগ্‌ল রোড[২]

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১০ তারিখের অনুগ্রহলিপি ও মূল্যবান উপদেশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, আপনি যে ডারবানে আসিবার জন্য কয়েকদিন সময় দিতে পারিবেন এজন্য আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এতৎসহ আমি তিন পাউণ্ডের একখানি চেক পাঠাইতেছি। আপনি ইচ্ছা করিলে ১ম শ্রেণীতে আসিতে পারেন এবং আপনার অন্যান্য খরচও দেওয়া হইবে।

ভবদীয়
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর স্বাক্ষর সম্বলিত কপির ফটোগ্রাফ হইতে : এস. এন. ৩৬৪৫

২৯. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট স্মারকলিপি[১]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী ডারবানে উপনীত হইবার পর নাটাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যত্র ঘটনাবলীর গতি গান্ধীজীর নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের নূতন করিয়া উপনিবিষ্ট হইবার পথে বাধা দান এবং তাহাদের ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ঔপনিবেশিকদের দৃঢ় সংকল্পিত প্রয়াস তিনি পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহ-নাগরিক রূপে ভারতীয়দের মর্যাদা বিপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার ফলে, সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তিও বিপন্ন হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার এবং ইংল্যান্ড

[১] মিঃ ক্যামেরন কিছুদিনের জন্য নাটালের "টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া"র সংবাদদাতা ছিলেন (পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের কথা লোকসমক্ষে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে একখানি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করিবার ব্যাপারে গান্ধীজী তাঁহাকে ডারবানে ডাকিয়া পাঠান। যাহা হউক ১৯০৩ সাল পর্যন্ত "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" প্রকাশিত হয় নাই।

[২] পিটারমারিজবার্গ হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্বয়ং পরিচালিত গ্রাম।

ও ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট ১৩ই জানুয়ারীর ভারতীয়-বিরোধী বিক্ষোভের যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ করার এবং তাঁহাদের সম্মুখে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা ও কয়েকটি ঔপনিবেশিক সরকার অনুসৃত ভারতীয়-বিরোধী কর্মপন্থার স্পষ্ট পরিচয় দানের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি নাটালবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে জোসেফ্ চেম্বারলেন মহোদয়ের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি রচনা করেন।[১]

১৫ই মার্চ, ১৮৯৭

মহামান্যবর

জোসেফ চেম্বারলেন মহোদয়,
মহামান্যা মহারানীর উপনিবেশসমূহের
ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মসচিব, লণ্ডন,

সমীপেষু

নিম্নস্বাক্ষরকারী নাটাল উপনিবেশবাসী ভারতীয়গণের
স্মারকলিপি

অশেষ বিনয় পূর্বক নিবেদন—

নাটালবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধিস্বরূপ নিম্নস্বাক্ষরকারীরা, আপনার অনুগৃহীত নিবেদকগণ, আপনার সমীপে নাটালে ভারতীয়দের সমস্যার বিষয়টি উত্থাপন করিতেছে; বিশেষ করিয়া ক্যাপ্টেন স্পার্কস্ নামক জনৈক

[১] স্মারকলিপিটি যথাকালে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং নাটালের শাসনকর্তার নিকট নিম্নলিখিত পত্রসহ প্রেরিত হইয়াছিল।

ডারবান
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

মহামহিম, মাননীয় স্যার ওয়ালটার এফ. হেলি-হাচিনসন্ কে. সি. এম. জি.
নাটাল উপনিবেশের রাজ্যপাল, নাটাল বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ, নাটালের ভাইস এডমিরাল, এবং দেশীয় প্রজাবর্গের সর্বময় অধিকর্তা-মহোদয় সমীপেষু

মহামহিম রাজ্যপালের অনুগ্রহের ভরসায়

আমি অশেষ সম্মান পুরঃসর, মহামান্যা মহারাণীর উপনিবেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মসচিবের উদ্দেশে লিখিত একটি স্মারকলিপি অগ্রপত্রসহ আপনার নিকট পাঠাইতেছি; ইহাতে আমার এবং অন্যান্যের স্বাক্ষর আছে। রাজ্যপালের সমর্থনসূচক মন্তব্যসহ ইহা মহামান্যা মহারাণীর উপনিবেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মসচিবের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। উপরোক্ত মূল স্মারকলিপির দুইটি প্রতিলিপিও এই সঙ্গে পাঠাইতেছি।

বশংবদ
(স্বাক্ষরিত) আব্দুল করিম এইচ. আদম

কমিশন প্রাপ্ত অফিসারের নেতৃত্বে আয়োজিত ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ডারবানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ, যাহা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ডারবানে আগত এস. এস. 'কোরল্যান্ড' ও এস. এস. 'নাদেরী' নামক দুইটি ভারতীয় মালিকানা পরিচালিত প্রায় ছয়শত যাত্রী পূর্ণ জাহাজ হইতে এশীয়দের অবতরণে প্রবল বাধা দানের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যাহার পরিণতি দাঁড়াইয়াছিল উহাদের মধ্যে একজনের উপর আক্রমণে, সেই ব্যক্তি ডারবান আঞ্চলিক পুলিসবাহিনীর[১] কৌশলে খন্ড বিখন্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

দীর্ঘকাল যাবৎ নাটালবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় নানা আইনগত অসুবিধার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে; এইসব অসুবিধার কয়েকটি মহামান্যা মহারানী মহোদয়ার সরকার সমীপে স্মারকলিপির বিষয়ীভূত হইয়াছে।[২] এই সকল আবেদনপত্রে দেখানো হইয়াছে যে স্বাধীন প্রজারূপে ভারতীয়দের সম্পূর্ণ উৎখাত করাই ঔপনিবেশিকদের মূল লক্ষ্য; এবং ভারতীয়দের উপর প্রযুক্ত প্রতিটি বাধাই বহুত্তর বাধার সূচনামাত্র যাহাতে ইহা দ্বারা তাহাদের অবস্থা এরূপ নিম্নস্তরে নামিয়া যায় যে উপনিবেশে তাহাদের জীবনকালে (নাটালের সরকারী এ্যাটর্নি-জেনারেলের ভাষায়) 'কুলিমজুর' ছাড়া অন্য কোন ভাবে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল ও অনুরূপ কারণে ইহা বলা হইয়াছিল যে মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুর যেন নাটালে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা সংকোচক আইনে সম্মতি না দেন। মহামান্যা মহারানীর সরকার স্মারকলিপিগুলির উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেদন পত্রগুলিতে যে সকল আইনের খসড়াবিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, সেগুলি সম্পর্কে রাজকীয় সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মূল উদ্দেশ্য সাধনের পথে তাহাদের প্রথম ও পরীক্ষামূলক, অল্প-বিস্তর সাফল্যমণ্ডিত আন্দোলনে এইভাবে সমর্থন লাভ করিয়া ইউরোপীয়গণ গত সাত মাসে ভারতীয় বিরোধী সমিতিগুলি গঠন করিয়াছেন এবং বর্তমানে সমস্যাটি তীব্রতর হইয়াছে। এই সকল অবস্থায় আপনার আবেদনকারিগণ নাটালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার খাতিরে মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুরের নিকট গত সাত মাসের ভারতীয় বিরোধী বিক্ষোভের পর্যালোচনা উপস্থিত করা কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল টোনগাট চিনি কোম্পানী অভিবাসন নিয়ন্ত্রক ট্রাস্ট বোর্ডের নিকট একজন করিয়া নিম্নলিখিত ভারতীয় কারিগরের

[১] দ্রষ্টব্য: ১৫৬, ১৫৮ পৃষ্ঠা ও ১৬৪ পৃষ্ঠা; এবং ২০০ ও ২৭১ পৃষ্ঠা।

[২] গান্ধী রচনাবলী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১০-২১, ১৭৮-৯৯, ২০৫-১৮, ২৪৩-৪৪, ২৯১-৯৫ এবং ৩১১-৩২ দ্রষ্টব্য।

জন্য আবেদন করে. যাহারা ই'ট তৈরী করে, রেল লাইনের প্লেট তৈরী করে, চূণকাম করে, ঘরবাড়ী রঙ করে, গাড়ী ও চাকা তৈরী করে, ছুতার, কর্মকার, ফীটার, কুম্ভকার, লৌহ ও তামা ঢালাই করে। ট্রাস্ট বোর্ড এই আবেদন গ্রাহ্য করে। এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে না হইতেই উপনিবেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ট্রাস্ট বোর্ডের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহবানের বিজ্ঞপ্তি পিটারমারিজবার্গ ও ডারবানের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ডারবানে আগস্ট মাসের ১১ তারিখে এবং এই জনাকীর্ণ সভায় ক্রুদ্ধ ভাষণ দান করা হয় বলিয়া সংবাদ বাহির হয়। বিক্ষোভের ফলে টোনগাট চিনি কোম্পানী তাহাদের দরখাস্ত প্রত্যাহার করে এবং ঘোষণা করে—"উক্ত প্রয়োজনের জন্য আমরা যে আবেদন করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের একান্ত অপ্রত্যাশিত দিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেজন্য আমরা ইহা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছি।" যাহাই হউক, এই প্রত্যাহারের ফলে বিক্ষোভ শান্ত হইল না। বহু সভা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং বক্তাগণ আবেগের মাথায় প্রসঙ্গের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আপনার আবেদনকারিগণের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা মনে করেন ঐ দরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একান্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল, অবশ্য যতক্ষণ উহা শাসককর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় কুশলী কারিগর আমদানীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত; যদি এই বিক্ষোভ ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তবে পরবর্তী ঘটনাবলী ঘটিতে পারিত না। এই সকল সভায় কয়েকজন বক্তা এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ যথার্থ বিচারে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, এবং চিনি কোম্পানীই সম্পূর্ণভাবে এইজন্য দায়ী। যাহাই হউক, অধিক সংখ্যক ভাষণের মূল সুর ছিল এমনই যাহাতে শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে উত্তেজনার ইন্ধন সঞ্চার হইতে পারে। সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত চিঠিপত্র অনুরূপ সুরেই রচিত এবং ঘটনাসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে অসত্যরূপে পরিবেশিত হইয়াছিল, সমগ্র ভারতীয় প্রশ্নটিকে সম্মুখে তুলিয়াধরিয়া ভারতীয়দেরই সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। আপনার আবেদনকারিগণের সবিনয় অভিমত এই যে, এই সভাগুলি ভারতীয় সম্প্রদায়ের এই অভিমতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে যে, উপনিবেশে ভারতীয়গণই সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অবজ্ঞাত, তাহাদের 'কালো অনিষ্টকারী পোকা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। মারিজবার্গের এক সভায় জনৈক বক্তা বলেন, "একজন কুলি কেবল তৈলাক্ত কম্বলের গন্ধে বাস করিতে পারে।" সভার জনৈক শ্রোতা বলেন "তাহারা শশকের ন্যায় শাবক উৎপাদন করে, এবং তাহারাই এখানে রহিয়াছে," এবং আর এক জন বলেন, "সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে আমরা তাহাদের গুলি করিয়া মারিতে পারিতেছি না।" ডারবানের এক সভায় উক্ত

beginning to show an inclination to emigrate for purposes of trade, &c., the Colonies are endeavouring to shut them out. If this is allowed by the Home Government, and therefore by the Imperial Parliament, it will, in our humble opinion be a grave infringement of the gracious Proclamation of 1858, and would deal a death-blow to Imperial federation, unless the Indian Empire is outside its pale.

We venture to think that these facts by themselves are sufficient to induce you to extend your unreserved support to our cause.

We remain, Sir,

Your obedient servants,

১৮৯৭ সালের ২৭ মার্চ তারিখের আবেদনপত্রের শেষ পৃষ্ঠা, আবেদনকারী ভারতীয়েরা যে সকল শ্রেণীরই প্রতিনিধিস্থানীয় ইহাতে তাহা দেখানো হইয়াছে

'৯০ সালে ডারবান বন্দরে 'পয়েন্ট' নামে জাহাজঘাটা

আবেদনের বিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সমবেত কণ্ঠে বলেন, "যদি ভারতীয় কারিগরেরা আসে, তবে আমরা জাহাজঘাটায় (পয়েণ্টে) যাইব এবং তাহাদের বাধা দিব।" ঐ সভাতেই আর একজন বলেন, "কুলিরা মানুষ নয়।" এইভাবে দেখা যাইবে যে বিগত জানুয়ারী মাসের ঘটনাবলীর উপাদানসমূহ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিক্ষোভের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে এই ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্ররোচনা দান করা হইয়াছিল।

ট্রাস্ট বোর্ডের কার্য সম্পর্কে উপযুক্ত চিন্তার অবসরের পূর্বেই রয়টার পরিবেশিত নিম্নলিখিত তারবার্তাটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল :

> ভারতে প্রকাশিত এক প্রচার পুস্তিকায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নাটালে ভারতীয়গণ লুণ্ঠিত ও প্রহৃত হয়, তাহাদের সহিত পশুবৎ ব্যবহার করা হয় এবং তাহারা অত্যাচারের প্রতিকারে অসমর্থ। "টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রার্থনা করিতেছে।

স্বভাবতই এই তারবার্তা ঔপনিবেশিকদের ক্রোধকে প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নিতে ইন্ধন যোগায়। উল্লিখিত প্রচার পুস্তিকাটি মিঃ এম. কে. গান্ধী লিখিত দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের অভিযোগসমূহের বিবৃতি। মিঃ গান্ধী "ভারতের কর্তৃপক্ষ, জননেতা ও জনপ্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহা উপস্থিত করার" জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীদের পক্ষে সামান্য প্রসঙ্গান্তরে গিয়া অবস্থাটি পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। স্বাক্ষরকারীদের এ কথা বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, তারবার্তার বক্তব্য প্রচারপুস্তিকায় প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা দুইটিই পড়িয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রচার-পুস্তিকাটি পাঠের পর 'দি নাটাল মার্ক্যারি' (পত্রিকা) তারবার্তা দেখিয়া যে ক্রুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা যে পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত কথায় বোঝা যায় :

> নিজের পক্ষে ও দেশবাসীর পক্ষে মিঃ গান্ধী এমন কোন কাজ করেন নাই যাহা করিবার তিনি অনধিকারী, এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, যে মূলসূত্র অনুসারে তিনি কাজ করিতেছেন, তাহা সম্মানার্হ ও আইনসিদ্ধ। তিনি তাঁহার অধিকার অতিক্রম করেন নাই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সৎভাবে ও অকপটে কাজ করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে দোষী করা চলিবে না বা বাধা দেওয়া যাইবে না। যতদূর আমরা জানি, তিনি সর্বদাই তাহা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সর্বশেষ প্রচারপুস্তিকা

> যে তাঁহার দৃষ্টিভংগী হইতে ঘটনার অসত্য বিবৃতি এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। রয়টারের তারবার্তা মিঃ গান্ধীর বিবৃতির উৎকট অতিরঞ্জন। তিনি কয়েকটি অভিযোগের উদাহরণ দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে কাহারও পক্ষে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে তাঁহার প্রচার পুস্তিকায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নাটালবাসী ভারতীয়রা লুণ্ঠিত ও প্রহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিত পশুবৎ ব্যবহার করা হয় এবং তাহারা ইহার প্রতিকারে অক্ষম। (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬)

ঐ তারিখে **'দি নাটাল এড্‌ভার্টাইজার'** বলিয়াছেন :

> বোম্বাইএ সম্প্রতি প্রকাশিত মিঃ গান্ধীর প্রচার পুস্তিকার বক্তব্য অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ইহার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য বিষয়ে তারবার্তায় প্রচারিত বিবরণ বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। এ কথা সত্য যে মিঃ গান্ধী উপনিবেশের ভারতীয়দের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণ দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে এমন কিছু নাই যাহাতে বলা যায় বিবৃতিতে অভিযোগ করিয়াছেন যে নাটালে ভারতীয়রা লুণ্ঠিত ও প্রহৃত হইতেছে ও তাহাদের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করা হইতেছে। তাঁহার অভিযোগ সেই পুরাতন পরিচিত অভিযোগ যে, ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের নিকট স্বতন্ত্র শ্রেণী ও জাতিভুক্ত রূপে পরিগণিত ও ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহারা যে তাহাদেরই সমান ব্রিটিশপ্রজা ইহা মনে করা হইতেছে না। মিঃ গান্ধীর দৃষ্টিভংগীতে ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং তিনি ও তাঁহার দেশবাসীদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করাই আমাদের পক্ষে সহজ।

পূর্ব কথায় আসা যাক। যদিও কয়েকজনমাত্র উপরোক্ত তারবার্তার যথাযোগ্য বিচার করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে প্রচারপুস্তিকাটি সম্পর্কে সাধারণ অভিমত তারবার্তা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। সংবাদপত্রগুলিতে চিঠিপত্রাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল, ফলে ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয়েরা রুষ্ট হইল। ইউরোপীয় সংরক্ষণ সমিতি নামে একটি সমিতি, সংবাদ বিবরণ অনুযায়ী মারিজবার্গে ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৬) তারিখে প্রায় ত্রিশ জনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হইল। যদিও এই সভা উপরোক্ত ট্রাস্ট বোর্ডের কাজেরই প্রত্যক্ষ ফল, তথাপি এই সমিতির কর্মসূচী যথেষ্ট ব্যাপক ছিল।

৮ই অক্টোবর (১৮৯৬) তারিখের **'দি নাটাল উইট্‌নেস'** পত্রিকা অনুযায়ী মনে হয় যে,

> এই সমিতির মূল কর্মপ্রয়াস উপনিবেশে এশীয়দের আগমন নিয়ন্ত্রণের আইনগুলির আরো সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে, এবং বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি—(ক) ভারতীয় বা এশীয় ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্কিত সকল সংঘ হইতে সকল প্রকার সরকারী আর্থিক সাহায্য, বা সহায়তা বা আনুকূল্য প্রত্যাহার; (খ) যাহাতে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা চুক্তির সময় অন্তে উপনিবেশ পরিত্যাগে যথার্থই বাধ্য হয়, এরূপ আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

পার্লামেন্টের উপর প্রভাব বিস্তার; (গ) উপনিবেশে আগত ভারতীয়দের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার উপযোগী সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন; এবং (ঘ) অস্ট্রেলীয় অভিবাসনের আইনগুলি নাটালে প্রয়োগের জন্য প্রয়াস।

এই অনুসারে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ডারবানে "কলোনিয়াল পেট্রিয়টিক ইউনিয়ন" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইউনিয়নের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, "এই দেশে চুক্তি-মুক্ত এশীয়দের অধিকতর সমাগম বন্ধ করা।" ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি রহিয়াছে :

এই উপনিবেশে এশীয় জাতিসমূহের আরো অধিক অভিবাসন বন্ধ করিলে বর্তমানে এই দেশের অধিবাসী ইউরোপীয়, স্থানীয় লোক, এবং এশীয়দের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। ইউনিয়ন কোন মতেই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের আমদানিতে ব্যাঘাত ঘটাইবে না, যদি ঐ শ্রমিকেরা তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকিলে তাহাদের সহিত তাহাদের চুক্তির মেয়াদ অন্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়।

ইউনিয়ন এখন সরকারের উদ্দেশে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত আবেদনপত্রের সহি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে :

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী নাটাল উপনিবেশের অধিবাসিগণ যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সরকার বাহাদুরের নিকট অত্র আবেদনপত্রে এই উপনিবেশে এশীয় জাতিসমূহের আরো অধিক আমদানি যাহাতে বন্ধ করা যায় এরূপ উপায় অলবম্বন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি : (১) অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের প্রাচীনতর ও সমৃদ্ধতর ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি দেখিয়াছেন যে এই শ্রেণীর অভিবাসী উপনিবেশ অধিবাসীদের মূল স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং তাঁহারা এশীয়দের সম্পূর্ণ বর্জনের উদ্দেশে উপযুক্ত আইন পাশ করাইয়াছেন। (২) শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতির আনুপাতিক বৈষম্য ইতিমধ্যে এই উপনিবেশে এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে এই বৈষম্য আরও বৃদ্ধি করা খুবই অবিবেচনার কাজ হইবে। (৩) এশীয় জাতসমূহের বিরতিহীন আমদানি এই উপনিবেশের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থের পক্ষে গুরুতর হানিকারক হইবে, কেননা যতদিন পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সুলভে এশীয় শ্রমিক পাওয়া যাইবে ততদিন স্থানীয় অধিবাসীদের সভ্যতার অগ্রগতি বাধা পাইবে যেহেতু তাহাদের সভ্যতা শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের সহিত মিলনের উপর নির্ভরশীল। (৪) এশীয়দের নিম্নস্তরের নৈতিক চরিত্র এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসসমূহ ইউরোপীয় অধিবাসীদের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বরাবর বিপদের কারণ হইয়া আছে।

সরকার ইউনিয়নের এই কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। স্বাক্ষরকারীরা আশংকা করে যে অভিবাসন আইন সংশোধন বিল[১] যখন গৃহীত হইয়া যাইবে, এবং যাহা দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের

[১] ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫ দ্রষ্টব্য।

সমর্থন লাভ করিয়াছে—ইহা অধিকতর নিয়ন্ত্রণের পথে এক ধাপ আগাইয়া যাওয়া মাত্র। সরকার ভারতে চুক্তিপত্রের সমাপ্তি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বিল আনয়ন করিবেন কিনা তাহা অন্য কথা। কিন্তু, আপনার অনুগত স্বাক্ষর-কারীদের বিনীত নিবেদন এই যে, মহামান্যা মহারানী মহোদয়ার সরকার বাহাদুর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অভিলাষের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছেন কারণ ঘটনা এই যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের চুক্তির মেয়াদ অন্তে ভারতে বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের নীতি তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, ফলে ঔপনিবেশিকেরা আরো বেশী চাপ দিতেছে; ভারতীয় সম্প্রদায় একটি অতিমাত্রায় ক্ষতিকর চুক্তির অংশীদার হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে :[১] অর্থাৎ ভারতীয়েরা সমস্তই দিবে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই পাইবে না। আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা একান্তভাবে আশা করে যে, বর্তমান অবস্থার পরিণাম যেরূপই দাঁড়াক, মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুর কখনোই এরূপ সুস্পষ্ট অন্যায় ব্যবস্থার আনুকূল্য করিবেন না এবং ভারত হইতে নাটালে আরো সরকারী সাহায্যপুষ্ট অভিবাসন বন্ধ করিয়া দিবেন।

আবেদনপত্রটিতে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের পরিস্থিতিজ্ঞানের শোচনীয় অভাব এবং উদ্যোক্তাদের গুরুতর অন্যায় পক্ষপাতিত্ব সূচিত করে। আপনার অনুগত স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীরা বলা বাহুল্য মনে করে যে, উল্লিখিত ব্রিটিশ উপ-নিবেশগুলি যে ধরনের শ্রেণী আইন প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহা বিধিবদ্ধ করার অনুমতি এখন পর্যন্ত পান নাই। 'দি নাটাল মার্কারি' পত্রিকা ২৮শে নভেম্বরের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইউনিয়নকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, ঐ সকল উপনিবেশে বলবৎ আইনগুলি কেবল চীনাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে," এবং যদিও বা ভবিষ্যতে ঐ শ্রেণীর আইন কার্যকরী হয়, তথাপি এই উপনিবেশ এবং অপরাপর উপনিবেশের মধ্যে সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে। নাটাল ভারতীয় শ্রমিকদের বাদ দিয়া চলিতে পারে না। প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পরে নাটাল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। অপর পক্ষে, অস্ট্রেলীয় উপনিবেশগুলির অনুকূলে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে তাহারা যদি প্রয়োজন বোধ করে তাহা হইলে তাহারা নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দেরই বর্জন করিবে।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সংখ্যার বৈষম্য নিশ্চিতরূপে খুব বেশী; কিন্তু যদি বা ভারতীয়দের কৃষ্ণাঙ্গ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়, তাহারা ইহার জন্য দায়ী নহে, কেননা ইহার কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৪00,000 যেখানে ইউরোপীয়দের সংখ্যা মাত্র ৫0,000।

[১] ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় ৫১,০০০, তাই তাহারা সংখ্যাগত গুরুত্বে হীন, এমন কি তাহাদের সংখ্যা ১০০,০০০ পর্যন্ত বর্ধিত করিলেও তাহারা এই সংখ্যার তারতম্য পরিবর্তিত করিতে পারে না। আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে যে, "এশীয় জাতিদের অনুপ্রবেশ এই উপনিবেশের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থের পক্ষে গুরুতর হানিকারক," কারণ এশীয় শ্রমিকরা সুলভ। যদি একান্ত সম্ভব হয়, তবে স্থানীয় অধিবাসীরা কেবল চুক্তিবন্ধ বহিরাগত ভারতীয়দের স্থান গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ইউনিয়ন চুক্তিবন্ধ বহিরাগত ভারতীয়দের বর্জনের প্রস্তাব করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অভিমত স্বরূপ এ কথাই বলিয়াছেন যে, স্থানীয় অধিবাসীরা চুক্তিবন্ধ বহিরাগত ভারতীয় শ্রমিকদের কাজ করিতে পারে না, পারিবেও না। আসল কথা এই যে, এই সব বিক্ষোভ সত্ত্বেও চুক্তিবন্ধ ভারতীয় শ্রমিকের চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে; অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বিবরণীতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। আর ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইউনিয়ন যে অনধীন ভারতীয় প্রজাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছে, তাহাদের সহিত স্থানীয় অধিবাসীদের কোনো প্রকার প্রতিযোগিতা নাই। ভারতীয়দের হীন নৈতিক চরিত্র ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করে না; বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী উদ্যোক্তাদের যে কতদূরে লইয়া গিয়াছে ইহা হইতে এ কথাই প্রমাণিত হয়। যাহাই হোক, আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুরের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছে এবং এই বক্তব্য উপস্থিত করিতেছে যে, ডাক্তার ভীল ও অনুরূপ পদস্থ ব্যক্তিদের মূল্যবান অভিমত এই যে, শ্রেণীগত বিচারে ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস করিয়া থাকে। এই স্মারকলিপির পরিশিষ্টে ট্রান্সভাল-ভারতীয় সমস্যার সালিশী উপলক্ষে উপরোক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করা হইয়াছে।[১] যাহাই হোক যদি, ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের ন্যায় স্বাস্থ্যবিধি পালন না করে, তবে তাহারা যাহাতে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন না করে তাহা দেখিবার জন্য আইন আছে। যাহাই হোক না কেন, এই সকল সভা, এই সম্পর্কিত চিঠিপত্রাদি এবং এই বিষয়ে বিবৃতিগুলি, সঠিক অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া জনসাধারণের উত্তেজনাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে এবং তাহাতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছে।

ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে ভাগ্য-বিড়ম্বিত জাহাজ দুইটি,—এস. এস. "কোরল্যান্ড" ও এস. এস. "নাদেরী"—আসিয়াছিল। প্রথমোক্ত জাহাজের

[১] ১ম খণ্ড, ১৯৪-৯৫, এবং বর্তমান খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মালিক ছিল একটি স্থানীয় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং দ্বিতীয়টি বোম্বাইয়ের 'দি পারসিয়ান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী' দ্বারা পরিচালিত ও "কোরল্যাণ্ড"-এর মালিকদের নিকট হইতে এজেন্সি-প্রাপ্ত। জাহাজ দুইটির আগমনের পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলির আলোচনায় আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ প্রকাশের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় পোষণ করে না। জাহাজ দুইটির মালিক ও এজেণ্টরূপে ব্যক্তিগত ভাবে মেসার্স দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানী কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে প্রশ্নের আলোচনা, আবেদনকারিগণ, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতীত এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন। যাত্রার সময় বোম্বাই বন্দরে জাহাজ দুইটি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্র পাইয়াছিল, তাহাতে বলা হয় যে বোম্বাইএর কয়েকটি জেলায় বুবোনিক প্লেগের মৃদু আক্রমণ দেখা দিয়াছে; সেইজন্য জাহাজ দুইটি যখন উপসাগরে প্রবেশ করে, তখন 'সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক পতাকা' উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, যদিও যাত্রার পূর্বে নির্দোষ স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্র তাহাদের ছিল। (পরিশিষ্ট 'ক', 'খ')। এস. এস. "নাদেরী" ২৮শে নভেম্বর ও এস. এস. "কোরল্যাণ্ড" ৩০শে নভেম্বর (১৮৯৬) তারিখে বোম্বাই-এর প্রিন্সেস ডক হইতে ছাড়ে। পৌঁছাইবার পর জাহাজ দুইটিকে "বোম্বাই ছাড়ার পর হইতে ২৩ দিন পর্যন্ত" স্বাস্থ্য বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কোয়ারাণ্টিন বা স্বাস্থ্য প্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীনে রাখিলেন। ১১শে ডিসেম্বর (১৮৯৬) তারিখে সরকারী গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ঘোষণা মারফৎ বোম্বাইকে সংক্রামক রোগ দুষ্ট বলা হইয়াছিল। ঐ একই দিনে স্বাস্থ্য-বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট মালিক ও এজেণ্টরা সংবাদপত্রের বিবরণীর ভিত্তিতে চিঠি লিখিয়া জাহাজ দুইটির কোয়ারাণ্টিনের কারণ জানাইয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট 'গ')। এই পত্রের কোনো উত্তর দেওয়া হয় নাই। ঐ মাসেরই ২১ তারিখে মালিকদের সলিসিটরগণ মেসার্স গুড্রীক্ লাফ্টন এ্যাণ্ড কুক নাটালের মাননীয় উপনিবেশ সচিবের নিকট এই প্রসঙ্গে একটি তারবার্তা পাঠান, এবং জানিতে চাহেন মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় একটি প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না। (পরিশিষ্ট 'ঘ')। মারিজবার্গ হইতে ২২ তারিখে প্রাপ্ত এক উত্তরে বলা হয়, পরিশিষ্ট 'ঙ'-এ উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য কোনো প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সলিসিটরগণ তারবার্তা পাঠানোর পরে তাঁহাদের জানানো হয় যে, মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় ডারবানে উপস্থিত আছেন; সে কারণে তাঁহারা মাননীয় হ্যারি এসকম্ব্-এর নিকট অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়া এক পত্র লেখেন (পরিশিষ্ট 'চ') ও তাহার উত্তরে প্রেরিত এক পত্রে বলা হয়, সচিবর্গণের নিকট ব্যাপারটি পরামর্শের জন্য পাঠানো হইবে, তথাচ ইচ্ছা হইলে মহামান্য রাজ্যপাল ২৩ তারিখে একটি

প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি আছেন (পরিশিষ্ট 'ছ')। ২২শে তারিখে "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা পাঠান: আমাদের নির্ধারিত দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা কি কোয়ারান্টিনের বাহিরে আসিয়াছি? অনুগ্রহ পূর্বক কোয়ারান্টিন অফিসারের সহিত পরামর্শ করুন এবং জানান। আমরা সব ভাল আছি। ধন্যবাদ। (পরিশিষ্ট 'ক')। ইহার উত্তরে এক সংকেতবার্তায় জানানো হয় যে, কোয়ারান্টিনের মেয়াদ তখনো পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। "নাদেরী" জাহাজ হইতে প্রেরিত অনুরূপ সংকেতবার্তার উত্তরেও অনুরূপ ফল হয়। আপনার বিনীত আবেদনকারীরা এখানে মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত হইলেও জানাইতে পারে যে, জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও তীরবর্তী কর্মচারিগণের মধ্যে কি ব্যাপার চলিতেছিল, মালিক ও এজেন্টদের নিকট তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ২৩শে তারিখে "নাদেরী" জাহাজ হইতে প্রেরিত সংকেতবার্তার উত্তরে বলা হয়: "কোয়ারান্টিনের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশ পান নাই" (পরিশিষ্ট 'খ')। সলিসিটরদের চিঠি (পরিশিষ্ট 'গ') হইতে জানা যায় যে, যেহেতু স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আদেশ দিয়াছিলেন যে বোম্বাই হইতে ছাড়ার পর ২৩ দিন পর্যন্ত কোয়ারান্টিনে জাহাজ দুইটিকে থাকিতে হইবে, সে কারণে তাঁহাকে সাময়িক-ভাবে পদচ্যুত বা বরখাস্ত করা হয়, এবং তাঁহার স্থানে ডাক্তার বার্টওয়েল নিযুক্ত হন। ২৪শে তারিখে ডাক্তার বার্টওয়েল এবং জল পুলিশের অধ্যক্ষ জাহাজ দুটিতে আসেন, যাত্রিগণ ও নাবিকগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং সংক্রমণ দোষ নিবারক ধূম্রপ্রদান এবং ময়লা বস্ত্রাদি, মাদুর প্রভৃতি, ঝুড়ি ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চুল্লিতে পোড়ানোর নির্দেশ দেন, এবং "কোরল্যান্ড" ও "নাদেরী" জাহাজের প্রতি যথাক্রমে ১১ ও ১২ দিনের কোয়ারান্টিনের আদেশ দেন। (পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ')। নির্দেশ অনুযায়ী বহু মাদুর ও পুরানো বস্ত্রাদি জ্বালাইয়া ফেলা হয় এবং ধূম্রপ্রদান ও সংক্রমণ দোষ নিবারণের ব্যবস্থা করা হয়। ২৮শে তারিখে একজন পুলিশ কর্মচারী রোগ সংক্রমণ বিনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার পরিদর্শনের জন্য প্রতি জাহাজেই আসেন। ২৯শে তারিখে নিম্নলিখিত সংকেতসূচক পতাকা "কোরল্যান্ড" জাহাজে তোলা হয়: "জাহাজে উপস্থিত কর্মচারীর পক্ষে সন্তোষজনক হয় এরূপ সংক্রমণ দোষ নিবারক ও ধূম্রপ্রদানের নির্দেশ পালন করা হইয়াছে।" একই দিনে "নাদেরী" জাহাজ হইতে অনুরূপ সংকেতবার্তা পাঠানো হয়। "কোরল্যান্ড" জাহাজ পুনর্বার সংকেতবার্তা পাঠান: "আমরা প্রস্তুত, কোয়ারান্টিন অফিসারের জন্য অপেক্ষা করিতেছি;" এবং ডাক্তার বার্টওয়েল জাহাজ দুইটিতে যান ও পরিদর্শন করেন এবং যে ভাবে তাঁহার নির্দেশ পালন করা হইয়াছে তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন; কিন্তু দুইটি জাহাজকেই সেই দিন হইতে আরো ১২ দিনের

জন্য কোয়ারাণ্টিনের আদেশ দেন। তাহার ফলে "কোরল্যাণ্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ এই সংকেতবার্তা পাঠান :

> সরকারী আদেশ অনুযায়ী সকল যাত্রীর শয্যাদ্রব্যাদি পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, সরকারকে ঐসব দ্রব্য নূতন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে কেন না শয্যা-দ্রব্য বিনা যাত্রীদের জীবন বিপদাপন্ন হইতে পারে। কতদিন পর্যন্ত কোয়ারাণ্টিন চলিবে সে বিষয়ে লিখিত নির্দেশ চাই, কেন না কোয়ারাণ্টিন কর্মচারীর প্রতি পরি-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক আদেশ পরিবর্তিত হইতেছে। অন্তর্বর্তী কালে কোনরূপ অসুস্থতা ঘটে নাই। সরকারকে অনুগ্রহ করিয়া জানান যে আমাদের জাহাজ বোম্বাই ছাড়িবার পর হইতে প্রতিদিন রোগ সংক্রমণবিনাশক ঔষধ দ্বারা ধৌত করা হইতেছে।

৩০শে তারিখে "নাদেরী" জাহাজ হইতে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা পাঠানো হয় :

> সরকার কর্তৃক বিনষ্ট কম্বলের পরিবর্তে ২৫০টি কম্বল অবিলম্বে সরবরাহের জন্য সরকারকে বলুন। কম্বল বিনা যাত্রীরা খুবই কষ্ট পাইতেছে। অন্যথায় তাহা-দিগকে এই মুহূর্তে নামিতে দিন। যাত্রীরা ঠাণ্ডায় ও জলে ভিজিয়া কষ্ট পাইতেছে; তাহার ফলে রোগের আশঙ্কা করা হইতেছে।

এইসব সংকেতবার্তা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবেই অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, ডারবানের ভারতীয় অধিবাসিগণ একটি কোয়ারাণ্টিন সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন; তাহা হইতে উভয় জাহাজের যাত্রীদের কম্বল সরবরাহ করা হইয়াছিল, এবং দরিদ্র যাত্রীদের বিনামূল্যে আহার্য সরবরাহ করা হইয়াছিল, সে জন্য অন্যূন ১২৫ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

যখন জাহাজ দুইটিতে এই ব্যাপার চলিতেছিল, তখন মালিক ও এজেণ্টরা কোয়ারাণ্টিনের এবং কতকটা খামখেয়ালী ও অনিশ্চিতভাবে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা মাননীয় রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত এক আবেদনপত্রে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, বন্দরের চিকিৎসা-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে যেন এই পত্রে দর্শিত কারণের জন্য "উক্ত জাহাজ দুইটিকে বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতি মঞ্জুরের আদেশ দেওয়া হয়।" (পরিশিষ্ট 'জ')। ইহার সহিত চিকিৎসকদের যে সব সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহাদের মতে, যে কোয়ারাণ্টিনের কথা ভাবা হইয়াছিল, এবং জাহাজ দুইটিতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তখন ও পরে তাহা অনাবশ্যক ছিল। (পরিশিষ্ট 'জ' সংলগ্ন) আবেদনপত্রের উত্তর প্রার্থনা করিয়া একটি তারবার্তা মালিকদের সলিসিটরগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল (পরিশিষ্ট 'ঝ'), কিন্তু কোনো উত্তর আসে নাই। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে

মালিকদের সলিসিটরগণ উক্ত জাহাজ দুইটিকে বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতির কারণ দর্শাইয়া এক অনুরোধপত্র অস্থায়ী স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীর নিকট লিখিয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট 'ঞ')। উক্ত কর্মচারী ঐ দিনই উত্তরে লিখিয়াছিলেন :

> সকল স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কর্তব্য পালনে প্রয়াস পাইতেছি। জাহাজ দুইটির খরচায় আমি সকল অবতরণাভিলাষী যাত্রীদের ব্লাফ্ পয়েন্টে[১] কোয়ারান্টিনে অন্তরীণ হইবার হুকুমনামা মঞ্জুর করিতে ইচ্ছুক আছি এবং যখন এই ব্যবস্থা করা হইবে তখন আমার নির্দেশ পালিত হইবার পর জাহাজ দুইটিকে বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। (পরিশিষ্ট 'ট')।

আপনার বিনীত আবেদনকারীরা যথাবিহিত শ্রদ্ধাসহকারে আপনার দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে যে, চিকিৎসা বিভাগীয় অধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার নির্দেশগুলি কী তাহা এই পত্রেও জানাইতে পারেন নাই। ২৫ তারিখে, মালিকদের সলিসিটরগণ ২৪ তারিখের পত্রে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দাবী করিয়া অস্থায়ী স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকারিকের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট 'ঠ')। ঐ দিনই স্বাস্থ্য বিভাগীয় অধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারী এক উত্তরে জানান যে, তাঁহার শর্তাদি ছাড়া জাহাজ দুইটিকে বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতি মঞ্জুর করা নিরাপদ নহে। (পরিশিষ্ট 'ড')। মালিকদের সলিসিটরগণ ঐদিনই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লেখেন যে, এই পত্রে তাঁহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর নাই; তাঁহারা সেই উত্তর দাবী করেন ও বন্দরের সহিত সংযোগস্থাপনের অনুমতি তিনি সঠিক কোন সর্তসমূহের ভিত্তিতে দিবেন তাহা জানিতে চাহেন। (পরিশিষ্ট 'ঢ') ২৬শে তারিখে স্বাস্থ্য বিভাগীয় ঐ কর্মচারীটি নিম্নলিখিত শর্তাদি জানাইয়া উত্তর দেন :

> যদি যাত্রীরা কোয়ারান্টিন মহল্লায় না অবতরণ করিযা থাকে, তবে প্রতি জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট মৎপ্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী জাহাজে ধূম্রপ্রদান এবং বস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি : যথা পুরানো ছেঁড়া কম্বল, মাদুর, বস্তা প্রভৃতি পোড়ানো, ধোয়া ও সংক্রমণ দোষ নিবারক ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে অবলম্বিত হইবার পর অবশ্যই ১২ দিন উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাহার পর বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যদি মালিকেরা কোয়ারান্টিনের ব্যয়ভার বহনে রাজী থাকেন, তবে উপরোক্ত উপায়ে ধূম্রপ্রদান ও অপরাপর প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি অবতরণের পূর্বে অবশ্যই গৃহীত হওয়া প্রয়োজন, এবং অবতবণ কার্য সমাধা হইবার পব, জাহাজ দুইটির তীরভূমির সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু

[১] ইহা উপসাগরের মুখামুখি দৃশ্যের বিপরীত দিকে ডারবান বন্দরের ঝোপঝাড়ে পূর্ণ পাহাড়ী টিলা, এখানে যাত্রীদের কোয়ারান্টিন মহল্লায় অন্তরীণ থাকিতে হইত। ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

> তীরভূমির সঙ্গে যথোপযুক্ত বিধি নিষেধ ছাড়া কোনরূপ সংযোগ সাধন করা চলিবে না। যদি আপনারা জাহাজ দুইটিকে লইয়া যাইতে চান, তবে সর্বাপেক্ষা সহজ পথ এই যে, জাহাজ দুইটিকে ধূম্রশোধনাদির পর বারো দিন অথবা প্রয়োজন হইলে আরো বেশী সময়ের জন্য যাত্রীদের 'ব্লাফ্ পয়েন্টে' কোয়ারাণ্টিন অন্তরীণের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা মালিকদের পক্ষে হইতে করা। (পরিশিষ্ট 'ণ')।

মালিকদের সলিসিটরগণ সেই দিনই পত্রের উত্তরে উপরোক্ত ডাঃ প্রিন্স ও হ্যারিসন প্রদত্ত সার্টিফিকেটের প্রতি তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা আরো প্রতিবাদ জানান যে যদিও জাহাজ দুইটির আগমনের পর আট দিন অতীত হইয়াছে, তথাপি জাহাজ দুইটিতে তৎপ্রস্তাবিত সংক্রমণ দোষ নিবারণের কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। তাঁহারা আরো বলেন যে তাঁহাদের মক্কেলরা যাত্রীদের তীরভূমিতে কোয়ারাণ্টিন অন্তরীণ করার ব্যাপারে অংশীদার হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কেন না তাঁহারা মনে করেন, তিনি যে বন্দরের সহিত সংযোগস্থাপনের অনুমতি নামঞ্জুর করিয়াছেন তাহা আইনসঙ্গত কার্য হয় নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহারা এ তথ্য প্রামাণ্য স্বরূপ পেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী কর্মচারী "তাঁহার অভিমত স্বরূপ বলিয়াছেন যে বন্দরের সহিত সংযোগস্থাপনের অধিকার বিনা বিপদাশংকায় দেওয়া যাইতে পারে, এবং যদি তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয় তিনি তাহা দিবেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হয়" এবং "বিষয়টি সম্পর্কে ডাঃ ম্যাকেঞ্জী এবং ডাঃ ডুমার সঙ্গে মিঃ এস্কম্বের এই প্রশ্ন সম্পর্কে একান্তে সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী বন্দরের সহিত সংযোগ-সাধনের অধিকার প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানাইবার জন্য আহূত হন। (পরিশিষ্ট 'ত')।

যখন সরকার পক্ষ ও মালিকদের সলিসিটরগণের মধ্যে কোয়ারাণ্টিন লইয়া এইভাবে পত্র বিনিময় হইতেছিল এবং জাহাজ দুইটিতে যাত্রীরা খুবই অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছিল, তখন ডারবানে কোয়ারাণ্টিনে আবদ্ধ যাত্রীদের অবতরণের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা চলিতেছিল। 'দি নাটাল এ্যাডভার্টাইজার' পত্রিকায় প্রথমবার ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মহামান্যা মহারানীর জনৈক কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার "হ্যারি স্পার্কস্, সভাপতি, প্রাথমিক সভা" এই স্বাক্ষরে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল :

> পয়েন্টে (ক্ষুদ্র অন্তরীপে) যাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং এশীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সোমবার ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যা আট ঘটিকায় ভিক্টোরিয়া কাফের প্রশস্ত কক্ষে আহূত এক সভায় ডারবানের প্রতিটি লোকের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শেষ পর্যন্ত সভাটি ডারবানের টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং ক্যাপ্টেন স্পার্কস্ ছাড়া আরো কয়েকজন কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার সভার উত্তেজনাকর কার্যাবলীতে যোগদান করেন। বলা হইয়াছে সভায় ২০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই কারিগর শ্রেণীর লোক। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

> এই সভা দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে এই উপনিবেশে আরো অনধীন ভারতীয় বা এশীয়দের অবতরণে বাধা দিবার সময় আসিয়াছে, এবং সরকারকে আহ্বান জানাইতেছে যে উপনিবেশের খরচায় বর্তমানে "নাদেরী" ও "কোরল্যান্ড" জাহাজের আরোহী এশীয়দের ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক, এবং ডারবানে আরো অনধীন ভারতীয় এশীয়দের অবতরণ রোধ করা হউক। উপরোক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে সরকারকে সাহায্যদানের জন্য এই সভার প্রতিটি লোক সম্মতি জানাইতেছে ও অংগীকার করিতেছে যে, দেশ তাহার নিকট যাহা চায়, সে তাহাই করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে 'পয়েন্ট'এ ডাকা হইলে যে কোন সময় সে উপস্থিত থাকিবে।

কোয়ারান্টিনের মেয়াদ নির্ধারণের জন্য মিঃ এসকম্ব উল্লিখিত যে দুই-জনকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতর এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্থাপক ডাক্তার ম্যাকেঞ্জীর বক্তৃতার খানিকটা অংশ এখানে উদ্ধার করা হইতেছে :

> মিঃ গান্ধী (দীর্ঘস্থায়ী টিট্‌কারী ধ্বনি), ভদ্রলোকটি নাটালে আসেন এবং ডার-বান অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে সকলেই তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে অভ্যর্থনা করেন। উপনিবেশে যে সকল অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হয়, সবই তাঁহার আয়ত্তে আসে। শ্রোতৃবর্গের বা তাঁহার (বক্তার) ক্ষেত্র অধিকার বা সুযোগ সুবিধা যতটুকু সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত আছে তাহার অতিরিক্ত কোনো অসুবিধা সৃষ্টি বা অধিকার খর্বের প্রভাব তাঁহার উপর চাপানো হয় নাই, এবং তাঁহাদের আতিথেয়তার সকল সুবিধাই তিনি পাইয়াছেন। তাহার পরিবর্তে মিঃ গান্ধী ভারতীয়দের সহিত দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে নাটালের ঔপনিবেশিকদের অভিযুক্ত করিয়াছেন এবং ভারতীয়দের নিন্দাবাদ, লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। (একটি কণ্ঠস্বর : আপনি একজন কুলিকে ঠকাইতে পারিবেন না।) তিনি (ডাক্তার) এই মন্তব্যের সহিত সম্পূর্ণ একমত। মিঃ গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরিয়া যান এবং তাহাদের (ঔপনিবেশিকদের) নিন্দা করেন, এবং তাহাদের নিজের কৃষ্ণবর্ণ চর্মের ন্যায় কালো ও নোংরা বলিয়া চিত্রিত করেন (অনুমোদনসূচক করতালি)। ভারতীয় কথাবার্তার রীতিতে বলা যাইতে পারে, ইহাই হইতেছে, নাটাল তাঁহাকে যে সুখসুবিধা দিয়াছে তাহার সম্মানজনক ও পুরুষোচিত প্রত্যর্পণ।.....এই সকল নমনীয় ও কমনীয় প্রাণীদের অভিলাষ হইতেছে একটি মাত্র বস্তুর মালিক হওয়া—যাহা হইতে এদেশের শাসকবর্গ তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ ভোটাধিকার। তাহাদের অভিলাষ হইতেছে নিজেদের পার্লামেন্ট স্থাপন এবং ইউরোপীয়দের জন্য আইন প্রণয়ন, গৃহসংস্কারের ব্যবস্থা হাতে লইয়া ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় ঠেলিয়া দেওয়া।...এদেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছে

যে এখানে বহু এশীয় ও ভারতীয় আছে এবং তাহাদের প্রতি ভদ্র ও ন্যায় ব্যবহার করিবে, যদি তাহারা নিজেরা ঠিক মতো চলে—কিন্তু তাহারা যদি গান্ধীর মতো লোকের সহিত সংস্রব রাখে এবং তাহাদের আতিথেয়তার অসম্মান করে এবং তিনি যাহা করিয়াছেন সেই মতো কার্য করে তবে তাহারা তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইবে যেন তাহাই প্রত্যাশা করে। (অনুমোদনসূচক করতালি) এই সকল লোকের দুর্ভাগ্য যতই চরম হোক না কেন, তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য দূর করিতে পারিবেন না। **দি নাটাল এড্ভারটাইজার, ৫ই জানুয়ারী।**

মন্তব্য করা বাহুল্যমাত্র। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, মিঃ গান্ধী এমন কিছু করেন নাই যাহা হইতে এই সকল মন্তব্য সমর্থিত হয়। ভারতীয়েরা যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দাবি করে এবং ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় পাঠাইতে চায়, ইহা এই বীরপুরুষ ডাঃ সাহেবের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে। এসকল ও ইহাদের অনুরূপ উক্তি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন হইত না, যদি না তাহা সাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের সারাংশ-সমেত প্রেরিত ক্যাপ্টেন স্পার্কসের তারবার্তার উত্তরে সরকার নিম্নোদ্ধৃত উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন :

উত্তরে জানাই, কোয়ারাণ্টিন আইন প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া সরকারের হাতে এখন এমন কোনো ক্ষমতা নাই যাহার দ্বারা এই উপনিবেশে মহামান্যা মহারাণীর যে কোন শ্রেণীর প্রজাবর্গের অবতরণ রোধ করা যাইতে পারে। যাহা হউক আমি জানাইতেছি যে, এই সমস্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে এবং সরকার ইহার সম্পূর্ণ গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেন। এই উপনিবেশে এশীয়-দের দ্বারা অধিক সংখ্যায় অধ্যুষিত হইবার অবস্থা রোধ করার বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সর্বসম্মতি বা মতৈক্যের প্রতি সরকারের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার এই বিষয়টি সতর্কতার সহিত আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে সকলের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে কর্মসূচি বা বিক্ষোভের ইঙ্গিত রহি-য়াছে, তাহা গ্রহণ করিলে এই কার্যে সহায়তা করা হইবে না, উপরন্তু তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কোয়ারাণ্টিন ব্যবস্থা, বিউবনিক প্লেগ হইতে উপনিবেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ততটা নহে যতটা যাত্রীদের ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনে হয়রানি করার জন্য গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সমিতির সভাপতি সরকারের নিকট নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন :

আমি সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সরকারকে তারবার্তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং এখন "নাদেরী" ও "কোরল্যান্ড" জাহাজের আরোহী এশীয়দের অবতরণের বিপক্ষে জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব জানাইবার এবং তাহাদিগকে উপনিবেশের খরচে ভারতে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

ক্যাপ্টেন স্পার্কস্-এর আহ্বানে পুনর্বার টাউন হলে আর একটি সভা ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সেখানে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল :

এই সভা সরকারকে পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া এই সকল ক্ষমতাসূচক আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ভাবে অনধীন ভারতীয়দের আমদানি বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে; (এবং) তাহারা "পয়েণ্টে" ভারতীয়দের আগমনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেকেই নেতৃবৃন্দের আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে।

এই সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলি হইতে দেখা যায়, সরকার ইহার উদ্দেশ্যসমূহের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সভার বিদ্রোহী মনোভাবের বিরোধিতা করেন নাই, কোয়ারাণ্টিন বিধিনিষেধ, আসলে, যদি সম্ভব হয়, যাত্রীদের অবতরণে বাধা দিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল, এবং কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইতেছিল। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি বক্তৃতাসমূহ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলি এই সকল মন্তব্যের পরিপোষক :

যদি সরকার তাহাদিগকে সাহায্য না করিতে পারে, তবে (একটি কণ্ঠস্বর: "আমরাই আমাদের সাহায্য করিব") তাহারা অবশ্যই নিজদিগকে সাহায্য করিবে। (উচ্চ প্রশংসাসূচক ধ্বনি)।

ক্যাপ্টেন উইলি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এ কথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :

এখন তাঁহারা জানিয়া সুখী হইবেন যে, তাঁহারা (সভা) যাহা করিয়াছেন, তাহা সরকারের সদস্যগণ কর্তৃক এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে এতাবৎকাল উপনিবেশে এই উদ্দেশ্যে যাহা করা হইয়াছে তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী [illegible] করিয়াছেন (প্রশংসাসূচক ধ্বনি)।

এইভাবে উদ্যোক্তাদের পরবর্তী কর্মধারার পথে, সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ অথচ নিশ্চিতরূপে, প্ররোচনা দান করা হইয়াছে।

কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে এ কাজ চালাইতে হইলে তেমন কিছু হঠকারিতা করা উচিত নহে যাহাতে পরিণামে সব ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহারা যাহাতে অন্ধের মতো জাহাজঘাটার তক্তার উপর দিয়া লাফাইয়া গিয়া অপরের পক্ষে তীরে নামিবার পথ মুক্ত করিয়া না দেন সে দিকে সতর্ক থাকিতে হইবে। (হাস্যধ্বনি)

শেষ সভায় ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী বলেনঃ

ভারত মহাসাগর ঐসকল ভারতীয়দের যোগ্যস্থান (হাস্যধ্বনি), তাহাঁরা সেখানে যাক। তাঁহারা সেখানে জলে তাহাদের (ভারতীয়দের) অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিবেন না। কিন্তু তাঁহারা অবশ্যই সতর্ক থাকিবেন যে সমুদ্র-সংলগ্ন স্থলভাগের উপর

তাহাদের যেন অধিকার না দেওয়া হয়। সেই দিন সকালে মিঃ এস্‌কম্ব এই সমিতির সদস্যদের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকারে, ন্যায় ও যুক্তিসংগত আলোচনায় মিলিত হন। তিনি বলেন যে, সরকার তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন এবং বিষয়টি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে প্রত্যেক সম্ভবপর উপায়ে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাহা হউক, তিনি বলেন, তাঁহারা যেন অবশ্যই সতর্ক থাকেন এবং এমন কিছু যেন না করেন যাহাতে সরকারের কার্যে ব্যাঘাত ঘটে।......তাঁহার নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা উত্তর দেন, "আপনারা যদি কিছু না করেন, তবে আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে, এবং কতদূর কী করা যায় তাহা দেখিবার জন্য সদলবলে 'পয়েণ্টে' যাইতে হইবে।" (প্রশংসাধ্বনি) তাঁহারা এই মন্তব্যের সঙ্গে আরো বলেন যে তাঁহাদের বাধা দিবার জন্য উপনিবেশের সরকারকে সৈন্য বাহির করিতে হইবে। মিঃ এস্‌কম্ব উত্তরে বলেন যে, তাঁহারা সেরূপ কিছুই করিবেন না (প্রশংসাধ্বনি); সরকার তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন, কিন্তু, তিনি আরো বলেন যে, যদি তাঁহারা সরকারকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেন যাহার ফলে তাঁহাদের শাসনকর্তার নিকট যাইতে হয় ও শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে হয়, তবে তাঁহাদের অন্য কোনো ব্যক্তির সন্ধান করিতে হইবে। (বাধাসূচক ধ্বনি).....

(আপনার বিনীত আবেদনকারীরা এখানে মন্তব্য করিতে পারে যে, অদ্যাবধি এই বিবৃতির কোনো প্রতিবাদ হয় নাই, এবং এই ধরনের বিবৃতি এই আন্দোলনে কতটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।)

......কোনো ভদ্রলোক বলেন, 'কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ বর্ধিত করো', পার্লিয়ামেণ্ট ঠিক সেই কাজই করিতে যাইতেছেন (প্রশংসাধ্বনি এবং 'জাহাজ ডুবাইয়া দাও' বলিয়া চীৎকার)। তিনি শুনিয়াছেন যে গত রাত্রে নৌবাহিনীর জনৈক স্বেচ্ছাসেবক বলিয়াছেন, জাহাজে একটি গুলি ছুঁড়িবার জন্য তিনি এক মাসের বেতন দিয়া দিবেন; এই সভার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এখানে উপস্থিত প্রতি ব্যক্তি কি এক মাসের বেতন দিতে রাজী আছেন? (প্রশংসাধ্বনি ও সম্মতিসূচক ধ্বনি) তাহা হইলে সরকার জানিতে পারিবেন যে তাঁহাদের সমর্থনে কাহারা আছে। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে সরকারকে জানানো যে তাঁহারা কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের একটি বিশেষ অধিবেশন চাহিতেছেন। (প্রশংসাধ্বনি)। তাঁহাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে ব্যস্তসমস্তভাবে প্রণীত আইন কদাচিৎ তাহার লক্ষ্যে উপনীত হয়; কিন্তু এরূপ আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে যাহার জন্য তাঁহাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকিবে, এবং যখন তাঁহারা উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য সংগ্রাম করিবেন তখন সে আইন তাঁহাদের রক্ষা করিবে। তাঁহারা মিঃ এসকম্বকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, যেহেতু কোয়ারাণ্টিন আইন এরূপ যে, তাহা তাহাদের কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল বর্ধিত করিবার ক্ষমতা দেয় নাই, সেই কারণে তাঁহারা প্রয়োজনমত এক, দুই বা তিন দিনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন করিবেন এবং এমন একটি আইন গ্রহণ করিবেন যাহা তাঁহাদের বোম্বাইকে সংক্রামকরোগদুষ্ট স্থান বলিয়া অভিহিত করার ক্ষমতা দিবে। ইহাতে তিনি সম্মতি দিয়াছেন। আমরা এইভাবেই তাহা ঘোষণা করিতেছি এবং যতদিন না এই ঘোষণা প্রত্যাহৃত হইতেছে, ততদিন বোম্বাই

হইতে কোনো ভারতীয় এই উপনিবেশে আসিতে পারিবে না।[১] (উচ্চ প্রশংসাধ্বনি) সেইদিন সকালে মিঃ এস্‌কম্বের সহিত সাক্ষাৎকারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে প্রতি-নিধিদল সহজেই অনুমান করিতে পারেন বলিয়া তিনি মনে করেন যে, তাঁহারা যদি এখনই সোজাসুজি কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং সরকারী কর্মে ব্যাঘাত না ঘটান, তবে তাঁহারা যত সত্বর সম্ভব এক তারিখে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করাইতে পারিবেন, এবং এইভাবে তাঁহারা চিরকালের জন্য স্থায়ী আইন প্রণয়নের সময় পর্যন্ত আরো কুলীর অবতরণ রোধ করিতে পারিবেন। (প্রশংসাধ্বনি)

ডাঃ ম্যাকেঞ্জী:

ডারবানের পুরুষেরা এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন (শীঘ্র পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান)। তিনি বলিয়াছেন "ডারবানের পুরুষেরা", কারণ কিছু সংখ্যক বৃদ্ধা রমণী সেখানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। (হাস্য ও আনন্দধ্বনি)। তাহাদের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের কি সুর তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং তাহাতে বিশেষ ধরনের কলমপেষা মানুষকে কিছু কিছু সতর্ক ও বিচক্ষণ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে; তাঁহাদের এমনি মতিগতি যে তাঁহারা এ বিষয়ে প্রেরণা দিতেছেন এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে নাগরিকেরা কোনটি ন্যায় তাহা জানে না। বাহিরে অবস্থিত জাহাজগুলির আরোহীদের মধ্যে একজন ব্যতীত কাহারো সন্দেহের কারণ ছিল না যে তাহারা এই উপনিবেশে অভিবাসী হিসাবে ভালভাবে গৃহীত হইবে না। এক ব্যক্তির এ বিষয়ে যে কিছুটা সন্দেহ আছে তাহা মনে করা যুক্তিসংগত হইতে পারে। সেই ভদ্রলোক (গান্ধী) জাহাজ দুইটির একটিতে আরোহণ করিয়া-ছিলেন এবং এখন তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছেন না। তাঁহাদের বন্দর বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার ছিল এবং তাঁহাদের ইচ্ছা বন্ধ করিয়া দেওয়া। (প্রশংসাধ্বনি) তাঁহারা জনসাধারণের সংগে, জাহাজ দুইটির লোকদের সংগে, এবং সেইভাবেই, সেই নিঃসংগ ব্যক্তিটির সহিত ন্যায়সংগত ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তিনি আশা করেন এই ব্যবহারের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য থাকিবে। যখন তাঁহারা 'পয়েণ্টে' উপনীত হইবেন তখন তাঁহারা নেতার হাতে নিজেদের ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি যাহা বলিবেন তাঁহারা ঠিক তাহাই করিবেন, অবশ্য তিনি যদি কোনো কাজ করিতে বলেন। (হাস্যধ্বনি)

বিক্ষোভ সংঘটনকারী সমিতি কর্তৃক ডারবানের কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত শিরোনামায় একটি দলিল প্রচারিত হইয়াছিল—

যাহারা "পয়েণ্ট"-এ যাইতে ইচ্ছুক এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা এশীয়দের অবতরণ রোধ করিতে এবং নেতৃবৃন্দের যে কোনো আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত এরূপ সদস্যদের ব্যবসায় অথবা বৃত্তির[২] উল্লেখ সহ নামের তালিকা।

৭ তারিখের সভায় প্রদত্ত ক্যাপ্টেন স্পার্কসের সমাপ্তি ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত

[১] কিছুদিন পরে বাস্তবিকপক্ষে একটি বিল নাটাল আইনসভায় গৃহীত হইয়াছিল। ২৭৫ এবং ৩২০-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অংশ হইতে ধারণা করা যাইবে যে সমিতি কী উপায়ে বিক্ষোভে যোগ দিবার জন্য সাধারণ লোকেদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন:

> যাহাতে ইচ্ছা করিলে কর্মচারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিতে পারে এজন্য তাঁহারা স্থির করিয়াছেন শহরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করিয়া কারবারের স্থানগুলি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আহ্বান জানাইবেন (প্রশংসাধ্বনি)। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের পক্ষে কে কে আছেন। কতিপয় ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই তাঁহাদের পক্ষে যাহা সম্ভব সব কিছু করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; অন্যান্যদের আসল পরিচয় তাঁহারা দেখাইতে চাহিতেছেন। ("তাহাদের বয়কট করো", চীৎকার)।

এই অবস্থায় যাত্রীরা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে অবতরণ করিতে পারে তাহার জন্য মালিকগণ ও সরকারের মধ্যে যাহা ঘটিতেছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত করা নিরর্থক নহে। আপনার অনুগত আবেদনকারীরা এখানে মন্তব্য করিতে চায় যে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে শহরটি পুরাপুরি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ছিল। ভারতীয় বাসিন্দাদের পক্ষে সময়টি ছিল ত্রাস ও উদ্বেগে পূর্ণ এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধিতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে জাহাজ দুইটির মালিক ও এজেন্টগণ সরকারের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে ডারবানের জনসাধারণের যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং "যাহারাই হোক না কেন, তাহাদের আইনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষার" জন্য সরকার স্বয়ং হস্তক্ষেপ করুন এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং "জনসাধারণের অজ্ঞাতে শান্তিপূর্ণভাবে যাত্রীদের অবতরণের ব্যাপারে সরকারের পক্ষে যাহাতে এমন কোনো কাজ করার আবশ্যক না হয় যাহার ফলে তৎকালীন উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়, এইভাবে তাঁহারা প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাদি অবলম্বনে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার" আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট 'থ')। যাত্রীদের অবতরণে বলপূর্বক বাধা দান সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লিখিত দলিলের প্রচারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি পুনর্বার আকর্ষণ করিয়া ৯ই জানুয়ারী এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল; ঐ পত্রে সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও রেলওয়ে কর্মীরা যে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছিল তাহার প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল এবং "সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে বিক্ষোভে কোনো প্রকারে যোগদান করা নিষিদ্ধ" এই মর্মে সরকারের আশ্বাস প্রার্থনা করা হইয়াছিল। (পরিশিষ্ট 'দ') ১১ই জানুয়ারী প্রধান অধস্তন সচিব এই উত্তর দিয়াছিলেন:

> জনসাধারণের অজ্ঞাতে ও নিঃশব্দে যাত্রীদের অবতরণ সম্পর্কে আপনাদের প্রস্তাব অসম্ভাব্য ব্যাপার। সরকার জানেন যে, আপনারা বন্দরের অধ্যক্ষকে বিশেষ

নির্দেশ ব্যতীত বন্দর-এলাকার ভিতরে জাহাজ না আনিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনাদের তরফে এই ব্যবস্থা এবং বর্তমানে উত্তরাধীন আপনার পত্রগুলি হইতে দেখা যায়, ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে সমগ্র উপনিবেশে যে প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান তাহা আপনারাও অবগত আছেন। অবশ্যই এই মনোভাবের অস্তিত্ব ও প্রবলতা সম্পর্কে যাত্রীদের অবহিত করা উচিত। (পরিশিষ্ট 'ধ')।

সরকার এই পত্রের শেষে যে মন্তব্যটি করিয়াছেন আপনার বিনীত আবেদনকারীরা তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারেন না। সরকারী হস্তক্ষেপের প্রার্থনার উত্তরে আশ্বাস দেওয়ার পরিবর্তে সরকার স্পষ্ট কথায় মালিকদের উপদেশ দিলেন যাহাতে তাহারা যাত্রীদের ফিরিয়া যাইতে প্ররোচিত করে। সব কিছুর উপরে আপনার বিনীত আবেদনকারীদের মতে এই পত্রে সরকার পরোক্ষে এই বিক্ষোভে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, এবং যেখানে তাঁহাদের দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশিত হইলে বিক্ষোভ দমিত হইত এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনে তাঁহাদের (সরকারের) ন্যায় ও সদিচ্ছা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইত, সেখানে তাঁহারা তাঁহাদের দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া মহামান্য মহারানীর ভারতীয় প্রজাবর্গের অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন সম্পর্কে তাঁহাদের কর্মনীতির পরিচয়ও পাওয়া যাইত। মাননীয় মিঃ হ্যারি এস্‌কম্ব ডারবানে উপস্থিত থাকার সময় মেসার্স গুডরীক লাফ্‌টন এণ্ড কুক্‌ কোম্পানীর মালিকদের সলিসিটরগণ ১০ই জানুয়ারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ গ্রহণ করেন, এবং সেই সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু জানাইয়া মাননীয় ভদ্রমহোদয়ের নিকট এক পত্র লেখেন। (পরিশিষ্ট 'ন')। এই পত্র হইতে দেখা যাইবে যে, মিঃ উইলি কর্তৃক মিঃ এস্‌কম্বের উপর আরোপিত পূর্বোক্ত বিবৃতি যে তাঁহার তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। আরো দেখা যাইবে যে, নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে:

> কোয়ারাণ্টিনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইয়া থাকিলে "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ দুইটিকে অবশ্যই বন্দরের সহিত সংযোগসাধনের অনুমতি দিতে হইবে; বন্দরের সহিত সংযোগসাধনের অনুমতি দেওয়া হইলে, জাহাজঘাটে জাহাজ-দুটিকে ভিতরে আনিয়া অথবা 'টাগ' বা হাল্কা জাহাজ দ্বারা যাত্রী ও মালখালাসের অধিকার অবশ্যই দিতে হইবে; এবং হাঙ্গামাকারীদের হিংসাত্মক কার্য হইতে যাত্রীদের ও মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতেছে সরকারের।

১১ই জানুয়ারীর পত্রের উত্তরে (পরিশিষ্ট 'ন') বলা হইয়াছে, ইতিমধ্যে উল্লিখিত সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে করিতে হইবে; এবং মাননীয় এস্‌কম্ব এবং মিঃ লাফ্‌টনের মধ্যে কথাবার্তার যে অনুলিপি মিঃ লাফ্‌টন রাখিয়াছেন তাহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ১২ই জানুয়ারী মেসার্স গুড্‌রীক লাফ্‌টন ও কুক উত্তরে বুঝাইয়া লেখেন যে, কি ভাবে

ইহা মিঃ লাফ্‌টন কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং ভুল বুঝাবুঝি এড়াইবার জন্য সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া মিঃ লাফ্‌টন যে সব ভুল করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন (পরিশিষ্ট 'ফ')। আপনার বিনীত আবেদনকারীরা যতদূর অবগত আছেন তাহাতে বলা যায় যে ইহার কোনো উত্তর দেওয়া হয় নাই। একই দিনে মালিকগণ প্রধান অধস্তন সচিবের ১১ জানুয়ারী তারিখের পত্রের উত্তরে মিঃ এস্‌কম্বের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট 'ধ') তাঁহাদের পত্রে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে সকল বিষয় উত্থাপন করা হইয়াছিল ঐ পত্রে সেগুলির কোনো উল্লেখ না দেখিয়া ঐ পত্রে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল:

> আমাদের দৈনিক ১৫০ পাউন্ড ব্যয়ে জাহাজ দুইটি পোতাশ্রয়ের বাহির জলে ২৪ দিন যাবৎ নোঙর করিয়া রহিয়াছে: এমতাবস্থায় আমাদের বিশ্বাস, আপনি আগামী-কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমাদের নিকট একটি পূর্ণ উত্তর প্রেরণের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। এবং আমরা ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি যে, গত রবিবার হইতে আমাদের দৈনিক ১৫০ পাউন্ড দিবার আশ্বাস দানের এবং জাহাজ দুইটি হইতে অবতরণের জন্য, বিক্ষোভকারীদের দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রতিশ্রুতি সহ একটি নিশ্চিত উত্তর দানে যদি আপনারা অপারগ হন তবে আমরা বন্দরে প্রবেশের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিব এবং আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, সরকার আমাদের রক্ষা করিতে বাধ্য একথা ভাবিয়াই একার্যে আমরা অগ্রসর হইব। (পরিশিষ্ট 'ব')

পয়েন্ট হইতে ১৩ই সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে মিঃ এস্‌কম্ব উত্তরে লিখিয়া পাঠান:

> বন্দরের অধ্যক্ষ এই নির্দেশ দিয়াছেন যে জাহাজ দুইটি অদ্য বেলা ১২টার সময় ভিতরে প্রবেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারের যে দায়িত্ব আছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। (পরিশিষ্ট "ভ")

সরকারের নিকট হইতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিষয়ে মালিকেরা ইহাই প্রথম আশ্বাস পাইয়াছিলেন এবং পরে দেখা যাইবে যে যাত্রীদের ভারতে প্রত্যাবর্তনে প্ররোচিত করিবার জন্য বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি সকল পন্থা ব্যর্থ হইবার পরই এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

এখন জাহাজ দুইটির অবস্থা কি তাহা দেখা যাক। ৯ই জানুয়ারী "নাদেরী" হইতে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়: "কোয়ারান্টিন মেয়াদ শেষ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া জানান, কখন বন্দরের সহিত সংযোগ সাধনের

অনুমতি লাভ করিব।" ১০ই "কোরল্যান্ড" হইতে অনুরূপ সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারীর দ্বিপ্রহরের পর পর্যন্ত বন্দরের সহিত সংযোগ সাধনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ঐ দিনেই "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ ১৮৯৭-এর ৮ই জানুয়ারী তারিখযুক্ত ও "হ্যারি স্পার্কস্. সমিতির সভাপতি" নামে স্বাক্ষরিত একটি পত্র পান; ইহাতে বলা হয়:

> আপনি বা আপনার যাত্রীরা হয়তো জানেন না যে এই উপনিবেশে এশীয়দের আগমনের বিরুদ্ধে মনোভাব সম্প্রতি খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং আপনার জাহাজ ও "নাদেরী" জাহাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা চরমে উপনীত হইয়াছে। সেই অনুসারে ডারবানে বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও অত্র পত্রসহ সংলগ্ন প্রস্তাবসমূহ সহর্ষ সমর্থনের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এই সকল সভায় এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে সভায় যোগদানেচ্ছু সকলে টাউন হলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। আপনার জাহাজের ও "নাদেরী" জাহাজের আরোহী যাত্রীদের উপনিবেশে অবতরণে বাধা দিবার জন্য ডারবানের প্রতিটি লোক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে; এবং যদি আপনাদের যাত্রীরা অবতরণ প্রয়াস পায় তবে আপনার যাত্রীদের সহিত ডারবানের অধিবাসীদের সংঘর্ষ বাধিবার সকল আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায়, আমরা বিশেষভাবে ইচ্ছা করি, সম্ভব হইলে, এই সংঘর্ষ এড়াইয়া যাওয়া হউক। আপনার যাত্রীরা যেহেতু বর্তমান মনোভাবের বিষয় অবগত নহে এবং না জানিয়াই এখানে আসিয়াছে; এবং যেহেতু আমরা এটর্নি-জেনারেলের নিকট হইতে শুনিয়াছি যদি আপনার যাত্রীরা ভারতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক থাকে, তাহা হইলে উপনিবেশ তাহার ব্যয় বহন করিবে; সুতরাং, আপনার জাহাজটি জাহাজঘাটায় ভিড়িবার পূর্বেই আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব যে, যাত্রীরা উপনিবেশের ব্যয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনে রাজি হইয়াছে অথবা তাহারা সেই সহস্র সহস্র লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া অবতরণ করিবে যাহারা তাহাদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। (পরিশিষ্ট কক)

উভয় জাহাজের অধ্যক্ষদ্বয় স্বভাবতই তাঁহাদের জিম্মায় রক্ষিত যাত্রীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বিক্ষোভকারী সমিতির সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা জানিতে পারেন যে যাত্রীদের অবতরণের প্রতিকূলে প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান, এবং সরকারও বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বাস্তবিক পক্ষে যাত্রীদের যে তাঁহারা রক্ষা করিবেন এরূপ আশ্বাসও দিতে পারেন নাই; এবং বিক্ষোভকারী সমিতি কার্যতঃ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে—(যাহা "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত সরকারি পত্র হইতে, এবং ডেলাগোয়া বে হইতে কয়েকজন ভারতীয় যাত্রীসহ ১১ই জানুয়ারীতে আগত ইউনিয়ন স্টীম শিপ কোম্পানীর জাহাজ এস. এস. "গ্রীক" এর যাত্রীদের ব্যাপারে অবাধ হস্তক্ষেপ হইতে, বন্দরে কর্মচারীদের ব্যবহারে

প্রকাশিত মৌন সম্মতি হইতে এবং সেই সঙ্গে ইউনিয়ন স্টীম শিপ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে সমিতির "আদেশ পালনে"র ইচ্ছা হইতে বোঝা যায়), এই সব কারণে ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় তাঁহারা (জাহাজের অধ্যক্ষেরা) তীরভূমিতে যান, এবং বিক্ষোভকারী সমিতির সহিত আলাপ আলোচনা করেন, (পরিশিষ্ট বক) যায়া শেষ পর্যন্ত তাঁহারা স্বাক্ষর করিতে না পারায় এই ভাবে মিটমাটের জন্য আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যায়।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের অব্যবহিত পূর্বে সমিতির অবস্থা কি ছিল তাহা এখন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সমিতির অন্যতম মুখপাত্র ডাঃ ম্যাকেঞ্জী বলিয়াছিলেন: "তাঁহাদের মনোগতভাব গোড়ায় যাহা ছিল এখনো তাহাই আছে, অর্থাৎ কোনো ভারতীয়কে অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না।" (সমর্থনসূচক ধ্বনি)। সমিতির আর একজন সদস্য ক্যাপটেন উইলি বক্তৃতা প্রসঙ্গে "গান্ধী কোথায়?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

> তাঁহারা তাঁহার যেখানে থাকা আশা করেন তিনি সেখানেই থাকিবেন। 'তাঁহারা' (সমিতি কর্তৃক জাহাজদ্বয়ে প্রেরিত প্রতিনিধিদল) কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন? "না"। "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ অন্যান্য যাত্রীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন গান্ধীর সহিতও সেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। (উচ্চ প্রশংসাধ্বনি)। তিনি তাঁহার সম্পর্কে তাঁহাদের কি অভিমত তাহা জানেন। তিনি তাঁহাদের ইহার অধিক কিছু বলিতে পারেন না। 'তাঁহার জন্য আলকাতরা প্রস্তুত আছে কি? তিনি কি ফিরিয়া যাইতেছেন?' তাঁহাদের আন্তরিক আশা যে ভারতীয়েরা ফিরিয়া যাইবে। যদি তাহা না হয়, তবে সমিতি তখন ডারবানের লোকদের সাহায্য চাহিবেন।

১৬ই জানুয়ারির **'দি নাটাল অবজার্ভার'** পত্রিকা বলেন,

> যখন সংকেতবার্তা পাওয়া গেল যে "কোরল্যান্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ বন্দরে আসিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছে, তখন বুধবার সকালে দশটার কিছু পরে পথে পথে ও পাড়ায় পাড়ায় ভেরীবাদকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। ইহা হইতে সাধারণভাবে এই ধারণা হয় যে, যদি হতভাগ্য ভারতীয়েরা অবতরণের চেষ্টা করে, তবে তাহারা বিপদ ডাকিয়া আনিবে, এবং এমন কি যদি তাহারা অবতরণে ভীত হইয়া জাহাজেই থাকে, তবে তাহারা ঐ জনতার চীৎকার ও গোঁ গোঁ শব্দে ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের ধ্বনিতে বধির ও আতঙ্কে মূর্ছাগ্রস্ত হইবে। কিন্তু গোড়ায় যেরূপ ভাবা হইয়াছিল, পরিণতি সেই একই হইবে—"যে কোনো প্রকারে হোক, তাহাদের অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না।"

জাহাজ দুইটিকে তীরে আসিতে দেওয়া হইবে, ইহা মালিকেরা জানিবার বহু পূর্বেই সমস্ত শহর তাহা জানিত। সমবেত হইবার জন্য সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বিউগল বাজানো হইল, দোকানীরা দোকানের দরজা-জানলা বন্ধ করিল, এবং লোকেরা 'পয়েণ্টে' দলে দলে উপস্থিত হইতে শুরু করিল। 'দি ন্যাটাল

এ্যাড্‌ভার্টাইজার' হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতেছে 'পয়েণ্টে' লোক জমায়েতের বিবরণ :

বেলা বারোটার অল্প পূর্বেই আলেকজাণ্ড্রা স্কোয়ার জনসমাবেশে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং যতদূর পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়, তাহাতে মনে হয় জনতা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে জমায়েত হইয়াছিল : রেলকর্মীবৃন্দ, ৯০০ হইতে ১০০০—দলপতি উইলি; সহকারীবৃন্দ—জি. হোয়েলান, ডব্লু. কোলস, গ্রাণ্ট, এর্লসমণ্ট, ডিক, ডিউক, রাসেল, ক্যালডার, টীথেরীজ। ইয়ট ক্লাব, পয়েণ্ট ক্লাব, ও রোয়িং ক্লাব, ১৫০—দলপতি, মিঃ ড্যান টেলর; সহকারীবৃন্দ : এ্যাণ্ডারটন, গোল্ডেসবেরী, হাটন, হার্পার, মারে স্মিথ, জনস্টন, উড্, পেটার্স, এ্যাণ্ডারসন, ক্রস্, প্লেফেয়ার, সীওয়ার্ড। ছুতার কারিগরবৃন্দ, ৪৫০—দলপতি পুনটান; সহকারীবৃন্দ : এইচ. ডব্লু. নিকল্‌স্, জাস. হুড, টি. জি. হার্পার। মুদ্রকগণ, ৮০—দলপতি, মিঃ আর. ডি. সাইক্‌স্; সহকারীবৃন্দ—ডব্লু. পি. প্লাউম্যান, ই এডওয়ার্ডস, জে শ্যাকলটন, ই. ট্রলি, টি. আর্মস্ট্রং। দোকান-কর্মচারীগণ, প্রায় ৪০০—দলপতি মিঃ এ. এ. গিবসন, জে ম্যাকিণ্টশ; সহকারীবৃন্দ—এইচ. পিয়ার্সন, ডব্লু. এইচ কিন্‌স্‌ম্যান, জে পার্ডি, ডসন, এস. এ্যাডাম্‌স্, এ মার্মেরি, জে. টিজাক, জন্‌স্, জে. র‍্যাপসন, ব্যানফীল্ড, এথরীজ, অস্টিন। দর্জি ও অশ্বসজ্জা-প্রস্তুতকারী, ৭০—দলপতি জে. সি. আর্মিটেজ; সহকারীবৃন্দ—এইচ. মলহল্যাণ্ড, জি. বুল, আর. গডক্লে, ই. ম্যাণ্ডারসন এ রোজ, জে ডব্লু. ডেণ্ট, সি ডাউজ। বার্তাবাহীগণ, ২০০—দলপতি, ডাঃ ম্যাকেঞ্জী, সহকারীবৃন্দ হর্নার, নীল, ব্রাউন, জেঙ্কিন্সন। 'পয়েণ্টের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি—দলপতি, জে ডিক; সহকারীবৃন্দ—গিম্বার, ক্ল্যাক্সটন, পয়সন, এলিয়ট, পার। সাধারণ জনতা, প্রায় ১,০০০—দলপতি, টি এ্যাডামস্; সহকারীবৃন্দ—ফ্র্যাঙ্কলিন, এ. এফ. গার্বুট, জি ডব্লু. ইয়ং, সোমার্স, পি. এফ. গার্বুট, ডাউনার্ড। স্থানীয় অধিবাসীগণ, ৫০০—মিঃ জি. স্প্রাডব্রাউ ও মিঃ আর সি ভিন্‌সেণ্ট স্থানীয় অধিবাসীদের সংগঠিত করিয়াছিলেন, এবং যখন বিক্ষোভ চলিতেছিল তখন তাহাদের আলেকজাণ্ড্রা স্কোয়ারে প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের বলিয়াছিলেন যে তাহারা একজন তদ্দেশীয় বামনকে তাহাদের নেতা নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা এই খর্বাকৃতি লোকটিকে লইয়া খুব কৌতুক উপভোগ করিতেছিল। সেই লোকটি তাহাদের সারিগুলির সামনে পিছনে 'মার্চ' করিয়া আদেশ দিতেছিল এবং তাহারা লাঠি লইয়া নানা প্রকার শারীরিক কসরৎ করিতেছিল, এবং নৃত্য-উল্লম্ফনে ব্যাপৃত ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের গোলমালের বাহিরে রাখিবার জন্য তাহাদের চিত্তবিক্ষেপ করিবার ইহা একটি চমৎকার উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার অশ্বপৃষ্ঠে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং স্কোয়ার হইতে তাহাদের সরাইয়া দিয়াছিলেন।

জাহাজ দুইটি কী ভাবে বন্দরের ভিতরে আসিয়াছিল এবং তখন কী ঘটিয়াছিল ঐ একই পত্রিকার ১৪ তারিখের সংখ্যা হইতে তাহার বর্ণনা করা ছাড়া আবেদনকারীরা আর অধিক কি করিতে পারেন :

বিক্ষোভ কী রূপ পরিগ্রহ করিবে, সে বিষয়ে জাহাজ দুইটির যাত্রীদের মনে গভীর অনিশ্চয়তা ছিল। "কোরল্যাণ্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মিল্‌নে অপেক্ষাকৃত অধিক

সাহস দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জাহাজ তীরভূমি হইতে "নাদেরী" জাহাজ অপেক্ষা দূরে নোঙর করিয়াছিল তথাপি তিনি তাঁহার জাহাজকে প্রথমে বন্দরে প্রবেশ করাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। সরকারের নিকট হইতে যাত্রীদের রক্ষার্থ কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার যাত্রীদের রক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। অতএব তিনি জাহাজের পুরোবর্তী অংশের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়াইয়াছিলেন, জাহাজের প্রধান মাস্তুলের উপরে (সওদাগরী জাহাজের) রক্তপতাকা উড়াইলেন, এবং জাহাজের পশ্চাৎবর্তী স্থানে রক্তপতাকা প্রদর্শন করাইলেন। তিনি তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মীদের নির্দেশ দিলেন যে তাহারা যেন সম্ভব হইলে জাহাজের উপরে কোনো বিক্ষোভকারীদের আসিতে বাধা দেয়, কিন্তু যদি তাহারা জাহাজে উঠিয়াই আসে তবে যেন তাহারা (কর্মীরা) ইউনিয়নজ্যাক্ নামাইয়া লইয়া উহা আক্রমণকারীদের উপহার দেয়; তাঁহার ধারণা ছিল যে এই আত্মসমর্পণের পর কোনো ইংরাজ জাহাজের ডেকের উপরে কাহাকেও নিগৃহীত করিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ, ঘটনাক্রমে, এই পন্থা গ্রহণের প্রয়োজন ঘটে নাই। যখন "কোরল্যান্ড" জাহাজ ঘাটিতে প্রবেশ করে, তখন বিক্ষোভ কি আকার ধারণ করে, তাহা দেখিবার জন্য সকলের দৃষ্টি উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। আসল জাহাজঘাটার দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তর দিকের উপস্তম্ভের ধারে কিছুদূর পর্যন্ত একসারি লোক দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাহারা খুব শান্তভাবেই ঘটনাগুলি দেখিয়া যাইতেছিল বলিয়া মনে হইল। জাহাজের আরোহীরা খুব বেশী সন্ত্রস্ত বলিয়া মনে হয় নাই, এবং মিঃ গান্ধী ও আর কয়েকজন অবিচলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। বিক্ষোভকারীদের প্রধান অংশ, যাহারা প্রধান জাহাজঘাটার জাহাজগুলিতে ভিড় করিয়াছিল, সেখান হইতে যে জাহাজগুলি আসিতেছিল সেগুলি দেখা যায় নাই। "কোরল্যান্ড" জাহাজকে ব্লাফ্ প্রণালীর কাছির সহিত যখন বাঁধা হইয়াছিল, তখন তীরভূমির লোকেরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে দেখা গিয়াছিল, এবং শীঘ্রই তাহারা সকলে আলেকজান্ড্রা স্কোয়ারে আহূত সভায় যোগদানের জন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। জাহাজ দুইটির ভিতর হইতে বহুল প্রচারিত বিক্ষোভের এই শেষ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। মিঃ এস্কম্ব একটি 'বাইচে' করিয়া "কোরল্যান্ড" জাহাজের নিকটে আসিয়াছিলেন। ঐ 'বাইচে' বন্দরাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন বালার্ড, জাহাজঘাটার অধ্যক্ষ মিঃ রীড, ও কাছি বাঁধিবার মঞ্চাধ্যক্ষ মিঃ সিম্পকিন্সও ছিলেন। এটর্নি-জেনারল বলিয়াছিলেন 'ক্যাপ্টেন মিলনে, আমি চাই আপনি আপনার যাত্রীদের জানান যে, নাটাল সরকারের আইনের ছায়াতলে তাহারা স্বগ্রামে যেরূপ নিরাপদে ছিল সেইরূপই নিরাপদে আছে।' জাহাজের অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পক্ষে যাত্রীদের অবতরণ করার উপদেশ দান সমীচীন হইবে কিনা। মিঃ এস্কম্ব উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি (জাহাজের অধ্যক্ষ) তৎপূর্বে যদি তাঁহার সহিত দেখা করেন তবে ভাল হয়। "নাদেরী" জাহাজে অনুরূপ সংবাদ পাঠাইয়া মিঃ এস্কম্ব তটভূমির জনতাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলার জন্য ফিরিয়া গেলেন। "নাদেরী" ও "কোরল্যান্ড" জাহাজকে যাত্রী অবতরণের মঞ্চের ধারে পাশাপাশি রাখা হইল। "কোরল্যান্ড" তটভূমির অধিকতর নিকটে ছিল।

মিঃ এস্কম্ব কর্তৃক উপরোক্ত আশ্বাসদানের পর তিনি পয়েন্টে

আলেকজাণ্ড্রা স্কোয়ারের সমাবেশে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া ভাষণ দিলেন, সমস্যাটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের আশু অধিবেশনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইতে অনুরোধ করিলেন। সমিতির কতিপয় সদস্যও বক্তৃতা করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। যখন এইসব বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল তখন শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য হইতে যে সব মন্তব্য করা হইয়াছিল, তাহা এবং বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিতে পারে:

"তাহাদের ফেরৎ পাঠাও।" "তোমরা গান্ধীকে তটভূমিতে নিয়ে আসছ না কেন?" "আলকাতরা ও পাখীর পালক তাদের জন্য তৈরী রাখ।" "এই ভারতীয়দের ফেরৎ পাঠাও।" ভারতীয় সমাজের নর্দমা থেকে রাশিকৃত জঘন্য আবর্জনা এখানে আমদানি করলে দক্ষিণ আফ্রিকার উপর ব্রিটিশের অধিকার রক্ষা করা যাবে না।" (উচ্চ প্রশংসাধ্বনি)—ডাঃ ম্যাকেঞ্জী। "কোনো একটা কুলীকে ঘাড় ধরে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিতে অন্য লোকের মতো আমিও প্রস্তুত।" (প্রশংসাধ্বনি). "এখন গান্ধী লোকটার কথা বলি (প্রশংসাধ্বনি)। তারা গান্ধীর বিষয় চীৎকার করতে পারে। কিন্তু লোকটা যে আমার বিশেষ বন্ধু তা' তারা জেনে রাখুক। (হাস্যধ্বনি)। এই দুটি জাহাজের একটাতে গান্ধী রয়েছে এবং সব চেয়ে ভাল কাজ যা তারা করতে পারে তা হল গান্ধীকে আহত করা। আমি বিশ্বাস করি যে গান্ধী তার কাজের জন্য বীরপুরুষ ও শহীদ হবার জন্য খুবই আগ্রহশীল। সব চেয়ে বড় শাস্তি যা তাকে দেওয়া যায়, তা হ'ল তাকে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে দেওয়া। সে যদি আমাদের মধ্যে বাস করে, তবে তার ওপর থুথু ফেলার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। (হাস্যধ্বনি ও প্রশংসাধ্বনি), যদি তারা তাকে শেষ করে ফেলে তবে তারা সে সুযোগ পাবে না। রাস্তার প্রতিটি লোক আমার ওপর যদি থুথু দেয়, তার চেয়ে আমি (বক্তা) বরং নিজের গলায় দড়ি দেব।"—ড্যান টেলর।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ফেরী নৌকায় ছোট ছোট দলে যাত্রীরা অবতরণ করে। মিঃ গান্ধীর ক্ষেত্রে, জলপুলিশের অধিকর্তা তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারকে সেইদিন রাত্রে শান্তিতে অবতরণের আমন্ত্রণ জানাইতে মিঃ এস্‌কম্ব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মিঃ গান্ধী ধন্যবাদের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে, সেই দিনই, জাহাজের ডেকে মিঃ লাফ্‌টন তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং উভয়ে একত্রে অবতরণের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল,[১] এবং নিজ দায়িত্বে, নিজ ঝুঁকিতে এবং জলপুলিশকে পূর্বে সংবাদ না দিয়া, তিনি প্রায় পাঁচটার সময় এ্যাডিংটনের নিকটে মিঃ লাফ্‌টনের সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন। কতিপয় বালক তাঁহাকে চিনিয়াছিল, ও তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীকে অনুসরণ করিয়াছিল, এবং যতই তাঁহারা ডারবানের প্রধান রাজপথ ওয়েস্ট স্ট্রীট দিয়া

১ ১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অগ্রসর হইতেছিলেন, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। মিঃ লাফ্টন তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন; মিঃ গান্ধীকে পদাঘাত করা হইয়াছিল, চাবুক মারা হইয়াছিল, পচা মাছ ও অন্যান্য আবর্জনা তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চক্ষুতে আঘাত লাগিয়াছিল ও কান কাটিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার মাথা হইতে তাঁহার টুপী কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। যখন এইসব ব্যাপার ঘটিতেছিল, তখন পুলিশ-অধ্যক্ষের পত্নী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার ছত্র দ্বারা সাহসের সংগে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং চীৎকার ও আর্তনাদ শুনিয়া, পুলিশ উদ্ধারের জন্য আসিয়া পড়ে ও তাঁহাকে নিরাপদে এক ভারতীয়ের গৃহে লইয়া যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জনতা বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহারা চলিয়া যাইতে চাহে নাই, এবং ঐ গৃহের সম্মুখভাগ অবরোধ করিয়া "গান্ধী"কে চাহিয়াছিল। যতই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততই জনতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। পুলিশবাহিনীর অধ্যক্ষ গুরুতর গোলমাল ও বলপূর্বক ঐ গৃহে জনতার প্রবেশ আশঙ্কা করিয়া মিঃ গান্ধীকে পুলিশ কনস্টেবলের ছদ্মবেশে পুলিশ ঘাঁটিতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা এই ঘটনার কোনো সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহে না; ঘটনাসমূহের একটি অংশরূপেই ইহা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা এ-কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে যে এই আক্রমণ দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের কাজ, এবং সে হিসাবে ইহা মনোযোগ দাবী করিতে পারে না। কিন্তু, একই সংগে, তাহারা এই মন্তব্য না করিয়া পারে না যে, যদি সমিতির দায়িত্বশীল সদস্যেরা জনতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করিতেন, এবং যদি সরকার সমিতির কার্যাবলীকে সমর্থন না করিতেন, তবে ঘটনাটি কখনোই ঘটিত না। বিক্ষোভের কথা এখানেই শেষ করা হইল।

আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা বিক্ষোভের অব্যবহিত পূর্বের কারণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অনুমতি চাহিতেছেন। সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে বিবৃতিসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, নাটালের জন্যই জাহাজ দুইটিতে ৮০০ যাত্রী রহিয়াছে; ৫০ জন কামার ও ৩০ জন কম্পোজিটর রহিয়াছে, এবং "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে একটি মুদ্রণযন্ত্র রহিয়াছে, এবং মিঃ গান্ধী

> ইহা ভাবিয়া খুব বড় রকমের ভুল করিয়াছিলেন যে, তিনি দেশবাসীকে প্রতি মাসে এখানে ১,০০০ হইতে ২,০০০ জন লোক পাঠাইবার জন্য ভারতে একটি স্বাধীন অভিবাসন এজেন্সি খুলিবেন আর নাটালে ইউরোপীয়গণ চুপ করিয়া থাকিবে। —('দি নাটাল মারকারি'—৯ই জানুয়ারী)।

বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইবার পরে এক জনসভায় ঐ বিক্ষোভের নেতা এইভাবে কারণগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

> ডিসেম্বরের শেষভাগে 'দি নাটাল মারকারি' পত্রিকায় তিনি এই মর্মে একটি অনুচ্ছেদ

লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, "কোরল্যান্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ দুইটির যাত্রীদের তরফে তাহাদের কোয়ারাণ্টিন অন্তরীণাবদ্ধ করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ গান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে রাগে তাঁহার রক্ত টগবগ করিতেছিল। তখন তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন এবং ডাঃ ম্যাকেঞ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এইসব লোকেদের অবতরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করা হউক।......তিনি শেষে বলেন, তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবক এবং ২০ বৎসরের উপর সেবাকার্য করিয়া আসিতেছেন।...যে কোনো ব্যক্তির মতো তিনিও সমান রাজভক্ত...কিন্তু যখন তাহারা ভারতীয় প্রজাদের এক দিকে আর তাঁহার সংসার ও পরিবারকে অপর দিকে রাখে, তখন তাঁহার সন্তানদের জন্মগত অধিকার, তাঁহার প্রিয় মাতাপিতার স্মৃতি এবং এই উপনিবেশের বর্তমান অবস্থায় রূপায়িত করিবার জন্য তাহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করেন, তখন তিনি একমাত্র যাহা করিতে পারেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহারা শুধু যাহা প্রত্যাশা করেন তিনি তাহাই করিবেন। (প্রশংসাধ্বনি)। পক্ষান্তরে তিনি বরং ট্রান্সভাল সরকারের করুণার উপর ব্যাপারটি ছাড়িয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, কিন্তু তাহা এই অনিষ্টের তুলনায় সমুদ্রে বারি-বিন্দুবৎ হইবে।—(**'দি নাটাল মারকারি'**, ১৮ই ফেব্রুয়ারী।)

এখানে আরো বলা হইয়াছিল যে, মিঃ গান্ধী ও সম্ভবতঃ অন্যান্য আইন-জীবী, যাহাদের তিনি তাঁহার সঙ্গে আনিয়া থাকিতে পারেন, তাহাদের প্ররোচনায় ভারতীয় যাত্রীরা সরকারের বিরুদ্ধে বেআইনী কোয়ারাণ্টিন-এ আবদ্ধ রাখার ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা করিবে। ৩০শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় 'দি নাটাল মারকারি' নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন:

> "নাদেরী" ও "কোরল্যান্ড" জাহাজের যাত্রীরা আরোপিত বেআইনী কোয়ারাণ্টিন অন্তরীণের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবীতে সরকারকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মিঃ গান্ধী জাহাজে আছেন, এই গুজবকে অনেকটা সমর্থন করে। কোয়ারাণ্টিনের আটক হইতে মুক্তিলাভ এবং বার্বিলিক এসিডের স্নানে শুচি হইবার অব্যবহিত পরেই একটি চমৎক, মামলার নথি-পত্র যে তাঁহার হস্তগত হইবে ইহা মিঃ গান্ধী তাঁহার তীক্ষ্ণ আইনবুদ্ধিতে বুঝিয়া-ছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত বিপুল অর্থ মামলায় জয় হউক বা পরাজয়ই হউক স্বভাবতই মিঃ গান্ধীর হস্তগত হইবে, এবং বাস্তবিক পক্ষে, তীরভূমিতে অবতরণের পরমুহূর্তেই এই ধরণের একটি চিত্তাকর্ষক মামলায় মনোযোগ নিবদ্ধ করার অপেক্ষা আর কিছুই এই ভদ্রলোকটির পক্ষে মানানসই হইবে না। সম্ভবতঃ তাঁহার কাছে আরো কয়েকজন ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী আছেন যাঁহাদের তিনি জাহাজে আনিতে চাহিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারা জাহাজের আরোহী ভারতীয়দের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করার বিষয়ে প্ররোচিত করিয়াছেন।

২৯শে ডিসেম্বরের **'দি নাটাল এড্ভার্টাইজার'** পত্রিকায় আরোপিত আইনগত ব্যবস্থাদির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং পর দিনের পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল:

পাইকারী হারে ভারতীয়দের আমদানির বিরুদ্ধে জনমত ধীরে ধীরে ডারবানে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজে ৭০০ জন ঐ শ্রেণীর ভারতীয়ের সাম্প্রতিক আগমন, এই বিরুদ্ধ জনমতকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। জাহাজ দুইটিকে নোঙরবদ্ধ অবস্থায় আটক রাখার জন্য কু-অভিসন্ধিতে গঠিত একটি ভারতীয় দল নাটাল সরকারকে প্রচুর ক্ষতি-পূরণের দায়ে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক—স্পষ্টতঃ এই ঘোষণার পর প্রশ্নটিকে যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা খুবই বেদনাকর, কেন না অনধীন ভারতীয়দের আরো অধিক অবতরণের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিবাদ জানানো হইতেছে, এ মর্মের এক গুজব গত অপরাহ্নে দ্রুতবেগে শহরে প্রচারিত হয় এবং গুরুগম্ভীর ভাবে এই প্রস্তাব করা হয় যে, একটি ইউরোপীয় জনতা "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ হইতে ভারতীয়দের অবতরণের নির্দিষ্ট দিবসে 'পয়েণ্ট'-এ যাইবে এবং যাত্রীদের অবতরণে বাধা দিবে। এজন্য যে কর্মপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা হইতেছে এই যে, তিন বা চারজনের সারিতে ইউরোপীয়রা হাতে হাত দিয়া বাহুতে বাহু বাঁধিয়া বহিরাগতদের আসার পথ সম্পূর্ণভাবে রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। যাহা হউক মনে হয় সাধারণভাবেই ঐরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল।

বিরোধী মনোভাব যে বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা অবিসম্বাদিত এবং মিঃ হ্যারি স্পার্কস্-এর স্বাক্ষর সম্বলিত পত্রিকার একটি স্তম্ভে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মিলিবে: ''পয়েণ্ট'-এ অন্তরীন বিক্ষোভ সংগঠন ও এশীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী সোমবার আট ঘটিকায় ভিক্টোরিয়া কাফের প্রশস্ত কক্ষে আহূত এক সভায় ডারবানের প্রতিটি লোকের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।'

এই বিক্ষোভের কারণসমূহের মধ্যে ইতিপূর্বে যেগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উপরে বর্ণিত অব্যবহিত পূর্বের কারণসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার প্রতি আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। ইহা খুবই সম্ভব যে, যদি উপরে বর্ণিত বিজ্ঞপ্তিসমূহ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত না হইত তবে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত না হইতেও পারিত। যাহা হউক সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সেগুলি সত্য হইলে, আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা মনে করে যে বিক্ষোভ সংগঠক সমিতির সদস্যেরা উপনিবেশের ইউরোপীয়দের, স্থানীয় অধিবাসীদের এবং ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহের প্রতি এবং নিজেদের ও মিঃ গান্ধীর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দের প্রতি অবিচার হইয়াছিল এই কারণে যে তাহাদের কার্যাবলীর দ্বারা তাহাদের মধ্যে আইনবিরোধী মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল; স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষেত্রে অবিচার করা হইয়াছিল এই কারণে যে 'পয়েণ্ট'এ তাহাদের উপস্থিতি যাহাদের দ্বারাই সংঘটিত হউক না কেন তাহাদের মনে রাগ দ্বেষের উদ্রেক করিয়া যুদ্ধ-মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তোলা হইয়াছিল, যে মনোবৃত্তি একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিলে তাহা কিছুতেই সংযত করিতে পারা যায়

না; ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অবিচার হইয়াছিল কারণ, তাহাদের এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মনোভাবের তিক্ততা সমিতির কার্যাবলীতে বর্ধিত হইয়াছিল; তাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছিল এই হিসাবে যে তাহাদের বিবৃতিগুলির সত্যতা নির্ধারণ না করিয়াই তাহারা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের গুরুদায়িত্ব নিজেদের উপর লইয়াছিল; এবং মিঃ গান্ধীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল এইভাবে যে, 'তাঁহার বিষয়ে ও তাঁহারা কার্যাবলী সম্পর্কে নিঃসন্দেহে তাঁহার অজ্ঞাতসারে গুরুতর মিথ্যা বর্ণনার ফলে তিনি তাঁহার প্রাণটি প্রায় হারাইতে বসিয়াছিলেন। নাটালের জন্য ৮০০ যাত্রীর পরিবর্তে সেখানে সর্বসমেত ৬০০ যাত্রী ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন নাটালের যাত্রী, বাকি ডেলাগোয়া বে, মরিশস্ ও ট্রান্সভালের যাত্রী এবং এই ২০০ জনের মধ্যে ১০০ জনের অধিক ছিল নাটালের পুরাতন অধিবাসী, তাহারা ভারতে গিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, এবং ১০০ জনেরও কম নবাগত যাত্রী ছিল. তাহাদের মধ্যে নাটালের ভারতীয় অধিবাসীদের স্ত্রী ও আত্মীয় ৪০ জন ছিল; বাকি ৬০ জন ছিল দোকানদার, তাহাদের কর্মচারী ও ফেরিওয়ালা। তাহাদের মধ্যে একটিও কর্মকার বা ছাপাখানার কম্পোজিটর ছিল না এবং জাহাজে মুদ্রনযন্ত্রও ছিল না। মিঃ গান্ধী যে জাহাজে কখনও কাহাকে সরকারের বিরুদ্ধে বে-আইনী কোয়ারাণ্টাইনের জন্য মামলা দায়ের করিতে বলিয়াছিলেন একথা তিনি **"দি নাটাল এড্ভারটাইজার"** পত্রিকার সাক্ষাৎকারীর মারফৎ প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়াছিলেন।[১] এবং এই অস্বীকৃতির কোনো প্রতিবাদ করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, গুজব কী ভাবে প্রসারিত হয়, ইহা সহজেই বোঝা যায়। পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় মালিকগণ ও এজেন্টগণ যাহা বে-আইনী কোয়ারান্টিন ও আটক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহার জন্যে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের ভয় দেখাইয়াছিলেন—এই গুজবের ফলে তাহার দায়িত্ব যাত্রীদের উপর চাপানো হইয়াছিল এবং **'দি নাটাল মারকারি'** ভুলক্রমে অনুমান করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে মিঃ গান্ধীর হাত আছে। তাহা ছাড়া, ঐ একই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি উপনিবেশ ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নেতৃত্বে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন।[২] আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা এখানে মহামান্যা মহারানীর সরকারকে আশ্বাস দিতে পারেন যে, "কোরল্যান্ড" জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে গান্ধীর অধীনে ঐ ধরনের কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব নাই। তিনি যে ঐ জাহাজের যাত্রী ছিলেন, ইহা নিতান্তই দৈব ঘটনা। আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা তাঁহার আসার জন্য

[১] ১৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
[২] উক্ত পৃষ্ঠা এবং ২০৯-১০, ২৯০, ৩৩৯-৪৪, ৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩ই নভেম্বর তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন,[১] এবং ঐ তারিখের পরে নাটালে আসার প্রথম সুবিধাজনক জাহাজ বলিয়া তিনি "কোরল্যান্ড" জাহাজে তাঁহার টিকিট কাটিয়াছিলেন। এইসব অস্বীকৃতি সত্য কিনা তাহা সহজেই যে কোনো সময়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে, এবং সত্য হইলে আপনার স্বাক্ষরকারীদের বিনীত নিবেদন এই যে, নাটাল সরকারের পক্ষে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া জনবিক্ষোভ প্রশমন করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

কোয়ারাণ্টিনের কতিপয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য। তাহাতে দেখা যাইবে যে, বিউবোনিক প্লেগের আক্রমণ হইতে উপনিবেশকে রক্ষার জন্য যতটা, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক উপায়রূপে কোয়ারাণ্টিন আইন প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে জাহাজ দুইটি ছাড়িবার দিন হইতে ২৩ দিনের জন্য ঐ আইন প্রথমে জারি হইয়াছিল, সমিতির উল্লিখিত রিপোর্টে (পরিশিষ্ট 'থ') সংক্রমণ দোষ, প্রতিষেধ ব্যবস্থা ও ধূম্রদানের পর ১২ দিনের জন্য কোয়ারাণ্টিনের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। ডারবানে জাহাজ দুইটি পৌঁছানোর ১১ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংক্রমণ দোষ প্রতিষেধ ও ধূম্রপ্রদানের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ইতিমধ্যে, পানীয় জল ও খাদ্যের জন্য প্রেরিত বিপদবার্তার উত্তরে বিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, মাননীয় এটর্নি-জেনারেল গোপনে চিকিৎসকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জানাইতে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (পরিশিষ্ট 'ত') যাত্রীদের কাপড়-চোপড় ও শয্যাদি পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল, এবং যদিও তাহার পর আরো ১২ দিন যাত্রীদের জাহাজে থাকিতে হইয়াছিল, তথাপি জাহাজ দুইটি হইতে সংকেতবার্তা প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার বস্ত্র ও শয্যাদি সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। এবং ডারবানের কতিপয় সঙ্গতিসম্পন্ন ভারতীয়ের বদান্যতা না পাইলে[২] ঐ সময়ের জন্য যাত্রীরা সম্ভবতঃ গুরুতর দৈহিক স্বাস্থ্যহানি ভোগ করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি ও শয্যাদ্রব্য ছাড়াই থাকিতে বাধ্য হইত। কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীদের এই মন্তব্য করিতে হইতেছে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের প্রতি তাঁহাদের (কর্তৃপক্ষের) ঔদাসীন্য এতই অধিক ছিল যে, জাহাজ দুইটির আগমনের পর দশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ডাকের চিঠিপত্রাদি লইয়া যাওয়া বা বিলি করা হয় নাই। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের গুরুতর অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। উপরোক্ত বক্তব্যের গুরুত্ব সমর্থনে বিনীত স্বাক্ষরকারীরা আপনার দৃষ্টি এই ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করিতে চান যে, এমন কি "কোরল্যান্ড" জাহাজকে

[১] গান্ধীজী এই তারবার্তা ১৮৯৬-এর ১৩ই নভেম্বর পাইয়াছিলেন: ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ১৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দানের পর এবং খাঁড়িতে নোঙড় ফেলিবার পরও অনেক দিন পর্যন্ত উহাকে (জেটিতে নিরাপদে নোঙড় ফেলিয়া থাকিবার মতো) "বার্থ" (স্থান) দেওয়া হয় নাই, অথচ উহার পরে যে জাহাজগুলি আসিয়াছিল, সেগুলিকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল—, ইহা নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ হইতে বোঝা যাইবে :

> "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ আমাদের দৃষ্টি এই ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, যদিও তাঁহার জাহাজ গত বুধবার হইতে বন্দরের অন্তর্ভাগে রহিয়াছে, তথাপি তিনি এখনও পর্যন্ত প্রধান জাহাজঘাটায় একটি "বার্থ" সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। গত কয়েক দিনে কয়েকটি জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং যদিও "কোরল্যান্ড" জাহাজ 'বার্থ' পাইবার অগ্রাধিকার প্রত্যাশা করিতে পারে, তথাপি পরবর্তীরা ইতিমধ্যে পোক্তা 'বার্থ' (মাল উঠানো নামানোর স্থান) পাইয়াছে। আর "কোরল্যান্ড" জাহাজ এখনোও স্রোতের উপরেই রহিয়াছে। "কোরল্যান্ড" জাহাজকে প্রায় ৯০০ টন মাল খালাস করিতে হইবে এবং ৪০০ টন কয়লা তাহার প্রয়োজন। "স্ট্রাফ" অর্থাৎ যেখানে জাহাজ নোঙর ফেলিয়া আছে সেখান হইতে যাতায়াতে মালবহনের জন্য প্রচুর খরচ হইবে।—**'দি নাটাল এড্‌ভার্টাইজার'**, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তৎসম্পর্কে যে সকল বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা সেগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন :

> ভারতীয়দের অভিবাসন সম্বন্ধে নটালের বর্তমান কার্যাবলীতে সুষ্ঠু সমঞ্জসা রক্ষিত হয় নাই। ভারতীয়দের আরও বেশী সংখ্যায় অবতরণের বিরুদ্ধে ডারবানের আকস্মিক বিক্ষোভের এই তীব্রতা ও নাটাল যে এযাবৎকাল বরাবর এশিয়াবাসীগণের দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিবার একমাত্র প্রবেশপথ হইয়া আসিয়াছে, বাহিরের জগতের নিকটে এই দুইটি ব্যাপার অদ্ভুত রকমের বিপরীত বলিয়া মনে হইবে। যে দেশ এতকাল পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে ভারতীয় অভিবাসীদের আগমনে উৎসাহ দিয়াছিল, সেই দেশ আজ একান্ত আকস্মিকভাবে ডারবানে অবতরণের অপেক্ষায় ভাসমান দুই জাহাজ ভর্তি ভারতীয়দের উপর চড়াও হইবে এবং তাহাদের অবতরণ রোধের জন্য ঘটা করিয়া হিংসার পন্থা অবলম্বনের ভীতিপ্রদর্শন করিবে, ইহা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। বিক্ষোভের সহিত নিজেদের জড়িত করিয়া ঐভাবে চরম পন্থা গ্রহণের জন্য ডারবানের জনতা কিছুমাত্র প্রশংসা পাইতে পারে না। তাহারা যে এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়, কেন না, এখন যাহাই ঘটুক না কেন, তাহারা হতাশ ও অপমানিত হইতে বাধ্য।...সব কিছু বলা ও করার পর, নাটালের সাধারণ মানুষের এক বৃহদংশ জানেন যে, তাঁহাদের উপনিবেশে ভারতীয়দের উপস্থিতির ফলে তাঁহারা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। পূর্বগামীরা তাঁহাদের নূতন পরিবেশে ভাল ভাবেই ছিলেন এই সংবাদ পরবর্তীদের জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে যে নাটালে ক্রমান্বয়ে নূতন ভারতীয়েরা দলে দলে আসিতেছেন এ অনুমান নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত। এখন যে ভাবেই হউক এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা পূর্ববর্তী ভারতীয় দলগুলি যদি সাহায্য-

প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে তাহারা কিরূপে নিজেদের উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিল, এবং এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যদি ইউরোপীয় অভিবাসীরা ইহাদের সাহায্যে নিজেদের উন্নতিসাধন করিতে না পারিত তবে তাহারা এইভাবে ভারতীয় অভিবাসীদের উন্নতিলাভে সাহায্য করিত না। নাটালে আগমনকারী ভারতীয়েরা দুই শ্রেণীর, চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিমুক্ত। উভয় শ্রেণীর লোকেই দেখিয়াছিল যে, তাহাদের উপর শত্রুতার ভাব থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয়েরা তাহাদের (ভারতীয়দের) কর্মে নিযুক্ত করিতে বা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, ফলে তাহারা (ভারতীয়েরা) কেবলমাত্র নিজেদের উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকে নাই, সেই সঙ্গে আরো ভারতীয়ের আগমনে উৎসাহ দান করিয়াছে। বেশীর ভাগই চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা ইউরোপীয় কৃষিজীবীদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিল। চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল তাহারা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল; আর বাকি লোকেরা কোনও না কোনও ভাবে এ দেশে আসিতে ও গার্হস্থ্য কর্মে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত হইয়াছিল। কাফ্রি অধিবাসীদের মধ্য হইতে সংগৃহীত অপকৃষ্ট ও নির্ভরের অযোগ্য শ্রমিক অপেক্ষা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক যে নাটালের জীবনে একান্ত প্রয়োজন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল তাহা খামার ও গৃহস্থবাড়ীতে নিয়োগ করা এবং প্রায় প্রতি ডাকেই ভারতে আরো শত শত ভারতীয় শ্রমিকের জন্য চুক্তিপত্র প্রেরণ করা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। "কিন্তু আপত্তি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সম্পর্কে নহে, চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের বিষয়েই আরোপিত" এ কথা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে। যাহা হউক প্রথমত চুক্তিবদ্ধ কুলী শেষ পর্যন্ত যে মুক্ত হইয়া যাইবে ইহা অবধারিত। সুতরাং নাটালবাসীগণ চুক্তিদ্বারা তাহাদের (ভারতীয় কুলীদের) আমদানি করিয়া প্রকৃত পক্ষে চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতে নিশ্চিত রূপে সাহায্য করিতেছিল। ইহা সত্য যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের চুক্তিঅন্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সে সম্পর্কে আইন বাধ্যতামূলক করা যায় নাই। চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহারা ব্যবসায়ে, কৃষিতে বা গৃহস্থালী কর্মে নিযুক্ত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া ইহারা সম্ভবতঃ সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিষয়ে বলা যায়, তাহারা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের নিকট প্রাথমিক "সাহায্য" লাভ করেন। ডারবানে এমন কোনো একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, যাহার অসংখ্য ভারতীয় 'খরিদ্দার' নাই। কুলী "চাষী" ইউরোপীয়দের দ্বারা উৎসাহিত ও প্রতিপালিত হয় দুই ভাবে; আসল ইউরোপীয় মালিকের নিকট হইতে তাহাকে জমি খাজনা করিয়া বা কিনিয়া লইতে হয়, এবং তাহার উৎপন্ন শস্যাদির অধিকাংশই ইউরোপীয় পরিবারে ব্যবহার করা হয়। যদি এই কুলী বাজার-সবজির চাষ না করিত এবং ফেরিওয়ালা না থাকিত, তবে ডারবানের (এবং উপনিবেশের অন্যান্য অংশের) অধিবাসীদের রসুইঘরের বহু প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি হইতে শোচনীয়-রূপে বঞ্চিত থাকিতে হইত। আর ভারতীয় গৃহ-ভৃত্যদের বিষয়ে একটি মাত্র মন্তব্যের প্রয়োজন আছে যে, সাধারণ একজন কাফ্রি অপেক্ষা কর্মক্ষমতা নির্ভরশীলতা ও আনুগত্যে তাহারা সকলেই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে, সাম্প্রতিক বিক্ষোভে যোগদানকারীদের অনেকের গৃহে ভারতীয়রা কর্মে নিযুক্ত আছে। আবার বহু সংখ্যক ভারতীয় সরকারী কর্মেও নিযুক্ত আছে; আর, সরকারও তাহাদের শিক্ষার নানা ব্যবস্থা

করিয়া দিয়াছেন, ফলে তাহাদের উন্নতি হইয়াছে, তাই উপনিবেশে ইতিমধ্যে বর্তমান ভারতীয়েরা যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহার জন্য মূলতঃ ইউরোপীয়েরা দায়ী, ইহা দেখিবার পর, তাহাদের (ইউরোপীয়দের) পক্ষে অধিকতর ভারতীয়ের অবতরণের ব্যাপারে আকস্মিক বিরোধিতা করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, এইসব ছাড়াও, সমস্যাটির সাম্রাজ্যগত দিক রহিয়াছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। নাটাল যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ থাকিবে (যাহা নাটালের উপর নহে, ব্রিটেনের উপর নির্ভর করে),-ততদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক সরকার ইহারই উপর জোর দিবেন যে, সাম্রাজ্যের সাধারণ মঙ্গলবিধান ও উন্নতির বিরোধী কোনো আইন উপনিবেশে চলিবে না। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের একটি অংশ; এবং সাম্রাজ্যিক সরকার ও ভারত সরকার সভ্য জগতের নিকট ইহা প্রমাণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ভারতীয়দের উপকারার্থে ব্রিটেন, ভারতবর্ষ নিজের অধিকারে রাখিয়াছে। ভারতের বহুজনঅধ্যুষিত জেলাগুলির অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমাইবার জন্য যদি কিছু করা না হয়, তবে এই দাবী সমর্থিত হয় না। ঐ সকল অঞ্চলের ভারতীয়দের কেবল দেশান্তর গমনে উৎসাহ দানেই ইহা করা যাইতে পারে। যে কোনো দেশের উপর অতিরিক্ত ভারতীয় জনসংখ্যা চাপাইয়া দিবার শক্তি বা ইচ্ছা ব্রিটেনের নাই। কিন্তু যখন সাম্রাজ্যের কোনো অংশে সেখানকার অধিবাসীদের একাংশ তাহার (ব্রিটেনের) ভারতীয় প্রজাদের চাহিতেছে, তখন একই সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের অপরাংশের আদেশক্রমে ভারতীয়দের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করার ব্যবস্থাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ব্রিটেনের আছে। এবং নাটালের ক্ষেত্রে অধিকতর ভারতীয় শ্রমিক সরবরাহের দাবীতে ভারতে প্রেরিত অনুরোধের সংখ্যা বিচার করিয়া বলা যায় যে, যদি এমন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় যাহাতে এই সরবরাহ বন্ধ হয়, তবে ভারত নহে, নাটালই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

—'স্টার', শুক্রবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

খুব কম করিয়া বলিলেও বলিতে হয়—আমাদের মতে (সমিতির) কর্মপ্রণালী অকালপরিণত, এবং যে বিক্ষোভ কার্যতঃ জনতা-শাসনের দিকে প্রধাবিত, তৎসম্পর্কে আশঙ্কা না করিয়া পারা যায় না। বিধিসঙ্গত বিক্ষোভ সার্থক হইবে কিনা ইহা নিশ্চিত ভাবে বিবেচনার পূর্বে হিংসাত্মক গণবিক্ষোভের ফলস্বরূপ যাহাতে কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে উপনিবেশের পক্ষে অবশ্যই উচিত সতর্ক থাকা।... ইতিমধ্যে আমরা আর একবার চরমপন্থী-দলের নেতৃবৃন্দের নিকট তাহাদের কাজের গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জন্য আবেদন করিতেছি।

—দি নাটাল এড্ভারটাইজার, ৫ই জানুয়ারী; ১৮৯৭।

যদি চরমপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে ইহার প্রয়োজন আছে, তবে তাঁহারা অবশ্যই সে সম্পর্কে গুরুদায়িত্ব লইবেন এবং ফলাফলের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। নাটাল আর এশীয়দের চাহে না এই ঘটনার উপর ইহারা (চরমপন্থী দল) জোর দিতে পারে, কিন্তু ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে অবিচার ও অন্যায় ব্যবহারের যে অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার উপরও কি ইহা জোর দিবে না?—('দি নাটাল এড্ভার্টাইজার', ৭ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।)

সভায় যে দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিল বলিয়া জানা যায়, তাহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র বেআইনী কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। কোয়ারাণ্টিন-আবদ্ধ এশীয়দের ফেরৎ পাঠানো, বা অন্যান্যদের আসিতে বাধা দেওয়া সম্পর্কে কোনো আইনসঙ্গত শক্তি নাই: পুনরপি, সাম্রাজ্যের যে কোনো অংশে

ভারতীয়দের অভ্যাগমনে বাধা দিতে পারে এরূপ আইন প্রণয়নে 'ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমন্স' কখনো সম্মতি দিবে না। যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সংবিধানের মূল ভিত্তি হইতেছে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি। গ্রেট ব্রিটেন নিজেই কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতাঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।......যাহারা বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন কল্পনায় এশীয়দের নিন্দায় পঞ্চমুখ, তাহারাই বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে সস্তায় লভ্য জিনিষপত্রাদি কিনিতে ইতস্ততঃ করেন না।—(**'দি টাইমস্ অফ নাটাল'**, ৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।)

বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতারা গত বৃহস্পতিবারের সভায় গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কয়েকটি বক্তৃতার সুর একেবারেই নরম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাক্তার ম্যাকেঞ্জীর যতটা বিবেচনা প্রদর্শন করা উচিত ছিল তিনি ততটা করেন নাই, এবং মিঃ গান্ধীর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে তৎ-প্রদত্ত অভদ্র ইঙ্গিতগুলি খুবই অসতর্ক মন্তব্য। 'কোরল্যান্ড' ও 'নাদেরী' জাহাজ হইতে ভারতীয়দের অবতরণের স্থান যে পয়েন্টে, সেখানে জনতাকে চালনা করা হইবে 'শান্তিপূর্ণ'ভাবে—এ কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু জনতা উত্তেজিত হইবার পর কোনো ভারতীয় যাত্রীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হইবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবার কে আশ্বাস দিবে? আর যদি বিক্ষোভের সঙ্গে ক্ষতি-সাধনও হয়, তবে মুখ্যতঃ ও নীতিগতভাবে কে দায়ী হইবে? কয়েক সহস্র নাগরিককে শান্ত হইবার জন্য একজন বা একশত দলপতি আবেদন করিতে পারে; কিন্তু যে জনতা স্বভাবতই সকল চুক্তিমুক্ত ভারতীয়ের প্রতি তিক্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যাহা নবাগতদের ও মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ফলে তীব্রতর হইয়াছে, তাহাদের (জনতার) উপর ঐ সকল নেতৃবৃন্দের কতটা প্রভাব থাকিতে পারে?—(**'দি নাটাল এড্ভার্টাইজার'**, ৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।)

মুখ্যতঃ বহিরাগমন নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ কর্তৃক ভারতীয় কারিগর আনয়নের প্রয়াসের বিরুদ্ধে বর্তমান বিক্ষোভের জন্ম। সংবাদপত্রগুলি সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ জোর দিয়া এই প্রয়াসের নিন্দা করিয়াছিল।......কিন্তু যেহেতু সংবাদপত্রগুলি চরম পরিণতির দিকে যাইবে না এবং অকালপরিণত উগ্র ব্যবস্থাদি সমর্থন করিবে না, সেহেতু কঠোর ভাষায় তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছিল। যখন আমরা মনে করি যে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত নাটালের সরকারী শাসনযন্ত্র আমাদের নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এই সকল এশীয়দের আমদানী কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তখন এশীয়দের বহিষ্কার করিবার জন্য উগ্র ব্যবস্থাদি অবলম্বনে ইতস্তত করায় সাম্রাজ্যিক সরকারকে আমরা অবশ্যই দোষ দিতে পারি না। এখানে এই যুক্তি উপস্থিত করা যায় যে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সম্পর্কে সেই আপত্তি নাই যাহা চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আছে; ইহা খুবই সত্য। কিন্তু সাম্রাজ্যের সরকার, এবং ভারতীয় সরকারের নিকট ইহা মনে হইবে না কি যে এই পার্থক্য কেবল আমাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইতেছে? এবং যেহেতু আমরা মনে করি যে এক শ্রেণীর ভারতীয় আমাদের ক্ষতি করিবে, সেহেতু তাহাদের সকলকেই পুরাপুরি বাদ দিবার জন্য চীৎকার করিব, এবং কেবল আমাদের স্বার্থে অপর এক শ্রেণীর ভারতীয়ের অভিবাসন কার্যে উৎসাহ দিব, ইহা কি উচিত কাজ বলিয়া মনে হইবে?—(**'দি নাটাল এড্ভার্টাইজার'**, ১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।)

ডারবানে এক সদা-প্রস্তুত কঠোর কূটনীতি চালু আছে। সেখানে বিভিন্ন শক্তির ঐক্য বা কূটনৈতিক আদানপ্রদান নাই। সারা শহরের লোক জেটির দিকে ধাওয়া করে এবং যদি কোনো সহ-প্রজা অবতরণের সন্দেহাতীত অধিকার প্রয়োগ করিতে যায়,

তবে তাহাদের কর্মের জন্য তাহারাই দায়ী হয়। ব্যক্তিগত ভাবে শহরের লোক স্বল্পব্যয়ী ভারতীয়দের নিকট হইতে সুলভে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আনন্দ পায় কিন্তু সমবেত ভাবে তাহারা নিজেদের ও পরস্পরকে অবিশ্বাস করে। ইহা দুঃখের বিষয় যে বিক্ষোভ-কারীরা ভ্রান্ত বাক্যের উপর ভিত্তি করিয়া আপত্তি জানাইয়াছিল। আসল আপত্তি অর্থনৈতিক কারণঘটিত, উহা সাধারণতঃ নির্ভর করে অবোধ্য তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতার উপর। সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থা হইল যে বাণিজ্য সংরক্ষণ সমিতি নিম্নতম মূল্য ও উচ্চতম মজুরির উপর জোর দিবে।... ডারবান সুয়েজের পূর্বদিকে অবস্থিত নহে, উহা একই বৃহৎ বৃত্তপথের নিকট অবস্থিত। কিন্তু মনে হয় ডারবানবাসীরা সেই শ্রেণীভুক্ত যাহার উপর ধর্মের দশাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ খাটে না; সাম্রাজ্যের সংবিধান পুস্তকের কথা না হয় নাই বলিলাম। পথে একজন অন্যজনকে গুলি করিবে ইহা সভ্য মানুষের সংস্কার প্রবর্তনের পন্থা নহে। যদি অর্থনীতির সূত্রগুলি তাহাদের পক্ষে খুবই দুরূহ বলিয়া মনে হয়, তবে তাহারা কমপক্ষে আইনের সীমার মধ্যেই প্রতিবাদ করুক, দাঙ্গার তুলনায় উহা অপেক্ষাকৃত ভাল সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এবং একজন কল্পনাপ্রবণ বিক্ষোভকারী-কল্পিত এক সহস্র মানুষ অপেক্ষাও তাহা উত্তম বন্ধু বলিয়াই মনে হইবে। ব্রিটেন তাহার ভারত-সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অপমান করিতে পারে না; সে তাহা করিতে ইচ্ছাও করে না কেননা (ব্রিটিশ) দ্বীপপুঞ্জে সংরক্ষণ একটি মারাত্মক বস্তু বলিয়া পরিগণিত, এবং অবাধ বাণিজ্য দশাজ্ঞাবলীর (শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের) প্রথম চার ও শেষ ছয় সূত্রের মাঝামাঝি কোথাও আছে বলিয়া মনে করা হয়। যদি ডারবান স্বায়ত্তশাসন চাহে ডারবান তাহা চাহিলেই পাইবে; কিন্তু ইহার অধিবাসীরা আশা করিতে পারে না যে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বেআইনী কাজে সম্মতি দিবে। অথবা সংবিধানবিরোধী বিক্ষোভ সমর্থন করিবে।—'ডিগারস্ নিউজ', ১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

মনে হয় নাটালবাসীদের মাথা এখন খারাপ হইয়া গিয়াছে, উৎকট রোষে তাহারা বেপরোয়া হইয়াছে এবং বহু-নিন্দিত 'কুলী'দের বিরুদ্ধে হিংস্র পন্থার কথা চিন্তা করিতেছে। একজন স্থানীয় কসাইয়ের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় এবং তাহাতে সারা শহর ও উপনিবেশে প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। এই বিক্ষোভকারী জমায়েতে খানিকটা করুণরসাত্মক ও হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেক সদস্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে জাহাজঘাটায় যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে 'বলের দ্বারা' এশীয়দের অবতরণে বাধা দিবে। আরো বলা হয় যে বিক্ষোভে যোগদানকারীরা তাহাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, এবং ডারবানবাসীরা দাঙ্গাকারী জনতা সংগঠন না করিয়া সুশৃঙ্খল অথচ দৃঢ়সংকল্প বিক্ষোভ সংগঠন করিতে সক্ষম। মনে হইতেছে যে ভারতীয়েরা অবতরণ করিবে না, এবং যদি জাহাজ দুইটি উহাদিগকে বন্দরের ভিতরে আনে তবে ঐ যাত্রীরা বিরোধী জনসমাবেশ দেখিয়া অবতরণ প্রয়াসের ব্যর্থতা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করিবে। যাহা হউক বর্তমান বিক্ষোভ যতটা না ধীর স্থির ইংরাজের কার্যক্রম বলিয়া মনে হয় তদপেক্ষা বহুগুণে লা মাঞ্চার নাইটের উইন্ডমিলের বিরুদ্ধে উন্মত্ত অভিযানের মতো বলিয়া অনুমিত হয়। ঔপনিবেশিকেরা উন্মত্ত ও গোঁড়া হইয়া উঠে, এবং যে সহানুভূতি তাহাদের প্রাপ্য ছিল তাহার অনেকটাই হারাইয়া ফেলে। আমাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ সম্প্রদায় উত্তেজিত অবস্থায় আছে; ইহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কিছুই হইতে পারে না। টমাস হুডের কথায়ঃ 'চিন্তার অভাবে এবং কৌশলের অভাবে জীবনে অহিত সাধন হয়' এবং

নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়রা এখন যাহা করিতেছে তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্যের ক্ষতিই করিতেছে।

—'দি জোহানেসবার্গ টাইমস্'।

নাটালে ভারতীয়দের আগমনের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা কোনো মতেই চেম্বারলেনের কার্যকালে সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নহে। যে সকল স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা এত ব্যাপক এবং গ্রেট ব্রিটেনের সহিত তাহা এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, সেই সময়ে তাঁহার নিকট সমাধানের জন্য উপস্থাপিত সমস্যাসমূহের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল, এ কথা বলা কোনো ক্রমেই অতিরঞ্জিত নহে। পরিবর্জিত অভিবাসীরা একটি মহৎ জাতির প্রতিনিধি, তাহাদের এই কথা বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের দ্বারা তাহারা (ভারতীয়েরা) রক্ষিত ও প্রতিপালিত তাহারাই এখন তাহাদের নূতন দেশে অবতরণের অনুমতি দিতে অসম্মত হইতেছে। নিজেকে সাম্রাজ্যের প্রিয় কন্যা রূপে ভাবিতে ভারতকে উৎসাহ দান করা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন রাজপ্রতিনিধিদের (বড়লাট) বিচিত্র শাসনাধীনে তাহাদের স্বাধীনতা এমনভাবে দাবী করিতে শিক্ষা পাইয়াছে যাহা অশিক্ষিত প্রাচ্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ধূলিসাৎ হইয়াছে। ঔপনিবেশিকদের খামারের কাজে সাহায্য করিয়া লাভবান করিবার জন্য যে ভারতীয়কে আনা হইয়াছিল, সেই মিতব্যয়ী ভারতীয় এখন ব্যবসায়ের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, নিজেই পত্তনীদার ও উৎপাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে তাহার পূর্বতন প্রভুকে উৎখাত করিবে বলিয়া শাসাইতেছে ইত্যাদি, সুতরাং মিঃ চেম্বারলেনের নিকট উত্থাপিত সমস্যার সমাধান কোনো মতেই সহজসাধ্য নহে। নীতিগত ভাবে, মিঃ চেম্বারলেন ভারতীয়দের অবস্থার ন্যায্যতা রক্ষা করিতে বাধ্য; অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তিনি ঔপনিবেশিকদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য; রাজনীতিক্ষেত্রে, কোন পক্ষকে সমর্থন করা উচিত তাহা স্থির করা মানুষের বুদ্ধিতে কুলায় না।

—'স্টার' জোহানেসবার্গ, জানুয়ারী,১৮৯৭।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে মার্কেট স্কোয়ারে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতে ব্যবস্থা ছিল, তাহার পরিবর্তে উহা বৃষ্টি বাদলের জন্য টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়; এই সভায় কি লোকসংখ্যা কি উৎসাহ কিছুরই অভাব ছিল না। হলটি ভাববান-বাসীতে পূর্ণ হইয়াছিল—মলিনবেশ শ্রমিক, বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার লোকেরা পাশা-পাশি বসিয়াছিল, ইহাতে অধিবাসীদের মতৈক্য প্রমাণিত হয়, এবং এশীয়বাসীর দ্বারা উপনিবেশ পূর্ণ করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস রোধ করার জন্য তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় দেয়। তিনি যখন এখানে প্রতি মাসে ১,০০০ হইতে ২,০০০ করিয়া লোক পাঠাইবার জন্য ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র অভিবাসন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিতেছেন, তখন নাটালের ইউরোপীয় অধিবাসীরা চুপ করিয়া থাকিবে—এ কথা ভাবিয়া মিঃ গান্ধী মহা ভুল করিয়াছেন। এই ধরণের একটি পরিকল্পনা বিনা প্রতিবাদে কাজে পরিণত করিতে পারিবেন এই রূপ চিন্তার অর্থ হইতেছে, তিনি ইউরোপীয় চরিত্রকে ভাল ভাবে বিচার করিতে পারেন নাই। সকল চাতুর্য সত্ত্বেও তিনি একটি শোচনীয় ভুল করিয়াছেন, তাহা এমনই একটি ভুল যাহা তাঁহার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করিবে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রভুত্বকারী ও শাসনকারী জাতি হিসাবে আমাদের উপর একটি দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ

তরবারির সাহায্যে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং আমাদের জন্মগত অধিকার ও উত্তরাধিকার রূপে এই দেশ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। এই জন্মগত অধিকার যেমন ভাবে আমাদের হাতে আসিয়াছে তেমন ভাবেই আমাদের পুত্রকন্যাদের হাতে আমরা দিয়া যাইব। পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখলের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি রূপে ইহা আমাদের অর্থাৎ ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় রক্তে যাহাদের জন্ম তাহাদের সকলের উপর বর্তাইয়াছে। আমরা আমাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিতে পারিব না, যদি জন্মে, অভ্যাসে, ঐতিহ্যে ও ধর্মে এবং জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে অপরিহার্য প্রতিবিষয়েই আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ এক জাতিকে আমরা এই সুন্দর দেশকে ছাইয়া ফেলিতে দিই। এই দেশের আদিম অধিবাসীদের মঙ্গল সাধনের জন্য অভিভাবকরূপেও আমাদের আরো একটি গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। নাটালে পাঁচ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসী আছে, শিশু যে ভাবে তাহার পিতার দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি শ্বেতকায়দের দিকে তাহারা তাকাইয়া আছে; বিষয়টিকে অত্যন্ত মৃদুভাষায় বলিতে গেলে ন্যায্য-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব নিশ্চয়ই উপনিবেশের আইনসিদ্ধ মজুর রূপে নাটালের স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার রক্ষা করিব। আর উপনিবেশে ইতিমধ্যেই ভারতীয়েরা রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককে আমরা এখানে আনিয়াছি, এবং তাহাদের দেশ-বাসীদের (ভারতীয়দের) ঐরূপ অনুপ্রবেশে তাহাদের সৎপথে জীবিকা নির্বাহে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এবং ফলে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে, এইরূপ অবস্থা যাহাতে না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের কর্তব্য। বর্তমানে উপনিবেশে ৫০,০০০ ভারতীয় রহিয়াছে—এই জনসংখ্যা ইউরোপীয়দের সংখ্যার অধিক এবং ইহা খুবই যথেষ্ট। এই বিষয়ে সরকারী মনোভাব কি তাহা বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মিঃ উইলী নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ... ডাঃ ম্যাকেঞ্জী বলিয়াছেন, তিনি সরকারী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং সমিতির সকল সদস্যই এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। সুতরাং সকলে বিষয়টি সম্পর্কে একমত হওয়ায় ইহা আন্তরিকভাবে আশা করা গিয়াছিল যে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহা সত্যসত্যই শান্তিপূর্ণ থাকিবে। ইহাতে ভারতীয়দের এই শিক্ষা হওয়া উচিত যে উপনিবেশের চির উন্মুক্ত দ্বার বন্ধ হইতে চলিয়াছে এবং তাহাদের ভারতে অবস্থিত বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে অবশ্যই পূর্বের ন্যায় এখানে আসিতে তাহারা আর প্ররোচিত করিবে না। এখানে সু[illegible]ভাবে চালিত এবং নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রচিত কর্মসূচী বিশ্বস্তভাবে পালিত হইলে জন-বিক্ষোভ ক্ষতি করিতে পারে না। তবে আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে জনতা সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, এবং সে কারণে নেতৃবৃন্দের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। যাহা হউক নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্যের বিষয়ে আস্থাশীল এবং তাঁহাদের 'পয়েন্ট' অভিযানের কর্মসূচী পালন করিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প; সব ঠিক মত চলিলে, তবে বিক্ষোভ প্রদর্শন সরকারকে নৈতিক সমর্থনই জোগাইবে। ইহা আন্দোলনের আন্তরিকতার একটি সত্যকার নিদর্শনও হইবে। মিঃ উইলি খুব ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের যে শক্তি আছে অবশ্যই তাহা তাঁহারা প্রদর্শন করিবেন, এবং যাহারা অপব্যবহার না করিয়া শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে তাহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আইন-শৃঙ্খলা নিখুঁতভাবে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। পরিণামে সাফল্য ইহার উপর যতটা নির্ভরশীল, আর কিছুরই উপর বোধহয় ততটা নহে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ বিচারবোধের উপর আমরা আস্থা রাখি। তাঁহাদের অনুগামীদের

অত্যুৎসাহ যেন তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া না যায় আমরা তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি।—'দি নাটাল মারকারি', ৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

মোটের উপর গত পক্ষকালে ডারবানে 'কোরল্যান্ড' ও 'নাদেরী' জাহাজ হইতে ভারতীয় যাত্রীদের অবতরণে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যাহা বলা ও করা হইয়াছে, তাহার পরে ইহা অবশ্যই খোলাখুলি স্বীকার করিতে হইবে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি অপমানজনক পরিস্থিতিতে শেষ হইয়াছে। যদিও বিক্ষোভের প্রধান নেতৃবৃন্দ জয়ের দাবী করিয়া স্বভাবতই পরাজয় ঢাকিতে চাহিতেছেন, তথাপি তাহার মূল ও প্রচারিত উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারটি একটি হাস্যকর ব্যর্থতায় শেষ হইয়াছে। নাটালের ভূমি স্পর্শ না করিয়াই অবিলম্বে ভারতে প্রত্যাবর্তনে জাহাজ দুইটির ভারতীয় যাত্রীদের বাধ্য করা হইবে মোটামুটি ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। হঠাৎ অবিবেচনার কোনও কিছু করিয়া নাটালবাসীরা যে কোনো দেশ হইতে প্রচলিত আইন মতে বহিরাগত আগন্তুকদের অনুপ্রবেশে বাধা দিতে পারে না। ভারতবর্ষ হইতে সর্বশেষে যাত্রীদের বিরুদ্ধে আয়োজিত সাম্প্রতিক বিক্ষোভে সম্ভবতঃ তাহাদের ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মোটের উপর যদি তাহাই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়, তথাপি ইহাতে বিক্ষোভকারীদের গর্ব করার মতো কিছুই নাই। যে রণনৃত্যশীল কাফ্রিরা তাহাদের কুলি প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি বিরাগ দেখাইবার সুযোগ পাইলে খুশী হয়; তাহাদের সাহায্যপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে অরক্ষিত কুলিদের একটি ছোট দল নাটালের উপকূলভূমি হইতে যদি পলাইয়া যাইত, তবে সে জয় অগৌরবের হইত। ইহা খুবই ভাল কথা যে বিক্ষোভ এইরূপ "পরিণতি" লাভ করিয়াছে। ডারবানের বুধবারের ঘটনাবলীর একমাত্র দুঃখকর দিক হইতেছে মিঃ গান্ধীর উপর মারপিটের ব্যাপার। সত্য বটে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করিয়া তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া নাটালের লোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। আমরা আলোচ্য পুস্তিকাটি দেখি নাই, এবং যদি অভিযোগসমূহ সম্প্রদায়গতরূপে নাটালবাসীদের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে তবে সেগুলি ভিত্তিহীন। যাহাই হউক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সম্প্রতি নাটাল কোর্টে একটি মামলায় খুব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ একটি খামারে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং মিঃ গান্ধীর মতো একজন শিক্ষিত ভারতীয়কে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না যদি তিনি তাঁহার দেশবাসীদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার সন্ধান করিয়া থাকেন। মিঃ গান্ধীর উপর আক্রমণ সম্পর্কে বলা যায়, আর যাই হোক, জনতার অধিকতর ভদ্র ও দায়িত্বশীল অংশের কোনো ব্যক্তি দ্বারা এ দুষ্কর্ম সাধিত হয় নাই, যদিও সন্দেহ নাই যে, যে-সকল ছোকরা মিঃ গান্ধীকে শারীরিক আঘাত করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা বিক্ষোভের কতিপয় দায়িত্বশীল সংগঠকদের বেসামাল উক্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছিল। কেবল পুলিশের তৎপরতায় মিঃ গান্ধী গুরুতর আঘাত হইতে ও সম্ভবতঃ প্রাণহানি হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন।......কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা স্পষ্টতঃই যুগপরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে, নিষ্ফল বিক্ষোভ যাহার একটি লক্ষণ। সমস্ত দেশ এখনো বাল্যাবস্থায় রহিয়াছে, এবং বিবাদের মীমাংসা বলিতে শারীরিক বলের দ্বারা রক্তাক্ত নিষ্পত্তি ছাড়া বালকে আর কিছুই বেশী ভালবাসে না। এইভাবে দেখিলে এই সপ্তাহে

ডারবানে অনুষ্ঠিত কার্যাদি প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া ক্ষমা করা যায়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে, ইহার তীব্র নিন্দাই করিতে হয়—ইহা কেবল নাটালের নয়, ইংল্যান্ডের, ভারতবর্ষের এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তিম সমাধানের পথে অগ্রগতি না হইয়া পশ্চাৎগতি বলিয়া ধরিতে হইবে।—'স্টার', জোহানেসবার্গ, জানুয়ারী, ১৮৯৭।

যখন ভারতবাসীদের সহিত বাণিজ্য ব্যবস্থা পুরোদমে চলিতেছে, তখন 'নাদেরী' ও 'কোরল্যান্ড' জাহাজের কয়েক শত অভিবাসী ভারতীয়ের অবতরণ নিষিদ্ধ করায় কি লাভ? বহু বৎসর হইল, ফ্রী স্টেটে 'ভোকস্‌-রাড'-এর বর্তমান আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, হ্যারিস্মিথে আরবদের দ্রব্যাদির দোকান খোলা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরানো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ কম মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা শুরু হয়। সকলের মধ্যে যাহারা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সেই বুয়ররা আরবদের নিকট দলে দলে গেল, এবং এই (ব্যবসায়) নীতির প্রতিবাদ করিল, কিন্তু লাভ পকেটস্থ না করিয়া ছাড়িল না। আজিকার নাটালে প্রায় সেই অবস্থাই রহিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে মিস্ত্রী, ছুতার, কেরানী, ছাপাখানার কর্মী প্রভৃতির উল্লেখ "শ্রমিক শ্রেণী"কে উত্তেজিত করিয়াছিল, এবং তাহাদের দাবী নিঃসন্দেহে সেইসব ব্যক্তিদের দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছিল, যাহারা জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সর্বত্রগামী হিন্দুদের চাপ অনুভব করিতেছিল, এবং তথাপি সম্ভবতঃ তাহাদের কেহই সচেতন ছিল না যে তাহারা নিজেরাই নাটালকে ভারতের অতিরিক্ত শ্রমিকদের পক্ষে কাম্যস্থলে পরিণত করতে সাহায্য করিতেছে। নাটালবাসীর নৈশ আহারের টেবিল যে সকল সব্জী, ফল ও মৎস্য দ্বারা সজ্জিত থাকে, তাহা কুলিদের দ্বারাই উৎপন্ন, ধৃত ও ফেরী করিয়া বিক্রী হইতেছে; অপর এক কুলিদ্বারাই টেবিলের চাদর ধৌত হইতেছে; এবং খুব সম্ভবতঃ, অতিথিদের আহার পরিবেশন করিতেছে কুলিপরিবেশকরা, এবং তাহারা কুলি পাচকের প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। নাটালবাসীরা আচরণে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলুন, এবং কুলিদের অপেক্ষা নিজেদের দরিদ্রতর শ্রেণীদের পছন্দ করুন ও তাহাদের সহিত ব্যবহার করুন ও এইভাবে ভারতীয়দের সমাজচ্যুতির কাজ শুরু করুন, এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ করার সমস্যাটি তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেন। নাটাল যতদিন পর্যন্ত এশীয়দের নিকট কাম্যবাসস্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে এবং নাটালবাসীরা অশ্বেতকায় শ্রমিকদের সুলভ শ্রমের উপর প্রচুর লাভ করিতে থাকিবেন, ততদিন ভারতীয়দের আগমন হ্রাস করা একেবারেই অসম্ভব না হইলেও তদ্বিষয়ে আইন প্রণয়ন ব্যতীত নিশ্চয়ই কঠিন কাজ হইবে।

—'ডি এফ. নিউজ', জানুয়ারী, ১৮৯৭

ডারবানে ভারতীয় বহিরাগতদের অবতরণের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভের সহিত সম্পর্কিত সকলের পক্ষেই ইহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ডাঃ ম্যাকেঞ্জীর বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার বুদ্বুদ এবং মিঃ স্পার্কস্‌ ও তাঁহার নব দীক্ষিত শিষ্য ডান টেলর্‌-এর প্ররোচনাপূর্ণ গালাগালি ছাড়া বিশেষ গুরুতর কিছুই নাটালের সুন্দর উপনিবেশে, ইহার নিরাসক্ত অধিবাসীদের অথবা বহু-অখ্যাত "কুলি"দের জীবনে ঘটে নাই। কু-পরামর্শে সংগঠিত বিক্ষোভের ছদ্ম-দেশপ্রেমী সংগঠকেরা রোমান মূর্খের ভূমিকায় অভিনয়ের প্রয়াস পাইয়াছিল, এবং নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়িয়া

মরিয়াছে। আমরা বলি, সৌভাগ্যের বিষয় যে আর গুরুতর কিছু ঘটে নাই; কিন্তু যাহারা জনতাকে একত্র হইতে আহ্বানের ও সংবিধানবিরোধী কর্মে ইঙ্গিত-দানের মতো ঝঞ্ঝাটের কাজ ঘাড়ে লইয়াছিল, তাহাদের মূর্খতার পরিচয় সমগ্র হাঙ্গামার কালের মধ্যে ডারবান-জনতার শেষ দিকের কার্যাবলীতে যতটা পরিস্ফুট হইয়াছিল ততটা আর কখনো হয় নাই। বহিরাগত কুলিদের অবতরণ বন্ধ করার প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়া এবং নিঃসন্দেহে অপমানিত হইয়া ও তাহাদের বিক্ষোভের হাস্যকর বিফলতার পরিণতিতে মর্মবেদনা অনুভব করিয়া জনতা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং মিঃ গান্ধী নামক একজন আইনজীবীর উপর হামলা করিয়াছিল। নাটালবাসীদের চোখে তাঁহার হীনতম অপরাধ ছিল এই যে তিনি তাঁহার দেশবাসীদের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ভাষ্যকার হিসাবে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এই পর্যন্ত বিক্ষোভ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল এবং তাহা বড়দিনের উৎসবের মূকাভিনয়ের মতোই বোধ হইতেছিল; কিন্তু যখন বিনা আড়ম্বরে মিঃ গান্ধী অবতরণ করিয়াছিলেন ও মিঃ লাফটন নামক জনৈক ইংরাজ আইনজীবীর সহিত শান্তভাবে শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন ঘটনাবলীর মোড় ফিরিল বর্বরতার দিকে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভিযোগাদির ওকালতি করিতেছি না, অথবা মিঃ গান্ধীর যুক্তিগুলির সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু এই ভদ্রলোক যে ব্যবহার পাইয়াছেন তাহা অতিশয় নিন্দনীয় এবং তীব্র সমালোচনার যোগ্য। মিঃ গান্ধী একদল স্ফীতমস্তিষ্ক উপহাসকারী জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে লাথি ও ঘুষির হীন লক্ষ্যে পরিণত করা হইয়াছিল, কাদা ও পচা মাছ তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জনতার মধ্য হইতে এক কাপুরুষ তাঁহাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়া মারিয়াছিল, অপর একজন তাঁহার টুপি টান দিয়া খুলিয়া লইয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে, আমরা শুনিয়াছি যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ কর্দমাক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঘাড় হইতে রক্ত বাহির হইতেছিল। তাহার পর পুলিশী প্রহরায় মিঃ গান্ধীকে একজন পার্সীর[১] দোকানে লইয়া যাওয়া হয়, ঐ দোকান-বাড়িটি আঞ্চলিক পুলিশের প্রহরাধীনে ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত, ভারতীয় আইনজীবীকে ছদ্মবেশে সেখান হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। নিঃসন্দেহ এই সব ঘটনা ইতরলোকের নিকট খুব মজাদার বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নৈতিক বোধ ছাড়াও যখন একজন নিরপরাধ মুক্ত লোকের প্রতি ইংরাজেরা ঐরূপ অভদ্রজনোচিত বর্বর ব্যবহারের আশ্রয় লয় তখন ন্যায় বিচারের প্রতি ব্রিটিশের আকর্ষণ ডারবানে অবশ্য দ্রুত হ্রাস পাইতেছে বুঝিতে হইবে। ব্রিটেনের "জাঁকজমক-পূর্ণ অধীন রাজ্য" ভারত—যাহাকে ইংরাজ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন বলা হয় সেখানকার একজন আইনানুগত প্রজার প্রতি নাটালবাসীরা যে হিংসাত্মক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, তৎপ্রতি ডাউনিং স্ট্রীট এবং ভারত সরকার উদাসীন থাকিতে পারেন না।—'দি জোহানেসবার্গ টাইমস্', জানুয়ারী, ১৮৯৭।

নিজেদের অভিযোগসমূহ উত্থাপন ও সেগুলির গুরুত্ব অনুভব করাইবার জন্য ডারবানের জনতা যে সকল বে-আইনী ভীতি প্রদর্শনের পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল, বিপন্ন স্বার্থসমূহের গুরুত্ব এবং এখন পর্যন্ত যে ফল লাভ হইয়াছে এই উভয়ের দ্বারাই তাহা সমর্থিত হয়।......শান্তভাবে, এবং দম্ভ বা বড়াই বাদ দিয়া তাহারা

[১] রুস্তমজী, একজন ভারতীয় পার্সী, পার্সী রুস্তমজী নামে অধিকতর পরিচিত।

আগাগোড়া আন্দোলনকে তাহাদের আশ্রয়ে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়াছিল, যদিও উপনিবেশের কিছু মূর্খ লোকের ধারণা হইয়াছিল যে শাসনক্ষমতা বুঝি বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।—'দি নাটাল মারকারি', ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

দলগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে বিক্ষোভ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, এইরূপ ভান করা নিতান্তই মিথ্যা হইবে। জনসভাগুলির ভাষণ হইতে অনেকটা ভিন্ন সুরে বাঁধা, পয়েণ্টে প্রদত্ত সকল বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষণ কিছুতেই এই সত্যকে ঢাকিতে পারে না যে, বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য জাহাজ দুইটির যাত্রীদের অবতরণ করিতে না দেওয়া সিদ্ধ হয় নাই। আমরা সর্বদাই মনে করি, যাহা লাভ করা গিয়াছে তাহা অন্যপন্থা অবলম্বন করিলেও সমান ভাবেই লাভ করা যাইত। . আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, গতকল্যের ঘটনাবলীর ফলে কী লাভ করা গিয়াছে? যদি বলা হয় যে এশীয়দের অভিযান রোধের জন্য কিছু করা যে বিশেষ দরকার এই ঘটনাবলী তাহা দেখাইয়াছে; তবে আমরা উত্তর দিব, তাহা জনসভায় সমান জোরের সহিত দেখানো হইয়াছে, এবং তাহা কার্যতঃ এই উদ্দেশ্য সাধক। যদি এই যুক্তি দেওয়া হয়, বিক্ষোভে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনতার আন্তরিকতা ছিল, তবে আমাদের আশংকা হয় যে আমরা ইহাতে সম্মতি দিতে পারি না, কারণ এক সপ্তাহ পূর্বে সরকারী প্রতিনিধি যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এখন ঠিক সেই আশ্বাসেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। সরকার তখন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সমস্যার সমাধান কল্পে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিবেন। গতকল্য মিঃ এসকম্ব সেই আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করিলেন; কিন্তু তিনি কোনো নূতন প্রতিশ্রুতি দেন নাই; তিনি পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানে সম্মত হন নাই, ভারতীয়দের ফেরৎ পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিও দেন নাই। বিক্ষোভে ঘোষিত উদ্দেশ্য সার্থক না হওয়া সত্ত্বেও সমিতি বস্তুতঃ এখন সরকারের হস্তে সমগ্র ব্যাপারটি ছাড়িয়া দিবার সম্মতি ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও সপ্তাহ পূর্বেও ইহার কারণ দেখা যায় নাই। বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই ব্যাপারটি যে শূন্যগর্ভ ভীতি প্রদর্শন বা ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ডারবানবাসীদের অনুরূপ আরেকটি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ থাকিবে না, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই ... সমিতির অনুকূলে সপ্তাহকাল ব্যাপী সরকার যে কার্যতঃ উহার কর্মভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন— ইহা এমন একটি অসাধারণ ব্যাপার যে, সমস্তই যে পূর্ব হইতে আয়োজিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ না হইয়া পারে না। এই বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে স্বনির্বাচিত সমিতি কার্যতঃ নিজেদের অস্থায়ী সরকাররূপে ধরিয়া লয়। তাহারা জাহাজগুলির গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত করে, এবং আমাদের এই তটভূমিতে অবতরণের "অনুমতি" দান বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার গ্রহণ করে,—সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে, যাহাদের এখানে বিক্ষোভকারীদের মতোই সমান অধিকার ছিল। তাহারা এমন কি একটি "ডেনগেল্ড" (ডেনমার্কের নিবীর্য করিবার) নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিল যাহা পালনের জন্য সরকারী অর্থ দাবী করিবার আবশ্যক হয়। এই সমস্ত সময় সরকার কেবল দেখিয়া গিয়াছেন মাত্র, যাত্রীদের রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নাই এবং একটি দায়সারা প্রতিবাদ জানাইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। সমিতির কার্যাবলী ন্যায়ানুমোদিত ছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা এখন তর্ক করিতেছি না। তাঁহারা (সমিতি) মনে করেন তাঁহারা ঠিকই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দ্বারা এই ঘটনাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না

যে তাঁহারা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে সরকারকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ আপোষ আলোচনা চলিতে লাগিল, এই সময় জনতাকে সংকেত বাঁশী বাজিয়া ওঠা পর্যন্ত নিরন্তর উত্তেজিত অবস্থায় রাখা হইল, এবং সকল ডারবানবাসী 'করিব অথবা মরিব' পণ করিয়া 'পয়েণ্টের' দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চরম মুহূর্তে এটর্নিজেনারেল গুরুগম্ভীরভাবে নড়িয়া উঠিয়া জনতাকে সুবোধ বালক হইতে বলিলেন এবং জানাইলেন, যাহা প্রয়োজন সবই তিনি করিবেন—'তোমাদের এস্‌কম্বের উপর দৃষ্টি রাখ; সে-ই তোমাদের রক্ষা করিবে'—সমিতি এই ঘোষণা করিতেছে, যে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার মৎলব তোমাদের ছিল না, তাহারা সব কিছুই সরকারের হাতে দিতে সম্পূর্ণ রাজি আছে—মহারাণীর জয়, উপস্থিত সকলের প্রতি শুভেচ্ছা। প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। যেমন ত্বরিতে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিয়াছিল ঠিক তেমনি তাহা গলিয়া গেল—আর এতক্ষণ বিস্মৃত ভারতীয়েরা ধীর ও শান্তভাবে তটে আসিল, তাহাতে মনে হইল যেন কখনো কোনো বিক্ষোভই ঘটে নাই। কে সন্দেহ পোষণ করিবে না যে ইহা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত ও ইহার সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ব-নির্ধারিত? 'কোরল্যাণ্ড'-এর অধ্যক্ষ জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, সমিতি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছে যে তাহারা সরকারের তরফে কাজ করিতেছে; আরো বলা হইয়াছে যে সমিতি যাহা করিতেছে, সরকার তাহা জানেন ও অনুমোদন করেন। এই সকল বিবৃতি যদি সত্য হয় তবে হয় সমিতি নয় সরকারের সদভিপ্রায় সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ হইতেছে। যদি সমিতির সরকারী অনুমোদন থাকে, তবে শেষোক্ত পক্ষ (সরকার) দুই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন—প্রকাশ্য বিবৃতিতে যে সব কাজ অনুমোদন করিতেছেন না, গোপনে তাহাই সমর্থন করিতেছেন। যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই কপটতার অভিযোগ সমিতির প্রতি আরোপিত হইবে। আমরা এই সকল বিবৃতি বিশ্বাস করিতে চাহি না, কারণ এরূপ উপায়ে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।—'দি নাটাল এড্‌ভার্টাইজার', ১৪ই জানুয়ারী ১৮৯৭।

বিক্ষোভ সমিতির নিকট হইতে 'কোরল্যাণ্ড'এর অধ্যক্ষের নিকট লিখিত যে পত্র আমরা গতকল্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্বোক্ত অভিযোগ প্রতিপন্ন হয় না যে সমিতি সরকারের তরফে কাজ করিতেছে বলিয়া নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল, যদিও ইহার (পত্রের) সুর এবং এটর্নি জেনারেলের উল্লেখ হইতে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষকে মার্জনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে বিকল্প সন্দেহের কারণ থাকে যে, বেআইনী কার্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রকাশিত সতর্কবার্তা সত্ত্বেও সরকার সমিতির সহিত গোপনে যোগসাজস করিয়াছিলেন। এই পত্রানুযায়ী, এটর্নি জেনারেল, যিনি পূর্বে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভারতীয়দের উপনিবেশের বাহিরে রাখার কোনো আইন-সিদ্ধ উপায় নাই, তিনিই এতদূর পর্যন্ত নামিলেন যে একটি আইনগত প্রতিষ্ঠাহীন সংঘের নির্দেশ অনুসারে পয়সা দিয়া ঠেকাইয়া রাখার নীতির সমর্থনে সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দানেও তাঁহার আপত্তি হইল না, এবং পত্রের ভাষায় স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি সন্ত্রাসসৃষ্টির জন্য বেআইনী পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন তাহা ব্যর্থ হইল, তখন বিক্ষোভ দেখা দিল, এবং তাহার পর এটর্নি জেনারেলের সুযোগমত আবির্ভাব। পুরানো ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হয়, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।—'দি নাটাল এডভার্টাইজার,' ২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

গত সপ্তাহের প্রচুর বক্তৃতা, শোভাযাত্রা এবং বিউগিল বাজাইবার পর ডারবানের নাগরিকেরা কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করিতে পারেন নাই—অবশ্য যদি না অকথ্য গান্ধীর চোখে একটা পচা আলু ছুঁড়িয়া মারা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গৃহীত হয়। জনতার বীরত্বমূলক কার্যাবলী মহৎ স্তর হইতে বিদ্রূপযোগ্য স্তরে সহজেই নামিয়া যায়, এবং অকিঞ্চিৎকর যুক্তির সহিত প্রায়শঃই সমান অকিঞ্চিৎকর ডিমও চলিয়া আসে।......এক সপ্তাহ যাবৎ নাটাল মন্ত্রীসভা কোনোরূপ ক্ষীণতম হস্তক্ষেপের ভান পর্যন্ত না করিয়া তাহাদের প্রশ্রয় দিয়াছেন; ইঙ্গিত এই, যেন সমস্ত ব্যাপারটির পিছনে বেসরকারী সমর্থন আছে। তাহার পর যখন 'নাদেরী' ও 'কোরল্যান্ড' জাহাজ দুইটি জাহাজঘাটার কয়েকশত গজের মধ্যে উপস্থিত, তখন রঙ্গস্থলে মিঃ এস্‌কম্বের আবির্ভাব হইল, তিনি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিলেন। জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, এবং কয়েক ঘণ্টা পরে তাহাদের অবরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা গান্ধীর রিক্‌শা উল্টাইয়া দিল, ঘুষিতে তাঁহার চোখে কালসিটা পড়িল এবং তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিলেন সেটিকে বর্বরের মতো আক্রমণ করিল।—'কেপ আরগস' জানুয়ারী ১৮৯৭।

বিক্ষোভে কয়েকশত কাফ্রির সদলে উপস্থিতি সম্পর্কে এখনো সামান্য কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে। ইহাতে শ্বেতকায় ও দেশীয় লোকদের উদ্দেশ্য যে এক ও অভিন্ন ইহাই কি বুঝা যায়? নতুবা, ইহা আর কিসের চিহ্ন? একটি ব্যাপারে জনসাধারণ একমত। যে সিদ্ধান্ত জনমত করিয়াছে তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু এই তথ্য থাকিয়া যায় যে, সমস্ত ব্যাপারটি সরকার ও গত বিশেষ লক্ষণীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ষড়যন্ত্র নহে, পরন্তু স্বয়ং-নিযুক্ত সমিতিরই ব্যাপার। উদ্দেশ্য সাধনে সমিতি ব্যর্থ হইয়াছে—ইহা জনসাধারণ বিশ্বাস করিবে না। ইহা একটি চমৎকার নাটকীয় ব্যাপার। মন্ত্রীসভা তাঁহাদের ক্ষমতা সেই সমিতির হাতে ছাড়িয়া দিলেন যাহা জনতার প্রতিনিধিত্ব দাবী করে। যাহাই কর না কেন, আইন মানিয়া চল—একথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন। এই কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, এবং যদিও একটি লোকও জানে না যে ইহার অর্থ কি তথাপি আইনসম্মত কর্মের কথা মন্ত্রের মতো কাজ করিল। মন্ত্রীসভা সংবিধানানুযায়ী কাজ করিয়াছিলেন এবং যদি শান্তিভঙ্গ হয় তাহা হইলেও হস্তক্ষেপ করিবেন না এ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল গভর্নরের নিকট গিয়া কর্মভার হইতে অব্যহতি প্রার্থনা করিবেন। একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটিশ প্রজাদের অবতরণে বলপূর্বক বাধা দিবার জন্য সমিতি সম্পূর্ণ আইন-সম্মতভাবেই স্থানীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া একটি দল সংগঠিত করেন। এই সুন্দর নাটকের শেষ অংকের অভিনয় হইল পয়েণ্টে; তখন সমিতি মিঃ এস্‌কম্বের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিলেন, সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রত্যেকে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিলেন। যদিও তাঁহারা আগাগোড়াই হারিয়া গেলেন, তথাপি সমিতি তাহাদের নৈতিক বিজয় হইয়াছে বলিয়া দাবী করিলেন; মন্ত্রীসভা তাঁহাদের "একটিমাত্র আশ্রয়ভূমির" উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং যে ভারতীয়দের কখনো অবতরণের অনুমতি দেওয়া হইবে না বলা হইয়াছিল তাহারা জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে যথা ইচ্ছা অবতরণ করিল।—'দি নাটাল উইটনেস' জানুয়ারী ১৮৯৭।

মিঃ এস্‌কম্ব প্রতিনিধিদলের নিকট বলিয়াছেন বলিয়া ডারবানের সভায় উইলি যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রতিবাদ হয় নাই, অস্বীকার করা তো

হয়ই নাই। তাহা হইলে ডারবানে নামমাত্র দাঙ্গা দেখা দেওয়ার পরই মন্ত্রীসভা যে 'জনতার আইন' সর্বোচ্চ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা দলিলপত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। 'আমরা রাজ্যপালকে বলিব যে তাঁহাকে সরকারের শাসনভার নিজ হস্তে লইতে হইবে।' প্রত্যেকেই জানে যে আমরা আরেকটি সাধারণ নির্বাচনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু ভোট সংগ্রহের মৎলবে জনসাধারণকে আইন ভঙ্গের জন্য একটা বড়ো সহরের নাগরিকদের স্বাধীনতা দিবার মতো এতটা নীচে কোন মন্ত্রীসভা যে নামিতে পারে ইহা সম্ভবতঃ কেহই চিন্তা করিতে পারে নাই। —'দি নাটাল উইটনেস', জানুয়ারী ১৮৯৭।

তাহারা একদিকে শত শত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় আমদানি করিবে, অপরদিকে একই সঙ্গে চুক্তিমুক্ত ভারতীয়দের সম্মুখে দরজা বন্ধ করিয়া দিবে—ইহা চলিতে পারে না—অন্যথা তাহাদের হতাশ হইতে হইবে।—'প্রিটোরিয়া প্রেস', জানুয়ারী, ১৮৯৭।

ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ ও মিঃ এস্‌কম্বের মধ্যে যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, মিঃ উইলি-প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী তাহাতে সরকারী মনোভাব গুরুতর সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদিও ভাষার গোপনতার আড়ালে প্রকাশিত, তথাপি মিঃ উইলির বিবরণ অনুযায়ী পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সোজাসুজি সমিতি বেআইনী কাজের প্রস্তাব করিয়াছিল, এবং আরো বলিয়াছিল: "এই উপনিবেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে আপনি আমাদের দমনের জন্য সৈন্য আনয়ন করিবেন, এরূপ অনুমান করিতে পারি কি?" ইহাতে মিঃ এস্‌কম্ব নাকি উত্তর দিয়াছিলেন: "আমরা সে ধরনের কিছু করিব না। আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি, এবং আপনাদের বাধা দিবার মতো ঐরূপ কিছুই করিব না। কিন্তু যদি আপনারা আমাদের এমন কোনো অবস্থার মধ্যে ফেলেন যাহার ফলে আমরা আর শাসন চালাইতে না পারি বা উপনিবেশের রাজ্যপালের নিকট যাইতে হয় ও তাঁহাকে স্বহস্তে উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে হয়—তবে আমাকে ছাড়িয়া আপনাদের অন্য কোনো ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে, সরকারপক্ষ অত্যন্ত শোচনীয় দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একদল বেআইনী কাজের প্রস্তাব করিতেছে, ইহা শুনিবার পর একজন মন্ত্রীর পক্ষে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারীদের জানানো উচিত ছিল যে, আইনের পথে কোনো হস্তক্ষেপ কোনো মতেই সহ্য করা হইবে না, এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে মন্ত্রীর সোজাসুজি বলা উচিত ছিল যে, আইনের মর্যাদা সর্বপ্রকার শক্তিদ্বারা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা হইবে। পক্ষান্তরে মিঃ এস্‌কম্ব প্রকৃতপক্ষে ইহাই বলিয়াছিলেন যে প্রস্তাবিত বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে যায় সরকার এমন কিছুই করিবেন না। যাহারা প্রকাশ্যে বলে, অভিবাসী ভারতীয়দের যোগ্যস্থান ভারত-সমুদ্র, তাহাদের হাতে খেলার পুতুল হওয়া সরকারের যে কোনো লোকের পক্ষে শোচনীয় দুর্বলতা। —'দি টাইম্‌স্ অফ্ নাটাল,' জানুয়ারী ১৮৯৭।

উপরের উদ্ধৃতি সমূহের বক্তব্য বিষয় কি তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্র বিক্ষোভের নিন্দা করিয়াছে, এবং তাহারা অধিকন্তু বলিয়াছে যে সরকার-সমিতির কাজকে সমর্থন করিয়াছেন। আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা এখানে এই মন্তব্য করিতে পারে যে, ইহার পরও

বিক্ষোভের নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের ও সরকার পক্ষের মধ্যে কোনো "গোপন যোগসাজস" ছিল। যাহাই হউক, প্রকৃত ঘটনা তো থাকিয়াই যায়, এবং উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সরকার যদি মিঃ উইলি ও মিঃ এস্কম্বের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কিত মিঃ উইলির বিবৃতির প্রতিবাদ করিতেন, এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেন যে যাত্রীরা শুধু যে সরকারী সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী তাহা নয়, পরন্তু কার্যতঃ সরকার তাহাদের রক্ষা করিবেন, তবে বিক্ষোভ প্রদর্শন কখনোই ঘটিত না। সরকারী মুখপত্রেই বলা হইয়াছে, যখন আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল তখন ইহা "সরকারের আশ্রয়ে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল।" বস্তুতঃ, ঐ নিবন্ধ হইতে মনে হয়, তাঁহারা (সরকার পক্ষ) এইরূপ একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, যদি অবশ্য জনতাকে ঠিকমত ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা যাইত, এবং তাহার ফলে যাত্রীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সন্ত্রাস-সৃষ্টির এই উপায় যদি ব্রিটিশ উপনিবেশের কোনো সরকার কর্তৃক সমর্থন বা অনুমোদন লাভ করে, তবে নাটাল সরকারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়া বলিতে হয়, ইহা ব্রিটিশ সংবিধানের বহু যত্নপোষিত নীতিসমূহের পরিপন্থী একটি নূতন অভিজ্ঞতা। আপনার স্বাক্ষরকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, বিক্ষোভের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সমগ্র উপনিবেশের মঙ্গলের পক্ষে এবং যাহারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের মতই নিজেদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া দাবী করে সেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে মারাত্মক না হইয়া পারে না। ইহা ইতিমধ্যেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান বিরুদ্ধ মনোভাবকে আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের চোখে ভারতীয়দের মর্যাদা হানি করিয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয়দের স্বাধীনতাখর্বকারী বহু উগ্র প্রস্তাবের উদ্ভব হইয়াছে। আপনার স্বাক্ষরকারীদের বিনীত প্রার্থনা ও আন্তরিক আশা এই যে, এই সকল ঘটনা মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুর কখনই উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন না এবং দেখিবেনও না। যাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা ও প্রজাবর্গের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায়-বিচারের জন্য ভারপ্রাপ্ত, তাঁহারা যদি উহাদের মধ্যে বিভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টিতে ও উৎসাহদানে সহায়তা করেন, তবে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের পটভূমিতে ঐসকল শ্রেণীকে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে সম্মত করানো অবশ্যই আরও কঠিন হইবে। আর যদি মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুর এই নীতি অনুমোদন করেন যে, ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের মহামান্যা মহারানীর সকল রাজ্যে মেলামেশার স্বাধীনতা আছে তবে, আপনার বিনীত স্বাক্ষর-কারীরা বিশ্বাস করিতে ভরসা পাইতেছে যে ঔপনিবেশিক সরকারগুলির

পক্ষ হইতে এরূপ শোচনীয় পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা যাহাতে নিরাকৃত হয় এমনভাবে সাম্রাজ্যিক সরকারের পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা করা হইবে।

এই সংকটকালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ব্যবহার সম্পর্কে "দি নাটাল এ্যাডভারটাইজার" পত্রিকার ১৬ই জানুয়ারীর সংখ্যাতে নিম্নলিখিত যে মন্তব্যটি করা হইয়াছিল তাহা এখানে লিপিবন্ধ করার যোগ্য :

> এই সপ্তাহের উত্তেজনার মধ্যে ডারবানের ভারতীয় জনসাধারণের আচরণ সর্বতোভাবে যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে সেইরূপই দেখা গিয়াছিল। তাহাদের স্বদেশবাসীদের প্রতি নাগরিকদের মনোভাবে তাহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ব্যথিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো চেষ্টাই ছিল না এবং তাহাদের শান্ত ও নীরব আচরণ ও সরকারের প্রতি আস্থা প্রদর্শনের দ্বারা তাহারা শান্তি ও শৃংখলারক্ষার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা মিঃ গান্ধী-সম্পর্কিত ঘটনার আর কোনো উল্লেখ না করিতে পারিতেন, কিন্তু, নাটালের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য তিনি কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝি থাকিলে তাহাতে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যের গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের পক্ষে ভারতবর্ষে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার সমর্থনে এখানে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যার জন্য আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা পরিশিষ্ট 'ম'-এর উল্লেখ করিতেছেন; সেখানে সংবাদপত্রাদি হইতে কিছু কিছু সারোদ্ধার করা হইয়াছে। বর্তমান স্মারকলিপির পূর্বে যে স্মারকলিপিসমূহ প্রেরণ করা হইয়াছে, সেগুলিতে আপনার স্বাক্ষরকারীরা মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুরের নিকট ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গের আইনগত পদমর্যাদার সঠিক ব্যাখ্যা কি তাহা জানাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের বিনীত নিবেদন এই যে, ১৮৫৮ খৃীষ্টাব্দের সানুগ্রহ ঘোষণা অনুযায়ী তাহাদের মর্যাদা মহামান্যা মহারানীর অন্যান্য প্রজাদিগের সমান হওয়া উচিত।[১] বস্তুতঃ উপনিবেশগুলির উদ্দেশে প্রেরিত এক সরকারী বার্তায় ইতিমধ্যে মাননীয় মার্কুইস অফ্ রিপন এই মর্মে স্পষ্ট নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, "মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুরের অভিলাষ এই যে মহারানীর ভারতীয় প্রজারা তাঁহার অন্যান্য প্রজাবর্গের ন্যায় সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে ও সেইমত ব্যবহার পাইবে"।[২] তাহার পর হইতে এত সব

[১] সাম্রাজ্যিক সরকারের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিসমূহের জন্য—খণ্ড ১; ১০৯-২১, ১৭৮-৯৯, ২০৫-২৮, ২৪০-৪৪, ২৯১-৯৪, এবং ৩১১-৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ব্রিটিশ প্রজারূপে ভারতীয়দের মর্যাদা ও ১৮৫৮-র ঘোষণা এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য—খণ্ড ১; ১১৫, ১৯২, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩১ এবং এই খণ্ডের পৃঃ ৩১৮ দ্রষ্টব্য।

[২] খণ্ড ১; ১৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে একটি প্রকাশ্য ঘোষণার প্রয়োজন স্পষ্টতঃই অনুভূত হইতেছে, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে তাহার পর হইতে এই উপনিবেশে অনেক আইন প্রণীত হইয়াছে, সেগুলি ঐ নীতির পরিপন্থী।

আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা বিক্ষোভের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইল 'পয়েণ্টে' দেশীয় লোকের জমায়েত। ইহা ইতিপূর্বেই উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু শহর সংসদের জনৈক নেতৃস্থানীয় সদস্য মিঃ জি. এ. ডি. লাবিস্টুরের নিম্নলিখিত পত্র, এবং তদ্বিষয়ে সরকারী মুখপত্র 'দি নাটাল মার্কারি'র মন্তব্য হইতে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে আরও একটু ভাল ধারণা করা যায় :

> ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শহর সংসদের সেই সদস্যবৃন্দের একজন, যাহারা গতকল্যের বিক্ষোভে যোগদানকারী দেশীয় অধিবাসীদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে উদ্বেগ পোষণ করে। পয়েণ্ট রোডের ধারে ধারে দেশীয় অধিবাসীদের কয়েকটি দল উপস্থিত হয়, এবং লাঠি ঘুরাইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া রাজপথ অধিকার করিয়া লয়, এবং পয়েণ্টে ৫০০ অথবা ৬০০ ছেলের দল, অধিকাংশই সাজপরা ছোকরা, লাঠি লইয়া গান ও চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যতঃ শান্তিভঙ্গ করিবে বলিয়াই যেন জমায়েত হইয়াছিল। এই শোচনীয় ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ সহজলভ্য।
>
> গতকল্যের ঘটনাবলীর কুপ্রভাব সাধারণভাবে দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবে, এবং জাতি-বিদ্বেষ প্রশ্রয়পাইবে যদি না অবিলম্বে আপনাদের মাননীয় প্রতিষ্ঠান এই নগরীর আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করিবেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহা সহজেই বোঝা যায় যে গতকল্যের বিক্ষোভে একদল দেশীয় অধিবাসীর এইরূপ জমায়েত বা সমাবেশ, নগরীর পক্ষে বড়ই বিপদের কারণ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুকাল পূর্বে ঘোড়দৌড়ের মাঠে পুলিশের সহিত তাহাদের খণ্ডযুদ্ধেব মূলে ছিল ঐখানে দেশীয় অধিবাসীদের জমায়েত।
>
> আমি বলিতেছি যে, গতকল্যের বিক্ষোভ যোগদান করিযা দেশীয় অধিবাসীরা ডারবানের সুনামের উপব যে কলঙ্ক লেপন করিযাছে, তাহা এইক্ষণে মোচন করা আপনাদের কর্তব্য, এবং আমি ভরসা করিয়া বলিতে পারি আপনারা যদি দৃঢ়হস্তে এই ব্যাপারটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে আপনাদেব নগরবাসীদের অধিকাংশই ইহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন। প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে আমি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করি যে, শহর সংসদ একটি অনুসন্ধান-বৈঠক বসান, যাহার কাজ হইবে এই দেশীয় অধিবাসীদের সমাবেশের জন্য দাযী কে, উল্লিখিত ঘটনায় তাহাদের আচরণ ও তাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী কে তাহা বিচার করা; আর, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিরোধের জন্য যদি দেখা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত উপবিধিসমূহ যথেষ্ট নয় তবে এজন্য বিশেষ উপবিধি প্রণয়ন করা উচিত।
>
> ইহা আরো প্রয়োজনীয় হইয়াছে এই কারণে যে, উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে উৎপন্ন দাঙ্গাকারী বিপজ্জনক জমায়েতের সম্বন্ধে মাননীয় এটর্নি-জেনারেল-প্রদত্ত ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, আমি সত্যই বিশ্বাস করি এই বিষয়ে তাঁহার দুঃখজনক নীরবতার একমাত্র কারণ এই যে, আমি ও অন্যান্যেরা যাহা দেখিয়াছিলাম

তিনি তাহা দেখেন নাই। আমি মনে করি, ঐ সব ছোকরাদের সহজেই খুঁজিয়া বাহির করা যায়; বাকিরা সমিতির সদস্যদের ভৃত্য, তাহাদের (সদস্যদের) একজন এই ঘটনার সুযোগে তাহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রচারের জন্য দোকানের ছোকরাগুলিকে পাঠাইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে দুইটি বা তিনটি করিয়া লাঠি ছিল, তাহাদের (ব্যবসায়ীদের) প্রতিষ্ঠানের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে তাহাদের (ছোকরাদের) পিঠে লেখা ছিল।

বুধবারের বিক্ষোভের উদ্দেশ্যে লাঠিসোটা সজ্জিত একদল দেশীয় অধিবাসীর জমায়েতের অন্তরালে যে বিপদ রহিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং শহর সংসদকে এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানাইয়া কর্পোরেশনের নিকট লিখিত মিঃ লাবিস্টুরের পত্রটি উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। আমরা বিশ্বাস করি বিক্ষোভ প্রদর্শন সমিতি কোনো মতেই পয়েণ্টে দেশীয় কাফ্রি স্বেচ্ছাদলের সমাবেশের জন্য দায়ী নয়; কিন্তু দেশীয় অধিবাসীরা নিজেদের ইচ্ছায় সেখানে যায় নাই, এবং যদি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হয় এবং যাহারা এই ধরনের একটি গুরুতর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বহন করিয়াছিল তাহাদের উপর ইহার প্রমাণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে মনে হয় ভালই হইবে। মিঃ লাবিস্টুর যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিক্ষোভে দেশীয় অধিবাসীদের লইয়া আসা ডারবানের সৎ নামের কলঙ্কস্বরূপ, এবং তাহার পরিণাম খুব গুরুতর হইতে পারিত। একেই তো ভারতীয় ও দেশীয় সম্প্রদায়ের কোনো সৌহার্দ্য নাই বলিলেই হয়, এবং একদল দেশীয় অধিবাসীকে একত্র জমায়েত করা ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তেজিত করার ফলে এখনো গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এই ধরনের ব্যাপারে দেশীয় অধিবাসীদের যুক্তি-বিচারের কোনো ক্ষমতা নাই। তাহাদের আবেগসমূহ আশু দাহ্য পদার্থের ন্যায় এবং তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যুদ্ধপ্রবণ। সামান্য প্ররোচনা পাইলেই তাহারা জ্বলিয়া উঠে এবং যেখানে রক্তপাত হইবে সেখানে তাহারা সবকিছুই করিতে প্রস্তুত থাকে। ইহা অপেক্ষা আরো অধিকতর লজ্জাকর ব্যাপার হইল এই যে মিঃ গান্ধী অবতরণ করার ও ফিল্ড স্ট্রীটে আশ্রয় গ্রহণ করার পর দেশীয় লোকেদের ভারতীয়গণকে আক্রমণে উত্তেজিত করা। পুলিশ যদি তৎপর না থাকিত এবং দেশীয় লোকদের ছত্রভঙ্গ করিতে না পারিত, তাহা হইলে বুধবারের রাত্রি, এ পর্যন্ত যে কোনো ব্রিটিশ উপনিবেশে অদৃষ্টপূর্ব সর্বাপেক্ষা লজ্জাকর দাঙ্গায় সমাপ্ত হইত, কেননা একটি বর্বর যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে একটি সভ্যতর, শান্তিপ্রিয় জাতির লোকেদের উপর চড়াও হইতে উভয় জাতি অপেক্ষা উন্নততর অপর এক জাতির লোক উত্তেজিত করিয়াছিল। বহুদিন যাবৎ এই লজ্জা উপনিবেশের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিত। বুধবার সন্ধ্যায় যে চারজন কাফ্রি লাঠি ঘুরাইয়া আস্ফালন করিতেছিল এবং ফিল্ড স্ট্রীটে চীৎকার করিয়াছিল, তাহাদের গ্রেফ্‌তার না করিয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ তাহাদের সেখানে আনিয়াছিল ও উৎসাহ দিয়াছিল, তাহাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা উচিত ছিল এবং কাফ্রিদের যে জরিমানা করা হইয়াছিল তদনুপাতে তাহাদের অনেক বেশী জরিমানা করা উচিত ছিল।

যাহাদের নিকটে আরও সুবুদ্ধি আশা করা গিয়াছিল সেই সব শ্বেতাঙ্গদের আদেশ পালন করার অপরাধে কাফ্রিরা চোরদায়ে ধরা পড়িল বলা যায়। এই ধরনের ব্যাপারে দেশীয় লোকদের আহ্বান করার অর্থ তাহাদের নিকট দুর্বলতা প্রদর্শন করা; ইহা সর্বোপরি পরিত্যাজ্য; দেশীয় লোকেদের মনোবৃত্তি অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষকে উদ্দীপ্ত করার ন্যায় বিপজ্জনক

ও গর্হিত কর্মের আর কখনও পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 'দি নাটাল মারকারি', ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

বিষয়টি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য যদি উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুরকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়। চুক্তিহীন অভিবাসী ভারতীয়দের আগমন নিয়ন্ত্রণের যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে তাহার ভিত্তি হইল এই অনুমানের উপর যে, কোনো সংগঠন ছাড়াই সম্প্রতি উপনিবেশে প্রচুর ভারতীয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। কিন্তু আপনার স্বাক্ষরকারীদের বলিতে দ্বিধা নাই যে, এই আশংকা তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। গত বৎসরের পূর্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসরে অধিকসংখ্যক ভারতীয় উপনিবেশে আসিয়াছে, এই কথা ঠিক নয়। পূর্বে তাহারা জার্মান জাহাজে এবং সেই সঙ্গে বি. আই. এস্. এন্. কোম্পানির জাহাজে করিয়া আসিত। শেষোক্ত জাহাজগুলি যেহেতু তাহাদের যাত্রীদের ডেলাগোয়া বে তে অন্য জাহাজে চালান করিয়া দিতে আরম্ভ করে সেই হেতু ভারতীয়েরা ছোট ছোট দলে আসিতে থাকে, এবং সেজন্য স্বভাবতই তাহাদের প্রতি বিশেষ নজর পড়ে নাই। দুইজন ভারতীয় ব্যবসায়ী গত বৎসর জাহাজ ক্রয় করিয়াছে এবং বোম্বাই ও নাটালের মধ্যে প্রায় নিয়মিত ও সোজাসুজি পথে জাহাজ চালাইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা আগমনে অধিকাংশ ভারতীয় ঐ পথে যাতায়াত করিয়া থাকে, এবং সেজন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আসা অপেক্ষা তাহারা একত্রে আসার দরুণ সেদিকে নজর পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতপ্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখিত বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, চুক্তিহীন ভারতীয় জনসাধারণের সংখ্যা বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় নাই; অবশ্যই আতঙ্ক হওয়ার মতো অধিক সংখ্যায় তো নয়ই। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অভিবাসী ইউরোপীয়েরা চুক্তিবদ্ধ নয় এমন বহিরাগত ভারতীয়দের অপেক্ষা সংখ্যায় এখনো বেশী ও প্রায় সর্বদাই বেশী আছে।

> অভিবাসীদের অস্থায়ী রক্ষক মিঃ জি. ও. রাদারফোর্ড স্বাক্ষরিত চালানে দেখা যায় যে, গত আগস্ট হইতে জানুয়ারী পর্যন্ত সাতটি জাহাজ কোম্পানি উপনিবেশ হইতে ১,২৯৮ জন চুক্তিমুক্ত ভারতীয়কে বাহিরে পাঠাইয়াছে; ঐ একই কোম্পানিগুলি একই সময়ে ১,৯৬৪ জন ভারতীয়কে আনিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই বোম্বাই হইতে আগত। —'দি নাটাল মারকারি' ১৭ই মার্চ, ১৮৯৭।

ইউরোপীয় ও চুক্তিমুক্ত ভারতীয় কারিগরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে —এই বিবৃতির কোনো ভিত্তি নাই। আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা তাহাদের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারে যে, কামার, ছুতার ও ইঁট

গড়নদার প্রভৃতির মতো ভারতীয় মিস্ত্রী ও কারিগর উপনিবেশে খুব কমই আছে, এবং যাহারা আছে তাহারা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় কারিগরেরা নাটালে আসে না)। উপনিবেশে কতিপয় দর্জি ও স্বর্ণকার আছে। কিন্তু তাহারা কেবল ভারতীয় সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটায়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি সারাংশতে বেশ ভালভাবেই বলা হইয়াছে যে, যদি কোনো প্রতিযোগিতা থাকে, তবে তাহা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের উদার সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সমর্থন করিতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কেবল সম্মত নয়, আগ্রহান্বিতও বটে—ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাহারা (ভারতীয়রা) তাহাদের (ইউরোপীয়দের) সহিত তেমন কিছু প্রতিযোগিতা করে না। সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহারা (ভারতীয়রা) মধ্যবর্তী হিসাবেই কাজ করে এবং ইউরোপীয়রা যেখান হইতে চলিয়া যায় কেবল সেখানেই তাহারা ব্যবসা আরম্ভ করে। ১০ বৎসর পূর্বে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট রচনার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কমিশনারগণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এই প্রকার বিবরণ দেন :

> উপনিবেশের সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মনে যে বিরক্তি রহিয়াছে, আমরা নিশ্চিত জানি, তাহার বেশীর ভাগ কারণই হইতেছে আরব ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম বলিয়া, এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের সংগেই প্রতিযোগিতা হয় যাহারা প্রধানতঃ ভারতীয় অভিবাসীদের ব্যবহৃত চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সরবরাহের প্রতি সমস্ত মনোযোগ দিয়াছে।...
>
> আমাদের অভিমত এই যে, নাটালে অভিবাসন আইনের বলে আনীত ভারতীয়দের উপস্থিতির জন্যই এই আরব ব্যবসায়ীরা নাটালের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। উপনিবেশে বর্তমান ৩০,০০০ অভিবাসী ভারতীয়ের প্রধান খাদ্য হইল চাউল, এবং এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা তাহাদের কৌশল ও শক্তি সমস্তই ঐ দ্রব্য (চাউল) সরবরাহে এমনভাবে নিয়োজিত করিয়াছে যে, সকল খরিদ্দারের নিকট উহার মূল্য প্রতি থলিতে পূর্বের বৎসরগুলির ২১ শিলিং হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ শিলিংএ নামিয়া গিয়াছে। ছয় সাত বৎসর পূর্বে যাহা ছিল তাহার শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ কম মূল্যে কাফ্রিরা আরব ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে, একথা বলা হয়।...
>
> এশীয় অথবা "আরবী" ব্যবসায়ীদের উপর নিয়ন্ত্রণবিধি চাপাইবার ইচ্ছা কেহ কেহ করেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের কমিশনের ক্ষমতাধীন নয়। **বহু চিন্তার পর আমরা এই দৃঢ় অভিমত লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত যে, এইসব ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি সমগ্র উপনিবেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন অন্যায় না হইলেও অবিবেচনার কাজ হইবে।** (বড় অক্ষর আপনার স্বাক্ষরকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছে।)......তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান, হয় তাহারা মদ্যপানে

সম্পূর্ণভাবে বিরত অথবা পরিমিত পানে অভ্যস্ত। তাহারা স্বভাবতই মিতব্যয়ী এবং আইনানুগত।

কমিশনারদের অন্যতম সদস্য মিঃ স্যান্ডার্স তাঁহার অতিরিক্ত রিপোর্টে বলিয়াছেন :

চুক্তিমুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ব.. যায়, তাহাদের প্রতিযোগিতা এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ফলে জনসাধারণ উপকৃত হইয়াছে (এবং তথাপি, আশ্চর্যের বিষয়, ইহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ), ইহা খুবই স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে যে, এইসব ভারতীয় দোকান একান্তরূপে বড় বড় শেবতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং কার্যতঃ তাহারা (ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা) মাল বিক্রয়ের জন্য ইহাদের (ভারতীয়দের ব্যবসায়ীদের) নিয়োগ করিয়া থাকে।

আপনারা ইচ্ছা করিলে অভিবাসী ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করিতে পারেন যদি এখনও খালি বাড়ি বেশী না থাকে তবে যাহারা অর্ধ-অধ্যুষিত দেশের উৎপাদন ও ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষমতা বাড়াইতেছে সেই আরবী ও ভারতীয়দের তাড়াইয়া দিয়া আরো বাড়ি খালি করুন, (কিন্তু তাহার পর ইহার ফল কি হইবে দেখা যাক), অন্যান্য ক্ষেত্রের উদাহরণস্বরূপ এই একটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালান, ভাড়াটেহীন বাড়ীগুলি কিভাবে সম্পত্তি ও কোম্পানির কাগজের মূল্য হ্রাস করে, কিভাবে ইহার পর বাড়ির ব্যবসায়ে অনিবার্য অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় ও ইহার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যবসায় ও সরবরাহ ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। লক্ষ্য করুন কিভাবে ইহা হইতে শেবত মিস্ত্রিদের চাহিদা কম হয়, বহুজনের খরচ করিবার সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ার ফলে কিভাবে পরবর্তী প্রত্যাশিত রাজস্ব হ্রাস পায়, এবং ছাঁটাই, বা কর-প্রবর্তন, বা উভয়েরই প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ফলাফল এবং আরো বহুসংখ্যক সংকটের সম্মুখীন হওয়া যাক, এবং যদি অন্ধ জাত্যাভিমান বা ঈর্ষা প্রাধান্য লাভ করে, তবে করুক।

স্ট্যাঞ্জরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায়, বক্তাদের মধ্যে একজন (মিঃ ক্লেটন) বলিয়াছেন :

কেবল কুলী-শ্রমিক নয়, আরবী দোকানদারও উপনিবেশের উপকারে লাগিয়াছে। তিনি জানেন যে এই অভিমত জনপ্রিয় নয়, কিন্তু তিনি প্রত্যেক দিক হইতে এই সমস্যাটিকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা কি দেখিয়াছেন? মার্কেট স্কোয়ারের চতুর্দিক-বেষ্টিত বিপণীশ্রেণী আরবী দোকানদারদের উপস্থিতির ফলে মোটা লভ্যাংশ আনিতেছে। যে জমি কখনো কেহ লইবে না সেই জমি কুলীরা গ্রহণ করার ফলে জমির মালিকেরা উপকৃত হইতেছে। এই সেদিন মার্কেট স্কোয়ারের সীমাসংযোগে বিপণীশ্রেণী নীলামে যে মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে সে মূল্য কয়েক বৎসর পূর্বে চিন্তার অতীত ছিল। ভারতীয়েরা এমন বাণিজ্য সৃষ্টি করিয়াছে যাহা পুরানো ধাঁচের দোকানদারিতে কখনো এখানে প্রচলিত হইত না। তিনি ইহা স্বীকার করিতে খুবই রাজী আছেন যে, এখানে-সেখানে একজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ভারতীয়দের দ্বারা উৎখাত হইয়াছে, কিন্তু পুরাতন দিনের কয়েকজন মাত্র ব্যবসায়ীর একচেটিয়া ব্যবসায় অপেক্ষা তাহাদের

বর্তমান উপস্থিতি বহুগুণে শ্রেয়। যখনই তাহারা একজন আরবের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে, তখনই তাহাকে যথেষ্ট আইন মানিয়া চলিতে দেখিয়াছে। তাঁহারা একথা শুনিয়াছেন যে ঔপনিবেশিকদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করা উচিত নয়—তাহাদের অধিকারভুক্ত জমিতে ভারতীয়দের প্রবেশের অনুমতিদান উচিত নয়। তিনি এ ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত যে তাঁহার সন্তানবর্গ কোনো জমি চাষ করা অপেক্ষা তাহা ভারতীয়দের যুক্তিযুক্তহারে খাজনায় ছাড়িয়া দেওয়াই পছন্দ করিবে। সামগ্রিকভাবে এশীয়দের নিন্দা-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঐ সভা যুক্তিযুক্ত কাজ করিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

'দি নাটাল মারকারি' পত্রিকার একজন নিয়মিত পত্রলেখক লিখিয়াছেন :

আমরা প্রয়োজনবশতঃই কুলীদের এখানে আনিয়াছি, এবং নিঃসন্দেহে তাহারা নাটালের উন্নতিতে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে।......

পঁচিশ বৎসর পূর্বে পুরাতন নগরে ও নূতন শহরে ফল, সব্জী ও মাছ কদাচিৎ ক্রয় করা যাইত। একটি ফুলকপি হাফ-ক্রাউনে বিক্রয় হইত। চাষীরা সব্জীর বাগান করে নাই কেন? হয়ত কতকটা আলস্য ছিল, কিন্তু, অপরপক্ষে পাইকারীভাবে উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানি বহুদূর হইতে নগরে ভাল অবস্থায় গাড়ি-ভর্তি করিয়া ফল ইত্যাদি পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিক্রয় হয় নাই। যে খরিদ্দার একটি পৃথক ফুলকপির জন্য একটি হাফ-ক্রাউন দিবে, গাড়িভর্তি ফুলকপি দেখিলে সে স্বভাবতই একটির জন্য এক শিলিং দিতে আপত্তি করিবে। এইক্ষেত্রে যাহারা কম খরচে জীবনধারণ করিতে পারে এবং এইসব চাহিদা সরবরাহে আনন্দ ও মুনাফা পায় এমন এক শ্রেণীর সব্জী ফেরীওয়ালার প্রয়োজন ছিল, এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ কুলীদের মধ্যেই এমন আমরা দেখিতে পাই। সরকারী বা বেসরকারী যে-সব পরিচারক বা পাচকের প্রয়োজন, কুলীরাই সে প্রয়োজন মিটাইয়াছে, কেননা আমাদের দেশীয় আদিবাসীদের সকলেই এইসব ব্যাপারে আনাড়ি, এবং আনাড়ি না হইলে যেই যত্নপূর্বক শিখাইয়া লওয়া হয়, অমনি তাহারা তাহাদের গ্রামে পলাইয়া যায়।

একজন চুক্তিমুক্ত কুলী-শ্রমিক যদি কারিগর হয় তবে সে অধিক সময় কাজ করিবে ও প্রসন্নচিত্তে ইউরোপীয় মিস্ত্রী অপেক্ষা নিম্নতম মজুরী গ্রহণ করিবে, এবং একজন কুলী-ব্যবসায়ী শ্বেতকায় দোকানদার অপেক্ষা দেড় পেনি কম মূল্যে একটা তুলার কম্বল বিক্রয় করিবে—এই পর্যন্ত। অবশ্যই সরবরাহ ও চাহিদা সম্পর্কে বিরাট অর্থনৈতিক জিগির, আপনাদের ব্রিটিশ প্রজাবর্গের দেশপ্রেমিক সংঘ, আপনাদের অবাধ বাণিজ্যের গৌরবময় উচ্চরব, যাহার প্রতি আস্থা দেখাইবার জন্য জন বুলকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়; এ সকল লোকেদের এরূপ সোরগোল করিতে নিষেধ করে। অস্ট্রেলিয়া অশ্বেতকায়দের অভিবাসন নিষিদ্ধ করিয়াছে। এ সম্পর্কে ধর্মঘট ও ব্যাঙ্ক-ফেল প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতে পারে না। ইউরোপীয়দের অপেক্ষা কুলীরা হাল্কা পোশাক ও পাদুকা পরে; যে হিসাবেই হোক, নির্দিষ্ট অঞ্চলের দেশীয়দের অপেক্ষা ইহা এক ধাপ অগ্রসর হওয়া, এবং বহু বৎসর পূর্বে, শ্বেতকায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পায়ে কদাচিৎ বুটজুতা দেখা যাইত, কেবল যখন তাহারা উদ্যানে বা সভায় যাইত সেই সময়টা ছাড়া এমনু কি সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর শিশুদের পায়েও তাহা কদাচিৎ দেখা যাইত। তাহাদের চরণগুলি মোটেই কুৎসিত ছিল না, যদিও ব্যাপারটা জুতা প্রস্তুত-

কারীর পক্ষে সুবিধার ছিল না; কুলীরা মাংস খায় না বা বীয়ার প্রভৃতি পান করে না। আমি পুনর্বার নির্ভয়ে বলিব, কসাই ও লাইসেন্স-প্রাপ্ত খাদ্য সরবরাহকারীদের পক্ষে ইহা সুখের বিষয় নহে। স্থির জানিবেন, কালে সব ঠিক হইয়া যাইবে, কিন্তু (সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য সৌজন্য ও বিচক্ষণতা যাহা দাবী করে তাহা ছাড়াইয়া) পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা সাধারণ মানুষ কী খাইবে বা পান করিবে তাহা স্থির করা অত্যাচার বিশেষ, এবং সে আইন কল্যাণপ্রদ নহে। শ্বেতকায় অভিবাসীদের ভিড় দূরে সরাইয়া রাখা হয়, হয় কি? যদি না আপনি আমাদের দেশীয় অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করিতে পারেন, শ্বেতকায় লোকেরা তাহাদের সহিত কেবল জীবনধারণের যোগ্য মজুরিতে এই উপনিবেশে কাজ করিবে না। তাহারা বরং ভবঘুরে হইয়া যাইবে।

ইহা হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। আমাদের এটি কৃষ্ণকায়-অধ্যুষিত উপনিবেশ এবং আমি যতই ইচ্ছা করি না কেন যে দেশীয় অধিবাসীরা তাহাদের যোগ্য স্থানে থাকুক এবং কুলিরা, যাহারা নিজের অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর ইচ্ছুক, তাহারাও স্ব স্ব অবস্থায় থাকুক—কিন্তু শ্বেতকায় ব্যক্তির ভূমিকা হইতেছে এবং অবশ্যই হইবে প্রভুত্ব ফলানো; এই পর্যন্তই। যাক, দরিদ্র খামার-মালিকেরা কেন তাহাদের ফ্যাশন-দুরস্ত, শহুরে কারিগর বন্ধুদের দাম দিতে পারে না, এবং একজন অশ্বেতকায় মিস্ত্রীর হেলাফেলার কাজও আনন্দের সহিত মানিয়া লয়—সে আলোচনা আমি করিতে চাই না; কিন্তু আমি দক্ষ শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যয়ের তালিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকার জন্য আবেদন করিব, এবং অকিঞ্চিৎকর বিরোধিতায় ভীত না হইতে বলিব—কেননা একজন সৎলোক সর্বদাই তাহার পূর্ণ মূল্য পাইবার যোগ্য—বরং তাহারা যাহাতে শহরগুলিতে সংখ্যায় শক্তিমান বলিয়া শ্রেণীবিক্ষোভ ও জাতি-কলহ এড়াইয়া যাইতে পারে তাহার জন্য আবেদন করিব। সৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অবস্থা একই, এবং যদিও দেশী দোকানের মালিকদের (দ্রব্যাদির) মূল্য হ্রাস করিতে হইতে পারে, তথাপি তাহারা একেবারে মারা পড়িবে না। প্রতি সপ্তাহে নগদ মূল্যে চারিশত গ্যালন ঝোলা গুড়—মন্দ নহে। সাম্রাজ্যের ফেডারেশন গঠনের কথা আমরা বলিতেছি, আবার যে ভারতের যোদ্ধারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, যাহাদের সৈন্যদল বহু রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে (ব্রিটিশ) পতাকার সম্মান রক্ষা করিয়াছে, আমরা সেই ভারতের সহ-প্রজাবর্গকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিতেছি। ভারতে প্রচুর ইউরোপীয় দোকান রহিয়াছে এবং সেগুলি ভাল ভাবেই পৃষ্ঠপোষিত হইতেছে, এবং সমৃদ্ধি লাভও করিতেছে।

আপনার স্বাক্ষরকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, যেহেতু ভারতীয়েরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, সে হেতু বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে শত শত ইউরোপীয় কেরানী ও কর্মচারীদের চাকুরি দিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। আপনার অনুগত স্বাক্ষরকারীরা মনে করে যেহেতু ভারতীয়দের পরম শত্রুরাও স্বীকার করে যে ভারতীয়েরা সম্প্রদায় হিসাবে পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী, সে কারণে তাহারা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক সমৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য না করিয়া পারে না, এবং ফলে তাহারা যেখানে যায় সেখানকার বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপস্থিতির বিরুদ্ধে যে শ্রেণীর লোকেরা খেয়াল মাফিক আপত্তি

করিয়া থাকে, ট্রান্সভালের সেই উইটল্যাণ্ডারদের অবস্থা সম্পর্কে 'স্টার' পত্রিকা নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন :

দক্ষিণ আফ্রিকা একটি নূতন দেশ। সেজন্য ইহা সকলের নিকট উন্মুক্ত হওয়া উচিত। প্রবেশের পক্ষে দারিদ্র্য বাধা হওয়া উচিত নয়। যে বিপুল জন-সংখ্যার আগমন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এখানে গোড়ায় প্রবাদে বর্ণিত হাফ্-ক্রাউন পকেটে করিয়া আসিয়াছিল। সকল প্রকার উপায়ে জন সাধারণকে প্রশংসার পাত্র করিয়া রাখা যাক। তাহা করিতে হইলে অবশ্য ভবঘুরে ও বদমায়েসীর বিরুদ্ধে প্রচলিত স্থানীয় আইনের ন্যায়সংগত ও কঠোর প্রয়োগ হওয়া উচিত এবং নূতন দেশের উন্নততর অবস্থাই দেশের পক্ষে হিতকারী। নাগরিকের ভূমিকা পালন করিতে পারিবে কিনা তাহা জানিবার পূর্বে স্বেচ্ছাচারে নবাগতদের বহিষ্কার করা উচিত নহে।

প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ এইসব মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে ভারতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রযোজ্য, এবং উইটল্যাণ্ডারদের প্রসঙ্গে যে মনোভাব সেখানে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যদি সঠিক ও গ্রহণীয় হয়, তবে আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীদের নিবেদন এই যে বর্তমান ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন আরও বেশি বোধ হওয়া উচিত।

বিক্ষোভ সমিতির নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিবলে[১] নাটাল সরকার নিম্ন-লিখিত তিনটি বিল এই মাসের ১৮ই তারিখে মাননীয় বিধান সভার যে অধিবেশন বসিতেছে তাহাতে পেশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন :

কোয়ারান্টিন[২] : (১) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সংখ্যক আইনবলে যখনই কোনো স্থান রোগ-সংক্রামিত বলিয়া ঘোষিত হইবে, তখনই সপারিষদ্ রাজ্যপাল অতিরিক্ত একটি ঘোষণাবলে আদেশ জারী করিতে পারিবেন যে, ঐ স্থান হইতে আগত কোনো জাহাজের কোনো ব্যক্তি অবতরণ করিতে পারিবে না। (২) ঐ ধরনের যে কোনো আদেশ-ঘোষিত স্থান হইতে আগত যাত্রীবাহী জাহাজের উপর প্রযুক্ত হইবে। তাহারা অন্য কোনো স্থান হইতে জাহাজে চড়িয়া থাকিলেও বা ঐ জাহাজ ঘোষিত স্থানকে স্পর্শ না করিলেও উহা প্রযুক্ত হইবে। (৩) একটি ঘোষণার দ্বারা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত ঐ ধরনের আদেশ বলবৎ থাকিবে। (৪) এই আইন লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো ব্যক্তি অবতরণ করে, তবে সম্ভব হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ যে জাহাজে সে নাটালে আসিয়াছে, তাহাতেই ফেরৎ পাঠানো হইবে, এবং ঐরূপ জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ ধরনের যাত্রীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে, এবং জাহাজের মালিকদের খরচায় তাহাকে উপনিবেশ হইতে লইয়া যাইতে বাধ্য থাকিবে। (৫) এই আইন লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো যাত্রী কোনো জাহাজ হইতে অবতরণ করে, তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিকগণ এইভাবে অবতীর্ণ যাত্রী-পিছু ন্যূনপক্ষে একশত পাউণ্ড-স্টার্লিং জরিমানা দিবার জন্য অভিযুক্ত হইতে পারে, এবং

[১] ৩০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
[২] ২৭৫ ও ৩২০-২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যে কোনো জরিমানার দাবীতে সর্বোচ্চ আদালতের ডিক্রী দ্বারা জাহাজটিকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জরিমানা প্রদত্ত না হইতেছে ও ঐভাবে অবতীর্ণ প্রতিটি যাত্রীকে উপনিবেশ হইতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা জাহাজের অধ্যক্ষ না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজটির বহিঃযাত্রার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে।

অনুমতি[১] : (১) কোনো শহর-সংসদ বা শহর-বোর্ড সময়ে সময়ে স্বায়ত্তশাসিত শহরে বা মহল্লায় পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় বর্ষমেয়াদী অনুমতিপত্র (যাহা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩৮ সংখ্যক আইনমত নয়) প্রদানের জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) ১৮৮৪-র ৩৮ সংখ্যক আইন, বা স্ট্যাম্প আইনের মতো কোনো আইন, বা এই আইন অনুযায়ী পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এই আইনের ব্যাখ্যার মধ্যে "অনুমতিদানকারী কর্মচারী"রূপে গণ্য হইবে। (৩) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৩৮ সংখ্যক আইনের অধীন না হইলে কোনো পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র প্রদান বা প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছামত ক্ষমতা একজন অনুমতিদানকারী কর্মচারীর থাকিবে; এবং পরবর্তী ধারায় প্রদত্ত ব্যবস্থা ব্যতীত একজন অনুমতিদানকারী কর্মচারী-প্রদত্ত কোনো অনুমতিপত্র প্রদান বা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত কোনো আদালতের দ্বারা পুনর্বিবেচিত, বাতিল বা পরিবর্তিত হইবে না। (৪) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩৮ সংখ্যক আইন, বা অনুরূপ আইন প্রদত্ত অনুমতিপত্র প্রসঙ্গে কোনো অনুমতিদানকারী কর্মচারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপনিবেশ-সচিবের নিকট আপীল করিবার অধিকার[২] থাকিবে, এবং অপরাপর ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী শহর-সংসদ বা শহর-বোর্ডের নিকট আপীল করিতে হইবে, এবং উপনিবেশ-সচিব, অথবা ক্ষেত্র অনুযায়ী শহর-সংসদ বা শহর-বোর্ড, আপীলের বিষয়বস্তু যে অনুমতিপত্র তাহা প্রদান বা প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দিতে পারেন। (৫) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৪৭ সংখ্যক দেউলিয়া আইনের ১৮০ নং ধারার (ক) উপধারায় বর্ণিত শর্তানুযায়ী ব্যবসায় চালাইবার জন্য প্রচলিত ও যোগ্যভাবে ইংরাজি ভাষায় প্রয়োজন মতো হিসাবপত্রাদি রাখিতে পারেন, যদি কোনো ব্যবসায়ী অনুমতিদানকারী কর্মচারীর নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে দেখাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে না। (৬) মাল ও পণ্যদ্রব্য রাখার গুদাম বা ঘর ছাড়া বা ব্যবসায়ের বাড়ি যদি ঈপ্সিত ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত না হয়, কিম্বা উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকে, অথবা বিক্রয়কারী, কেরানী ও ভৃত্যদের জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকে, তবে অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে না।[৩] (৭) যেখানে কোনো প্রাপ্ত পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায় চালাইবেন, সেখানে যদি কেহ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত বাড়িকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলেন যে তাহাতে তাঁহাকে অনুমতিপত্র পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন

[১] অনুমতিপত্র সম্পর্কে চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত আইনের জন্য ৩২৫-২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২] অনুমতিপত্রদানকারী কর্মচারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের চূড়ান্ত ব্যবস্থা ও এখানে বিলে প্রদত্ত ব্যবস্থার সামান্য প্রভেদ আছে, ৬ নং ধারা, ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৩] ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে বিধিবদ্ধ আইনের এতদনুসারী ৮ ধারায় নিম্নলিখিত শব্দগুলি যুক্ত হইয়াছে : 'যে সকল বাড়ি বাস ও ব্যবসার উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।' ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলিয়া ধরা হইবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে কোনো অনুমতিদানকারী কর্মচারীর তাহার নিকট হইতে প্রতি অভিযোগের জন্য ২০ পাউণ্ড জরিমানা আদায়ের অধিকার থাকিবে।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ।[১] (১) এই আইন "অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের আইন, ১৮৯৭" এই নামে পরিচিত হইতে পারে। (২) এই আইন এই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে নাঃ (ক) এই আইনের পরিশিষ্টে যুক্ত 'ক' তফসিলে[২] প্রকাশিত ও উপনিবেশ-সচিব বা নাটালের এজেন্ট জেনারেল বা এই আইনের উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত নাটালের ভিতরে বা বাহিরে নিযুক্ত কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট যাহার আছে, এমন কোনো ব্যক্তি। (খ) আইন বা সরকার-অনুমোদিত পরিকল্পনা দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের নাটালে অভিবাসনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে শ্রেণীভুক্ত কোনো ব্যক্তি। (গ) উপনিবেশ-সচিব-লিখিত আদেশবলে বিশেষভাবে এই আইনের আওতা-মুক্ত কোনো ব্যক্তি। (ঘ) মহামান্যা মহারাণীর স্থল ও নৌ-সৈন্য বাহিনী। (ঙ) যে কোনো সরকারের যে কোনো যুদ্ধজাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও নাবিকবৃন্দ। (চ) সাম্রাজ্যিক সরকার বা অন্য কোনো সরকার কর্তৃক যথাযোগ্য পরিচয়পত্র সহ নাটালে প্রেরিত কোনো ব্যক্তি। (৩) পরবর্তী উপধারাগুলিতে বর্ণিত ও ইহার পর "নিষিদ্ধ অধিবাসী" নামে আখ্যাত, যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো ব্যক্তির স্থলপথে বা জলপথে নাটালে আগমন নিষিদ্ধকৃত, যথাঃ (ক) এই আইনের 'খ' তফসিলে[৩] প্রদত্ত ফর্ম অনুযায়ী যে কোনো ইউরোপীয় ভাষায় উপনিবেশ-সচিবের নিকট আবেদন, এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোনো কর্মচারী কর্তৃক নিজ হস্তে লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে আদিষ্ট হইলে যদি কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হয়। (খ) এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মচারীকে যদি কোনো ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয় যে তাহার নিজের খরচ চালাইবার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ন্যূনপক্ষে পঁচিশ পাউণ্ড তাহার আছে[৪]। (গ) কোনো ব্যক্তি যে অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নাটালে আগমনের ভাড়ার বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছে।[৫] (ঘ) কোনো জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ ব্যক্তি। (ঙ) ঘৃণ্য বা বিপজ্জনক বা সংক্রামক রোগগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি। (চ) মুক্তি-মার্জনা লাভ করিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, যে সামান্য রাজনৈতিক অপরাধে নয়, বরং কোনো গুরুতর অপরাধে বা অন্য কোনো কুখ্যাত অপরাধে বা নৈতিক ভ্রষ্টাচার ঘটিত অসদাচরণে দণ্ডিত[৬] হইয়াছে। (ছ) কোনো বারনারী এবং কোনো ব্যক্তি যে অপরের বেশ্যাবৃত্তির উপর নির্ভর করে। (৪) এই আইনের ৩ ধারার অর্থে কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসী যাহাকে এই আইন অগ্রাহ্য করিয়া নাটালে প্রবেশ করিতে বা নাটালের ভিতরে দেখা যাইবে, সে ব্যক্তি অন্যান্য শাস্তি পাওয়া ছাড়াও উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অনূন ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। বিধিবদ্ধ থাকে যে অপরাধীকে বহিষ্কার করার জন্য এই কারাবাস দণ্ড রহিত হইবে, যদি সে এক মাসের মধ্যে উপনিবেশ অবশ্যই ত্যাগ করিবে, এই শর্তে মাথাপিছু ৫০ পাউণ্ড করিয়া দুইজন

[১] রাজ্যপালের অনুমোদন-প্রাপ্ত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন ৩২১-২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৩] ২৩২ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা নিম্নে দ্রষ্টব্য।
[৪] ইহা পরে সংশোধিত হইয়া "নিঃস্বদের" সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়; ৩৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৫] ইহা পরে বর্জিত হয়; উক্ত পৃষ্ঠায় দেখুন।
[৬] 'দুই বৎসরের মধ্যে' একথা দুইটী যোগ করিয়া আইন অর্থ পরিবর্তন করে।

অনুমোদিত জামিনদার পায়। (৫) এই আইনের ৩ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে যদি নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া মনে হয়, এবং উক্ত ৩ সংখ্যক ধারার (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) উপধারার আওতায় যদি সে না আসে, তবে সে ব্যক্তি নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী নাটালে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিবেঃ (ক) সে ব্যক্তি অবতরণের পূর্বে এই আইন অনুসারে নিযুক্ত কোনো কর্মচারীর নিকট ১০০ পাউন্ড জমা রাখিবে। (খ) যদি সেই ব্যক্তি নাটালের প্রবেশের এক সপ্তাহের মধ্যে উপনিবেশ-সচিব অথবা কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে এই মর্মে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারে যে সে এই আইনের নিষেধের মধ্যে পড়ে না, তবে জমা দেওয়া ১০০ পাউন্ড প্রত্যর্পিত হইবে। (গ) যদি ঐরূপ ব্যক্তি এক সপ্তাহের মধ্যে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয়, তবে জমা দেওয়া ১০০ পাউন্ড বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাহাকে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই ক্ষেত্রে, এই ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নাটালে প্রবেশ করিলে, উপনিবেশের কোনো বন্দরে আগত যে জাহাজে সে আসিয়া থাকিবে, সে জাহাজের বা জাহাজের মালিকদের কোনো দায় থাকিবে না। (৬) এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোনো কর্মচারীকে যদি কোনো ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিতে পারে যে সে ব্যক্তি পূর্বে নাটালের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল, এবং সে এই আইনের ৩ ধারার (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) উপধারার কোনোটির আওতায় পড়ে না, তবে সে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া পরিচিত হইবে না। (৭) নিষিদ্ধ অভিবাসী নয়—এমন কোনো ব্যক্তির পত্নী এবং নাবালক শিশু এই আইন-প্রযুক্ত যে কোনো নিষেধের আওতায় পড়িবে না। (৮) যে জাহাজ হইতে কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসী অবতরণ করিবে, সেই জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিকেরা যুক্তভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যূন একশত পাউন্ড (স্টার্লিং) জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবে, এবং অনুরূপ জরিমানার পরিমাণ প্রথম পাঁচজন অভিবাসীর পরবর্তী প্রতি পাঁচজন পিছু ১০০ শত পাউন্ড করিয়া ৫,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, এবং সর্বোচ্চ আদালতের ডিক্রী অনুযায়ী যে কোনো জরিমানার দাবীতে জাহাজটি অভিযুক্ত হইতে পারে, এবং উক্ত জরিমানা না দেওয়া পর্যন্ত অনুরূপভাবে অবতীর্ণ প্রতিটি যাত্রীকে উপনিবেশের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মচারীর সন্তোষসূচক ব্যবস্থা জাহাজের অধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত জাহাজটির বহির্গমনের অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। (৯) একজন নিষিদ্ধ অভিবাসী কোনো ব্যবসায় বা বৃত্তি চালাইবার অনুমতিপত্র পাইবার অধিকারী হইবে না, এবং চুক্তিনামায় বা বায়নানামায় বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো জমি দখলের অধিকারী হইবে না, বা ভোটাধিকার পাইবে না, অথবা কোনো স্বায়ত্তশাসিত শহরের পরিচালন-পর্ষদের সদস্য বা নূতন শহরের ভোটার হইতে পারিবে না, এই আইনের বিরোধী কোনো ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র বা ভোটাধিকার পাইয়া থাকিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে। (১০) অত্র সরকার অনুমোদিত কোনো কর্মচারী নাটালে দৃষ্ট কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসীকে তাহার জন্মভূমির কোনো বন্দরে বা নিকটবর্তী স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য যে কোনো জাহাজের অধ্যক্ষ, মালিক বা এজেন্টের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে, এবং ঐ ধরনের অভিবাসীকে তাহার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রসমেত অনুরূপ জাহাজের আরোহী পুলিশ কর্মচারীর জিম্মায় দেওয়া যাইবে। এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে, যদি সে নিঃস্ব হয়, তবে তাহাকে তাহার পরিবেশানুযায়ী জাহাজ হইতে অবতরণের পর এক মাস পর্যন্ত জীবন ধারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইবে।

(১১) কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসীকে কোনো উপায়ে এই আইনের ব্যবস্থাদি লঙ্ঘন করিতে সাহায্য করে, তবে সে ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।[১] (১২) এই আইনের ৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত (ছ) উপধারা-ভুক্ত কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসীকে যদি কোনো ব্যক্তি নাটাল প্রবেশে সাহায্য করে, তবে সে ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে পর, বারো মাসের অনধিক যে কোনো মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। (১৩) উপনিবেশ-সচিবের স্বাক্ষরকৃত লিখিত বা মুদ্রিত অনুমতি ব্যতীত কোনো জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ ব্যক্তিকে নাটালে লইয়া আসিতে যদি কোনো ব্যক্তি সহায়ক হয়, তবে সে ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে, এবং অন্যান্য শাস্তি ছাড়াও সেই জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ ব্যক্তি যতদিন উপনিবেশে থাকিবে ততদিন তাহার ভরণপোষণের জন্য অর্থ ব্যয়ে বাধ্য থাকিবে। (১৪) সুতরাং ৫ ধারার ব্যবস্থা ব্যতীত এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত যে কোনো পুলিশ কর্মচারী বা অন্য কোনো কর্মচারী স্থলপথ বা জলপথে কোনো নিষিদ্ধ অভিবাসীকে নাটাল-প্রবেশে বাধা দিতে পারিবে। (১৫) রাজ্যপাল সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এই আইনের ব্যবস্থাদি কার্যকরী করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ বা অপসরণ করিতে পারিবেন, এবং ঐসব কর্মচারীর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন, এবং ঐসব কর্মচারী তাহাদের বিভাগীয় অধ্যক্ষের নিকট হইতে সময়ে সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশগুলি পালন করিবে। (১৬) বড়লাট বাহাদুর সময়ে সময়ে এই আইনের ব্যবস্থাদি আরো ভালভাবে কার্যকরী করার জন্য বিধিনিষেধাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিতে পারিবেন। (১৭) এই আইন বা পরে প্রণীত ইহার কোনো বিধিনিষেধাদি লঙ্ঘন করিলে যেখানে কোনো উচ্চতর জরিমানার কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই, সেখানে জরিমানা ৫০ পাউণ্ডের অধিক হইবে না, এবং উক্ত জরিমানা না দেওয়া পর্যন্ত, বা উক্ত জরিমানার উপরে, সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোনো ক্ষেত্রেই অনধিক তিন মাস কারাদণ্ড হইতে পারে। (১৮) এই আইনের বা ইহার বিধিনিষেধাদির লঙ্ঘনসূচক অভিযোগ এবং জরিমানার জন্য ও অনধিক ১০০ পাউণ্ডের দাবীতে অভিযোগসমূহের বিচার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হইতে পারিবে।

তফসিল 'ক'[২] একটি খালি সার্টিফিকেট ইহাতে যে ব্যক্তির নাম পূরণ করিতে হইবে, সে "নাটালে অভিবাসীরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি।" তফসিল 'খ'[৩] একটি আবেদন-ফর্ম—যে ব্যক্তি এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তৎকর্তৃক ইহা পূরণ করা হইবে।

বোধ করি শীঘ্রই এই বিলগুলি মহামান্যা মহারানী সরকার বাহাদুরের নিকট বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে। সেক্ষেত্রে, আপনার অনুগত স্বাক্ষর-

[১] এই আইনের ১১, ১২ ও ১৩ ধারা যেভাবে বিধিবদ্ধ হয়, অপরাধসমূহের প্রসঙ্গে তাহা 'ইচ্ছাপূর্বক' শব্দযোগে পরিবর্তিত হয়; ৩২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৩] ৩২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৪] পরে ঐ তিনটী বিল পাশ হইলে বস্তুতপক্ষে ১৮৯৭ সালের ২রা জুলাই তারিখে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট সত্যই একটি আবেদন পেশ করা হইয়াছিল; ৩০৫-৬ ও ৩০৬-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কারীদের পক্ষে প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে হয়তো আপনার সমীপে বক্তব্য উপস্থিত করিতে হইবে। বর্তমানে তাহারা এই কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে যে, যদিও কোনো বিলেই উহার উদ্দেশ্য খোলাখুলি দেখানো হয় নাই, তবুও সবগুলিই ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে রচিত হইয়াছে। সুতরাং, যদি মহামান্যা মহারানীর সরকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা খোলাখুলিভাবে করিলেই অনেক ভাল হইত। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে উপনিবেশেরও ইহাই অভিমত।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ বিল প্রসঙ্গে 'নাটাল এড্‌ভারটাইজার' পত্রিকা ১৮৯৭ খৃীষ্টাব্দের ১২ই মার্চের সংখ্যায় বলিয়াছেন :

> ইহা সৎ সাধু ও সরল ব্যবস্থা নহে কারণ ইহার মধ্যে আসল উদ্দেশ্য গোপন করিবার প্রয়াস আছে, এবং যদি ইহা আংশিকভাবে প্রযুক্ত হয় তবেই ইহা গৃহীত হইতে পারে। যদি ইহার ধারাগুলি ইউরোপীয় অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় তবে ইহা উপনিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। অপরপক্ষে যদি ইহা কেবল এশীয়দের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তবে ইহা অন্যদিকে সমানই অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে।......যদি উপনিবেশ একটি এশীয়-বিরোধী অভিবাসন বিল চাহেন, তবে একটি এশীয়-বিরোধী অভিবাসন বিল আনীত হোক্।...... এই পর্যন্ত আমরা বিক্ষোভ সমিতি কর্তৃক গৃহীত ভূমিকা সমর্থন করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের রণকৌশল খুব কার্যকরী হয় নাই।...... আরেকটি ভুল হইতেছে ডাক্তার ম্যাকেঞ্জীর মতো ব্যক্তির দাবী আদায়ের সংগ্রাম সম্পর্কে লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা দান, এবং "ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাইফ্‌ল নিশানা করা।" আমরা সুযোগ্য ডাক্তারটিকে নিশ্চিন্ত করিতে চাই যে ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে যাঁহারা বৈধ ও সমুচিতভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে এই ধরনের মন্তব্যাদি শুধু বিরক্তিকরই হইবে।

২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'নাটাল উইটনেস' পত্রিকা এই মন্তব্য করেন :

> একজন ইংরেজের নিকট কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৌশল ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা অধিক জুগুপ্সিত আর কিছুই হইতে পারে না এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের এই বিল হীন কৌশলের দ্বারা মতলব হাসিলের একটি কলঙ্কজনক প্রয়াসমাত্র। এই ধরণের পন্থা অবলম্বনে উপনিবেশ ইহার নিজের মর্যাদা ও অপরের শ্রদ্ধা হারায়।

চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের এই বিলের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি লাভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ২৩শে ফেব্রুয়ারির 'দি টাইমস্ অফ্ নাটাল' পত্রিকা লিখিতেছেন :

এই ব্যবস্থা সাধারণতঃ উপনিবেশের (কার্যাবলীর) অসঙ্গতি নির্দেশক। সবাই জানেন যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা উপনিবেশে বসবাস করে, এবং তথাপি সকলে বা অন্ততঃপক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বড় অংশ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের আনিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অসঙ্গতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, এবং সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে জনমত কিভাবে বিভক্ত তাহা ইহাতে অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়দের মূর্খতার জন্য তাহাদের সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহারা কেরানী ও কারিগররূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই কারণেও এবং তাহাদের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যও তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইয়াছে। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে ডারবানে সাম্প্রতিক উত্তেজনাকালে, বিক্ষোভকারীদের এক অংশ ডেলাগোয়া বে হইতে কতিপয় ভারতীয়সহ সদ্য আগত একটি জাহাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল; উদ্দেশ্য, তাহাদের অবতরণে বাধাদান, কিন্তু যখন কতিপয় ব্যক্তি বলিয়া পাঠাইল যে ভারতীয়েরা ব্যবসায়ী, তখন তাহাতে জনতা সন্তুষ্ট হইল। কুলীদের অভিবাসনের বিরোধিতা কতটা আংশিকভাবে সম্প্রদায়গত তাহা প্রমাণ করিবার পক্ষে ঐ ঘটনাই যথেষ্ট।

যাহা হউক এই সকল বিল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অভিযোগ এই,—যে অনিষ্টের অস্তিত্ব নাই তাহাই নিবারণ করিতে এইগুলি প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইহাই সব নহে। যদি উপনিবেশে বসবাসকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষে মহামান্যা মহারানীর সরকার বাহাদুর হস্তক্ষেপ না করেন, তবে ভারতীয়-বিরোধী আইন প্রণয়নের আর শেষ হইবে না। পৌরসভাগুলি সরকারের নিকট নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভারতীয়দের সরাইবার ক্ষমতার জন্য, ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র প্রত্যাখ্যান করার জন্য (ইহা কার্যতঃ উপরে উল্লিখিত বিলগুলির একটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে), এবং ভারতীয়দের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা হস্তান্তরীকরণ প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতার জন্য আবেদন করিয়াছে। ইহা শোনা গিয়াছে যে সরকার প্রথম ও শেষ প্রস্তাব সম্পর্কে উৎসাহজনক উত্তর দেন নাই; তথাপি, প্রস্তাবগুলি রহিয়াছে; এবং যেহেতু সরকার বর্তমানে প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছেন না, (কারণ তাঁহারাই ভাল জানেন) সেহেতু তাঁহারা (সরকার পক্ষ) চিরকাল যে একই মনোভাব অবলম্বন করিবেন, তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই।

পরিশেষে আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা প্রার্থনা করিতেছে যে, উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং পূর্বাভাসে প্রদত্ত নিয়ন্ত্রক আইনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গের মর্যাদা-সম্পর্কিত নীতির সময়োপযোগী ঘোষণা, অথবা উপরি-উক্ত নির্দেশনামার সমর্থন বিজ্ঞাপিত হউক যাহাতে নাটাল উপনিবেশে বসবাসকারী মহামান্যা মহারানীর ভারতীয় প্রজাবর্গের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণাদি অপসারিত ও ব্যাহত হইতে পারে অথবা সুবিচারের উদ্দেশ্যসাধক কোনো প্রতিকার মঞ্জুর করা হউক।

এবং এই সদ্বিচার ও দয়াধর্মের জন্য, আপনার বিনীত স্বাক্ষরকারীরা কর্তব্যানুরোধে চিরকাল আপনার মঙ্গল কামনা করিবে।

আব্দুল করিম হাজী আদম
(দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোম্পানী)
এবং আরো একত্রিশ জন।

পরিশিষ্ট

(পরিশিষ্ট ক)

নকল

[২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৭]

অত্র প্রকাশ্য প্রতিবাদ-জ্ঞাপক দলিল দ্বারা এতৎসম্পর্কিত সকলকে জ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ ভাবে গোচরীভূত করা যাইতেছে যে এক সহস্র আটশত সাতানব্বই খৃীষ্টাব্দে (১৮৯৭), আমি, নাটাল উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ডারবানের নোটারী পাবলিক জন মুর কুক—আমার সম্মুখে এবং স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই বন্দরে বর্তমান এবং এক্ষণে উক্ত নাটাল বন্দরের অন্তঃ পোতাশ্রয়ে উপস্থিত ৭৬০ টন বা প্রায় অনুরূপ টনেব মালপত্র সমেত ১২০ সাধারণ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট "কোরল্যাণ্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ ও পরিচালক আলেকজাণ্ডার মিলনে ব্যক্তিগতভাবে আসিয়াছিলেন ও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যথারীতি অনুষ্ঠান-সহকারে নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন:

উক্ত জাহাজ সাধারণ পণ্যদ্রব্যে ভর্তি হইয়া ও ২৫৫ জন যাত্রী লইয়া গত ৩০শে নভেম্বর বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়াছিল এবং এই বন্দরের বহির্ভাগের নোঙর স্থানে ১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিনিটে নোঙর ফেলিয়াছিল।

বোম্বাই বন্দর ত্যাগের পূর্বে নাবিক ও যাত্রীদের পরিদর্শন ও গণনা করা হইয়াছিল, এবং একটি স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট ও বন্দর-খালাসের অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রার পূর্বাপর যাত্রীগণ ও নাবিকগণ সকল প্রকারের রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এবং উক্ত যাত্রাকালে প্রতিদিন যাত্রীদের কামরাগুলিকে কঠোর নিয়মে পরিষ্কৃত, বায়ু-শোধিত ও পূর্ব হইতেই সংক্রমণ-দোষমুক্ত করা হইত, এবং এখানে পৌঁছিবার পর উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি এই বন্দরের স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ঐ সম্পর্কিত দলিলপত্র দেওয়ার পর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন যে উক্ত জাহাজটিকে বোম্বাই ত্যাগের পর ২৩ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোয়ারাণ্টিনের অধীনে রাখা হইবে।

উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি ১৯শে ডিসেম্বর তীরে সংকেতবার্তা পাঠাইয়াছিলেন: "আমার পানীয় জল কম পড়িতেছে এবং কিছু জলের জন্য আমাকে নিশ্চয় চেষ্টা করিতে হইবে।" জাহাজটিকে পরিষ্কার ও সংক্রমণ দোষমুক্ত রাখার ব্যাপারটি কড়াকড়ি ভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

২২শে ডিসেম্বর তারিখে উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি পুনরায় তীরভূমিতে নিম্নলিখিত সংকেত-বার্তা পাঠাইয়াছিলেন: "আমাদের মেয়াদ ফুরাইয়াছে, আমরা কি কোয়ারাণ্টিনমুক্ত

হইয়াছি? অনুগ্রহপূর্বক কোয়ারান্টিন-অফিসারের সহিত পরামর্শ করুন ও জানান। আমরা সবাই সুস্থ আছি; ধন্যবাদ";—ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত উত্তর পাওয়া গিয়াছিল: "কোয়ারান্টিনের মেয়াদ সম্পর্কে এখনো সিদ্ধান্ত হয় নাই।" কোয়ারান্টিনের এই চারিদিনের প্রত্যহ উক্ত উপস্থিত ব্যক্তির জাহাজ পরিষ্কৃত ও সংক্রমণদোষমুক্ত করা হইয়াছিল, এবং কোয়ারান্টিন বিধিগুলি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল: "জলের অভাবে দারুণ কষ্ট, ঘোড়ার জন্য ঘাস চাই। আরোহীরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, মালিকদের সংবাদ দিন, সমস্ত শক্তি প্রয়োগে চেষ্টা করুন, কোয়ারান্টিন হইতে আমাদের উপশম দিন"; ইহাতে নিম্নলিখিত উত্তর পাওয়া যায়: "মালিকদের নিকট হইতে জবাব: জল জমান, আজ অপরাহ্ণে কোয়ারান্টিনের উপশম হইবে বলিয়া আশা করি; আগামীকাল সকালে শুষ্ক ঘাস পাঠাইতেছি; আপনাদের ডাকের চিঠিপত্র আছে কি?"

২৪শে ডিসেম্বর স্বাস্থ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জাহাজে আরোহণ করেন, এবং যাবতীয় পুরানো মাদুর, ময়লা ন্যাকড়া ও পুরানো বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলিতে হুকুম দেন। সেইসঙ্গে তিনি জাহাজের খোল ধূম্রশোধিত ও চুনকাম করার, বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিবার ও সংক্রমণদোষমুক্ত করার, যাত্রীদের সংস্পর্শে যাহাতে না আসে এমনভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি রাখার আদেশ দেন। তিনি যাত্রীদের সকল পোষাক কার্বলিক এ্যাসিডে ডুবাইয়া ও অল্প কার্বলিক এ্যাসিড-মিশ্রিত জলে যাত্রীদের নিজেদের ধৌত করিবার আদেশ দেন, এবং জাহাজটিকে রোগমুক্ত রাখার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের হুকুম জারি করেন। তিনি আরো বলেন যে, এই তারিখ হইতে আরো ১১ দিন কোয়ারান্টিন বলবৎ থাকিবে।

২৫শে ডিসেম্বর যাত্রীদের শয্যা-মাদুর বহুল সংখ্যায় পোড়াইয়া ফেলা হয়; যাত্রীদের বাসের সকল কামরা ও শৌচাগার চুনকাম করা হয় ও সংক্রমণদোষমুক্ত করা হয়।

২৬শে ডিসেম্বর তারিখে, যাত্রীদের ধৌত করা হয় এবং তাহাদের পোষাক জলমিশ্রিত কার্বলিক এ্যাসিডে ডুবানো হয়। তীরভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়: "জলের অভাবে কষ্ট পাইতেছি, অবিলম্বে প্রেরণ করুন, টাটকা খাদ্যদ্রব্যও কোয়ারান্টিন-অফিসারের নির্দেশানুযায়ী প্রেরণ করুন। কোয়ারান্টিন-অফিসার আমাদের পরিদর্শন করিবার পর ঘোড়াগুলির অবতরণে কোনো বাধা আছে কি? আরোহীদের সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং কোয়ারান্টিন-অফিসারের নির্দেশগুলি পালিত হইতেছে। আমাদের শীঘ্র অব্যাহতি দিন। বিলম্বের ফলে যাত্রীরা খুব কষ্ট ভোগ করিতেছে। ধন্যবাদ।"

২৭শে ডিসেম্বর উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি এই সংকেত-নিশান উত্তোলন করেন: "আপনারা কি গতকালের নির্দেশ পাঠাইতেছেন?" ইহার উত্তরে সংকেতঘাঁটিতে নিম্নলিখিত সংকেত-নিশানা দেখানো হয়: "আগামীকাল সকালে ৯টায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।" তারপর "জলের অভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছি" এই সংকেত-নিশানা উত্তোলন করা হয় ও দুই ঘণ্টা যাবৎ তাহা উত্তোলিত রাখা হয়। প্রথাসিদ্ধ রূপে জাহাজ পরিষ্কার ও সংক্রমণ-দোষমুক্ত করার কাজ কঠোরভাবে পালিত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়: "শনিবারের নির্দেশে যাহা চাওয়া হইয়াছে তাহার সবই, চিঠিপত্রও ঘোড়াগুলির অবতরণের সংবাদসমেত প্রেরণ করুন।" বেলা ১১টার সময় 'নাটাল' জাহাজ নিকটে উপস্থিত হইল, এবং সংক্রমণদোষ নিরাকরণের জন্য কার্বলিক এ্যাসিড ও ধূম্রশোধনের জন্য গন্ধক পৌঁছাইয়া দিল। পুলিশ-অফিসারও উল্লিখিত শোধনদ্রব্যাদির ব্যবহার পরিচালনার জন্য জাহাজে আরোহণ করিলেন। খানিকটা পরিমাণ টাটকা জলও জাহাজে তোলা হইল। জ্বলন্ত গন্ধক দিয়া সমস্ত জাহাজটি

সম্পূর্ণরূপে ধূম্রশোধিত করা হইল, কার্বলিক এ্যাসিড দিয়া উপরের ও নীচের ডেকগুলি পুরাপুরি ধৌত করা হইল, এবং উক্ত শোধনদ্রব্য পুরা জাহাজটিতেই ব্যবহার করা হইল। সমস্ত শয্যা, মাদুর, থলি, ঝুড়ি ও যাহাতে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা আছে সেরূপ সকল দ্রব্য জাহাজের চুল্লীগুলিতে পোড়াইয়া ফেলা হইল।

২৯শে ডিসেম্বর উপরের ও নীচের ডেকগুলি কার্বলিক এ্যাসিড দিয়া ধোওয়া হইল, এবং একই শোধনদ্রব্য জাহাজের সর্বত্র অবাধে ছড়ানো হইল। উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নলিখিত সংকেত-নিশানা উত্তোলিত করা হইল: "জাহাজে উপস্থিত কর্মচারীর নিকট সন্তোষজনকরূপে সংক্রমণদোষ নিরাকরণ ও ধূম্রশোধন আদেশ পালিত হইয়াছে। অবিলম্বে কোয়ারাণ্টিন-অফিসারকে জানান।" বেলা দশটায়, চার ঘণ্টা পরে, উক্ত ব্যক্তি তীরে সংকেত-বার্তা পাঠাইলেন, "আমরা প্রস্তুত, কোয়ারাণ্টিন-অফিসারের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" অপরাহ্ন ২টা ৩০ মিনিটে 'লায়ন' জাহাজ নিকটে আসিল এবং কোয়ারাণ্টিন-অফিসারকে জাহাজে তুলিয়া দিল, তিনি জাহাজের সর্বত্র পরিদর্শন করিয়া জানাইলেন যে তাঁহার নির্দেশগুলি যেভাবে পালিত হইয়াছে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু জানাইলেন যে এই তারিখ হইতে আরো ১২ দিনের জন্য জাহাজটিকে কোয়ারাণ্টিন-নিষেধের অধীনে থাকিতে হইবে। অপরাহ্ন ৩টার সময় নিম্নলিখিত সংকেতনিশানা উত্তোলিত হইল: "সরকারী নির্দেশানুযায়ী সকল যাত্রীর বিছানার চাদর পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া নূতন করিয়া ঐগুলি অবিলম্বে সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে কেননা উহা ব্যতীত যাত্রীদের জীবন বিপদাপন্ন হইতে পারে। কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ কতদিনের জন্য, সে সম্পর্কে লিখিত নির্দেশ চাই, কেননা কোয়ারাণ্টিন-অফিসারের প্রত্যেক পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক মেয়াদ পরিবর্তিত হয়। অন্তর্বর্তীকালে কোনো অসুস্থতা ঘটে নাই। সরকারকে জানান যে বোম্বাই ত্যাগের পর হইতে প্রতিদিন আমাদের জাহাজটিকে সংক্রমণদোষমুক্ত করা হইয়াছে। ১০০টি মুরগী ও ১২টি ভেড়া চাই। জাহাজ পরিষ্কার ও সংক্রমণদোষমুক্ত রাখার নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হইতেছে।"

৩০শে ডিসেম্বর উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরণ করেন: "আমাদের গতকালের সংকেতবার্তার উত্তর দিন। যাত্রীরা অবতরণ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা কোয়ারাণ্টিনের জন্য নিজ নিজ খরচা দিবে।"

৩১শে ডিসেম্বর উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি পুনর্বার তীরভূমিতে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরণ করেন: "মৎপ্রেরিত মঙ্গলবার ও গতকালের সংকেতবার্তার উত্তর এই বৎসরে দিবার ইচ্ছা করেন কি? প্রথাসিদ্ধ রীতিতে জাহাজ পরিষ্কার ও সংক্রমণদোষমুক্ত রাখার নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হইতেছে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা, ২রা, ৩রা, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৭ই ও ৮ই জানুয়ারী তারিখে জাহাজটি প্রতিদিন সম্পূর্ণরূপে বায়ুশোধিত, পরিষ্কৃত ও সংক্রমণদোষমুক্ত করা হইয়াছিল, এবং কোয়ারাণ্টিনের সকল বিধি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল।

৯ই জানুয়ারী পরিষ্কার ও সংক্রমণদোষমুক্তির ব্যবস্থাদি পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৫টা ৩০ মিনিটে উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি মিঃ গান্ধী মারফৎ প্রেরিত মালিকদের একটি পত্র "নাটাল" জাহাজ হইতে পাইয়াছিলেন, সে পত্রে তাঁহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহাদের (মালিকদের) স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত জাহাজকে যেন সরানো না হয় কেননা তাহা ভারতীয় যাত্রীদের জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি লাভের পরও জাহাজটি সরানো চলিবে না।

১০ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত সংকেত-নিশান উত্তোলিত হইয়াছিল: "কোয়ারাণ্টিনের

মেয়াদ পুনরায় উত্তীর্ণ হওয়ায় এই মুহূর্তে চারিজন ইউরোপীয় যাত্রী অবতরণ করিতে ইচ্ছা করেন। পানীয় জল ও টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করুন। ঘোড়াগুলির অবতরণ সম্পর্কে নির্দেশ চাই। ঘোড়ার খাদ্য পাঠান। আমরা সবাই সুস্থ আছি, ইহা (কর্তৃপক্ষকে) জানান।" এই সকল সংকেতবার্তা তীরভূমিতে সংকেতগ্রহণকারী ঘাঁটি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল এবং প্রতিটির উত্তরে জবাবী পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। প্রচলিত রীতিতে যথাযথ পরিষ্কার ও সংক্রমণদোষমুক্তির ব্যবস্থাদি পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

১১ই জানুয়ারী স্বাস্থ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জাহাজ পরিদর্শন করেন এবং বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রদান করেন। বেলা ১টা ৩০ মিনিটে "নাটাল" জাহাজ ৪,৮০০ গ্যালন জল জাহাজে তুলিয়াছিল। "আমার ইউরোপীয় যাত্রীরা 'নাটাল'-এর সাহায্যে তীরভূমিতে অবতরণের অনুমতি চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া নির্দেশ দিন।"—এই সংকেত-নিশান উত্তোলনের পর 'নাটাল' জাহাজ দিয়া চারিজন ইউরোপীয় যাত্রী অবতরণ করেন। অপরাহ্ণ ৪টার সময় তীরভূমিতে সংকেত-নিশান উত্তোলিত হয়, কিন্তু আকাশ ধোঁয়াটে ছিল বলিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করা যায় নাই। পরিষ্কার ও সংক্রমণদোষ নিরাকরণ এবং জাহাজের খোলগুলির বায়ুশোধনের কাজ কঠোরভাবে পালিত হয়। "সমিতির সভাপতি" হ্যারি স্পার্ক্‌স্ স্বাক্ষরিত একটি পত্র পাওয়া যায়, এবং ইহা এইসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইল ও "ক"[১] চিহ্নিত হইল, এবং ইহার নকল দ্বিতীয় আসল আবেদন-পত্র ও দলিলের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইল। উহার সহিত আরো কিছু কাগজপত্র ছিল, একথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি তাহা কখনো পান নাই।

১২ই জানুয়ারী পরিষ্করণ ও বায়ুশোধন প্রভৃতি অপরাহ্ণ ৪টা ৩০ মিনিটে পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তীরভূমি হইতে সংকেতবার্তা প্রেরিত হইয়াছিল—"অধ্যক্ষ আগামী কাল চলিয়া যাইবেন।"

১৩ই জানুয়ারী সকালে ৭টা ১০ মিনিটে সরকারী জাহাজ-টানা জাহাজ "চার্চিল" পাইলট গর্ডন সমেত নিকটে আসিল। পাইলট গর্ডন উক্ত উপস্থিত ব্যক্তিকে নোঙর উঠাইতে ও সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বন্দরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন, ইহা বন্দর-অধ্যক্ষ মারফৎ প্রাপ্ত সরকারী নির্দেশ। "কোরল্যাণ্ড" জাহাজের মালিকদের নির্দেশব্যতীত জাহাজ না চালাইবার উপদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি পাইলট গর্ডনকে মালিকদের এই সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সরকারী আদেশবলে বন্দরে প্রবেশ করিতেছেন। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে পাইলট "রিচার্ড কিং" নামক জাহাজ-টানা জাহাজে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আর জাহাজটি যাত্রা করিয়াছিল ও বন্দর-প্রবেশক-নিষেধরেখা অতিক্রম করিয়া ইহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে বন্দর নোঙর তোলা হইয়াছিল এবং জাহাজটি সোজাসুজি 'বয়া'তে বাঁধা হইয়াছিল। বেলা ১টা ১৫ মিনিটে উপনিবেশের এটর্নি-জেনারেল মিঃ এইচ. এস্‌কম্ব বন্দরের অধ্যক্ষের সহিত জাহাজে আসিয়াছিলেন, এবং উক্ত উপস্থিত ব্যক্তিকে জাহাজের যাত্রীদের ইহা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা নাটাল সরকারের আশ্রিত এবং তাহাদের ভারতের গ্রামাঞ্চলে তাহারা যেরূপ নিরাপদে ছিল এখানেও সেরূপ নিরাপদে রহিয়াছে। বিকাল ৩টার সময় বন্দরের অধ্যক্ষের নিকট হইতে যাত্রীদের এই সংবাদ জানাইবার নির্দেশ পাওয়া গেল যে তাহারা এখন অবাধে অবতরণ করিতে পারে।

১ পরিশিষ্ট "কক", ২৩৯-৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এবং উক্ত আলেকজাণ্ডার মিল্‌নে আরো ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গত ১৩ই জানুয়ারী এই বন্দরের আভ্যন্তরীণ পোতাশ্রয়ে তাঁহার জাহাজ উপনীত হইবার পর হইতে, এই মাসের ২৩ তারিখের অপরাহ্ণ পর্যন্ত তাঁহার উক্ত জাহাজটি জাহাজঘাটায় 'বার্থ' পাওয়ার পরিবর্তে স্রোতোমধ্যে নোঙর করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, পরন্তু অন্যান্য জাহাজ আসিয়াছে এবং তাহাদের জন্য উক্ত জাহাজঘাটায় আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং বন্দরের অধ্যক্ষ উক্ত উপস্থিত ব্যক্তির নিকট এইরূপ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী ডারবানে পূর্বোক্ত নোটারী ফ্রেডারিক অগাসটাস্ লাফ্‌টনের সম্মুখে উক্ত আলেকজাণ্ডার মিল্‌নে হাজির হন এবং তাঁহার প্রতিবাদ যথারীতি লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করেন।

এবং উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতেছেন এবং আমি, উক্ত নোটারীও সরকারের বা সরকারী কর্মচারীদের পূর্বোক্ত কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এবং সেই সূত্রে অনুষ্ঠিত সকল ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এইভাবে পূর্বোল্লিখিত দিন, মাস ও বৎসরে অত্র স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে নাটালের অন্তর্ভুক্ত ডারবানের আইন অনুযায়ী যথারীতি ইহা লিখিত ও নথীভুক্ত করা হইল।

(স্বাঃ) আলেকজাণ্ডার মিল্‌নে
উক্ত সত্য প্রতিজ্ঞাকারী সাক্ষী
(স্বাঃ) জন এম. কুক
নোটারী পাবলিক।

সাক্ষীরূপে—
(স্বাঃ) গড্‌ফ্রে মিলার
(স্বাঃ) জর্জ গুড্‌রীক্

(পরিশিষ্ট কক)

নকল

১৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

অধ্যক্ষ মিল্‌নে,
"কোরল্যাণ্ড" জাহাজ
প্রিয় মহাশয়,

এশীয়দের আগমনের বিরুদ্ধে উপনিবেশে যে বিরুদ্ধ মনোভাব সম্প্রতি খুব প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল তাহা বোধ হয় আপনি বা আপনার যাত্রীরা অবগত নহেন, এবং তাহা আপনার জাহাজ ও "নাদেরী" জাহাজের আগমনের ফলে চরমে উপনীত হইয়াছে।

সেই অনুযায়ী ডারবানে প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে এতৎসংলগ্ন প্রস্তাবগুলি জয়ধ্বনি সহকারে অনুমোদিত হইয়াছে। এইসব সভায় এত জনসমাগম হইয়াছিল যে যোগদানেচ্ছু সকল ব্যক্তি টাউন হলে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

আপনার জাহাজ ও "নাদেরী" জাহাজের আরোহীদের উপনিবেশে অবতরণে বাধা দানের অভিলাষ ডারবানের প্রায় প্রতিটি লোকই সই করিয়া জানাইয়াছে, এবং আমাদের বিশেষ ইচ্ছা যে, যদি সম্ভব হয়, তবে ডারবানের জনতা ও আপনার যাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াইয়া যাওয়া উচিত। যদি তাহারা অবতরণের চেষ্টা করে তবে সে সংঘর্ষ নিশ্চিতই বাধিবে।

আপনার যাত্রীরা বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকায় এবং না জানিয়া এখানে আসিয়াছে বলিয়া এটর্নি-জেনারেলের নিকট হইতে জানিলাম যে আপনার যাত্রীরা যদি ভারতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে উপনিবেশ তাহাদের (প্রত্যাবর্তনের) খরচ দিবে।

সুতরাং জাহাজটি জাহাজঘাটার কাছে আসিবার পূর্বে যাত্রীরা উপনিবেশের খরচায় ভারতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা তাহাদের অবতরণে বাধা দিবার জন্য যে সহস্র সহস্র লোক অপেক্ষা করিতেছে ও প্রস্তুত হইয়া আছে, তৎসত্ত্বেও তাহারা বলপূর্বক অবতরণ করিতে চাহে কিনা, সে বিষয়ে উত্তর পাইলে আমরা আনন্দিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) হ্যাব স্পার্কস্
সমিতির সভাপতি

(পরিশিষ্ট খ)

নকল

[২২শে জানুয়ারী, ১৮৯৭]

অত্র প্রকাশ্য প্রতিবাদজ্ঞাপক দলিল দ্বারা এতসম্পর্কিত প্রতিবাদ সকলকে জ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ-গোচরীভূত করা যাইতেছে যে এক সহস্র আট শত সাতানব্বই খৃষ্টাব্দে, আমি, নাটাল উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ডারবানের নোটারী পাবলিক জন মুর কুক—আমার সম্মুখে এবং স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে বোম্বাই বন্দরের এবং এইক্ষণে এই বন্দরের অন্তঃপোতাশ্রয়ে উপস্থিত, ১১৬৮·৯২ টন বা প্রায় অনুরূপ টনের মালপত্রসমেত ১৬০ সাধারণ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট "নাদেরী" জাহাজের অধ্যক্ষ ও পরিচালক ফ্রান্সিস জন রাফিন ব্যক্তিগত ভাবে আসিয়াছিলেন ও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যথারীতি অনুষ্ঠান সহকারে যে ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন তাহা এই :

উক্ত জাহাজ সাধারণ পণ্যদ্রব্যে ভর্তি হইয়া ও ৩৫০ জন যাত্রী লইয়া গত ৩০শে [২৮শে ?] নভেম্বর বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়াছিল এবং এই বন্দরের বহির্ভাগের নোঙর-স্থানে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের দ্বিপ্রহরে নোঙর ফেলিয়াছিল।

বোম্বাই বন্দর ত্যাগের পূর্বে নাবিক ও যাত্রীদের পরিদর্শন ও গণনা করা হইয়াছিল, এবং একটি স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট ও বন্দর-খালাসের অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

পূর্বাপর যাত্রাকালে নাবিকগণ ও যাত্রীগণ অসুস্থতা হইতে মুক্ত ছিল, কেবল একজন সেলুন-পাচক ছাড়া; সে ব্যক্তি পদস্ফীতি রোগে ভুগিতেছিল এবং ১৯শে ডিসেম্বর চিকিৎসক কর্তৃক সে ব্যক্তি পরীক্ষিত হইলে দেখা গেল যে সে যকৃৎ ও মূত্রাশয়ের জটিল রোগে ভুগিতেছে এবং ২০শে ডিসেম্বর সে মারা গেল; এবং এখানে পৌঁছিবার পর উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি এই বন্দরের স্বাস্থ্যবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট সকল আরোহীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথারীতি কাগজপত্র সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত উপস্থিত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জানাইয়াছিলেন যে উক্ত জাহাজটিকে বোম্বাই ত্যাগের পর ২৩ দিন অতিক্রম করাইবার উদ্দেশে পাঁচ দিনের জন্য কোয়ারান্টিনের অধীনে রাখা হইবে।

পরদিন ডেকসমূহ এবং যাত্রীগণ ও নাবিকদের বাস-কামরাগুলি ধৌত ও সংক্রমণদোষ-নিরাকৃত করা হইয়াছিল।

২০শে ডিসেম্বর ডেকসমূহ, যাত্রী ও নাবিকদের বাস-কামরাগুলি ও জাহাজটি ধৌত করা হইয়াছিল এবং জাহাজের লম্বালম্বি সকল স্থান পুরাপুরি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল।

২১শে ডিসেম্বর জাহাজটিকে ধৌত এবং সকল শৌচাগার প্রভৃতি পুরাপুরি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করিয়া কোয়ারাণ্টিন-বিধিগুলি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল।

২২শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ধৌত করা হয়, এবং জলকক্ষ ও শৌচাগারগুলি সংক্রমণ-দোষনিরাকৃত করা হয়।

স্বাস্থ্যবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী-কর্তৃক আরোপিত জাহাজের কোয়ারাণ্টিন মেয়াদের পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় এবং কোয়ারাণ্টিন-বিধিগুলি কঠোরভাবে পালিত হওয়ায়, উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি তীরভূমির সংকেত-ঘাঁটির উদ্দেশে নিম্নলিখিত সংকেত-বার্তা পাঠাইয়াছিলেন : "কোয়ারাণ্টিন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা জানাইলে বাধিত হইব"—ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত উত্তর পাওয়া যায়, "কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ এখনো নির্ধারিত হয় নাই।"

২৩শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ধোয়া হইয়াছিল এবং সকল জলকক্ষ ও শৌচাগার সংক্রমণ-দোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল, এবং উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি পুনরায় তীরভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, "কোয়ারাণ্টিনের ব্যাপারে কী হইল?" এবং এই উত্তর পাইয়াছিলেন, "কোয়ারাণ্টিন অফিসার এখনো কোনো নির্দেশ পান নাই।"

২৪শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ধোয়া হইয়াছিল এবং শৌচাগারগুলি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল, স্বাস্থ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট জাহাজে আসিয়াছিলেন, এবং নাবিক ও যাত্রীগণকে একত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। জাহাজটি পুরাপুরি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল এবং এই কার্যে কার্বলিক এ্যাসিড ও কার্বলিক পাউডার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাত্রীদের ময়লা বস্ত্রাদি ও সকল মাদুর, ঝুড়ি ও বাজে জিনিসপত্র স্বাস্থ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নির্দেশানুযায়ী চুল্লীতে পোড়াইয়া নষ্ট করা হইয়াছিল এবং আরো বারো দিনের মেয়াদী কোয়ারাণ্টিন আরোপিত হইয়াছিল। এই তারিখ পর্যন্ত কোয়ারাণ্টিনবিধিসমূহ কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল।

২৫শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ও তাহাদের মধ্যবর্তী স্থানগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সুপারিশ অনুযায়ী ১:২০ হারে কার্বলিকমিশ্রিত জলে ধোয়া হইয়াছিল।

২৬শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ধোয়া হইয়াছিল এবং শৌচাগারগুলি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল, এবং কোয়ারাণ্টিন বিধিগুলি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর প্রধান ডেক ও ডেকগুলির মধ্যবর্তী স্থানগুলি ধোয়া হইয়াছিল ও ১:২০ হারে কার্বলিকমিশ্রিত জলে সংক্রমণদোষনিরাকৃত করা হইয়াছিল।

২৮শে ডিসেম্বর ডেকগুলি ও তাহাদের মধ্যবর্তী স্থানগুলি কার্বলিকমিশ্রিত জলে ধোয়া হইয়াছিল, এবং শৌচাগারগুলি চুনকাম করা হইয়াছিল, এবং এই তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন কোয়ারাণ্টিনবিধিগুলি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছিল। যাত্রীদের শয্যাদ্রব্যাদি এবং সকল ময়লা বস্ত্রাদি জাহাজের চুল্লীগুলিতে পোড়াইয়া নষ্ট করা হইয়াছিল, এবং

মাস্তুলের অগ্রভাগ হইতে ডেক পর্যন্ত বিস্তৃত রজ্জুতে যাত্রীদের বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং নয়টি সাল্‌ফার-আগুনের আধার রাখা হইয়াছিল, পাটাতনের সকল দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছিল। জাহাজের পুরোবর্তী পাটাতন, প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের বৃহৎ কামরাগুলি, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কামরাগুলি, শৌচাগারগুলি এবং সংকীর্ণ পথগুলিও অনুরূপভাবে শোধন করা হইয়াছিল। যাত্রী ও নাবিকদের কার্বলিকমিশ্রিত জলে স্নান করানো হইয়াছিল, ডেকগুলি ধোয়া হইয়াছিল, সকল যাত্রীদের আবাসগুলি কার্বলিকমিশ্রিত জলে ধোয়া হইয়াছিল, এবং বস্ত্রাদি কার্বলিক মিশ্রিত জলে রাখা হইয়াছিল।

২৯শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা তীরভূমির উদ্দেশে প্রেরিত হইয়াছিল: "স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্তোষজনকভাবে সংক্রমণদোষনিরাকরণ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।" স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জাহাজটি পরিদর্শন করেন এবং ঘোষণা করেন যে সংক্রমণদোষনিরাকরণের ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং এই তারিখ হইতে জাহাজ ও নাবিকদের উপর বারো দিনের কোয়ারান্টিন-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

৩০শে ডিসেম্বর তীরভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা প্রেরিত হইয়াছিল: "সরকার যে কম্বলগুলি পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের পরিবর্তে অবিলম্বে ২৫০টি কম্বল পাঠাইবার জন্য সরকারকে বলুন; কম্বল অভাবে যাত্রীরা খুব কষ্ট পাইতেছে, অন্যথায় তাহাদের অবিলম্বে অবতরণ করিতে দিন। যাত্রীরা ঠাণ্ডায় ও সর্দিতে কষ্ট পাইতেছে, ফলে অসুস্থতার আশংকা করা যাইতেছে।"

৯ই জানুয়ারী তীরভূমির উদ্দেশে নিম্নলিখিত সংকেতবার্তা উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল: "কোয়ারান্টিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে; বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি আমি কখন পাইব? অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিন।"

১১ই জানুয়ারী স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জাহাজে চড়িলেন ও বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দিলেন, কোয়ারান্টিন-পতাকা নামানো হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তি অবতরণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং পুলিশ কর্মচারী ও পাইলটের উপস্থিতিতে তাঁহাকে জানানো হইল যে তিনি তাহা করিতে পারিবেন না। পাইলট সমেত "নাটাল" জাহাজটি নিকটে আসিয়াছিল, পাইলট জাহাজে উঠিয়াছিলেন এবং কাগজপত্র ও বন্দরদলিলগুলি পূরণ করিয়া দিলেন, এবং উক্ত ফ্রান্সিস জন রাফিনকে তীরভূমি হইতে সংকেত অনুসারে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার জন্য আদেশ দিয়া গেলেন।

১২ই জানুয়ারী তীরভূমি হইতে কোনো সংকেতবার্তা প্রেরিত হয় নাই।

১৩ই জানুয়ারী "চার্চিল" জাহাজ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বন্দরের ভিতরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশসমেত নিকটে আসিয়াছিল। দ্বিপ্রহর সাড়ে বারোটায় উপস্থিত ব্যক্তির জাহাজ নোঙর ফেলিয়াছিল এবং "কোরল্যান্ড" জাহাজের গায়ে দাঁড়াইয়াছিল। অপরাহ্ণ ২টা ৩০ মিনিটে বন্দরের অধ্যক্ষের নিকট হইতে যাত্রীদের এই সংবাদ জানাইবার আদেশ পাওয়া গেল যে তাহারা এখন ইচ্ছা করিলে অবতরণ করিতে পারে।

এবং উক্ত উপস্থিত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতেছে, এবং আমি, উক্ত নোটারীও সরকারের বা সরকারী কর্মচারীদের পূর্বোক্ত কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এবং সেই সূত্রে অনুষ্ঠিত সকল ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এইভাবে পূর্বোল্লিখিত দিন, মাস ও বৎসরে অত্র স্বাক্ষরকারী প্রথমে সাক্ষীদের

উপস্থিতিতে নাটালের অন্তর্ভুক্ত ডারবানের আইন অনুযায়ী যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হইল, সাক্ষীরা ইহা সত্য বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে।

সাক্ষী :

(স্বাঃ) জর্জ গুডরীক্ (স্বাঃ) এফ. জে. রাফিন

উক্ত সত্যপ্রতিজ্ঞাকারী

(স্বাঃ) গড্‌ফ্রে ওয়েলার [মিলার ?] (স্বাঃ) জন. এম. কুক

নোটারী পাব্লিক

(পরিশিষ্ট গ)

নকল

ডারবান

১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

নাটাল বন্দরের স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী

সমীপেষু—

"নাদেরী" জাহাজ

মহাশয়,

আজ সকালের "মার্কারি" পত্রিকায় পড়িলাম যে উক্ত জাহাজের আরোহীদের মধ্যে কোনো অসুস্থতা নাই, এবং সেকারণে উহাকে কোয়ারাণ্টিন-ঘাঁটিতে আবদ্ধ দেখিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি।

উহাকে কোয়ারাণ্টিনের অধীনে রাখার কারণ জানিতে পারিলে আমরা খুবই আনন্দিত হইব।

শীঘ্র উত্তর পাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত,

(স্বাঃ) দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং

(পরিশিষ্ট ঘ)

নকল

২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

(তারবার্তা)

প্রেরক : লাফটন

শ্রীযুক্ত উপনিবেশ-সচিব মহোদয়

ম্যারিজবার্গ

সমীপেষু—

গত মাসের আটাশ ও ত্রিশ তারিখে[১] "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" নামক জাহাজ দুইটি বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছে এবং গত শুক্রবার এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আরোহীদের

[১] ইহা স্পষ্টতঃই ভুল। "কোরল্যাণ্ড" জাহাজ ৩০শে ও "নাদেরী" জাহাজ ২৮শে নভেম্বর বোম্বাই ছাড়িয়াছিল, ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। গান্ধীজী "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ১৮৯৬-এর ৩০শে নভেম্বর বোম্বাই থাকাকালীন ভাইস্‌রয় সমীপে একটি তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন। ১২৮-২৯ ও ২৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে কোনো অসুস্থতা দেখা যায় নাই, কিন্তু প্রত্যেককেই একই দিনে স্বাক্ষরিত ও পরদিন মুদ্রিত ঘোষণা অনুযায়ী কোয়ারাণ্টিনের অধীনে রাখা হইয়াছিল। মাননীয় মহোদয়ের নিকট প্রেরিতব্য মালিকদের পক্ষে একটি আবেদনপত্র আমি তৈয়ারি করিতেছি, প্রতিনিধিদলকে আপনার সমীপে হাজির করিতে ইচ্ছা করি এবং এই মামলা যে আইনানুযায়ী সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম তাহা প্রমাণের জন্য কৌনসিল (ব্যবহারজীবী) রূপে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি, এবং কোয়ারাণ্টিন বিধিনিষেধ হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করি। এইভাবে আটকাইয়া থাকার ফলে মোট মালিকদের ক্ষতির পরিমাণ দিন পিছু এক শত পঞ্চাশ পাউন্ড, এবং "নাদেরী" জাহাজ মাল লইয়া মরিশাস হইতে বোম্বাই যাত্রার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া আছে। মাননীয় মহোদয় কি আগামী বুধবার প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?

(স্বাঃ) গুডরীক্ লাফটন এণ্ড কুক

(পরিশিষ্ট ঙ)

নকল

(তারবার্তা)

প্রেরক : মুখ্য অবর-সচিব
শ্রী এফ. এ. লাফটন
ডারবান

২২শে।—আপনার গতকল্যের পত্র। আপনার আবেদনপত্র গভর্নর কর্তৃক মন্ত্রীদের নিকট পরামর্শের জন্য প্রেরিত হইবে—ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি, সে কারণে প্রতিনিধি-প্রেরণ ও মহামান্য গভর্নর মহোদয়ের নিকট যুক্তি প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন হইবে না।

(পরিশিষ্ট চ)

নকল

ডারবান
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

মাননীয় হ্যারি এস্‌কম্ব সমীপে

মহাশয়,

অত্র পত্রসহ মৎ কর্তৃক পিটারমারিজবার্গে আপনার নামে প্রেরিত একটি তারবার্তার নকল দিলাম, কেননা আমি জানিতাম না যে মাননীয় গভর্নর বাহাদুর ডারবানে আছেন।

"কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ দুইটি গত মাসের ২৮ ও ৩০ তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছিল[১], এবং গত শুক্রবার এখানে উপস্থিত হইবার পর উহাদিগকে ঐ দিনেই ঘোষিত ও পরদিন "অতিরিক্ত গেজেটে" প্রকাশিত এক নির্দেশানুযায়ী কোয়ারাণ্টিনের অধীন করা হইল, যদিও জাহাজ দুইটিতে যাত্রীদের মধ্যে পথে কোনো প্রকার অসুস্থতা দেখা দেয় নাই।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সংখ্যক আইন অনুযায়ী, ইহা বিধিবদ্ধ হয় যে, মাননীয় গভর্নর বাহাদুর তাঁহার শাসনপরিষদের উপদেশক্রমে সময়ে সময়ে অ-সাধারণ ঘটনার

[১] ২৪৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উপযোগী প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং উক্ত আইনের আওতা হইতে কোনো জাহাজ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ও কোনো অবস্থায় অব্যাহতি পাইবে কিনা তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং এই ক্ষেত্রে সেইরূপ অ-সাধারণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র রচিত হইতেছে, এবং আমি মাননীয় মহোদয়ের নিকট এই আবেদনপত্র দিবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল হাজির করিবার, এবং জাহাজ দুইটির মালিকদের পক্ষ সমর্থনকারী কৌনসিল (ব্যবহারজীবী) রূপে নিজে মাননীয় মহোদয়ের সমীপে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা পোষণ করি।

জাহাজ দুইটিকে আটকাইয়া রাখার ফলে উহাদের স্ব স্ব মালিকদের দিন পিছু একশত পঞ্চাশ পাউণ্ড খরচ হইতেছে, সেকারণে, তাঁহারা মাননীয় মহোদয়ের সমীপে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী যত শীঘ্র সম্ভব হাজির হইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন।

আপনার অনুগত
(স্বাঃ) এফ. এ. লাফটন

(পরিশিষ্ট ছ)

নকল

ডারবান
২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিঃ লাফটন,

গভর্ণর বাহাদুর-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, যদিও কোয়ারা-ণ্টিনের মতো প্রশাসনিক ব্যাপারটি তিনি মন্ত্রীদের উপদেশের জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠাইবেন, তথাপি, যদি এখনো সেরূপ ইচ্ছা থাকে, তিনি আগামীকল্য পিটারমারিজবার্গে এই ব্যাপারে আগ্রহশীল প্রতিনিধিস্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) হ্যারি এস্কম্ব

এফ এ. লাফটন, স্কোয়ার

(পরিশিষ্ট জ)

নকল

মহামান্য মহামহিম স্যার ওয়াল্টার ফ্রান্সিস হেলি-হাচিনসন, সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট জর্জের বহুগুণান্বিত সংঘের নাইট কমাণ্ডার, নাটাল উপনিবেশের সর্বোপরি গভর্ণর ও কমাণ্ডার-ইন-চীফ, উহার নৌবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ, এবং দেশীয় অধিবাসীদের সর্বোচ্চ অধিনেতা সমীপেষু—

"কোরল্যাণ্ড" জাহাজের মালিক এবং "নাদেরী" জাহাজের মালিকদের প্রতিনিধি ডারবান শহরের দাদা আব্দুল্লা এ্যাণ্ড কোম্পানীর উক্ত জাহাজ দুইটিকে কোয়ারাণ্টিন বিধি হইতে মুক্তিদানের জন্য রচিত সবিনয় আবেদন।

ব্যক্ত করা যাইতেছে যে,

উক্ত "নাদেরী" ও "কোরল্যাণ্ড" জাহাজ যথাক্রমে গতমাসের ২৮ ও ৩০ তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছিল, সকল শ্রেণীর ও ডেকের যথাক্রমে ৩৫৬ ও ২৫৫ জন যাত্রী

সমেত, এবং যথাক্রমে এই বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল, ও যথাক্রমে এই মাসের ১৮ তারিখে দ্বিপ্রহর দুইটার সময় ও অপরাহ্ন ৫টা ৩০ মিনিটে এখানে উপনীত হইয়াছিল।

যে, উক্ত জাহাজ দুইটির দুইজন চিকিৎসক যথাক্রমে এখানে উপনীত হইবার পর সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীর নিকট জানাইয়াছিলেন যে, বোম্বাই হইতে যাত্রার পর তাঁহাদের নিজ নিজ জাহাজে কোনো অসুস্থতা দেখা যায় নাই, তথাপি বন্দরের উক্ত স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী আপনার এক ঘোষণার অজুহাতে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রদান করেন নাই।

যে, উল্লিখিত ঘোষণার তারিখ হইল এই মাসের ১৮ তারিখ এবং উহা একটি "অতিরিক্ত গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল এই মাসের ১৯ তারিখে।

যে, আপনার আবেদনকারীরা নিবেদন করিতেছে যে :

(ক) কোনো ঘোষণা "কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বা প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি", এবং উক্ত ঘোষণা এই মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় তাহা উক্ত জাহাজ দুইটির প্রতি প্রযোজ্য নহে কেননা উহারা আসলে এই মাসের ১৮ তারিখে উপস্থিত হইয়াছে।

(খ) ১৮৮২ খৃীষ্টাব্দের ৪ সংখ্যক আইনের উপধারা ১-এ বর্ণিত বক্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, উক্ত ঘোষণা কেবল সেইসব জাহাজের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে যেগুলি এই ঘোষণার বিজ্ঞপ্তির পরে সংক্রামিত বন্দর হয় ত্যাগ করিয়াছে নয়তো সেখানে উপনীত হইয়াছে।

(গ) পূর্ববর্ণিত জাহাজগুলিতে যাত্রীদের প্রচুর ভিড় হইল অসুস্থতা ও মহামারীর সহায়ক।

(ঘ) চিকিৎসক-প্রদত্ত অত্র সন্নিবিষ্ট সার্টিফিকেটগুলি হইতে দেখা যাইবে যে সমাজের কোনো বিপদ না ঘটাইয়া যাত্রীদের অবতরণ করানো যাইতে পারিত।

(ঙ) পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর ফলে আপনার আবেদনকারীরা প্রতিদিন গড়ে একশত পঞ্চাশ পাউন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

সেই কারণে, আপনার আবেদনকারীরা প্রার্থনা করিতেছে যে বন্দরের স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীকে উক্ত জাহাজ দুইটির বন্দর সংলগ্ন হইবার অনুমতি মঞ্জুরির নির্দেশ দেওয়া হোক, অথবা উহাদের জন্য উক্ত স্থানে প্রয়োজনমত সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। এবং এজন্য আপনার আবেদনকারীরা চিরকাল মঙ্গল প্রার্থনা করিবে—ইত্যাদি।

(স্বাঃ) দাদা আব্দুল্লা এন্ড কোং

(পরিশিষ্ট জক)

নকল

ডারবান

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

মেসার্স গুডরীক, লাফটন এন্ড কুক,

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর গ্রহণ করুন :

প্রথম। সংক্রমণের কত দিন পরে ব্যুবোনিক জ্বর বা প্লেগের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে?—রোগের বীজ অনুপ্রবেশ ও লক্ষণ বাহির হইবার মধ্যবর্তী সময় কয়েক ঘণ্টা হইতে এক

সপ্তাহ পর্যন্ত হইতে পারে (ক্রুকশ্যাঙ্কের গ্রন্থ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৮৯৬)। রোগ-বীজাণু গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করাইয়া আমি ২৪ ঘণ্টায় উহাদের মারিয়াছি।

দ্বিতীয়। সংক্রামিত বন্দর ত্যাগ করার ১৮ দিনের পরে জাহাজে রোগ থাকিতে পারে বলিয়া আপনি মনে করেন কি, যদি ইতিমধ্যে যাত্রীদের কোনো অসুস্থতা না দেখা দিয়া থাকে?—না।

তৃতীয়। এই গ্রীষ্মকালে বারদরিয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া নোঙর-করা ছোট জাহাজে ৩৫০ জন ভারতীয়কে গাদাগাদি করিয়া রাখার কি [illegible] হইবে?—ভারতীয়দের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) জে. পিরোট প্রিন্স, এম. ডি.

(পরিশিষ্ট জ)

নকল

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মহাশয়,

এখন বোম্বাইতে প্লেগের প্রকোপ সম্বন্ধে আপনি যে সংবাদ চাহিয়াছেন, সে বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছি।

প্রথমতঃ, রোগের বীজ অনুপ্রবেশ ও তদুৎপত্তির মধ্যবর্তী সময় সাধারণতঃ ২ হইতে ৮ দিন পর্যন্ত বলিয়া ধরা হয়, যদিও স্যার্ ওয়াল্টার ব্রডবেন্ট এই সময় কয়েক ঘণ্টা হইতে ২১ দিন পর্যন্ত বলিয়া মনে করেন। সংক্রমণের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ঊর্ধ্ব-সীমা ২১ দিন বলিয়া মনে করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে, ২১ দিনের যাত্রার পর যদি একটি নিঃসন্দিগ্ধ পরিষ্কার স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তবে ঐ জাহাজে এই রোগের কোনো বিপদ থাকে না।

তৃতীয়তঃ, একটি বদ্ধস্থানে বহুসংখ্যক লোককে যদি গাদাগাদি করিয়া রাখা হয় তবে সর্বদাই তাহা হইতে অসুস্থতা ঘটিতে পারে, এবং সেকারণে যদি সম্ভব হয় তবে তাহা এড়ানো উচিত।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এ. এস হ্যারিসন
এম.ডি., বি.এ ক্যাণ্টাব

(পরিশিষ্ট ঝ)

নকল

(তারবার্তা)

প্রেরক
লাফটন

উপনিবেশ-সচিব, মারিজবার্গ, সমীপেষু

কোয়ারান্টিন সম্পর্কে উত্তরের জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করিতেছি, উভয় জাহাজই পানীয় জল, অশ্বের খাদ্য, এবং খাদ্যদ্রব্যের জন্য সংকেতবার্তা পাঠাইতেছে।

(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এ্যাণ্ড কুক্

(পরিশিষ্ট ঞ)

নকল

ডারবান
২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

শ্রীডানিয়েল বার্টওয়েল এম.ডি.,
অস্থায়ী স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী
নাটাল বন্দর
সমীপেষু—

মহাশয়,

"কোরল্যান্ড" জাহাজের মালিক ও "নাদেরী" জাহাজের প্রতিনিধি, এই শহরের মেসার্স দাদা আবদুল্লা এন্ড কোম্পানীর নির্দেশক্রমে আমরা এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, গত শুক্রবার ১৮ই তারিখ হইতে বারদরিয়ায় বোম্বাই হইতে এই বন্দরগামী জাহাজ দুইটি যথাক্রমে ২৫৫ ও ৩৫৬ জন যাত্রীসমেত আপনার প্রদত্ত বন্দর-সংলগ্ন হইবার অনুমতি না পাওয়ায় অপেক্ষা করিতেছে, যদিও ১৮৫৮ খৃীষ্টাব্দের তিন আইন অনুযায়ী যথাক্রমে দুইজন জাহাজ-অধ্যক্ষ এই মর্মে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও এখনো আছেন যে, স্ব স্ব জাহাজের সকল আরোহীর স্বাস্থ্য যাত্রার আগাগোড়া সম্পূর্ণরূপে ভাল আছে, এবং আইনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সব কিছু করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন।

অবিলম্বে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতির জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে আমরা নির্দেশ পাইয়াছি, যাহাতে উক্ত জাহাজ দুইটি পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহাদের যাত্রী ও মালপত্র নামাইতে সমর্থ হয়।

যদি আপনি আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার প্রত্যাখ্যানের কারণ আমাদের জানাইলে আনন্দিত হইব; ইহা খুবই জরুরী বলিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তর দিলে বাধিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এন্ড কুক

(পরিশিষ্ট ট)

নকল

ডারবান
২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

গুডরীক, লাফটন এন্ড কুক,
সমীপে

আপনাদের পত্র অদ্য পাইয়াছি। সকল স্বার্থের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখিয়া আমি স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে আমার কর্তব্য করিতে চেষ্টা করিতেছি।

জাহাজ দুইটির নিজ ব্যয়ে, 'ব্লাফ পয়েন্টে' অবতরণেচ্ছু সকল ব্যক্তিকে কোয়ারাণ্টিনের আওতায় রাখিবার জন্য অনুমতি দিতে আমি রাজি আছি। এবং যখন ইহার ব্যবস্থা করা

হইবে, তখন আমার নির্দেশাদি পালিত হইবার পর জাহাজদুইটিকে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

আপনার অনুগত,
(স্বাঃ) ডি. বার্টওয়েল,
অস্থায়ী স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী

(পরিশিষ্ট ঠ)

নকল

ডারবান
২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

ডি. বার্টওয়েল, এম.ডি.
স্বাস্থ্যবিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী
সমীপে

মহাশয়,

আপনার গতকল্যের পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহার উত্তর দিবার পূর্বে আমরা আপনার দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি যে, আমাদের গতকল্যের পত্রে লিখিত প্রশ্নের কোনো উত্তর আপনি দেন নাই। উহার উত্তর পাইলে আমরা আপনার ২৪ তারিখের পত্রের উত্তর দিতে পারিব।

প্রতিদিনের আটকের জন্য জাহাজ দুইটির ১৫০ পাউন্ড করিয়া ক্ষতি হইতেছে, এবং যাত্রীদের জীবনের আশংকা যদি নাও থাকে, অন্তত স্বাস্থ্যের পক্ষে এই আটক বিপজ্জনক হইয়াছে- ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বাস করি এই সকালেই আমরা আপনার উত্তর পাইব, ঠিক তাহার পরই আপনি আমাদের উত্তর পাইবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য,
(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এন্ড কুক

(পরিশিষ্ট ড)

নকল

ডারবান
২৫শে ১৮৯৬

গুডরীক, লাফটন এন্ড কুক
সমীপে

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের ২৫শে ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে লিখি, আপনারা যে বলিয়াছেন বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে আপনাদের পূর্ব পত্রে উল্লিখিত প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিই নাই, সে বিষয়ে আমি আপনাদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে

মৎপ্রদত্ত শর্ত বিনা জাহাজ দুইটিকে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দান আমি নিরাপদ বলিয়া মনে করি না।

আপনাদের অনুগত
(স্বাঃ) ডি. বার্টওয়েল,
স্বাস্থ্যবিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী
ডারবান বন্দর।

(পরিশিষ্ট চ)

নকল

ডারবান
২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

ডি. বার্টওয়েল, এম.ডি.,
স্বাস্থ্যবিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী

প্রিয় মহাশয়,

আমরা আপনার অদ্যকার পত্র পাইয়াছি, ইহাতে (জাহাজ দুইটির) বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে আপনি জানাইয়াছেন, আপনার প্রদত্ত শর্ত ব্যতীত সে অনুমতি দান নিরাপদ বলিয়া আপনি মনে করেন না।

ইহার উত্তরে আমরা বিনীতভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে, এখন পর্যন্ত আপনাকে লিখিত আমাদের গতকল্যকার পত্রের প্রশ্নের উত্তর আপনি দেন নাই।

যাহাতে আমাদের মধ্যে ভুলের অবকাশ না থাকে, সেকারণে আমরা বিনীতভাবে আইনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, আপনি দেখিতে পাইবেন যে কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণেই বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা যায়, এবং আমরা এই ক্ষেত্রে আপনাকে কারণ দর্শাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের মক্কেলরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করার নিঃসন্দেহে অধিকারী, সে বিষয়ে উত্তর দানে আপনার স্পষ্ট অনিচ্ছায় আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এণ্ড কুক

বন্দর সংলগ্ন হইবার সঠিক শর্তগুলি জানাইবার জন্যও আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কেননা আপনি যদি দিয়াও থাকেন, তবে উহা অবশ্যই খুবই অসম্পূর্ণ।

(পরিশিষ্ট ণ)

নকল

ডারবান
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

গুডরীক, লাফটন এণ্ড কুক
সমীপে

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের ১৮৯৬-এর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের পত্র পাইয়াছি। যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন ব্যতীত আমি জাহাজ দুইটিকে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দিয়া উপনিবেশকে বিপদাপন্ন করার ঝুঁকি লইতে পারি না।

যদি যাত্রীদের কোয়ারাণ্টিন-মহল্লায় অবতরণ না করান, তবে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি-দানের পূর্বে জাহাজটি ধূম্রশোধিত হওয়ার পর অবশ্যই ১২ দিন অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক অধ্যক্ষের নিকট মৎপ্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী বস্ত্রাদি সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি, যথা, ধোয়ামোছা, সংক্রমণদোষনিরাকরণ, এবং নানা পুরানো জীর্ণবস্ত্র, মাদুর, থলে প্রভৃতি পোড়ানোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। যদি মালিকেরা কোয়ারাণ্টিনের ব্যয় বহন করিতে সম্মত থাকে, তবে উপরোক্ত ধূম্রশোধন ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পর অবতরণের ব্যবস্থা করা হইবে; কিন্তু যথাযোগ্য নি স্ত্রণ ব্যতীত তীরভূমির সহিত কোনো সংযোগ রক্ষা করা হইবে না। যদি আপনারা জাহাজ দুইটিকে লইয়া যাইতে চান, তবে সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইবে জাহাজটিকে ধূম্রশোধন প্রভৃতির পরে 'ব্লাফ পয়েণ্টে' বারো দিন বা প্রয়োজন হইলে তদপেক্ষা বেশীদিনের জন্য যাত্রীদের কোয়ারাণ্টিনের ব্যয় বহনের বিষয়ে মালিকদের রাজী করানো।

এই সম্পর্কিত আইনগত ব্যাপার সম্পর্কে অনুগ্রহ করিয়া 'ক্লার্ক অফ্ দি পীস'-কে লিখুন, কেননা ঐসব ব্যাপারে আমার কিছুই করিবার নাই।

আপনাদের অনুগত
(স্বাঃ) ডি বার্টওয়েল

(পরিশিষ্ট ত)

নকল

ডারবান
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬

ডি. বার্টওয়েল, এম ডি
সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

আপনার অদ্যকার পত্র পাইয়াছি। "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ দুইটিকে বন্দর-সংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের পিছনে আপনার কি কারণ রহিয়াছে তাহা আমরা তিনবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং প্রতিবারই আপনি প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন ঃ সুতরাং আমরা অবশ্যই ধরিয়া লইব যে আপনি কারণগুলি জানাইতে রাজী নহেন।

প্রধান অবর-সচিব আমাদের জানাইয়াছেন যে আপনি সরকারকে বলিয়াছেন যে, আপনার প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি হইল এখন বোম্বাইতে ব্যুবোনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং এই জাহাজ দুইটিকে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দিলে (রোগ) সংক্রমণের বিপদ হইতে পারে, এবং আমরা যদি ইহার বিপরীত কিছু আপনার নিকট হইতে না শুনি, আমরা ধরিয়া লইব ইহাই আপনার কারণ। আইনের ক্ষেত্রে ইহার ভিত্তি আছে ইহা ধরিয়া লইয়া বলিতে পারি, ইহা অবশ্যই যুক্তিসংগত কারণে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

ডাক্তার ক্রুকশ্যাঙ্ক তাঁহার জীবাণু-তত্ত্ব গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে বলিয়াছেন, "বীজাণু-প্রবেশ ও তদুৎপত্তির মধ্যবর্তী সময় কয়েক ঘণ্টা হইতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত হইতে পারে।"

ডাক্তার প্রিন্স ও ডাক্তার হ্যারিসন তাঁহাদের নিজ নিজ রিপোর্টে—যাহা আমরা সরকারের নিকট লিখিত আমাদের মক্কেলদের আবেদনপত্রে[১] সন্নিবিষ্ট করিয়াছি—প্রায় একই কথা বলিয়াছেন, এবং আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি উহা বারো দিন ধার্য করিয়াছেন। জাহাজ দুইটির বোম্বাই ছাড়ার পর এখন যথাক্রমে ২৬ দিন ও ২৮ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং নিজ নিজ যাত্রার সূচনা হইতে এবং এখন তাহাদের সম্পূর্ণ নির্দোষ স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট ছিল ও আছে; এবং তথাপি, এইসব তথ্য সত্ত্বেও আপনার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাত্রীদের ও জাহাজটিকে আপনি সংক্রমণদোষনিরাকৃত করার পরও বারোদিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ (তথাকথিত অর্থে) না হওয়া পর্যন্ত আপনি উহাদের বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করিবেন। আমাদের মক্কেলেরা এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়াছেন, এবং আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে আপনার বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের কারণে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য আপনাকে দায়ী করা হইবে, এবং দীর্ঘায়ত মেয়াদে জাহাজ দুইটিতে আবদ্ধ থাকার জন্য যাত্রীদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হইতে পারে, তাহার জন্যও আপনাকে দায়ী করা হইবে।

আমরা এইভাবেই আপনার দৃষ্টি এই ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করিবার নির্দেশ পাইয়াছি যে, জাহাজ দুইটি বারদরিয়ায় আট দিনের অধিক নোঙর ফেলিয়া রহিয়াছে, এবং আপনার অদ্যকার পত্র হইতে দেখা যায় যে, যদিও গত বৃহস্পতিবার সকালে আপনি বর্তমান পত্রলেখককে জানাইয়াছিলেন যে ঐ দিন অপরাহ্ণে জাহাজদুইটিকে সংক্রমণদোষনিরাকৃত করিবেন, এখন পর্যন্ত আপনি সে বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই : এই বিলম্বের জন্য আপনাকেও দায়ী করা হইবে।

জাহাজ দুইটির মালিকদের খরচায় যাত্রীদের তীরবর্তী কোয়ারান্টিন-নিবাসে পৌঁছাইয়া দিবার বিষয়ে আমরা আপনাকে জানাইতেছি যে, আমাদের মক্কেলেরা মনে করেন বন্দর-সংলগ্ন হইবার অনুমতির প্রশ্নে আপনার প্রত্যাখ্যান বেআইনী কাজ হইয়াছে, এবং সেই কারণে তাঁহারা আপনার কার্যাবলীর অংশ গ্রহণ করিবেন না, পুনরপি এক ঘণ্টার অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতীত জাহাজ দুইটিকে আপনার ইচ্ছামত সংক্রমণদোষনিরাকৃত করার উপযুক্ত পন্থা বলিয়া যাহা আপনি বিবেচনা করেন তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন। পুনশ্চ, আপনি যে পন্থার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতে আমাদের মক্কেলদের ক্ষতি হ্রাস পাইবে না কারণ তাহারা জাহাজ দুইটির মালপত্র খালাস করিতে সমর্থ হইবে না।

একথা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, জাহাজ দুইটি আসিলে স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার অভিমতে জানাইয়াছিলেন যে জাহাজ দুইটিকে বিনা বিপদে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, এবং যদি তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয় তিনি তাহা করিবেন, কিন্তু ইহার পর তিনি সরকার কর্তৃক সাময়িকভাবে পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে আপনি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুনশ্চ, ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী ও ডাক্তার ডুমার এই বিষয়ে মিঃ এস্‌কম্বের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার (মিঃ এস্‌কম্বের) পরামর্শ অনুযায়ী (বর্তমান পত্রলেখককে তিনি ইহাই জানাইয়াছিলেন) বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানাইবার জন্য আপনার আহ্বানে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এণ্ড কুক

[১] ২৪৬-৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(পরিশিষ্ট খ)

নকল

ডারবান
৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় উপনিবেশ-সচিব
মারিজবার্গ

সমীপে

মহাশয়,

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি আপনার অবগতির জন্য সবিনয়ে পেশ করিতেছি।

আমরা "কোরল্যান্ড" জাহাজের মালিক এবং আমরা "নাদেরী" জাহাজের মালিকদের প্রতিনিধি। জাহাজ দুইটি এই বন্দরে আসিবার জন্য গত ৩০শে নভেম্বর[১] বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করে এবং যথাক্রমে গতমাসের ১৮ তারিখে অপরাহ্ণ ৫টা ৩০ মিনিটে ও দ্বিপ্রহর ২টায় যথাক্রমে ২৫৫ ও ৩৫৬ জন মহামান্যা মহারানীর ভারতীয় প্রজা সমেত এখানে উপনীত হয়।

পরদিন সকালে সরকার কর্তৃক একটি 'অতিরিক্ত গেজেট' প্রকাশিত হয়—ইহাতে বোম্বাই সংক্রামকরোগাক্রান্ত বন্দর বলিয়া গভর্ণর মহোদয়ের একটি ঘোষণা ছিল।

উক্ত জাহাজ দুইটির নিজ নিজ যাত্রার সম্পূর্ণ কালে ও পৌঁছাইবার পর সম্পূর্ণ নির্দোষ স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট ছিল, কিন্তু তাহাদের বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল এমন সব কারণবশতঃ যাহা বন্দরের স্বাস্থ্যবিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী জানাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা আমরা মনে করি, প্রধান অবর-সচিব গত-মাসের ২৪ তারিখের এক তারবার্তায় জানাইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে "স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উপদেষ্টা সমিতি সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কখনো কখনো ব্যুবোনিক প্লেগের বীজাণুপ্রবেশ ও তদুৎপত্তির মধ্যবর্তী সময় বারো দিন পর্যন্ত হইয়া থাকে বলিয়া সংক্রমণের সকল সুযোগ বিনষ্ট করিবার জন্য যে সময় প্রয়োজন কোয়ারাণ্টিন বিধিনিষেধ সেই সময় বলবৎ থাকা উচিত, এবং বহিরাগত যাত্রীদের ও তাহাদের বস্ত্রাদি পুরাপুরি সংক্রমণদোষ-নিরাকৃত করিতে এবং সকল পুরানো কম্বল ও তাহাদের বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলিতে সমিতি সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার সমিতির রিপোর্ট মঞ্জুর করিয়াছেন এবং যতক্ষণ না স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্তোষজনকরূপে সমিতির শর্তগুলি পালিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ দুইটিকে বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি না দিতে ও এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে সরকার তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন।"

সংক্রমণদোষনিরাকৃত করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া অবস্থায় গত মাসের ১৮ তারিখ হইতে ২৮ তারিখ পর্যন্ত জাহাজ দুইটি বহির্দরিয়ায় নোঙর করিয়া ছিল, কিন্তু আমাদের ধারণা, গত মাসের ২৯ তারিখে সংক্রমণদোষনিরাকরণের ব্যবস্থাদি উপরি-উক্ত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

সংক্রমণদোষনিরাকরণে এই বিলম্বের ফলে জাহাজ দুইটির মালিকদের প্রতি দিন এক শত পঞ্চাশ পাউন্ড, অথবা মোট ১,৬৫০ পাউন্ড অনর্থক ব্যয় হইয়াছিল।

১ ২৪৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

প্রধান অবর-সচিবের ২৪ তারিখের তারবার্তায় প্রদত্ত আশ্বাস এই যে স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে যদি জাহাজ দুইটিকে স্বাস্থ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর হস্তে সমর্পণ করা হয়, তবে সকল সুবিধাসমেত বন্দর-সংলগ্ন হইবার অনুমতি মঞ্জুর করা হইবে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার হাতে জাহাজ দুইটিকে সমর্পণ করা হইয়াছিল, ফলে এইসব পক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল—(১) যাত্রীদের, কেননা তাহাদের শয্যাদ্রব্যাদি ও বেশীর ভাগ বস্ত্রাদি পোড়ানো হইয়াছিল, এবং কয়েক রাত্রির জন্য তাহাদের অনেককেই ডেকে ঘুমাইতে হইয়াছিল; (২) মালিক হিসাবে আমাদের, কেননা আমাদের জাহাজগুলি যতদিন কোয়ারাণ্টিনের অধীনে ছিল, ততদিন ১৫০ পাউন্ড প্রতি দিন খরচা হইয়াছিল; এবং (৩) যাত্রীদের বন্ধুদের ও দেশবাসীদের, যাহারা এই আটক-কালে তাহাদের অভাব মিটাইবার জন্য শয্যাদ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি ও খাদ্য সরবরাহ করিয়াছিল।

গত কয়েক দিনের মধ্যে "নাটাল এডভার্টাইজার" পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ডারবানে উত্তেজিত ইউরোপীয় নাগরিকদের দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল :

"পয়েণ্ট অভিমুখে বিক্ষোভ-সংগঠন ও এশীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী সোমবার সন্ধ্যায়, ৪ঠা জানুয়ারী আট ঘটিকায় ভিক্টোরিয়া কাফের বৃহৎ কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য এক সভায় ডারবানের প্রতিটি ব্যক্তির উপস্থিতি প্রার্থনীয়। হ্যারি স্পার্কস, প্রাথমিক সভার সভাপতি।"

সভা দুইটিতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, এবং উপরিউক্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই ধরনের সভাগুলির বেআইনী উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের সভার জন্য ডারবানের টাউন হল উন্মুক্ত করা হইয়াছিল।

আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, মহারাণীর প্রজাদের নিজ অভিযোগ প্রকাশ্য জনসভায় করিবার অধিকার আছে, যদি ঐসব সভার উদ্দেশ্য আইনসিদ্ধ হয়, এবং এই মাসের ৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভা দুইটির প্রথমটি সম্পর্কে এই মাসের ৫ তারিখে "দি মার্কারি" ও "দি নাটাল এডভার্টাইজার" পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণীর প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ইহাতে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, কতিপয় বক্তার বিপরীত ঘোষণা সত্ত্বেও, যদি সরকার তাহাদের (সভার উদ্যোক্তাদের) অনুরোধ মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে যাত্রীরা অবতরণ করিলে যাত্রীদের বা কিছুসংখ্যক যাত্রীদের বিরুদ্ধে হিংসার পথ অবলম্বন করা হইবে এ কথা উক্ত সভায় চিন্তা করা হইয়াছিল।

কিন্তু যে স্বাস্থ্যউপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী জাহাজ দুইটিতে কোয়ারা-ণ্টিনের অধীনে রাখা হইয়াছিল, সেই সমিতির একজন সদস্যরূপে এবং যিনি ঐ ভূমিকায় নিরপেক্ষ ও ন্যায্য অভিমত দিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, সেই ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ঐ ধরনের সভায় যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার খানিকটা অংশ আপনার অবগতির জন্য আমরা এখানে উপস্থিত করার ভরসা করিতেছি, তাহা হইতেছে এই :

"পূর্বেকার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য সরকারকে সাহায্যার্থ, দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করার জন্য এবং সে উদ্দেশ্যে, যদি প্রয়োজন হয়, পয়েণ্টে প্রয়োজন হইলে যে কোনো সময়ে হাজির থাকিবার জন্য এই সভার প্রতিটি ব্যক্তি সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে ও অঙ্গীকার করিতেছে।"

আমাদের দ্বারা নিযুক্ত এক ভদ্রলোক কর্তৃক গৃহীত ডাক্তার ম্যাকেঞ্জীর ভাষণের খানিকটা এখানে উদ্ধার করিতেছি :

"মিঃ গান্ধী তাহাদের সুনাম ভারতের নর্দমায় টানিয়া নামাইয়াছে, এবং তাহার নিজের চামড়ার মতো কালো ও নোংরা বলিয়া তাহাদিগকে চিত্রিত করিয়াছে (হাস্যধ্বনি ও সমর্থনসূচক ধ্বনি)।"

"তাহারা মিঃ গান্ধীকে নাটাল উপনিবেশে আসিয়া এখানে যাহা ন্যায্য ও ভাল তাহার প্রত্যেকটি গ্রহণ করিয়া এবং এখান হইতে বাহির হইয়া পরে যাহাদের আতিথ্য সে এতদিন ভোগ করিয়াছে তাহাদের ইতর আখ্যা দেওয়ার জন্য তাহাকে শিক্ষা দিবে। তাহার (গান্ধীর) কার্যাবলী হইতে তাহারা জানিয়াছে যে তাহারা (ঔপনিবেশিকরা) যাহা দিয়াছে তাহাতে কুলীরা সন্তুষ্ট নহে, এবং সে আরো বেশী কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, এবং ভদ্রমহোদয়গণ, সে শীঘ্রই আরো বেশী কিছু পাইবে (হাস্যধ্বনি ও সমর্থনসূচক ধ্বনি)।"

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিছু চীনাকে চীনদেশে, এমন কি কিছু লোককে গ্লাসগোতে ফেরৎ পাঠাইয়াছিল, কেননা ইয়াঙ্কিরা তাহাদের যথেষ্ট ভাল মনে করে নাই, সেইভাবেই তাহারা এক দল অসুস্থ ব্যুবোনিক প্লেগগ্রস্ত লোককে তাহারা যেখান হইতে আসিয়াছিল সেখানেই ফেরৎ পাঠাইতে চাহিতেছে।"

যে প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ সমর্থনে ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী বলিয়াছিলেন :

"যাইহোক, তাঁহারা দেখিতেছেন এই ব্যাপার তাহাদের পয়েন্টে লইয়া গিয়াছে (উচ্চ সাধুবাদ)। তিনি আশা করেন, প্রয়োজন মতো সকলেই সেখানে থাকিবেন। ইহার মধ্যে তাহাদের কাহারও লজ্জিত হইবার মতো কিছুই নাই। প্রতি ব্যক্তি যাহারই কিছু পৌরুষ আছে, সে তাহার দেশের প্রয়োজনমতো কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।"

"কিন্তু ভাবীকালের ক্ষীণ আলোকে যদি দেখা যায় যে ভারতীয়েরা শ্বেতাঙ্গদের সহিত একই স্তরে উপনীত হইতে চাহিতেছে, তবে তাহা মাত্র একটি উপায়েই করা যাইতে পারে, এবং তাহা কেবল বেয়নেটের অগ্রভাগেই করা যাইতে পারে।" (সমর্থনসূচক ধ্বনি)।

"তাহাদের নিজ সম্মান রক্ষার জন্য এবং উপনিবেশে তাহাদের সন্ততিদের জন্য—যে স্থান এমন কি যাহা এখনো তাহারা গান্ধীমতাবলম্বীদের উত্তরাধিকারী ও সন্ততিদের বিতরণ করিয়াছে—তাহা উদ্ধারের জন্য সেই রাত্রে তাহারা যে কোনো চরম পন্থায় উপনীত হইতে প্রস্তুত আছে।" (প্রশংসাধ্বনি)।

"তিনি খুব তাড়াতাড়ি করিয়া সভায় আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে সভার সম্মুখে তিনি প্রধান বক্তব্যগুলি পেশ করিতে পারিয়াছেন, এবং ইহার অর্থ এই যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা সরকারকে সমর্থন করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে সরকার তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন, এবং ভারবান পোতাশ্রয়ে উপস্থিত জাহাজ দুইটি হইতে একটি প্রাণীকেও অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না।" (উচ্চ প্রশংসাধ্বনি)।

অদ্যকার "মার্কারি" পত্রিকায় প্রকাশিত এই মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী হইতে আমরা কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিতেছি :

মিঃ জে. এস. উইলি : "কেহ কেহ বলেন, 'জাহাজ দুটি ডুবিয়ে দাও', তিনি শুনিলেন যে, নৌবিভাগের একজন বলিতেছে যে, জাহাজ দুটিতে একটি গুলি ছাড়িবার জন্য সে তাহার এক মাসের মাহিনা দিয়া দিবে।" (আনন্দ ও হাস্যধ্বনি)। "প্রত্যেকেই এইভাবে কি এক মাসের মাহিনা দিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন?" ('হ্যাঁ' ও 'একমত' ধ্বনি)।

মিঃ সাইকস্ : "সময় ও অর্থ, উভয়ই ব্যয় করিবার জন্য তাহারা অবশ্যই মন স্থির

করিবে; তাহারা অবশ্যই তাহাদের কাজ ছাড়িয়া বিক্ষোভে যোগদান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ইহা নিশ্চয়ই সংগঠিতভাবে করিতে হইবে—তাহারা অবশ্যই তাহাদের নেতৃবৃন্দকে মানিয়া চলিবে। জাহাজ হইতে একজন অপর জনকে জলে ফেলিয়া দিলে কোনো লাভ হয় না। (হাস্য-ধ্বনি)। তাহারা অবশ্যই কঠোরভাবে আদেশ পালন করিবে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া যাহা করিতে আদেশ করিতে হয় তাহা করিবে। (আনন্দধ্বনি, হাস্যধ্বনি ও 'আবার বলুন' চীৎকার)। তিনি প্রস্তাব করেন, "ভারতীয়দের আগমনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে 'পয়েন্ট'-অভিমুখে যাত্রা করিব, কিন্তু প্রত্যেকে তাহার নেতৃবৃন্দের আদেশ মানিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে।" (আনন্দধ্বনি)।

ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী: তাঁহারা শেষ যখন সমাবেশে একত্র হইয়াছিলেন, তাহার পর পরিস্থিতি খানিকটা মন্দীভূত হইয়াছে। যে নীতি তাঁহারা নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আগাইয়া লইয়াছেন, এবং সরকারের ভূমিকা কি, ও সরকারের হাতে যে ক্ষমতা তাহা দ্বারা তাহাদের সহায়তা করায় সরকারের সম্মতি তাঁহারা সঠিক জানেন। সরকার যতটা জড়িত, তাহাতে তিনি পুরাপুরি সন্তুষ্ট। এই ব্যাপারে সরকার ডারবানের নাগরিকবৃন্দের সহিত পুরা-পুরি একমত, এবং সেইজন্য, বর্তমানের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী ভদ্রমহোদয়দের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ও সংঘর্ষের মধ্যে ফেলার প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা এখন ঔপনিবেশিকদের সহিত একমত, এবং তাহা অভিনন্দনযোগ্য। দুঃখের বিষয় এই যে সরকার এমন অবস্থায় পড়িয়াছে যে তাহাদের পক্ষে ভারতীয়দের এখানে অবতরণ করিতে না দিবার বা যে সব জাহাজে তাহারা আসিয়াছে সে সব জাহাজেই তাহাদের ফেরৎ পাঠাইবার উপর জোর দিতে পারিতেছেন না। তাহা কার্যতঃ অসম্ভব; এবং সমিতি মিঃ এস্কম্বকে জানাইয়াছেন এই পরিস্থিতি হইতেছে বৈষম্যপূর্ণ। যখন ঔপনিবেশিকদের প্রকৃষ্ট স্বার্থ ও অনন্যসাপেক্ষ অভিলাষাদি শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন বা লাভ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই উপনিবেশের সংবিধানে কিছু ত্রুটি আছে। (উল্লাসধ্বনি)। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থা নিরাকরণের উপর ঔপনিবেশিকেরা বিশেষ জোর দিবেন, এবং দেশের অভিলাষ ও প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্য অর্জনের উপযোগী অবস্থায় সরকারকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। মিঃ এস্কম্ব তাঁহাদের সহিত একমত হন, এবং অবস্থার জরুরী দাবী মিটাইতে কি কি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা তাঁহারা শোনেন। সরকার তাঁহার সাধ্যমত সকল পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং দুই এক দিনের মধ্যে সারা উপনিবেশে অনুষ্ঠিত প্রতিটি জনসভা অবিলম্বে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বানের জন্য সার্বজনিক অভিলাষের পরিচয় দিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ডারবানের অধিবাসীরা একমত। তিনি বলেন পুরুষেরা একমত—কাছাকাছি কিছু বৃদ্ধা রমণী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ('শুনুন, শুনুন' ধ্বনি ও হাস্যধ্বনি)। যাহারা কলমের ঠোকর মারে, তাহারা কি ধরণের লোক তাহা দেখিবার জন্য কেবল সংবাদপত্রের কতিপয় প্রধান সম্পাদকীয়ের সুর তাহাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। যে সব ব্যক্তি এই ধরণের বিষয় লিখিয়া থাকে, তাহাদের ধারণা নাগরিকেরা কোনটি ন্যায্য তাহা জানে না, এবং যাহা ন্যায্য তাহা করার মতো অনন্যসাপেক্ষ প্রয়োজনীয় সাহস তাহাদের নাই, কেননা তাহাতে সামান্য পরিমাণ ঝুঁকি রহিয়াছে। (উল্লাসধ্বনি)। এখানে যদি ঐ বৃদ্ধা রমণীদের কেহ উপস্থিত থাকিত, তবে তাহারা নিঃসন্দেহে যখন সভাপতি প্রস্তাবের বিরোধে হাত তুলিতে বলিলেন, তখন তাহা তুলিত। তাঁহারা ধরিয়া লইবেন এরূপ কেহ সেখানে নাই, এবং সেই শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহারা কোনো সম্পর্ক রাখিতে চান না।

"নাটাল উপনিবেশের ন্যায্য ব্যবহারের সহিত এই প্রস্তাবের সম্বন্ধ আছে। একজন ছাড়া

ঐ জাহাজ দুইটির যে সকল আরোহী ভারত ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের সন্দেহ করিবার কোনো কারণ ছিল না যে উপনিবেশে তাহারা অধিবাসীরূপে আগ্রহের সহিত গৃহীত হইবে না। একজন যাত্রীর অবশ্যই এই বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত।" ('গান্ধী' বলিয়া চীৎকার, হাস্যধ্বনি ও হট্টগোল)।

"তিনি ভারতীয়দের সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাতে ঐ ভদ্রলোকের প্রসঙ্গে কিছু বলা হয় নাই ('ভদ্রলোক নয়' ধ্বনি)। তাহারা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, এবং আর কোনো ভারতীয় আসিবে না।

"দ্বার বন্ধ করার অধিকার তাঁহাদের আছে, এবং তাঁহারা দ্বার বন্ধ করিতে ইচ্ছাও করেন। বর্তমান কোয়ারাণ্টিন-অন্তরীণাবদ্ধ লোকদের সহিতও ভদ্র ব্যবহার করিবেন—তাঁহারা এমন কি ঐ একটি ব্যক্তির সম্পর্কেও ভদ্র ব্যবহার করিবেন, কিন্তু তিনি আশা করেন যে ব্যবহারের ধরণে লক্ষণীয় প্রভেদ থাকিবে। (হাস্যধ্বনি)। তাঁহারা সরকারের হাতে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-ঘটিত ব্যাপারগুলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে যাহা তিনি ছাড়িয়া দিতে চান না—তাহা হইল, নিজেদের ও অবশিষ্ট উপনিবেশের প্রতি তাঁহাদের ব্যক্তিগত কর্তব্য। কোন কিছু লাভ না করা পর্যন্ত তাঁহারা বিক্ষোভ বন্ধ করিতে চান না। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডারবানের নাগরিকদের পূর্বে তাহারা যেরূপ প্রস্তুত ছিল যে কোনো সময়ে সেরূপ প্রস্তুত থাকিতে বলেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হইলে পয়েণ্টে যাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে বলেন, এবং জাহাজে করিয়া যেসব লোক আসিয়াছে তাহাদের দেখাইতে চান নাটালের ঔপনিবেশিক বলিলে কী বুঝায়, এবং তাহাদের আরো উদ্দেশ্য আছে, যখন তাহারা সেখানে (পয়েণ্টে) যাইবে তখন নেতৃবৃন্দের নির্দেশে তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। (উল্লাস ও হাস্যধ্বনি)। প্রত্যেকেই কোন একজন নেতার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে পারে, তাঁহার মাধ্যমে তাহারা যে নির্দেশ পাইবে তাহার সংবাদ পাইবে, এবং সেই নির্দেশের অর্থ হইতেছে তাহারা তাহাদের হাতের যন্ত্রপাতি ত্যাগ করিবে এবং সোজা 'পয়েণ্টে' চলিয়া যাইবে। (উল্লাসধ্বনি)। যখন তাহারা 'পয়েণ্টে' উপনীত হইবে, তখন চেষ্টা করিলেই প্রত্যেকে জানিতে পারিবে তাহাদের উপর কি নির্দেশ আছে। তখন যদি নেতা কোন কিছু করিতে বলেন, তাহারা ঠিক তাহাই করিবে অবশ্য যদি তাহাদের নেতা কিছু করিতে বলেন। (হাস্যধ্বনি)। দুই এক দিনের মধ্যেই নূতন কিছু ঘটিতে পারে, এবং তখন আরেকটি প্রকাশ্য সভায় তাহা পেশ করার প্রয়োজন হইবে, কারণ তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করিতে চান না, পরন্তু শুধুমাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে চান। (উল্লাসধ্বনি)।"

"সভাপতি আশা করেন তাহারা সকলেই নিজ নিজ স্থানে থাকিবে। তাহাদের এক-মত হইতে হইবে না, এবং যখন কাজের প্রয়োজন হইবে তখন তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ হইলেই চলিবে। জাহাজের আরোহী ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হইবে—এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা নেতৃবৃন্দের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং সেখানেই তাঁহারা উহার সহিত যাহা করিতে হয় করিবেন। (উচ্চ আনন্দধ্বনি ও হাস্যধ্বনি)। তাঁহারা এখন এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার উপযোগী সংগঠন চান। কতিপয় ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, তাহাদের অধীনে কাজ করে এরূপ পঞ্চাশ বা একশত জনকে তাহারা আনিতে পারিবেন, এবং তাহারা সেইরকম স্বেচ্ছাসেবক চান যাহারা এতগুলি লোককে চালাইতে পারিবে ও তাহাদের জন্য দায়ী থাকিবে। (একটি কণ্ঠস্বর, 'শনিবারে একটা জমায়েৎ করুন।')।"

"মিঃ উইলি বলেন ইহা সংগঠনে এবং বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করিবে যদি এক এক জনের সঙ্গে যাহারা কাজ করিবে ও তাঁহাদের নেতৃত্ব মানিয়া

চলিবে, এইরূপ তালিকাসমেত তাহাদের নিজ নিজ নাম পেশ করেন। তাহা হইলে সভাপতি ছোট ছোট দলের অধিনায়কদের জানিতে পারিবেন, তাহাদের নিকট নির্দেশ পাঠাইতে পারিবেন, এবং তাহারা আবার নিজ নিজ দলকে সংবাদ দিতে পারিবে। অবশ্য উপরে একজনই দলপতি আছেন তিনি মিঃ স্পার্ক্‌স্, কিন্তু তিনি ৫,০০০ লোকের সহিত কথা বলিতে পারেন না, এবং সেজন্য সংবাদ আদানপ্রদানে এই ধরণের ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। (একটি কণ্ঠস্বর—এখন সভায় কাজের কাজ হইল বলিয়া মনে হইতেছে।)"

এই উপনিবেশে মহামান্যা মহারাণীর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মিঃ এস্‌কম্বের সহিত একটি সমিতির সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট সভায় পেশ করা হইয়াছিল, তাহাতে সভাস্থ সকলে তাঁহাদের বিক্ষোভ-সূচী কার্যে পরিণত করিতে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলেন। সমিতি নিম্নলিখিতরূপ রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন :

"ন্যায্য ও যুক্তিসংগতভাবে দুই ঘণ্টার অধিককালব্যাপী এক সাক্ষাৎকারে মিঃ এসকম্ব সমিতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'সরকারপক্ষের সকলেই আপনাদের সহিত আছেন, এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে এই ব্যাপারটি ত্বরান্বিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটে এরূপ কিছু না করিতে আপনারা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকিবেন। একটি অনিচ্ছুক ঘোড়াকে মৃত্যুর দিকে তাড়না হইতে একটি ইচ্ছুক ঘোড়াকে মৃত্যুর দিকে তাড়না করা খুবই ভিন্ন ব্যাপার।' তখন সমিতির প্রতিনিধিরা বলেন 'যদি সরকার কিছু না করেন, তবে ডারবানকে ইহা নিজেই করিতে হইবে, শক্তি সংগ্রহ করিয়া 'পয়েণ্টে যাইতে হইবে, এবং কি করা যায় তাহা দেখিতে হইবে।' তাহারা ইহার সহিত এই মন্তব্য যোগ করিয়াছিলেন, 'এই উপনিবেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে আপনি আমাদের উপর বলপ্রয়োগ করিবেন, এরূপ অনুমান করিতে পারি কি ?' মিঃ এসকম্ব বলিয়াছিলেন, 'আমরা এই ধরণের কিছু করিব না; আমরা আপনাদের সংগেই আছি, এবং আপনাদের বাধা দিবার মতো কিছুই করিব না। কিন্তু যদি আপনারা আমাদের এমন কোনো অবস্থার মধ্যে ফেলেন যাহার ফলে আমরা আর শাসনকার্য চালাইতে না পারি ও উপনিবেশের গভর্ণরের নিকট আমাদের যাইতে হয় ও তাঁহাকে স্বহস্তে উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে হয়—তবে আপনাদের অন্য কোনো ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।' (হট্টগোল)।"

যদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্তৃক সত্যই এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সম্পর্কে অভিমত দান আমাদের কর্তব্য নহে, তবে আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক আপনার দৃষ্টি এইক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতেছি যে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য যতই শান্তিপূর্ণ থাকুক না কেন এই ধরণের উত্তেজিত লোকের একটি বৃহৎ দলকে 'পয়েণ্ট' অভিমুখে যাত্রা করিতে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক ছিল, বিশেষতঃ, সভার বক্তাদের ভাষণ ও সে সম্পর্কে উচ্চারিত মন্তব্য হইতে বিক্ষোভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ও জাহাজ দুইটির যাত্রীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ পোষণের কারণ রহিয়াছে।

আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক নিবেদন করিতেছি যে এই উপনিবেশের আইনানুগ অধিবাসীরূপে আমাদের গুরুতর ক্ষতি সত্ত্বেও আমরা সরকারী দাবীর নিকট প্রফুল্লচিত্তে নতি স্বীকার করিবার প্রয়াস করিয়াছি, এবং আমরা ইহা করিয়াছি বলিয়া বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি লাভান্তে জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ দুইটির যাত্রীদের নামাইবার, এবং তাহা করিতে গিয়া আমরা যে কোনো ব্যক্তিদের, তাহারা যে-ই হোক, বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে যাত্রীদের ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ লাভ করিবার অধিকারী। কিন্তু বর্তমান উত্তেজনা বর্ধিত হয় এরূপ কোনো কর্মে সরকারকে প্রবৃত্ত না করিবার জন্য আমরা যাত্রীদের

শান্তিপূর্ণভাবে ও জনসাধারণের অগোচরে অবতরণ করাইবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে যদি আপনার সম্মতি থাকে, তবে ইহা কার্যে পরিণত করার জন্য আমাদের কী করিতে হইবে, সে সম্পর্কে আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

আপনার অনুগত

(স্বাঃ) দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং।

(পরিশিষ্ট দ)

(নকল)

ডারবান

৯ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় উপনিবেশ-সচিব
মারিজবার্গ
সমীপে

মহাশয়,

আমাদের গতকল্যের পত্রের, যাহাতে "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজের যাত্রীদের অবতরণের পর নিরাপত্তা সম্পর্কে ও বিক্ষোভের বৈধতা সম্পর্কে গুরুতর আশংকা পোষণের কারণ আমরা পেশ করিয়াছিলাম, পরিপূরক রূপে অদ্যকার 'মার্কারি' সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি সবিনয়ে পেশ করিতেছি : "ঘোষণাপত্র—দলিল যাহা ডারবানের নিয়োগকর্তাগণ-কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল—তাহার শীর্ষে লিপিবদ্ধ হইয়াছে : সদস্যদের নামের তালিকা, ব্যবসায় ও বৃত্তির উল্লেখ সমেত, যাহারা 'পয়েণ্ট' অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগের দ্বারা এশীয়দের অবতরণে বাধা দিতে এবং নেতৃবৃন্দ প্রদত্ত যে কোনো নির্দেশ পালনে ইচ্ছুক।"

আমরা সবিনয়ে 'মার্কারি সংবাদপত্রের ঐ একই সংখ্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আরো আকর্ষণ করিতেছি, এবং "নেতৃবৃন্দ" এই শিরোনামায় আপনি দেখিতে পাইবেন যে রেলকর্মীরা বিক্ষোভে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিঃ স্পার্কসের অধিনায়কতায় এবং মিঃ উইলি ও মিঃ আব্রাহামের নেতৃত্বে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়াছে ; আরো দেখিতে পাইবেন যে যে স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী জাহাজ দুইটি কোয়ারাণ্টিন-অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই সমিতির সদস্য ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী বিক্ষোভের অন্তর্ভুক্ত রাজমিস্ত্রীদের বিভাগটির নেতৃত্ব করিতেছেন।

সরকারী কর্মচারীদের যে কোনো ভাবেই হোক না কেন বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইবে এই মর্মে সরকারের নিকট হইতে আশ্বাস পাইলে আমরা আনন্দিত হইব।

আপনার একান্ত অনুগত

সেবকবৃন্দ,

দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং।

(পরিশিষ্ট ধ)

(নকল)

সি ও ২৫৭/১৮৯৭

উপনিবেশ-সচিবের কার্যালয়,
নাটাল, পিটারমারিজবার্গ,
১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

ভদ্রমহোদয়গণ,

এই মাসের ৮ ও ৯ তারিখে লেখা আপনাদের পত্র দুইটির উত্তর দিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

যাত্রীদের নিস্তব্ধভাবে ও জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে অবতরণ সম্পর্কে আপনাদের প্রস্তাব একটি অসম্ভব ব্যাপার। সরকার শুনিয়াছেন যে আপনারা বন্দরাধ্যক্ষকে বিশেষ নির্দেশ ছাড়া জাহাজ দুইটিকে বন্দরের অভ্যন্তরে না আনিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনাদের এই কাজ ও বর্তমানে উত্তরাধীন আপনাদের পত্রগুলি হইতে দেখা যায় যে সমগ্র উপনিবেশ ব্যাপিয়া ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিরোধী মনোভাব বর্তমান তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন, এবং তাহাদের (ভারতীয়দের) নিশ্চয়ই ঐ বিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।

আপনাদের বিশ্বস্ত সেবক
(স্বাঃ) সি. বার্ড,
মুখ্য অস্থায়ী-সচিব

মেসার্স দাদা আব্দুল্লা এ্যান্ড কোং
ডারবান।

(পরিশিষ্ট ন)

নকল

ডারবান
১০ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় হ্যারি এস্‌কম্ব
সমীপেষু—

প্রিয় মহাশয়,

মিঃ লাফ্‌টনের সহিত গতকাল আপনার সাক্ষাৎকারে, বিক্ষোভকারী সমিতিকে আপনি যাহা বলিয়াছিলেন সে বিষয়ে মিঃ উইলির প্রকাশ্য বিবৃতি আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে উক্ত সমিতির নিকট প্রদত্ত আপনার বিবৃতি ছিল এইরূপঃ যে যদি মন্ত্রীরা ডারবানের দাঙ্গা প্রশমিত করিতে অসমর্থ হন, তবে তাঁহারা পদ অধিকার করিয়া থাকার অযোগ্য এবং তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন—ইহা আমাদের মক্কেল মেসার্স দাদা আব্দুল্লা এন্ড কোম্পানীকে আমরা যথারীতি জানাইয়াছি।

মিঃ লাফটনের সহিত আপনার সাক্ষাৎকারে আপনি আরো বলিয়াছিলেন যে, নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে :

১। কোয়ারাণ্টিনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইলে পর "কোরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী" জাহাজ দুইটিকে নিশ্চয়ই বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি প্রদান করা হইবে।

২। বন্দরসংলগ্ন হইবার অনুমতি দেওয়া হইলে পর জাহাজ দুইটি নিজেদের দ্বারা বন্দরের অভ্যন্তরে আনীত হইবার অথবা ছোট ছোট জাহাজের দ্বারা তাহাদের যাত্রী ও মালপত্র জাহাজঘাটায় নামাইবার অধিকারী হইবে।

৩। দাঙ্গাকারীদের হিংসাত্মক আক্রমণ হইতে যাত্রীদের ও মালপত্র রক্ষা করিবার জন্য সরকার দায়ী থাকিবেন।

পক্ষান্তরে, মিঃ লাফ্‌টন আপনাকে জানাইয়াছিলেন যে, এই উপনিবেশে ভারতীয়দের যতটা সম্ভব ইউরোপীয়দের সহিত বাস করিতে হইবে বলিয়া আমাদের মক্কেলরা ইহা স্বীকার করেন যে, বর্তমানে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে এক শ্রেণীর ইউরোপীয়দের মধ্যে যে বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে, তাহা যাহাতে যতটা সম্ভব কম তীব্রতা লাভ করে সেইভাবেই যাত্রীদের অবতরণ-কার্য নিষ্পন্ন করা শ্রেয়স্কর; এবং, সেইজন্য তিনি (লাফ্‌টন) নিশ্চিত মনে করেন যে, যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমাদের মক্কেলদিগকে সরকারকে সুযোগ দিতে হইবে এবং সে কারণে যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য যাত্রীদের অবতরণ স্থগিত রাখিতে হইবে—এ বিষয়ে আমাদের মক্কেলরা যথাসম্ভব সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

আমরা আপনাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, কোয়ারাণ্টিনের মেয়াদ আজ উত্তীর্ণ হইবে, এবং সাধারণ অবস্থায় আমাদের মক্কেলরা আজ অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা সরকারের সুবিধার্থে যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ইহা স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত আছেন যদি ইহা করিতে গিয়া তাঁহাদের দিন পিছু ১৫০ পাউণ্ড যে ক্ষতি হইবে তাহা সরকার বহন করেন।

আমরা বিশ্বাস করি আপনি এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিবেন এবং ইহা সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে।

আমরা এই তথ্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, মহামান্যা মহারানীর কমিশন-প্রাপ্ত ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর কতিপয় ভদ্রলোক অভিপ্রেত দাঙ্গা সংগঠন করিতেছেন, উহাকে তাহারা "বিক্ষোভ" আখ্যা দিয়াছেন এবং দাঙ্গা-অভিপ্রায়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অধিনায়করূপে নিজেদের নাম সংবাদপত্রে ও বৃহদক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইতে দিয়াছেন; এবং প্রস্তাবিত দাঙ্গার সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার জন্য ক্যাপ্টেন স্পার্ক্‌সও অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

অশেষ শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্বক ও অনিচ্ছাপূর্বক আমরা আমাদের এই অভিমত জানাইতেছি যে, মিথ্যা আশায় ফাঁপিয়া উঠিতে না দিয়া যদি গোড়াকার অবস্থায় এই সংগঠনকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইত, তবে এই উত্তেজনার অস্তিত্ব থাকিত না, এবং যথারীতি যাত্রীদের অবতরণে কোনো অসুবিধা ঘটিত না; এবং এই সংগঠন বা ইহার উদ্দেশ্য সরকারের সমর্থন আছে বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষিত হওয়ায় এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অধিনায়কপদে অধিষ্ঠানে ও সরকার নিযুক্ত কর্মীদের দলভুক্তিতে এই ঘোষণা

আপাতদৃষ্টিতে সমর্থিত হওয়ায়—ইহা জনসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যাহা অন্যভাবে হইতে পারিত না।

আপনার বিশ্বস্ত সেবকবৃন্দ,
(স্বাঃ) গুডরিক, লাফটন এন্ড কুক।

(পরিশিষ্ট প)

নকল

এ্যাটর্নি-জেনারেলের কার্যালয়
পিটারমারিজ্‌বার্গ, নাটাল,
১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

প্রিয় মহাশয়গণ,

আমি আপনার 'ডারবান ক্লাব, ১০ই জানুয়ারী ১৮৯৭' তারিখের পত্র পাইয়াছি।

মিঃ লাফ্‌টন ও আমার মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহা এই মাসের ৯ তারিখে তাল্লিখিত পত্রে তৎকর্তৃক ব্যবহৃত শব্দানুসারে "ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার" বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম।

মিঃ লাফ্‌টন ও আমি যাহা বলিয়াছি, সে বিষয়ে আপনার প্রদত্ত বিবরণী নির্ভুল বলিয়া আমি গ্রহণ করি না।

আপনার বিশ্বস্ত,
(স্বাঃ) হ্যারি এস্‌কম্ব্‌।

মেসার্স গুডরীক, লাফটন এ্যান্ড কোং,
ডারবান।

(পরিশিষ্ট ফ)

নকল

ডারবান
১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় হ্যারি এস্‌কম্ব্‌
সমীপেষু—

প্রিয় মহাশয়,

আমরা আপনার এই মাসের ১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি—ইহাতে আমাদের এই মাসের ১০ তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে আপনি এই কথা বলিয়াছেন :

"মিঃ লাফ্‌টন ও আমার মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহা এই মাসের ৯ তারিখে তাল্লিখিত পত্রে তৎকর্তৃক ব্যবহৃত শব্দানুসারে 'ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার' বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম।"

"মিঃ লাফ্‌টন ও আমি যাহা বলিয়াছি, সে বিষয়ে আপনার প্রদত্ত বিবরণী নির্ভুল বলিয়া আমি গ্রহণ করি না।"

ইহার উত্তরে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করি যে, এই মাসের ৯ তারিখে উল্লিখিত পত্রে মিঃ লাফ্‌টন আপনার সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার চাহিয়াছিলেন,—ইহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আমরা এই তথ্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, সাক্ষাৎকার বহু সময় ধরিয়া প্রলম্বিত হইবার পূর্বে আপনি মিঃ লাফ্‌টনকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে তৎকর্তৃক উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ পরবর্তী সকালে মন্ত্রীমণ্ডলীতে আপনার সহকর্মীদের সহিত সভায় আপনি পেশ করিবেন; এবং আরো এই যে আমাদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের মক্কেলদের জানাইবার অনুমতি আপনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

মিঃ লাফটনের আশ্বাসানুযায়ী আমরা সবিনয়ে ইহা জোর দিয়া বলিতেছি যে উক্ত সভায় যাহা বলা হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে আপনার নিকট এই মাসের ১০ তারিখে লিখিত আমাদের পত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি না থাকে, সেজন্য আপনি যদি যে সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দেন, তবে আমরা আনন্দিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত সেবকবৃন্দ,
(স্বাঃ) গুডরীক, লাফটন এণ্ড কুক।

(পরিশিষ্ট ব)

নকল

ডারবান,
১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৭

মাননীয় হ্যারি এস্‌কম্ব
সমীপেষু—

মহাশয়,

গতকালের তারিখযুক্ত প্রধান অবর-সচিব-স্বাক্ষরিত একটি পত্র আমরা পাইয়াছি—ইহাতে তিনি আমাদের জানাইয়াছেন যে এই মাসের ৮ ও ৯ তারিখে উপনিবেশ-সচিবের নিকট লিখিত আমাদের দুইটি পত্রের উত্তর দিতে তিনি নির্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং উহাতে তিনি লিখিয়াছেন :

"যাত্রীদের নিস্তব্ধভাবে ও জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে অবতরণ সম্পর্কে আপনার প্রস্তাবটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সরকার শুনিয়াছেন যে, আপনারা বন্দরাধ্যক্ষকে বিশেষ নির্দেশ ছাড়া জাহাজ দুইটিকে বন্দরের অভ্যন্তরভাগে না আনিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনার এই কাজ ও বর্তমানে উত্তরাধীন আপনার পত্রগুলি হইতে দেখা যায় যে সমগ্র উপনিবেশ ব্যাপিয়া ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিরোধী মনোভাব বর্তমান তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন, এবং তাহাদের (ভারতীয়দের) নিশ্চয়ই ঐ বিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।"

ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে ডারবানের এক শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে যে এই মনোভাব বর্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে, এই মাসের ৮ ও ৯ তারিখে আমাদের পত্রে প্রদর্শিত উপায়ে সরকার এই মনোভাবকে নিরুৎসাহ না করিয়া লালন করিয়াছেন।

উপরোক্ত পত্রগুলিতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল, সে বিষয়ে আপনি উল্লেখ না করায় আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি :

১। বেআইনী উদ্দেশ্যে ডারবানে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং সরকার তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করার কোনো প্রয়াস করিতেছেন না। ২। স্বাস্থ্যউপদেষ্টা সমিতির একজন সভ্য ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী এইসব সভার উদ্দেশ্যসমূহে উৎসাহী প্ররোচনাদানকারীদের একজন। ৩। এইসব সভায় কয়েকটিতে বলা হইয়াছে যে সরকার এইসব সভার উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল। ৪। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ঐ সংগঠনের কার্যকরী সমিতির নিকট বলিয়াছেন যে দাঙ্গাকারীদের বেআইনী উদ্দেশ্য-সাধনের পথে বাধা উপস্থিত করার মতো কোনো পন্থা সরকার কার্যতঃ অবলম্বন করিবেন না। ৫। বেআইনী কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিগণ, তাহারা যে-ই হোক না কেন, উহাদের বিরুদ্ধে যাত্রীগণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমরা সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করিয়াছিলাম। ৬। এই মাসের ৯ তারিখে লিখিত আমাদের পত্রে উল্লিখিত দাঙ্গাকারীদের "ঘোষণাপত্র"। ৭। দাঙ্গাকারীদের সহিত অংশগ্রহণকারী সরকারী রেলকর্মীগণ। ৮। ক্যাপ্টেন স্পার্ক্স্ ও তাঁহার অধীনে মহারাণীর কমিশন-প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত দাঙ্গার নেতৃত্ব। ৯। সরকারী কর্মচারীদেব এই বিক্ষোভে কোন প্রকার যোগদানে নিষেধ করা হইবে—এই বিষয়ে সরকারের নিকট হইতে আশ্বাস লাভের জন্য আমাদের অনুরোধ। ১০। সরকারের সুবিধার্থ যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য অবতরণ স্থগিত রাখার বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব—অবশ্য যদি ইহা করিতে গিয়া মালিকদের যে ক্ষতি হইবে, যথা দিন পিছু ১৫০ পাউন্ড, তাহা সরকার বহন করেন।

এখন আমরা এই সকল অভিযোগ ও প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রার্থনা করিতেছি, এবং অনুরোধ করিতেছি যে, জাহাজ দুইটি হইতে যাত্রীদের অবতরণে নিরাপত্তার জন্য কি কি পন্থা, যদি কিছু থাকে, অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আপনি জানাইবেন।

জাহাজ দুইটি এখন ২৪ দিন ধরিয়া বার-দরিয়ায় নোঙর করিয়া আছে, সেজন্য আমাদের দিন পিছু ১৫০ পাউন্ড খরচ হইতেছে; এই অবস্থার জন্য আমরা বিশ্বাস করি আগামীকাল দ্বিপ্রহরের মধ্যে আপনার পূবাপুরি উত্তর আমাদের দিবার যৌক্তিকতা আপনি স্বীকার করিবেন। পুনরপি আমরা আপনাকে ইহা অবগত করানো সঙ্গত বলিয়া মনে করি যে, গত রবিবার হইতে দিন পিছু ১৫০ পাউন্ড খরচা আমাদের দেওয়া হইবে এবং জাহাজ দুইটি হইতে যাত্রীদের অবতরণের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আপনি দাঙ্গাকারীদের দমনের পন্থা অবলম্বন করিতেছেন—এই বিষয়ে আপনার নিশ্চিত উত্তর না পাইলে সরকার যে আশ্রয় আমাদের দিতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি, তাহাব উপর নির্ভর করিয়া পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরে জাহাজ দুইটিকে লইয়া যাইবার প্রস্তুতি অবিলম্বে শুরু কবা হইবে।

দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারের মনে কোনো ভুল ধারণা না থাকে, সেজন্য আমরা ক্যাপ্টেন স্পার্ক্স-স্বাক্ষরিত ও গতকাল তাঁহার সহকারী ক্যাপ্টেন উইলি ও অন্যান্য কর্তৃক "কোরল্যান্ড" জাহাজের অধ্যক্ষ সমীপে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির একটি নকল এতৎসহ সন্নিবিষ্ট করিলাম (এই পত্রটি অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে[১])।

ক্যাপ্টেন স্পার্ক্স-স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির ফল হইল, এই বন্দরে অবতরণ করিলে জীবনের আশংকা দেখা দিতে পারে, এই ভয়ে বহু যাত্রীকে ভীতিগ্রস্ত করা।

[১] ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমরা ক্যাপ্টেন উইলি-লিখিত ও প্রতি জাহাজের অধ্যক্ষের সমীপে তাঁহাদের স্বাক্ষরের জন্য প্রদত্ত স্মারকলিপির নকল এতৎসহ দিলাম, জাহাজ দুইটি হইতে কেবলমাত্র যে শর্তগুলির ভিত্তিতে যাত্রীদের অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে, ইহাতে তৎকর্তৃক সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (পরিশিষ্ট বক)।

পরিশেষে আমরা অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, সরকার কি এইরূপ কলঙ্কজনক ঘটনা চলিতে দিবেন যাহা পরিণামে কেবল মহামান্যা মহারানীর বহু প্রজার মৃত্যু না হইলেও, শারীরিক ক্ষতিতে পর্যবসিত হইতে পারে?

আপনার বিশ্বস্ত সেবকবৃন্দ,
(স্বাঃ) দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং।

(পরিশিষ্ট বক)

নকল

সেণ্ট্রাল হোটেল
ডারবান, নাটাল
[জানুয়ারী ১১, ১৮৯৭]

"নাদেরী" জাহাজের অধ্যক্ষ ও 'পয়েণ্টে' বিক্ষোভকারী সমিতি উভয়ের গৃহীত শর্ত-সমূহ : ১। "নাদেরী" জাহাজ বার-দরিয়া ছাড়িয়া ডারবানবন্দরে প্রবেশ করিবার জন্য আসিবে না। ২। নাটালবাসী ভারতীয়দের সকল স্ত্রী ও শিশুদের নামিতে দেওয়া হইবে। ৩। সমিতি যদি সন্তুষ্ট হন যে তাহারা এখানে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, তবে সকল নাটালবাসী শুধু ভারতীয়দের অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে। ৪। আর সকলকে "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে স্থানান্তরিত করা হইবে, এবং "কোরল্যাণ্ড" জাহাজ যেকয়জনকে লইতে পারিবে না, "নাদেরী" জাহাজ তাহাদের বোম্বাই ফেরৎ লইয়া যাইবে। ৪ক।"কোরল্যাণ্ড" যে কয়জন ভারতীয় যাত্রীদের লইতে পারিবে না, তাহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় সঠিক পরিমাণ পাথেয় সমিতি জাহাজকে দিবে। এই বন্দরের বিনষ্ট বস্ত্রাদি ও মালপত্রের সঠিক মূল্য, তাহার বেশী নহে, ভারতীয়দের দিবে। ৬। বন্দরের পরিবর্তে বার-দরিয়ার নোঙরে থাকিয়া কয়লা ও খাদ্যদ্রব্য লইতে "নাদেরী" জাহাজের যে অতিরিক্ত খরচা হইতে পারে, এবং অনুরূপ অতিরিক্ত খরচা যাহা নোঙর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি সমিতি না দেওয়ায় জাহাজটির হইতে পারে, এই সবই সমিতি দিবে।

(পরিশিষ্ট ভ)

নকল

'পয়েণ্ট'
১৩ই জানুয়ারী, ১৮৯৭
সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট

মেসার্স দাদা আব্দুল্লা এণ্ড কোং

মহাশয়গণ,

গতকালের তারিখযুক্ত আপনাদের পত্র পাইয়াছি।

বন্দরের অধ্যক্ষ জাহাজ দুইটিকে নিষেধ-রেখা অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর অভিমুখে বেলা ১২টার সময় আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সরকার অবহিত হইবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

আপনার বিশ্বস্ত সেবক
(স্বাঃ) হ্যারি এস্‌কম্ব্।

(পরিশিষ্ট ম)

মহাশয়,

আজ সকালের **'মারকারি'** পত্রিকার আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিলাম, আপনি এই অভিমত দিয়াছেন যে, গত বুধবার (জাহাজ হইতে) অবতরণ ও ডারবান শহরের মধ্য দিয়া আগমনের ব্যাপারে মিঃ গান্ধী অবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমার হাত ছিল বলিয়া আপনার মন্তব্যের উত্তরদানের সুযোগ যদি আপনি আমাকে দেন, তবে আমি বাধিত হইব। এ পর্যন্ত বিক্ষোভ-সংগঠনের কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ পন্থা গ্রহণে আপনি প্রস্তুত না থাকিলে কথা বলাই নিরর্থক ছিল; এখন, সমিতি ভাঙিগয়া দেওয়ায় এবং সাধারণ লোকের মন আর উত্তেজিত না থাকায় আমি বিশ্বাস করি আমার পত্রটি শান্ত ও সুচিন্তিতভাবে গৃহীত হইবে। আমি এই বলিয়া শুরু করি যে, যখন বিক্ষোভ চলিতেছিল, তখন আমি মিঃ গান্ধীর ভারতে প্রকাশিত পুস্তিকার একটি প্রতি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং এই পুস্তিকা সম্পর্কেই কয়েক মাস পূর্বে রয়টারের তারবার্তা আমরা পাইয়াছিলাম, এবং আমি আমার পাঠকদের আশ্বাস দিতে পারি যে রয়টার কেবলমাত্র পুস্তিকাটি ভ্রান্তভাবে উপস্থিত করে নাই, উপরন্তু ইহাকে এতই ভ্রান্তভাবে উপস্থিত করিয়াছিল যে, এই দুইটি পড়িলে আমি এই সিন্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারি না যে, তারবার্তার লেখক পুস্তিকাটি পড়েন নাই। আমি আরো বলিতে পারি যে পুস্তিকাটিতে এমন কিছু নাই যাহাতে কোনো ব্যক্তি অসত্যের কারণে আপত্তি করিতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি যদি চান, ইহা সংগ্রহ করিতে ও পড়িতে পারেন।

আপনার পাঠকেরা তাহা করুন ও সৎ উত্তর দিন : ইহাতে কোনো অসত্য আছে কি? ইহাতে এমন কিছু আছে কি যাহা একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাহার উদ্দেশ্যের সমর্থনে বলিবার ন্যায্য অধিকারী নহেন? দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের মন ইহার রয়টার-কৃত ব্যাখ্যার দ্বারা উত্তেজিত হইয়াছিল,[১] এবং সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য একটি লোকও ছিল না। উত্তেজনার মুহূর্তে যেসব কথা কোনো ব্যক্তি উচ্চারণ করে আমি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার মনোভাবকে আহত করিতে চাই না, এবং আমি জানি তাহার শান্ত মুহূর্তে সেসব কথার জন্য সে ব্যক্তি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিবে, কিন্তু অবস্থাটি যাহাতে বোঝা যায়, সেজন্য আমি সংক্ষেপে আপনাদের সম্মুখে, অবতরণ ও শহরে আগমনের পন্থা গ্রহণের পূর্বে মিঃ গান্ধীর কি অবস্থা ছিল, তাহা নিশ্চয় পেশ করিব। সেইজন্য নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহার সম্পর্কে প্রদত্ত কয়েকটি প্রকাশ্য বিবৃতির মাত্র সারাংশ উদ্ধার করিবঃ (১) সেই ব্যক্তি আমাদের সুনাম ভারতের নর্দমায় টানিয়া নামাইয়াছে, এবং তাহার নিজের মুখের মতো কালো ও নোংরা রূপে চিত্রিত করিয়াছে।

[১] ১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) তাহাকে তীরে আসিতে দেওয়া হোক যাহাতে আমরা তাহার গায়ে থুতু দিবার সুযোগ পাই। (৩) আদেশ অনুযায়ী তাহার সহিত বিশেষ ব্যবহার করা হইবে এবং তাহাকে কখনো নাটালে অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না। (৪) সে ব্যক্তি কোয়ারাণ্টিন-অন্তরীণাবদ্ধ জাহাজের ডেকে সরকারের বিরুদ্ধে মামলার নথিপত্র সংগ্রহের কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিল। (৫) বিক্ষোভকারী সমিতির তিন জন প্রতিনিধি যখন "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে উঠিলেন, তখন সে ব্যক্তি এত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল যে জাহাজের সবচেয়ে নীচের খোলে লুকাইয়াছিল; এবং, আর এক সময়ে "কোরল্যাণ্ড" জাহাজের ডেকে তাহাকে খুব হতাশভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে যেসব উক্তি করা হইয়াছিল, এগুলি তাহাদের কয়েকটি মাত্র, কিন্তু আমার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এগুলিই যথেষ্ট। যদি উপরোক্ত অভিযোগসমূহ সত্য হইত, অথবা অন্য কথায়, তিনি যদি একজন ভীরু অপবাদরটনাকারী ব্যক্তি হইতেন ও নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া আমাদের পিঠে ছুরি বসাইতেন ও যদি তিনি এমনভাবে কাজ করিয়া থাকিতেন যাহাতে তিনি থুতু ফেলার যোগ্য পাত্র হন ও ফিরিয়া আসিতে ও ফলাফলের সম্মুখীন হইতে ভীত হন, তবে তিনি একটি সম্মানজনক বৃত্তির সদস্য হইবার অযোগ্য, অথবা যে বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নে আমাদের মতোই তাঁহার দেশবাসীরা আগ্রহ পোষণ করে ও আমাদের মতোই তাহাদের রাজনৈতিক অভিযোগ প্রকাশ করিবার তাহারা অধিকারী, সেই ব্যাপারে তিনি নেতৃপদ গ্রহণের অযোগ্য। তিনি ভারতে যাইবার পূর্বে, আমি ব্যবসায়-সম্পর্কিত ব্যাপারে কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং মামলা এড়াইতে ও বিবদমান বিষয়গুলিকে ন্যায্যভাবে উপস্থিত করিতে তিনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, এবং যে সম্মানজনক পন্থায় তিনি ব্যবসায়-ব্যাপারগুলি নাড়াচাড়া করিতেন তাহাতে আমি তাঁহার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনাপূর্বক এই কথা বলিতেছি এবং আমার সন্দেহ নাই যে এই (আইন) বৃত্তির যে সদস্যেরা মিঃ গান্ধীকে জানেন তাঁহাদের দ্বারা আমার কথা সমর্থিত হইবে। একদা জনৈক প্রখ্যাত বিচারপতি বলিয়াছিলেন যে, আইন ব্যবসায়ে সাফল্য আদালতে বিরোধীপক্ষের ক্ষতিসাধন প্রয়াসের দ্বারা অর্জিত হয় না, কেবল ঐসব বিরোধী পক্ষের সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই অর্জন করা যায়। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক বিষয়েও একজন বিরোধীকে আমরা নিশ্চয় ন্যায্য সুযোগ দিব, এবং তাহার যুক্তির উত্তর দিব প্রতিযুক্তির দ্বারা, তাহার মাথায় আধলা ইট ছুঁড়িয়া নহে। আইন ব্যাপারে ও এশীয়দের সমস্যার বিষয়ে উভয় ক্ষেত্রেই আমি মিঃ গান্ধীকে একজন নিরপেক্ষ ও সম্মানীয় বিরোধীপক্ষ বলিয়া মনে করি, তাঁহার বক্তব্য আমাদের কাছে বিরক্তিজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি অন্যায় আঘাত করিতে ঘৃণা বোধ করেন। সাধারণের সম্মুখে তাঁহার নিজেকে অপবাদমুক্ত করার জন্য, এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, তিনি তাঁহার শত্রুদের কথা বলার সুযোগ দিবেন না যে তিনি "কোরল্যাণ্ড" জাহাজে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছেন, যেখানে তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন এক সপ্তাহ থাকিতে পারিতেন; যে, তিনি ডারবানে চোরের মতো রাত্রিকালে চুপি চুপি প্রবেশ করিবেন না, কিন্তু তিনি একজন মানুষের মতো ও একজন রাজনৈতিক নেতার মতো এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হইবেন, এবং—আমাকে বলিতে অনুমতি দিন যে তিনি যথার্থই মহৎভাবে ইহা করিয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ের একজন সদস্যরূপেই আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে মিঃ গান্ধী এক সম্মানীয় বৃত্তির সম্মানীয় সদস্য, এবং তিনি যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে যাহাতে আমার কণ্ঠস্বর ঊর্ধ্বে তুলিতে পারি, এবং এই আশায় যে আমার উপস্থিতি যাহাতে

অপমান হইতে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারে। এখন আপনার পাঠকদের সম্মুখে সমগ্র ব্যাপারটি উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যে সব কারণে মিঃ গান্ধী ঐভাবে অবতরণ করিয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে। যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহাকে 'অভ্যর্থনা' করিবার জন্য লোকজন জড়ো হইয়াছে, তখন তিনি ক্যাটোর খাড়িতে জাহাজে থাকিতে পারিতেন; তিনি পুলিশঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি ডারবানের জনতার সম্মুখীন হইতে ও তাহাদের ইংরেজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন। ঐ ক্লেশদায়ক মিছিলের আগাগোড়া তাঁহার পৌরুষ ও সাহস অনতিক্রম্য ছিল, এবং আমি নাটালবাসীদের এই আশ্বাস দিতে পারি তিনি একজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোক হিসাবেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করা উচিত। ভয়প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই উঠে না, কেননা আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস করি, যদি তিনি জানিতেন যে টাউন হলটাই তাঁহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারা হইবে, তথাপি তিনি দমিয়া যাইতেন না। আমি আশা করি এক্ষণে কাহিনীটি অপক্ষপাতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ডারবান এই ব্যক্তিকে গুরুতর অপমান করিয়াছে। আমি সে দৃশ্য বর্ণনা করিতেছি না; আমি তাহা করিতে চাই না। আমি বলি ডারবান ইহার জন্য দায়ী কেননা ডারবানই সমস্ত কাণ্ড বাধাইয়াছিল, এবং ফলাফলের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য। এই ব্যবহারের দ্বারা আমরা সকলেই অপমানিত হইয়াছি। ন্যায্য ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ঐতিহ্য ধূলায় মিশিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। আসুন, আমরা ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করি, এবং যতই অনিচ্ছায় হোক না কেন, আমরা নিঃসঙ্কোচে ও উদারভাবে দুঃখ প্রকাশ করি।—আপনার বিশ্বস্ত, এফ. এ. লাফটন; **'দি নাটাল মারকারি'**, ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

গত দুই এক দিনের মধ্যে মিঃ গান্ধীর ভারতীয় পুস্তিকার রয়টার-কৃত সারাংশের তারবার্তা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইয়াছে।......এই সব সারাংশ পাঠে যে ধারণা সাধারণের মনে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা পুস্তিকাটি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের মনের ধারণা হইতে অবশ্যই ভিন্নতর।......খোলাখুলিভাবে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে মিঃ গান্ধীর পুস্তিকাটি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিতে অন্যায় বিবৃতি নহে। একজন ইউরোপীয় একজন ভারতীয়কে সমান বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহে; এবং একজন ব্রিটিশ প্রজারূপে ভারতীয়টি মনে করে যে উপনিবেশে ইউরোপীয় রক্তে জাত ব্রিটিশ প্রজাদিগের যে সব সুখ-সুবিধা আছে, সে সবে তাহার অধিকার আছে, এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা অনুযায়ী আইনতঃ সে ঐ দাবীর অধিকারী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব বর্তমান, ইহা অস্বীকার করা মূর্খতা, কিন্তু, সেই সঙ্গে, আমরা মনে করি মিঃ গান্ধী এই তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আরো বেশী বাদসাদ দিয়া ধরিতে পারিতেন যে, সামগ্রিকভাবে, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত তাঁহার দেশবাসীরা সেই শ্রেণীভুক্ত যাহাদের এমন কি ভারতবর্ষেও প্রথম শ্রেণী রেল-কামরায় ভ্রমণ করিতে বা শ্রেষ্ঠ হোটেলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।....পুস্তিকা ও তারবার্তায় প্রেরিত ইহার সারাংশের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি; শেষোক্তগুলি পড়িলে মনে হয়, এগুলি আর্মেনীয়দের প্রতি তুর্কীদের ব্যবহার সম্পর্কিত পুস্তিকার নির্ভুলরূপে লিখিত সারাংশ, এবং বস্তুতঃ কেবল রয়টার-প্রেরিত তারবার্তা পড়িলে এইরূপ ধারণাই হয়। যাই হোক, যখন মিঃ গান্ধী-রচিত পুস্তিকাটি সমগ্রভাবে পড়া যায়, তখন দেখা যায় যে ইহার বক্তব্যে সত্যকারের কষ্টের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু ইহার বেশীর ভাগ ট্রান্সভালে উইটল্যাণ্ডদের বহু ক্ষেত্রে অভিযোগসমূহের ন্যায় রাজনৈতিক অভিযোগসমূহের দ্বারা গঠিত। সংক্ষেপে বলা যায়, পুস্তিকাটিতে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্বে নাটালে মিঃ গান্ধী প্রকাশ করেন

নাই বা যাহা পূর্বে সাধারণ্যে জানা ছিল না। অপর পক্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নিজ মূল্যে গৃহীত করাইবার প্রয়াস সাধন মিঃ গান্ধী বা আর কাহারও পক্ষে নিষ্ফল মাত্র। এই ব্যাপারে ভণ্ডামি করিয়া লাভ নাই। এই দেশে দলে দলে ভারতীয়দের আগমনের ও তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে দৃঢ় গভীরমূল বিরুদ্ধ মনোভাব বর্তমান। তাহারা আইনতঃ ব্রিটিশ প্রজা হইতে পারে, কিন্তু তাহারা আইন অপেক্ষা প্রবলতর শক্তির— জাতিগত ঐতিহ্য ও অনুভূতিসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।—**'দি নাটাল মারকারি'**, ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

এইক্ষণে এই স্বীকৃতির সূচনা হইয়াছে যে, মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে চীৎকার তথ্যের দ্বারা যতটা সমর্থিত হয় তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে তিক্ত ও হিংস্র হইয়াছিল; এবং যদিও কিছু পরিমাণে বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইয়াছিল, তাঁহার বিবৃতিগুলি ঔপনিবেশিকদের চরিত্রে কালিমা লেপনের ইচ্ছাকৃত সুচিন্তিত প্রয়াস ছিল না এবং তাহা নিঃসন্দেহে ভুল ধারণার বশবর্তী কিছু সংখ্যক চরমপন্থী কর্তৃক গৃহীত প্রতিশোধমূলক মনোভাবের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে না। ইংরেজরা যে ধরণের সেবাকার্য করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন, মিঃ গান্ধী তাঁহার দেশবাসীদের জন্য সেই ধরণের সেবাকার্য করিবার প্রয়াস করিতেছেন, এবং যখন শান্তভাবে চিন্তা করার অবকাশ আসিবে, ইহা স্বীকৃত হইবে যে, তাঁহার পন্থাগুলি যতই ভ্রান্ত হোক, তাঁহার মতবাদ যতই অসমর্থনীয় হোক না কেন, যেহেতু তাঁহার দেশবাসীদের যাহা অধিকার বলিয়া মনে করেন তাহা অর্জনের জন্য তিনি প্রয়াস করিতেছেন, সে কারণে তাঁহাকে সমাজচ্যুত ও অন্ত্যজ রূপে ব্যবহার করা অতি শোচনীয় নীতি। ইহা সর্বদাই ইংরেজের গর্বের বিষয় যে তাহারা শত্রুর সহিত সকল ন্যায্য ব্যবহার বর্জন না করিয়াও কোনো একটি পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। ঔপনিবেশিকরা জানেন যে মিঃ গান্ধী যাহা দাবী করিতেছেন, তাহা মঞ্জুর করিলে উপনিবেশের মঙ্গলের পক্ষে উহা বিপজ্জনক হইবে। তাঁহারা জানেন যে এশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে মূলগত ও অবিচল জাতিগত বিভেদ রহিয়াছে, তাহা চিরকালের জন্য সামাজিক সমতামূলক সব কিছুকে বাদ দিয়া রাখিয়াছে, এবং কোনো যুক্তির দ্বারাই এই বিভেদের ব্যবধান দূর করা যাইবে না; তাঁহারা জানেন যে, যদিও বস্তুনিরপেক্ষ ন্যায় বিচার আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাইবে, আত্মসংরক্ষণের অন্তঃপ্রেরণা তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দেয় যে তাঁহাদের বর্তমান অবস্থাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়; সংক্ষেপে, তাঁহারা জানেন যে যদি এশীয়দের আগমনের সীমারেখা না থাকে তবে এই উপনিবেশ শ্বেতকায়দের উপনিবেশ থাকিবে না। যাই হোক, এই সকলই বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতি অন্যায্য ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে অভদ্র ব্যবহার অবলম্বনপূর্বক আমাদের মামলা নষ্ট না করিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যাপারের উপর জোর দিবার ফলে ইতোমধ্যেই ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, এবং আশা করা যাক যে, ভবিষ্যতে ঔপনিবেশিকরা এই বিক্ষোভ পরিচালনায় মর্যাদা ও আত্মসংযমের পরিচয় দিবেন কেননা ইহা ছাড়া আমরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন আশা করিতে পারি না।—**'দি নাটাল মারকারি'**, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

'এডভার্টাইজার' পত্রিকার সাক্ষাৎকারীর[১] নিকট প্রদত্ত মিঃ গান্ধীর বিবৃতি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত পঠিত হইয়াছে, ইহাতে দেখা যায় যে তাঁহার পক্ষে অনেক কিছু তাঁহার বলার রহিয়াছে। যদি তাঁহার উক্তিসমূহ সঠিক হয়, তবে মনে হয় তাঁহার সম্পর্কে ও এই উপনিবেশকে ভারতীয় দিয়া ভরিয়া ফেলিবার তৎপ্রস্তাবিত পরিকল্পনা যাহার ফলে

[১] ১৪৫-৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে যে সব বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। ন্যায় বিচারের স্বার্থে ইহা আশা করা যায় যে ব্যাপারটি পরিষ্কার করা হইবে। ইহা নিশ্চিত জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণের উপযোগী সংবাদ সরকারের নিকট আছে। যদি তাহাই হয়, এই সাক্ষ্য প্রকাশ করা উচিত, কারণ মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সারাংশ ইহাতেই রহিয়াছে। মিঃ গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন যে, "যদি এই উপনিবেশকে ভারতীয় লোকে ভরিয়া ফেলিবার কোনো সংগঠিত প্রয়াস করা হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমিতির নেতৃবৃন্দ বা যে কোনো ব্যক্তি সংবিধানসম্মত পন্থায় সম্পূর্ণ ন্যায্য ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে।" সেই কারণে, কিছু লোকের বিবৃতি অনুসারে যদি এই পরিকল্পনাটি প্রমাণিত হয়, তবে মিঃ গান্ধীর মুখ বন্ধ হইবে।......পুনশ্চ, তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন যে বেআইনী আটকের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে তিনি উস্কানি দিয়াছেন। এই অভিযোগের যদি কিছু প্রমাণ থাকে, তবে তাহাও উপস্থিত করা উচিত। তিনি আরো অস্বীকার করিয়াছেন যে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও কম্পোজিটরদের তিনি আনিয়াছেন, বা নাটালযাত্রীদের সংখ্যা যতটা বেশী বলা হইয়াছে, ততটা মোটেই নহে। এই সব বিষয়গুলি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হইতে পারে, এবং যদি এই-গুলির সমাধান হয় তাহাই ভাল, কেননা মিঃ গান্ধী যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাইবে যে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ অপর্যাপ্ত কারণে ও ভ্রান্তিপূর্ণ সংবাদের ভিত্তিতে শুরু হইয়াছিল।......যদি সাম্রাজ্যিক সরকারের সাহায্য পাইতে হয়, তবে নির্ভরযোগ্য কঠোর তথ্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশ ভারতীয় লোকে ভরিয়া গেল, একটি বা দুইটি জাহাজে করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সহস্র সহস্র ভারতীয় আসিতেছে বলিয়া হট্টগোল করিলেই আমাদের দাবীকে আগাইয়া লইয়া যাইবে না, এবং তারপর যখন এই সব হট্টগোল শান্ত হইবে, তখন দেখা যাইবে যে কেবল এক বা দুইশত ভারতীয় রহিয়াছে। অতিরঞ্জনের দ্বারা কোনো কিছু লাভ করা যাইবে না।......এই ঘটনা অস্বীকার করা যাইবে না যে, বিক্ষোভের দিনেই বিক্ষোভকারীদের দ্বারা উত্তেজিত মনোভাবের ফলে সরকারের প্রতিনিধি-প্রদত্ত যাত্রীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া এই পাশবিক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। গোড়ায় যতদূর ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী যদি বিক্ষোভকে যাইতে দেওয়া হইত, তবে বৃহত্তর ঘটিতে পারিত তাহার পরিচয় এই ঘটনায় পাওয়া যায়।—**'দি নাটাল এডভার্টাইজার।'** ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৭।

মহামান্যা মহারানীর মুখ্য উপনিবেশ-সচিবের নিকট নাটালের গভর্ণর-কর্তৃক প্রেরিত ১৮৯৭-এর ১০ই এপ্রিল তারিখযুক্ত ৬২ সংখ্যক বার্তায় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি।

ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের দলিলাদিঃ আবেদনপত্র ও বার্তাসমূহ, ১৮৯৭।

৩০. আর. সি. আলেকজাণ্ডারের[১] নিকট চিঠি

ডারবানে জনতা গান্ধীজীকে আক্রমণ করিলে কেমন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার ও রক্ষা করা হয়, তাঁহার অটোবায়োগ্রাফিতে (আত্মজীবনী), পৃঃ ১৯২-৪, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার স্ত্রী ১৮৯৭-এর ২২শে জানুয়ারি তাঁহাকে যে চিঠি (এস্. এন্. ১৯৩৮ ও এস্. এন্. ১৯৩৯) লেখেন তাহা হইতে বোধ হয় যে গান্ধীজী তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন ও ব্যক্তিগত উপহার পাঠাইয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট যে চিঠি লেখেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পাওয়া যায় নাই। ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই চিঠিখানি ও ইহার পরবর্তী যে চিঠিখানির তিনি মুসাবিদা করেন সেগুলি অবশ্য লিপিবদ্ধ আছে।

ডারবান,
মার্চ ২৪, ১৮৯৭

শ্রী আর সি. আলেকজাণ্ডার
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বরো পুলিস
ডারবান

সবিনয় নিবেদন,

১৮৯৭-এর ১৩ জানুয়ারি তারিখে আপনি এবং আপনার অধীনস্থ পুলিস যেরূপ চমৎকার শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে ভালবাসিয়া আমরা আনন্দ পাই এরূপ একজনের জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, এই সঙ্গে, একটি সোনার ঘড়ি পাঠাইতেছি। উহাতে যথাযোগ্য কিছু লিখনও সন্নিবিষ্ট হইল।

আমরা জানি যে আপনি মনে করেন, যাহা আপনি করিয়াছেন তাহাতে আপনার কর্তব্যপালনের বেশি কিছুই করা হয় নাই; তবুও আমরা মনে করি, আমরা যদি কোন রকমে, নম্রচিত্তে, সেই সঙ্কট-সময়ে আপনি যে মূল্যবান কাজ করিয়াছিলেন তাহার গুণগ্রহণ করিবার কথা না জানাই তবে আমাদের পক্ষে তাহা বিশেষ অকৃতজ্ঞতা হইবে।

তাহার উপর, সেই একই কারণে, আপনার অধীনস্থ যে বাহিনী সেই সময়ে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিলি করিবার জন্য আমরা এই সঙ্গে দশ পাউণ্ড পাঠাইতেছি।

আপনার ইত্যাদি

দস্তখতবিহীন হস্তলিখিত নকলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে: এস্. এন. ২১৪৯।

[১] ১৫৬ পৃষ্ঠার প্রারম্ভিক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩১. শ্রীমতী আলেকজাণ্ডারকে লেখা চিঠি

ডারবান,
মার্চ ২৪, ১৮৯৭

শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার
ডারবান

সবিনয় নিবেদন,

এই সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলনের সংকট-মুহূর্তে, আপনার পক্ষে গুরুতর ব্যক্তিগত বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আপনি যেরূপ ভাবে এমন একজনকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যাঁহাকে ভালবাসিয়া আমরা আনন্দ বোধ করি, তাহাতে আপনার সেই কাজের মহত্ত্ব-স্বীকারের নিদর্শন হিসাবে, এই কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, যথাযোগ্য কিছু লিখন সন্নিবেশ করিয়া একটি সোনার ঘড়ি, চেন ও লকেট এই সংগে আপনাকে উপহার পাঠাইতেছি।

আপনার কাজ চিরদিন যথার্থ নারীত্বের আদর্শ হইয়া থাকিবে। আপনাকে যাহাই উপহার দিই না কেন, আমাদের নিশ্চিত ধারণা, তাহাতে আপনার কাজের যথাযোগ্য প্রতিদান করা হইবে না।

আপনার ইত্যাদি

দস্তখতবিহীন হস্তলিখিত নকলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন. ২১৫০।

৩২. নাটাল বিধানসভার (এসেম্ব্লি)[১] নিকট আবেদন

নাটালে ১৩ই জানুয়ারির বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলীর বিষয়ে, গান্ধীজী, ১৮৯৭-এর ১৫ই মার্চ তারিখে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট যে আবেদন করেন তাহাতে তিনি, নাটাল বিধানমণ্ডলের (লেজিস্লেচার) বিবেচনাধীন সংক্রমণ-নিরোধক, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স্ (অনুজ্ঞাপত্র) বিষয়ক, ও অভিবাসন সংকোচক বিল(বিধেয়ক)গুলির বিস্তারিত বর্ণনা করেন। ঐ বিলগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার-সঙ্কোচের প্রস্তাব ছিল। আবেদনে তিনি আভাস দেন যে বিলগুলি আইনে পরিণত হইলে ভারতীয়েরা মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকটে আবেদন করিবে। ১৮৯৭-এর ২রা জুলাই তারিখের আবেদন দেখিলে বোঝা যাইবে যে ইহা কার্যে পরিণত

[১] ২৯-৩-১৮৯৭ তারিখের নাটাল মারকারি কয়েক লাইন ভূমিকার সহিত ও কথার সামান্য অদলবদল করিয়া দরখাস্তের মূল পাঠটি প্রকাশ করে।

হইয়াছিল। কিন্তু এই উপায় অবলম্বনের আগে নাটাল বিধানসভাতেই ২৬শে মার্চ এক দরখাস্ত করা হয়। মূল দরখাস্তের বিষয় **নাটাল মার্কারিতেও** প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে উহা ২রা জুলাইএর আবেদনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। দরখাস্তটি নীচে দেওয়া হইল।

ডারবান,
২৬শে মার্চ, ১৮৯৭

পার্লামেণ্টে সম্মিলিত, নাটাল কলোনির মান্য বিধানসভার মাননীয় সভাপাল (স্পীকার) এবং সদস্যগণ সমীপে

এই কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিহিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী-গণের আবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করে :

সংক্রমণ-নিরোধ, ব্যবসার লাইসেন্স্, অভিবাসন ও অচুক্তিবন্ধ ভারতীয়-দের সংরক্ষণ, এই সকল বিষয়ে যে বিলগুলি[১] বিবেচনার জন্য এখন এই সভার সম্মুখে আছে অথবা শীঘ্রই এই সভার সম্মুখে আসিবে, সেইগুলির সম্পর্কে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনোভাব, আবেদনকারীগণ এই সভার সম্মুখে উপস্থাপন করিতে চায়।

আবেদনকারীগণের ধারণা, উল্লিখিত প্রথম তিনটি বিলের অভিপ্রায় হইল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, কলোনিতে মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের অভিবাসনের সংকোচ ঘটানো। যে সকল লোককে এই সকল বিলের অধীনে আনা উদ্দেশ্য[২], বিস্ময়ের বিষয় হইলেও, এগুলিতে তাহাদের কোন উল্লেখ নাই। আবেদন-কারীগণ অশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিতে চায় যে এরূপ কার্যবিধি ব্রিটিশ-জনোচিত নয়, এবং সেই কারণে, দক্ষিণ আফ্রিকার যে কলোনিকে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্রিটিশ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করা হয় সেখানে ইহার সমর্থন হওয়া উচিত নয়। কলোনিতে ভারতীয়দের উপস্থিতি ক্ষতিকর এবং কলোনির মধ্যে ভারতীয়ের আমদানি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে ইহা যদি এই সভার নিকট সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হয় তবে, আবেদনকারীগণের মতে, প্রত্যক্ষ-ভাবে এই অনিষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল পাস করা হইলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষার দিক হইতে ভাল হইবে।

কিন্তু আবেদনকারীগণ সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতে চায়, ইহা সহজেই

[১] এই সকল আইনের ধারাগুলি ৩২০-২৮ পৃষ্ঠায় তুলিয়া দেওয়া হইল।

[২] এই আইনগুলি ভারতীয়দের উপর প্রযুক্ত হইবে এরূপ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকিলেও চারটি আইনের তিনটিতে বিশেষ করিয়া ভারতীয়দের উল্লেখ নাই; কেবল অচুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণ বিলে নাম করিয়া ভারতীয়দের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেখান যাইবে যে কলোনিতে ভারতীয়দের উপস্থিতি, কলোনির পক্ষে ক্ষতির কারণ না হইয়া মঙ্গলের কারণই হইয়াছে এবং কলোনিতে ভারতীয়দের আশঙ্কাজনক আমদানি নাই।

ইহা স্বীকৃত যে, যে-সকল ভারতীয়কে কলোনি হইতে দূরে রাখা এই বিলগুলির অভিপ্রায় তাহারা "মদ্যপায়ী নহে এবং পরিশ্রমী"। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃপক্ষগণ এবং ভারতীয়দের চরম শত্রুরাও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে এরূপ একশ্রেণীর লোক যেখানেই যাক না কেন সেখানকার পক্ষে, আরও বিশেষ করিয়া নাটালের মত নবজাগ্রত দেশগুলির পক্ষে, তাহা আর্থিক লাভের কারণ না হইয়া পারে না।

আবেদনকারীগণ নির্বন্ধসহকারে আরও বলে, অভিবাসীদের এক্‌টিং প্রোটেক্‌টর (কার্যকারী সংরক্ষক) যে-হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন[১] তাহাতে দেখা যায় যে গত আগস্ট ও জানুয়ারি মাসের মধ্যে ১,৯৬৪ জন ভারতীয় কলোনিতে আসিয়াছে, আর সেই সময়ের মধ্যে ১,২৯৮ জন কলোনি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবেদনকারীগণ নিশ্চিত বোধ করে, এই বৃদ্ধিকে, এই সভা, আলোচ্য বিলগুলি আনয়ন করার পক্ষে যথেষ্ট হেতু বলিয়া মনে করিবেন না। আবেদনকারীগণ ভরসা করে, এই সভা একথাও অগ্রাহ্য করিবেন না যে এই ৬৬৬ জন ভারতীয়ের সকলে না হইলেও, অধিকাংশ নিশ্চয়ই ট্রান্সভালে চলিয়া গিয়াছে।

আবেদনকারীগণ অবশ্য একথা বলিতে চায় না যে উল্লিখিত বিবৃতিগুলি পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু তাহারা বলে, ঐ বিবৃতিগুলি প্রথম দৃষ্টিতেই তদন্তযোগ্য একটি বিষয় উপস্থিত করিয়াছে।

আবেদনকারীগণের আশঙ্কা যে বিচারবিহীন জনমতকে ঐ বিলগুলি উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। সেই কারণে সসম্মানে নিবেদন করা হইতেছে যে বিলগুলি বিবেচনা করিবার পূর্বে, অন্যায়ের কারণটি বর্তমান আছে কি না, এই সভার তাহা নিঃসংশয়রূপে অবধারণ করা উচিত।

আবেদনকারীগণ সবিনয়ে জানাইতে চায় যে বিলগুলির বিষয়ে এই সভার নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে স্বতন্ত্র ভারতীয় অধিবাসীদের লোকগণনা করা ও ভারতীয়দের উপস্থিতি অনিষ্টকর কি না সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা একান্ত আবশ্যক। ইহা এমন একটি ব্যাপারও নয় যাহা করিতে সুদীর্ঘ সময় লাগিবে, এত দীর্ঘ যে তদন্ত শেষ করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে তাহা নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

আবেদনকারীগণ নিবেদন করে, বিলগুলির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য, এবং বিলগুলি যে সময় আসিবার আগেই আনীত হইয়াছে তাহার কথা, বাদ দিয়া

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৩।

বিলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সেগুলি অন্যায় এবং স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা।

সংক্রমণ-নিরোধক বিলের সমালোচনা করিতে গিয়া, আবেদনকারীগণ, এই সভাকে নিঃসংশয়ভাবে জানাইতে চায় যে লোকেদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা যতই কঠোর হোক না কেন, তাহার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আবেদনকারীগণের নাই। সংক্রামক ব্যাধির আমদানি হইতে কলোনিকে রক্ষা করিবার জন্য সংক্রমণ-নিরোধনের যে কোন উপায়ই অবলম্বিত হোক না কেন আবেদনকারীগণ তাহা সমাদরে গ্রহণ করিবে এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে। আবেদনকারীগণ কিন্তু সাহসপূর্বক বলিতে চায় যে বর্তমান বিলটি ভারতীয়-বিরোধী কর্মনীতির[১] একটি অংশ মাত্র এবং এই হিসাবে. ইহার বিরুদ্ধে সসম্মান প্রতিবাদ জানানো, আবেদনকারীগণ, তাহাদের কর্তব্য বলিয়া বোধ করে। আবেদনকারীগণ মনে করে যে, ব্রিটিশ কলোনিতে এরূপ একটি আইন চলিলে, যে-সকল রাজ্য, ব্রিটিশের শক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাহাদের পক্ষে, তাহারা নিজেরা সংক্রমণ নিরোধের যে-সকল বিরক্তিকর বিধি অবলম্বন করিতেছে তাহা সমর্থন করার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যবসা-লাইসেন্স্ (ট্রেডিং লাইসেন্সেস্) বিল যেখানে কলোনির অধিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে তাহাদের বাড়ি-ঘর উত্তম স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে ও তাহাদের কেরানি এবং পরিচারকদের জন্য যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে শিক্ষা দিতে চায়, আবেদনকারীগণ ততদূর পর্যন্ত সেগুলিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

কিন্তু আবেদনকারীগণ, লাইসেন্স দিবার কর্মকর্তাকে (অনুজ্ঞাপত্র আধিকারিক) "তাঁহার নিজের ইচ্ছামত" নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুর করার বা অস্বীকার করার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে, এবং আরও বিশেষ করিয়া, যে প্রকরণে ঔপনিবেশিক সচিবকে (কলোনিয়াল সেক্রেটারি) বা ক্ষেত্রবিশেষে টাউন কাউন্সিল বা টাউন বোর্ডকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে, বিনয়ের সঙ্গে একান্তভাবে প্রতিবাদ করিতেছে। আবেদনকারীগণের আশঙ্কা, এই প্রকরণগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে বিলটি একমাত্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি বা সঙ্ঘের, জনতার হৃদয়াবেগ বা বিচারবিহীন ধারণার দ্বারা অভিভূত ও পরিচালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, তাহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতম বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার হইতে প্রজাকে বিচ্যুত করা, পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশে খামখেয়ালী ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪৮, ১৯০-১, ২২৮, ৩০৮-১১।

ব্রিটিশ রাজ্যসমূহে ব্রিটিশের সুনাম ও তাহাদের সংবিধানের—যাহা সংগত-ভাবেই পৃথিবীতে বিশুদ্ধতম বলিয়া অভিহিত হয়—পক্ষে তো উহা অপমান-জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে যাহা কিছু, ব্রিটিশ রাজ্যগুলির উচ্চতম ধর্মাধিকরণসমূহের,—যে-ধর্মাধিকরণগুলি কঠিন-তম পরীক্ষায় পড়িয়াও নিজেদের চূড়ান্ত নিরপেক্ষতার সুযশ রক্ষা করিয়াছে,—সম্মুখে প্রজাদের কল্পিত কিংবা বাস্তব অভিযোগ ব্যক্ত করিবার অধিকার হরণ করিয়া লয়, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই, ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে ও মহারানীর নিম্নতম প্রজারাও যে নিরাপত্তার ভাব বোধ করে তাহার পক্ষে, বেশী ক্ষতিকর হইতে পারে না। সেইজন্য আবেদনকারী-গণের বিনীত নিবেদন এই যে বিলগুলির সম্বন্ধে মাননীয় সভা যাহাই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচনাধীন প্রকরণটিকে অগ্রাহ্য করিবেন।

ইউরোপীয় অক্ষরে[১] ফর্‌ম্ পূরণ করিতে হইবে বলিয়া অভিবাসন-সঙ্কোচন বিলের যে প্রকরণ, উহা বিলটিকে একটি শ্রেণীগত বিলে পরিণত করিয়াছে এবং আবেদনকারীগণের মতে উহা ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্যায্য ব্যবস্থা। আবেদনকারীগণের নিবেদন যে বর্তমান ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত ঐ প্রকরণটির সংশোধন আবশ্যক। কারণ, সংগতিপন্ন ভারতীয়দের বেশির ভাগই ভারত হইতে গৃহের পরিচারকদের আনে এবং কয়েক বৎসর কাজের পর তাহারা অবসর গ্রহণ করে ও তাহাদের বদলে অন্য লোক আনা হয়। এই ব্যবস্থায় কলোনিতে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়ে না অথচ ভারতীয়দের পক্ষে তাহাতে সুবিধা হয়। এরূপ পরিচারকদের ইংরেজী বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা জানা সম্ভব নয়। তাহারা কোন রকমেই ইউরোপীয়দের সংগে প্রতিযোগিতায় আসে না। তজ্জন্য আবেদনকারীগণ বলে যে, অন্য কোন কারণে না হইলেও, এই কারণেই প্রকরণটি এরূপভাবে পরিবর্তিত হওয়া দরকার যাহাতে ঐ শ্রেণীর ভারতীয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ২৫ পাউন্ড সংক্রান্ত প্রকরণটিও ঐ একই নীতি অনুসারে আপত্তিজনক[২]। আবেদনকারীগণ বলে যে, অন্তত এরূপ সকল ব্যাপারে, কলোনির বর্তমান ভারতীয় জনগণের স্বার্থের বিষয় সহানুভূতির সংগে বিবেচিত হওয়া উচিত।

অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণসংক্রান্ত[৩] বিলের সম্পর্কে গভর্মেণ্টের

[১] দ্রষ্টব্য ধারা ৩ (ক), পৃঃ ৩২২ এবং ফর্মের জন্য তফসিল খ পৃঃ ৩২৫।

[২] ৩ (খ) ধারা আর্থিক যোগ্যতার সম্পর্কে (পৃঃ ২৩০) বদলাইয়া পরে 'নিঃস্ব ব্যক্তিদের' সম্পর্কে একটি প্রকরণ সন্নিবিষ্ট হয়, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২২।

[৩] দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭৯-৮০ ও পৃঃ ৩১৯; যে বিলটি গৃহীত হয় তাহার মূল পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৭।

সদিচ্ছার জন্য আবেদনকারীগণ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, বিশেষ করিয়া এই জন্য যে ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক ও গভর্মেণ্টের মধ্যে এই সংক্রান্ত পত্রবিনিময়ের ফলে বিলটির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু গভর্মেণ্ট যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার কার্যকারিতা ৫ম প্রকরণের[১] দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। এই প্রকরণে, ২য় প্রকরণে বর্ণিত পাস না থাকার দরুন স্বতন্ত্র ভারতীয়দের যাহারা গ্রেপ্তার করিতে পারে তাহাদিগকে, অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করার জন্য ক্ষতিপূরণের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যখন কোন কর্মচারী গ্রেপ্তার করিতে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখায় কেবল তখনই গোলমালের সৃষ্টি হয়[২]। আবেদনকারীগণ মনে করে যে ১৮৯১-এর ২৫ নং বিধির ৩১ প্রকরণ অনুযায়ী কাজ করার জন্য কর্মচারীদের সহজবোধ্য নির্দেশ দেওয়াই যথেষ্ট হইত। বিলটি, পক্ষান্তরে, ভারতীয়দের নিকট পাস না থাকিলে, পুলিসকে, দণ্ডের ভয় না রাখিয়া, তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি দিয়াছে। আবেদনকারীগণ উল্লেখ করিতে পারে যে কেবল পাস লইলেই পাস-গ্রহীতা বিরক্তি হইতে অব্যাহতি পায় না। পাস সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়ানো সর্বদা সম্ভব নয়। এরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে যে ভারতীয়েরা যখন অল্প সময়ের জন্যও পাস না লইয়া ঘরের বাহিরে গিয়াছে তখন কর্মচারীদের অতিরিক্ত উৎসাহের জন্য তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে। অতএব, আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে বিলটি, ভারতীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা না করিয়া, উহার ৫ম প্রকরণের দরুনে, তাহাদিগকে, সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, লাঞ্ছনার ভাগী করিয়া তুলিবে। আবেদনকারীগণ, সেই কারণে, ভরসা করে যে এই মাননীয় সভা আইনটির এরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করিবেন যাহাতে উহা, উহার নিঃসন্দেহ যেরূপ অভিপ্রায় সেইরূপ ভাবেই, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যথার্থ হিতকর হইয়া উঠিতে পারে।

পরিশেষে, আবেদনকারীগণ পুনরায় এই কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করে যে প্রথম তিনটি বিলের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রধান আপত্তি এই যে যে-অন্যায় দমন করা ঐ বিলগুলির অভিপ্রায় সে-অন্যায় বর্তমান নাই, এবং সেইজন্য আবেদনকারীগণের প্রার্থনা, ঐ বিলগুলি বিবেচনা করার পূর্বে এই সভা আদেশ দিবেন যে কলোনির স্বাধীন ভারতীয় জনগণের আদমশুমারি করা হোক, কয়েক বৎসর ধরিয়া বার্ষিক-বৃদ্ধি নিরূপণ করা হোক, এবং

[১] যে ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা আইনটির ৪র্থ প্রকরণে আছে; দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৭।

[২] নবম পৃষ্ঠায় এক ভারতীয় মহিলার যে মামলার কথা বলা হইয়াছে—যে মামলায় অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পান—এখানে স্পষ্টই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভারতীয় জনগণের উপস্থিতি সাধারণভাবে কলোনির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য তদন্ত শুরু করা হোক।

এবং অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণ বিল হইতে উহার পঞ্চম প্রকরণ তুলিয়া দেওয়া হোক অথবা সভা যেরূপ সঙ্গত মনে করেন সেইরূপ আর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হোক।

এবং এই অনুকম্পা ও ন্যায়বিচারের জন্য আবেদনকারীগণ বরাবর প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আবদুল করিম দাদা এণ্ড কোং

পিটারমরিজবার্গ দফ্‌তরখানা, নির্দেশ এন্ পি. পি., খণ্ড ৬৫৬, আবেদন ৬।

৩৩. ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট পত্র

গান্ধীজী ও নাটাল গভর্মেন্টের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয় এই পত্রখানি তাহার অন্তর্গত। ১৮৯৭-এর ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী চিঠিখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেন।

ডারবান,
২৬শে মার্চ, ১৮৯৭

মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব
মরিজবার্গ
সবিনয় নিবেদন,

মাননীয় গভর্নর মাননীয় মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন[১] এবং যাহা আজকার **মার্কারি**তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে তিনি এরূপ বলিয়াছেন :

"আমি জানিতে পারিলাম, কুপরামর্শপ্রণোদিত লোকেরা যখন বিক্ষোভ-প্রদর্শনের শান্তিপূর্ণ পরিণতিতে ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজনা যখনও প্রশমিত হয়

[১] ১৬৪ ও ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, ১৮৯৭-এর ১৩ই জানুয়ারির ঘটনাটির, ঐ বার্তায় এইরূপ উল্লেখ আছে : "শ্রীগান্ধী একজন পারসী (এইরূপ মুদ্রিত আছে) ব্যবহার-জীবী—যিনি ভোটাধিকার বিষয়ে সাম্প্রতিক আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে যে-আন্দোলন হয় তাহার পুরোভাগে ছিলেন, এবং যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিষয়ে এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন, যাহার কতকগুলি বিবরণ এখানে রোষের সঞ্চার করিয়াছে,—জাহাজ হইতে নামিবার নির্দিষ্ট জায়গায় অবতরণ না করিয়া ডারবান বরোর সীমানায় অবতরণ করেন। কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে। তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে ও তাঁহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।" ইহার পর আসে, গান্ধীজী উপরে যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং যাহা এই কথায় শেষ হইয়াছে : "এবং এই ব্যাপারে তাঁহার কাজের দায়িত্ব তিনি স্বীকার করেন।" (**দি নাটাল মার্কারি**, ২৬-৩-১৮৯৭)

নাই এমন এক প্রতিকূল মুহূর্তে তীরে নামিয়া শ্রীগান্ধী এমন পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন যাহা তিনি এখন মন্দ বলিয়া স্বীকার করেন।[1]"

যেহেতু আমি সর্বদাই মনে করিয়াছি, এবং এখনও মনে করি, যে যে-পরামর্শ অনুসারে আমি কাজ করিয়াছিলাম তাহা উত্তমই ছিল সেই কারণে, আপনি যদি আমাকে জানান, কোন ভিত্তিতে আপনি ঐ বর্ণনা[2] করিয়াছিলেন তাহা হইলে আমি খুশী হইব।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ৮-৪-১৮৯৭

৩৪. নাটাল কাউন্‌সিলের[3] নিকট আবেদন

মার্চ ২৬, ১৮৯৭[4]

পার্লামেণ্টে সমবেত, নাটাল কলোনির মান্য বিধান পরিষদের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণ সমীপে,
পিটারমরিজবার্গ
কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের আবেদন

সবিনয় নিবেদন এই,

বর্তমানে আপনাদের সম্মুখে বিবেচনার জন্য যে অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণ বিল[5] উপস্থিত আছে সেই বিল সম্পর্কে আবেদনকারীগণ মান্য সভার নিকট হাজির হইতে সাহসী হইয়াছে। বিলটির উপস্থাপনে

[1] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৯৯ জাহাজ কোম্পানির আইনসম্পর্কিত পরামর্শদাতা শ্রীলাফ্‌টন, যিনি পরে গান্ধীজীকে পাহারা দিয়া তীরে লইয়া যান, বস্তুত যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা এই : কেহ আপনাকে আঘাত করিবে এরূপ আশংকা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এখন সবই ঠাণ্ডা হইয়াছে। শ্বেতকায়েরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, লুকাইয়া শহরে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না। (দি অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ১৯১)।

[2] দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮০।

[3] এই আবেদনের মূলবিষয় ও বিধানসভার নিকট ২৬শে মার্চ যে আবেদন করা হয় সেই আবেদনের অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণ বিল সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়বস্তু, বস্তুত এক; দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭৬-৭৭ ও পাদটীকাগুলি।

[4] ইহাই আবেদনটির তারিখ (এস্. এন্. ২০৬৪) যদিও ইহা ৩০শে মার্চ উপস্থাপিত করা হয়।

[5] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১৯-২০ এবং আইনটির মূল পাঠের জন্য পৃঃ ৩২৭।

গভর্মেণ্টের সদিচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় আবেদনকারীগণ গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছে, বিশেষ করিয়া যখন মনে হইতেছে যে গভর্মেণ্ট ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোন কোন লোকের মধ্যে পত্রবিনিময়ের ফলে ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু আবেদনকারীগণ আশঙ্কা করে, বিলের যে-প্রকরণে, পাস সঙ্গে না থাকার জন্য কোন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করিলে, যে কোন কর্মচারীকে বেআইনি গ্রেপ্তারের অভিযোগে ক্ষতিপূরণের মামলার দায় হইতে, অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, বিলটির সেই প্রকরণ বিলটির সফলতা একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিবে। যখন কোন কর্মচারী, ১৮৯১-এর ২৫নং আইনের ৩১ ধারাকে কার্যকর করিতে অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখাইয়াছে কেবল তখনই গোলমাল বা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই হেতু, আবেদনকারীগণের মতে, আইনপ্রয়োগের সময়ে অপরের প্রতি সুবিবেচনা দেখাইবার জন্য পুলিস কর্মচারীদের সহজ নির্দেশ দেওয়া হইলে অসুবিধার মাত্রা কম হইত। আশঙ্কা হয়, বর্তমান বিলে অসুবিধা বাড়িয়া যাইবে, কেননা কেবল পাস গ্রহণ করিলেই গ্রহীতা গ্রেপ্তারের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না। পাস সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে হইবে। সকল সময় উহা সহজ কাজ নয়। এরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে যখন ভারতীয়েরা তাহাদের বাসস্থান হইতে অনতিদূরে, সঙ্গে পাস না থাকার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে ও তাহাদের খুব উত্ত্যক্ত করা হইয়াছে। বিলের পঞ্চম প্রকরণ বজায় থাকিলে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আরও বেশী হইবে। এবং যেহেতু বিলটি ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই কারণে, আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে সেই সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতি কিছু সুবিবেচনা করা উচিত। অতএব, আবেদনকারীগণের বিনীত প্রার্থনা এই যে ঐ বিল হইতে উহার পঞ্চম প্রকরণ তুলিয়া দেওয়া হউক অথবা এই সভার বিবেচনায় যাহা যোগ্য ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় এরূপ কোন প্রতিবিধান মঞ্জুর করা হউক। এবং এই ন্যায়বিচার ও অনুকম্পার জন্য, আবেদনকারীগণ, বরাবর যথাকর্তব্য প্রার্থনা করিতে থাকিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।[১]

নাটাল বিধানপরিষদের ১৮৯৭-এর ৩০শে মার্চের কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার হইতে উদ্ধৃত।

ঔপনিবেশিক অফিসের নথিপত্র: ১৮১ নং, খণ্ড ৪২; এবং পিটারমরিজবার্গের দফ্‌তরখানা, এন্. পি. পি. খণ্ড ৬৫৬, আবেদন ৬।

১ ঔপনিবেশিক অফিসের নথিপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপিতে কোন স্বাক্ষর নাই।

৩৫. নাটালে ভারতীয়দের অবস্থা

গান্ধীজী, শ্রীচেম্বারলেনের নিকট ১৮৯৭-এর ১৫ই মার্চ যে গুরুত্বপূর্ণ আবেদন পাঠান, একখানি চিঠির সঙ্গে তাহার প্রতিলিপি ইংলণ্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা জনহিতরত লোকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ চিঠিখানি নীচে দেওয়া হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অনুকূলে জনমতকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা ছাড়াও, ঐ বৎসরই পরে লণ্ডনে ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হওয়ার ব্যবস্থা ছিল, স্পষ্টই তাহার কথা গান্ধীজীর মনে ছিল।

ওয়েস্ট স্ট্রীট
ডারবান (নাটাল)
মার্চ ২৭, ১৮৯৭[১]

সবিনয় নিবেদন,

নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপে আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, নাটালের এখনকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে মাননীয় শ্রীজোসেফ চেম্বারলেনের নিকট যে আবেদন পাঠানো হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি ও অনুরোধ করিতেছি যে অনুগ্রহপূর্বক আপনারা ইহাতে মনোনিবেশ করিবেন। আমাদের আন্তরিক আশা, বিষয়টির গুরুত্ব আবেদনের দীর্ঘতাজনিত অসুবিধা সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিবে এবং সেই কারণে, আবেদনপাঠ হইতে আপনাদের নিবৃত্ত করিবে না।

কলোনির ভারতীয় প্রশ্ন সঙ্কটমুহূর্তে আসিয়া পেঁাছিয়াছে। ইহা শুধু এই কলোনিতে অবস্থিত মহারানীর ভারতীয় প্রজাদেরই স্পর্শ করিতেছে না, ভারতের সমস্ত জনগণকেই স্পর্শ করিতেছে। ইহা দেখিতে মুখ্যত সাম্রাজ্যগত প্রশ্নের মত। **টাইম্‌স্** পত্রিকা যেমন লিখিয়াছেন, "তাহারা এক ব্রিটিশ অধিকার হইতে অন্য ব্রিটিশ অধিকারে যাইতে পারে কি পারে না, এবং মিত্ররাজ্যসমূহে ব্রিটিশ প্রজার স্বত্বসুবিধা দাবি করিতে পারিবে কি পারিবে না?" ইউরোপীয় নাটাল বলিতেছে যে নাটাল সম্পর্কে তাহারা উহা পারিবে না। নাটালের এই মনোভাব হইতে উদ্ভূত উৎপীড়নের শোচনীয় কাহিনীই আবেদনে প্রকাশ পাইয়াছে।

শীঘ্রই লণ্ডনে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের এক আলোচনা-সভা হইবে। উহাতে, উপনিবেশগুলিকে, ইউরোপীয়দের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না অথচ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যাইবে এরূপ আইন করিতে দেওয়া হইবে কিনা,

[১] এই তারিখেই চিঠিখানি লেখা হয় এবং আবেদনের সঙ্গে, ১৮৯৭-এর ৬ই এপ্রিল তারিখে, নাটালের গভর্নরের নিকট দিবার জন্য উহা তৈরি রাখা হয়। দ্রষ্টব্য ১৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

এবং দিলে কত দূর পর্যন্ত দেওয়া হইবে, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শ্রীচেম্বারলেনের আলোচনা হইবে। সেইজন্য নাটালে আমাদের অবস্থা কিরূপ তাহা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করা আমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয়েরা কলোনিতে বর্তমানে আইনগত যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার কতকগুলি নীচে দেওয়া হইল :

১. রাত্রি ৯টার পরে ভারতীয়েরা পাস[১] না দেখাইয়া কার্যত বাহিরে যাইতে পারে না। ইউরোপীয়দের এরূপ কোন বাধাই নাই।

২. দিনের যে কোন সময়ে, সে যে স্বাধীন ভারতীয় এই মর্মে কোন পাস না দেখাইতে পারিলে, যে কোন ভারতীয় গ্রেপ্তার হইতে পারে। (এখানে আইন যেরূপভাবে প্রযুক্ত হয় বিশেষ করিয়া তাহারই বিরুদ্ধে অভিযোগ।)

৩. গৃহপালিত পশু তাড়াইয়া লইয়া যাওয়ার সময় ভারতীয়দের পাসের দরকার হয়; ইউরোপীয়দের হয় না।

৪. ডারবানের এক উপবিধিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে আদিবাসী ভৃত্য ও ভারতীয় ভৃত্যদের রেজিস্ট্রিভুক্ত হইতে হইবে। ভারতীয়দের এই বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে "অন্য যাহারা এশিয়ার অসভ্য জাতিসমূহের লোক"।

৫. কোন চুক্তিবন্ধ ভারতীয় যখন চুক্তিমুক্ত হয় তখন তাহাকে ভারতে ফিরিয়া যাইতে হয়,—সেক্ষেত্রে তাহার জাহাজভাড়া দিয়া দেওয়া হয়,—অথবা কলোনিতে আংশিকভাবে স্বাধীন লোকের মত বাস করার অনুমতির মূল্য-স্বরূপে তাহাকে মাথাপিছু বার্ষিক ৩ পাউন্ড কর দিতে হয়।[২] (লন্ডনের টাইম্‌স্‌ পত্রিকা এই ব্যবস্থাকে "দাসত্বপ্রথার বড়ই কাছাকাছি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।)

৬. ভোটাধিকারী হইতে হইলে ভারতীয়দের প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহারা এমন এক দেশের লোক যে-দেশে "পার্লামেন্টীয় ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনশীল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচলিত আছে,"[৩] অথবা তাহাদের সপরিষদ-রাজ্যপালের নিকট হইতে অব্যাহতির আদেশ পাইতে হইবে। ইউরোপীয়দের কিন্তু এরূপ কিছুই করিতে হয় না। (এই আইন গত বৎসর পাস হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয়েরা কলোনির সাধারণ ভোটাধিকার আইনের বলে ভোটাধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। সেই আইনে বিধান ছিল যে ভোটাধিকারের প্রার্থীকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ হইতে হইবে, এবং দক্ষিণ-

[১] পাস-বিষয়ক আইন ও তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮-১১ এবং প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩-৭।

[২] দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩, এবং আইনটির সবিস্তার আলোচনার জন্য ঐ গ্রন্থেরই, পৃঃ ২০৩-২১।

[৩] দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯ ও ৩১৩।

আফ্রিকা-দেশজ না হইলে, তাহার ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি থাকিতে হইবে, অথবা সে বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনা দেয় এরূপ হইতে হইবে)।[১]

৭. ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিভা, চরিত্র ও মর্যাদা যেরূপই হোক না কেন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজা তাহাদের নিকট বন্ধ।

স্থানীয় পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনে যে সকল আইন পাস করা হইবে তাহার বর্ণনা নীচে দেওয়া হইল :

১. কোন সংক্রামিত বন্দর হইতে আসিলে, কোন লোককে, সে যদি অন্য কোন বন্দরে জাহাজ বদল করিয়া থাকে তাহা হইলেও, নামিতে দিতে অস্বীকার করার জন্য রাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে।[২] (বিল দ্বিতীয়বার পড়া আরম্ভ করিবার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ইহা কলোনিতে স্বাধীন ভারতীয়দের অভিবাসন রোধ করিতে নাটাল গভর্মেণ্টকে সমর্থ করিবে।)

২. টাউন কাউন্সিল ও টাউন বোর্ডগুলিকে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি[৩] অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার বা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাহাদের সিদ্ধান্ত দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের পুনর্বিবেচনার অধীন হইবে না। (বিলটি দ্বিতীয়বার পড়া আরম্ভ করিবার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ভারতীয়দের ব্যবসায়ের লাইসেন্স পাওয়া বন্ধ করিবার জন্য এরূপ ক্ষমতা দেওয়া দরকার।)

৩. অভিবাসীদের কতকগুলি যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা, ২৫ পাউণ্ড[৪] মূল্যের সম্পত্তি থাকিতে হইবে, কোন ইউরোপীয় ভাষায় ফর্‌ম্ পূরণ করিতে সমর্থ হইতে হইবে, ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে এ বিষয়ে অলিখিত বোঝাপড়া হইল এই যে এই নিয়মগুলি ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে বলবৎ করা হইবে না। (গভর্মেণ্ট বলিয়াছেন যে এই আইনগুলি সাময়িক হইবে এবং পূর্বে উল্লিখিত আলোচনা-সভা হইয়া গেলে, তাঁহারা এমন সকল বিল আনিতে পারিবেন, যাহা কেবল ভারতীয় বা এশিয়াবাসীদের পক্ষেই প্রযুক্ত হইবে, এবং সেই কারণে, তাহাতে আরও কঠোর বাধার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে, এবং মনের ভাব গোপন করিয়া কাজ করা ও আইনের পক্ষপাতমূলক প্রয়োগ করাও দূর হইবে।)

৪. স্বাধীন ভারতীয়দের বিরক্তিকর গ্রেপ্তার হইতে রক্ষা করার জন্য পাস-প্রথার ব্যবস্থা করা হইবে এবং যে সকল কর্মচারী পাস না থাকার জন্য

[১] দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ ও ৩১৮।

[২] সংক্রমণ-নিরোধক আইন; দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৮ এবং পৃঃ ৩০৪-৯ ও পৃঃ ৩২০-২১

[৩] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৫-৭।

[৪] সম্পত্তিভিত্তিক যোগ্যতার ব্যবস্থা বদলাইয়া পরে “নিঃস্বদের” অযোগ্য ঘোষণা করিয়া একটি প্রকরণ জুড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য ধারা ৩(খ) পৃঃ ৩২২।

ভারতীয়দের গ্রেপ্তার করিবে, অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার[১] করার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবির কৈফিয়ত দেওয়ার দায় হইতে তাহাদের অব্যাহতি দেওয়া হইবে। আরও ভারতীয়-বিরোধী আইনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি নাটাল গভর্মেণ্টের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে :

১. ভারতীয়দের ভূসম্পত্তির মালিক হইতে দেওয়া উচিত নয়।

২. নির্দিষ্ট স্থানে ভারতীয়দের বসবাস করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা টাউন কাউন্সিলগুলিকে দেওয়া উচিত।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে ভারতীয়েরা নাটালে বরাবরই "কাঠ কাটিবে ও জল টানিবে", এবং "দক্ষিণ আফ্রিকায় যে জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, ভারতীয়দের তাহার অংশ হইতে দেওয়া হইবে না"। আমরা বলিতে পারি, নাটালের সমৃদ্ধি প্রধানত ভারত হইতে আগত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের উপর নির্ভর করে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবুও, সেই নাটালই ভারতীয় বসবাস-কারীদের স্বাধীনতা দিতে চায় না।

তাহার উপর দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ভারতীয়দের অবস্থা, অল্পাধিক পরিমাণে, এইরূপই। ব্রিটিশ রাজ্যগুলিতে ও মিত্ররাজ্যসমূহে ভারতীয়দের যাতায়াত ও মেলামেশা করিবার স্বাধীনতা যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সকল ভারতীয় প্রচেষ্টার অবসান হইবে। **টাইম্স্** যেরূপ বলিয়াছেন, যে মুহূর্তে ভারতীয়েরা তাহাদের সুচিরপোষিত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রবসনের প্রবণতা দেখাইতেছে সেই সময়ে কলোনি-গুলি তাহাদের বাহিরে রাখার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে যদি বিলাতের গভর্মেণ্ট, অতএব সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্ট, সায় দেন, তবে, আমাদের মতে, উহা ১৮৫৮-র উদার উদ্ঘোষণার গুরুতর ব্যতিক্রম হইবে এবং উহাতে সাম্রাজ্যিক মণ্ডল-গঠনে মারাত্মক আঘাত হানা হইবে, যদি না ভারত-সাম্রাজ্য ইহার বাহিরে পড়িয়া থাকে।

আমরা মনে করি, আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যে আপনার অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদানে আপনাকে প্রণোদিত করার পক্ষে উপরের তথ্যগুলিই যথেষ্ট হইবে।

একান্ত অনুগত

আবদুল করিম হাজি আদম
(দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোং)
এবং আর চল্লিশজন

মুদ্রিত প্রতিলিপির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন. ২১৫৯।

১ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৭।

৩৬. এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁর নিকট চিঠি

সেন্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট,
ডারবান (নাটাল)
মার্চ ২৭, ১৮৯৭

প্রিয় তালেয়ারখাঁ,

আপনার চিঠি দুইখানির জন্য ধন্যবাদ। শেষের চিঠিখানি এই সপ্তাহে পাইয়াছি। সময়ের অভাবে লম্বা চিঠি লিখিতে পারিতেছি না, সেজন্য দুঃখিত। ভারতীয় প্রশ্ন লইয়াই আমার মন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট আছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট আবেদন আগামী সপ্তাহে[১] লেখা শেষ হইবে। তখন আপনাকে কয়েকখানি আবেদন পাঠাইয়া দিব। ইহা হইতে আপনি আবশ্যক সকল খবর পাইবেন।

নাটাল পার্লামেন্টের এখন অধিবেশন চলিতেছে। ইহার সম্মুখে তিনটি ভারতীয়-বিরোধী বিল উপস্থিত আছে। ফলাফল জানা গেলেই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া লণ্ডনে প্রচারকার্যের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আপনাকে লিখিব। জনগণের বর্তমান মানসিক অবস্থায় জনহিতরত লোক হিসাবে নাটালে অবতরণ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হইবে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। নাটালে এরূপ লোকের জীবন এখন নিরাপদ নয়। আপনি যে আমার সঙ্গে আসেন নাই সেজন্য আমি বাস্তবিকই আনন্দিত। সংক্রমণ-নিরোধ সংক্রান্ত প্রবিধানগুলিও বিশেষভাবে এমন করিয়া তৈরি হইয়াছে যাহাতে আরও ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করা যায়।

আপনার
এম. কে. গান্ধী

মূল হইতে; আর্. এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁর সৌজন্যে।

[১] দ্রষ্টব্য পাদটীকা, পৃঃ ১৭৪।

৩৭. জ়ুল়ুল্যাণ্ডের সচিবের নিকট চিঠি

বিচ গ্রোভ, ডারবান
এপ্রিল ১, ১৮৯৭

মাননীয় জ়ুলুল্যাণ্ডের রাজ্যপালের সচিব
পিটারমরিজবার্গ

সবিনয় নিবেদন,

আমি কি জানিতে পারি মহারানীর মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব, নন্দোয়েনি ও এসাউ টাউনসিপের প্রবিধানগুলির[১] সম্পর্কে আমাদের আবেদনের কোন উত্তর পাঠাইয়াছেন কিনা।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার। নির্দেশ: বিচারবিভাগীয় ও জনসংক্রান্ত নথিপত্র ১৮৯৭, খণ্ড ৪৬৭, নং ২৫৩৬/১৯১৭৭।

৩৮. ভারতের জনহিতরত ব্যক্তিদের নিকট পত্র

নীচে যে ব্যাখ্যান-পত্রখানি দেওয়া হইল তাহার সঙ্গে গান্ধীজী, শ্রীচেম্বারলেনের নিকট ১৮৯৭-এর ১৫ই মার্চ তারিখের আবেদনের নকল ভারতের কয়েকজন জনহিতরত লোকের কাছে পাঠান।

ডারবান (নাটাল),
এপ্রিল ২, ১৮৯৭

সবিনয় নিবেদন,

সাম্প্রতিক ভারতীয়-বিরোধী বিক্ষোভ সম্পর্কে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট যে আবেদন[২] করা হয় তাহার একখানি নকল পাঠাইতেছি। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে এই বিষয়টির আলোচনার জন্য, লণ্ডনে ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের আলোচনা-সভা নিকটবর্তী হওয়ায় প্রশ্নটির ভারতীয় পক্ষের কথা যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে উত্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি জানি

[১] এই প্রবিধানগুলি ভারতীয়দের, নন্দোয়েনি ও এসাউ টাউনসিপে জমির মালিক হইতে বা জমি অর্জন করিতে বাধা দেয়। মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকটে ১৮৯৬-এর ১১ই মার্চ আবেদন পেশ করা হয়। দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১-২, ২৮৭-২৮৮ ও ২৯১-৫।
[২] ১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে ভারতে জনহিতরত লোকেদের মন এখন দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের ব্যাপারে নিবিষ্ট আছে। কিন্তু, প্রশ্নটি এখন চূড়ান্ত মীমাংসার অপেক্ষায় আছে বলিয়া, আমি মনে করি, ভারতের জনহিতরত লোকেদের পূর্ণ দৃষ্টি ইহাতে পড়া উচিত। প্রবসন দুর্ভিক্ষের এক প্রতিষেধক। কলোনিগুলি এখন তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায়, আমি বলিতে চাই যে ভারতের জনহিতরত ব্যক্তিদের কালবিলম্ব না করিয়া এই বিষয়ে একান্তভাবে অবহিত হওয়া দরকার।

আপনি জানিয়া খুশী হইবেন যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ তহবিলে এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায় ১১৩০ পাউণ্ডের উপরে দান করিয়াছে।

আপনার অনুগত
এম. কে. গান্ধী

সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত মূলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন্. ২২১০।

৩৯. এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁর নিকট চিঠি

ডারবান,
এপ্রিল ৬, ১৮৯৭[১]

প্রিয় তালেয়ার খাঁ,

আজ আপনাকে আরজিখানি ও অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাইতেছি। বেশি লিখিবার সময় নাই। প্রশ্নটি এমন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে ভারতীয়দের সম্পর্কে যে-সকল বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের সংগ্রাম করা উচিত। এখনই সময়, নহিলে সময় আর কখনও আসিবে না, এবং নাটাল সম্পর্কে ঐ প্রশ্নটির মীমাংসা সকল কলোনিতেই প্রযোজ্য হইবে। এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া জন-সমিতিগুলি আবেদনে আবেদনে ইণ্ডিয়া অফিসকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে না কেন? এ বিষয়ে মতান্তর নাই। ন্যায় বিচার পাইতে হইলে চাই শুধু সংগ্রাম।

ভবদীয়
এম. কে. গান্ধী

আর কিছু না হউক, রাজ্যের অভিবাসন বন্ধ করিতে হইবে।

এম. কে. জি.

মূল হইতে : শ্রীআর এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁর সৌজন্যে।

[১] চিঠিখানি ১৮৯৭-এর(২৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ২রা এপ্রিলের পরিপত্রের (সার্কুলার চিঠি) উল্টা পিঠে লেখা হয়, এবং বোধ হয় ১৮৯৭-এর ৬ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী যখন আবেদনখানি নাটালের রাজ্যপালের নিকট দেন সেই দিনই পত্রখানি লেখা হয়। ১৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪০. ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট পত্র

ডারবান,
এপ্রিল ৬, ১৮৯৭

মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব
মরিজবার্গ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার গত মাসের ৩১ তারিখের[১] চিঠির আমি প্রাপ্তি স্বীকার করি। তাহাতে আপনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, রাজ্যপালের বার্তার যে অনুচ্ছেদের আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই অনুচ্ছেদ কোন প্রমাণের বলে লেখা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে কোন সংবাদ আমাকে দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু আমার চিঠি ও আপনার উত্তর, মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের জ্ঞাতার্থে রাজ্যপাল উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

উত্তরে আমি মনে করি, সংবাদটি যদি আমার কোন বর্ণনা হইতে গৃহীত হইয়া থাকে তবে আমাকে তাহা জানানো উচিত। এরূপ সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া রাজ্যপাল যে মাননীয় সচিবের নিকট এরূপ সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন তাহাতে আমি বিনীতভাবে আমার উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না।

এই চিঠির নকল আমি সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিতেছি।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ৮-৪-১৮৯৭

১ গান্ধীজীর যে চিঠির উত্তরে এই চিঠি লেখা হয় তাহার জন্য ২৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪১. জ্বলুল্যাণ্ডের সচিবের নিকট চিঠি

ডারবান,
এপ্রিল ৭, ১৮৯৭

শ্রী ডব্লিউ. ই. পিচে,
জ্বলুল্যাণ্ডের সচিব,
পিটারমারিজবার্গ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার এই মাসের ৬ তারিখের যে চিঠিতে আপনি আমাকে জানাইয়াছেন যে জ্বলুল্যাণ্ডের ডাঙ্গা জমির (আরভেন) বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধিত প্রবিধান জারি করিবার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল, মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট হইতে নির্দেশ পাইয়াছেন, সে চিঠি আমি পাইয়াছি।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার। নির্দেশ: বিচারবিভাগীয় ও জনবিভাগীয় নথিপত্র ১৮৯৭, খণ্ড ৪৬৭, নং ২৫৩৬/১৯১৭৭।

৪২. ভারতীয় প্রশ্ন

ডারবান,
এপ্রিল ১৩, ১৮৯৭

নাটাল মার্কারির
সম্পাদক সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

ভারত হইতে ফিরিবার পর, ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে ইহা আমার প্রথম লেখা[১] বলিয়া এবং আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া, আমি যতই তাহা পরিহার করিতে চাই না কেন, মনে হয় সে সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি করা হইয়াছে: (১) আমি ভারতের ঔপনিবেশিকদের চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়াছি ও অনেক

[১] সংবাদপত্রে লেখার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিথ্যা বিবরণ[১] দিয়াছি; (২) ভারতীয়দের[২] দিয়া কলোনি প্লাবিত করার জন্য আমার অধীনে একটি সংস্থা আছে; (৩) কোর্‌ল্যান্ড ও নাদেরি জাহাজের যাত্রীগণকে, বেআইনী আটকের দরুন, গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা আনিবার জন্য আমি উত্তেজিত করিয়াছি;[৩] (৪) আমার রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, এবং যে কাজ আমি করিতেছি তাহা আমার পকেট বোঝাই করিবার জন্য করিতেছি।

প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বোধ হয় কিছু বলিবার দরকার নাই কেন না তাহা[৪] হইতে আপনি আমাকে রেহাই দিয়াছেন। তবুও, রীতি অনুযায়ী আমি অস্বীকার করিতেছি যে এই অভিযোগের যোগ্য কোন কিছু আমি করিয়াছি। দ্বিতীয়টির বিষয়ে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি তাহাই আবার আমি বলিতে চাই যে কোন সংস্থার সহিত আমার যোগাযোগ নাই, তা ছাড়া আমি যতদূর জানি ভারতীয়দের দ্বারা কলোনি প্লাবিত করিয়া দিবার জন্য কোন সংস্থার অস্তিত্বই নাই। তৃতীয়টির সম্পর্কে আমি অস্বীকার করিয়াছি এবং আবার জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিতেছি যে আমি গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা আনিতে কোন যাত্রীকে প্ররোচিত করিয়াছি। চতুর্থটির বিষয়ে আমি বলিতে পারি, আমার কোন রকমের রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই নাই। যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানেন, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোন দিকে সে কথা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন। পার্লামেণ্টের কোন রকম সম্মান আমি আকাঙ্ক্ষা করি না, এবং যদিও তিনটি সুযোগ চলিয়া গিয়াছে, তবুও ইচ্ছা করিয়াই আমি ভোটার-তালিকায় নিজের নাম সন্নিবেশ করিতে বিরত থাকিয়াছি। আমি যে জনকর্ম করিতেছি তাহার জন্য কোন পারিশ্রমিক আমি পাই না। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তবে তাঁহাদের আমি ভরসা দিতে চাই যে আমি এখানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করিতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি তাহাদের মধ্যে সম্মানজনক একটা পুনর্মিলন ঘটাইবার জন্য প্রযত্ন করিতে। আমার মতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য রহিয়াছে তাহার বেশির ভাগই হইল পরস্পরের মনোভাব ও কাজকর্মকে ভুল বোঝার জন্য। কাজেই, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝি সৃষ্টি করাই হইল আমার কাজ।

আমি একথা বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি যে ব্রিটেন ও ভারত দীর্ঘকাল ধরিয়া একত্র বসবাস করিতে পারে যদি তাহাদের দুই জাতির মধ্যে

[১] সবুজ পুস্তিকার (গ্রীন প্যাম্‌ফ্লেট) যে বিবরণগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করা হয় এখানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

[২] ৩৪০, ৩৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৩] ১৫৩, ২০১ ও ২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৪] ২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ভ্রাতৃভাব থাকে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এই আদর্শলাভের প্রচেষ্টা করিতেছেন। আমি কেবল নম্রচিত্তে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি এবং আমি বোধ করি যে নাটালে ইউরোপীয়দের বর্তমান কার্যকলাপ সেই আদর্শলাভকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ না করিয়া দিলেও তাহাতে বাধা তো দিবেই। আমি আরও মনে করি যে এরূপ কাজের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই, সাধারণের বিচারবিহীন সংস্কার ও পূর্বজাত ধারণার উপরই ইহার নির্ভর। এরূপ ক্ষেত্রে, আমি ভরসা করি যে এই মতের সঙ্গে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মতের যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, তাহারা সৌজন্যবশত এই মতের প্রতি সহিষ্ণুতার ভাব দেখাইবে।

ভারতীয়দের স্বার্থের হানিকর কয়েকটি বিল[১] নাটাল পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত আছে। ভারতীয়দের সম্পর্কে সেগুলিই আইনের শেষ ব্যবস্থা নয়, কেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে ঔপনিবেশিক মুখ্য-মন্ত্রীদের আগতপ্রায় আলোচনা-সভা শেষ হইয়া গেলে আরও কঠোর আইন গৃহীত হইতে পারে। ভারতীয়দের পক্ষে এই ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় এবং ইহা নিবারণ করিবার জন্য তাহারা যদি, তাহাদের হাতে আইনসঙ্গত যত রকমের উপায় আছে তাহার সবগুলিই প্রয়োগ করে, তবে, আমি মনে করি, তাহাদের দোষ দেওয়া উচিত হইবে না। মনে হয় সব কিছুই দ্রুত সম্পাদন করা হইতেছে, যেন সকল অবস্থার এবং সকল শ্রেণীর হাজার হাজার ভারতীয়ের নাটালে[২] ঢুকিয়া পড়ার বিপদ বস্তুত আসিয়া পড়িল। আমি বলি এরূপ কোন বিপদ বর্তমান নাই এবং যদি থাকিত তবে আগেকার সংক্রমণ নিরোধ[৩] ব্যবস্থার দ্বারাই তাহা ভালভাবে ঠেকানো যাইত। ভারতীয়েরা কলোনির পক্ষে অনিষ্টকর না মঙ্গলজনক, তাহা নির্ধারণ করার জন্য তদন্ত হওয়া উচিত বলিয়া যে প্রস্তাব করা হয় তাহাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং এরূপও বলা হইয়াছে যে যাহার চোখ আছে সেই দেখিতে পারে, ভারতীয়েরা সকল ক্ষেত্রেই কেমন করিয়া ইউরোপীয়দের হটাইয়া দিতেছে। বিনয়ের সঙ্গে বলিতে চাই যে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় ছাড়াও, হাজার হাজার স্বাধীন ভারতীয়েদের মধ্যে যাহারা নাটালে বড় বড় ভূসম্পত্তির উন্নয়ন করিয়া সেগুলিকে মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে এবং বনজঙ্গল হইতে

[১] সংক্রমণ নিরোধক, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স্ বিষয়ক, অভিবাসন সঙ্কোচক ও অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষক বিল।

[২] নাটালের মুখ্যমন্ত্রী ২৭শে মার্চ পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিবার সময়ে, স্বাধীন ভারতীয় অভিবাসীদের দ্বারা দেশকে প্লাবিত করিবার জন্য একটি সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা আছে বলিয়া উল্লেখ করেন।

[৩] সংক্রমণ নিবারণের জন্য কোরল্যাণ্ড ও নাদেরিকে আলাদা করিয়া রাখার কথা এখানে বলা হইয়াছে।

সেগুলিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের আপনারা নিশ্চয়ই কলোনির পক্ষে অনিষ্টকর বলিবেন না! কোন ইউরোপীয়কে তাহারা উচ্ছেদ করে নাই; পক্ষান্তরে তাহারা ইউরোপীয়দের সমৃদ্ধি আনিয়া দিয়াছে এবং কলোনির সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। ঐ সকল ভারতীয় যে কাজ করিয়াছে সে কাজ কি ইউরোপীয়েরা করিবে, তাহারা উহা করিতে পারে কি? ভারতীয়েরা কি এই কলোনিকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যান-উপনিবেশে পরিণত করিতে খুব বেশী পরিমাণে সাহায্য করে নাই? যখন এখানে কোন স্বাধীন ভারতীয় ছিল না তখন একটি ফুলকপি অর্ধ-ক্রাউন মূল্যে বিক্রি হইত; এখন, দরিদ্রতম লোকেও তাহা কিনিতে পারে। ইহা কি অভিশাপ? শ্রমিকেরা কি ইহার দ্বারা কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? ভারতীয় বণিকদের সম্বন্ধে বলা হয়, "তাহারা কলোনিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে।" সত্যই কি তাই? ইউরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের ব্যবসা যে রকম ভাবে বাড়াইয়াছে তাহা ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই সম্ভব করিয়া দিয়াছে। এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ সম্প্রসারণের জন্য শত শত ইউরোপীয় কেরানী ও হিসাবরক্ষকের কর্মসংস্থান করিতে পারিয়াছে। ভারতীয় বণিকেরা দালাল বা ফড়িয়ার কাজ করে। ইউরোপীয়েরা যেখানে ছাড়িয়া দেয় ইহরা সেইখানে আরম্ভ করে। ইহা অস্বীকার করিবার নয় যে ইউরোপীয়দের চাইতে তাহারা কম খরচে জীবনযাপন করে; কিন্তু তাহা তো কলোনির পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। তাহারা, ইউরোপীয় পণ্যভাণ্ডার হইতে পাইকারী হিসাবে কেনে, এবং পাইকারী দরের সঙ্গে সামান্য কিছু যোগ করিয়া বিক্রি করিতে পারে, এবং এইরূপে তাহারা গরিব ইউরোপীয়দের উপকারেরই কারণ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ভারতীয় দোকানদারেরা এখন যে-কাজ করিতেছে তাহা ইউরোপীয়েরাই করিতে পারিত। ইহা ভ্রান্ত যুক্তি। দুই একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ছাড়া, ভারতীয় দোকানদারগণ হাজির না থাকিলে যে সকল ইউরোপীয় এখন পাইকারী ব্যবসা করে তাহারাই খুচরা বিক্রেতা হইয়া দাঁড়াইত। কাজেই, ভারতীয় দোকানদারগণ ইউরোপীয়দের এক ধাপ উপরে উঠাইয়া দিয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে ভবিষ্যতে ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের নিকট হইতে পাইকারী ব্যবসাও কাড়িয়া লইতে পারে। এই অনুমান ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয় না, কেন না ভারতীয় ও ইউরোপীয় দোকানে পাইকারী দর, পুরাপুরি না হইলেও, প্রায় একই। কাজেই দেখা যায় পাইকারী ব্যাপারে প্রতিযোগিতাকে কোনরূপেই অসঙ্গত বলা চলে না। পাইকারী মূল্য নির্ধারণে ভারতীয়দের অল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা বিশেষ কোনও পরিবর্তন সাধন করে না, কারণ এক পক্ষের অল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা, অন্যের অধিকতর সুব্যবস্থিত ভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করার অভ্যাস এবং বাণিজ্যবিষয়ে "বিলাতের সঙ্গে যোগাযোগের" দ্বারা খণ্ডিত

হইয়া যায়। এক দিকে ভারতীয়েরা নাটালে ভূসম্পত্তি কেনে বলিয়া আপত্তি করা হয়, অন্য দিকে বলা হয় যে তাহাদের টাকাকড়ি কলোনির মধ্যে চলা-ফেরা করে না, ভারতে চলিয়া যায়, কেন না "তাহারা বুট জুতা পায়ে দেয় না, ইউরোপীয়দের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না, এবং তাহাদের অর্জিত ধন ভারতে পাঠাইয়া দেয়", কাজেই ইহা কলোনির পক্ষে ভয়ানক শোষণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুইটি আপত্তি পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ভারতীয়েরা বুট জুতা পায়ে দেয় না ও ইউরোপীয়দের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না, তবে এইরূপে যে অর্থ বাঁচিল তাহা তো তাহারা ভারতে পাঠাইয়া দেয় না, তাহা ভূসম্পত্তি কেনার ব্যাপারে নিয়োগ করে। কাজেই, এই কলোনিতে তাহারা এক হাতে যাহা অর্জন করে অন্য হাতে তাহাই খরচ করিয়া ফেলে। অতএব ভারতীয়েরা যাহা কিছু ভারতে পাঠায় তাহা কেবল হইতে পারে এইরূপ সম্পত্তি হইতে ভাড়া বা খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত সুদের একটি অংশ। ভারতীয়েরা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলে দুই দিক দিয়া লাভ হয়। ইহা জমির মূল্য বাড়াইয়া দেয় আর ইহা ইউরোপীয় বাস্তুকার, ছুতার মিস্ত্রী ও অন্যান্য কারিগরদের কর্ম দেয়। ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে ইউরোপীয় কর্মীদের কোন কিছু ভয় করিবার আছে ইহা বলা একান্তই আজগুবি। ইউরোপীয় ও ভারতীয় কারি-গরের মধ্যে প্রতিযোগিতা একেবারেই নাই। ভারতীয় কারিগর সংখ্যায় খুবই কম, অল্প যাহারা আছে তাহারাও কাজে অমনোযোগী। ডারবানে ভারতীয়দের এক ভবন নির্মাণ করিবার জন্য ভারতীয় কারিগর আমদানি করার এক সংকল্প কাজে পরিণত করা যায় নাই। ভারতের কোন ভাল কারিগর কলোনিতে আসিবে না। ভারতীয় কারিগরেরা তৈরি করিয়াছে এরূপ বেশী ভারতীয় ভবনের কথা আমি জানি না। কলোনিতে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মের বিভাগ আছে এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কাজে হাত দেয় না।

উল্লিখিত মতামতের পিছনে যদি কোন যুক্তি থাকিয়া থাকে তবে আমার মতে আইনের হস্তক্ষেপ অন্যায্য হইবে। চাহিদা ও পূরণের নিয়ম স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয়দের যোগান নিয়ন্ত্রিত করিবে। ভারতীয় যদি সত্যই দুষ্টকীট হয় তবে তাহার নিকট হইতে ইউরোপীয় সমর্থন সরাইয়া লওয়াই প্রকৃষ্ট পথ হইবে যেহেতু ইহা স্বীকৃত যে এরূপ সমর্থনের জন্যই ভারতীয়েরা উন্নতি করিতে পারে। এরূপ ঘটিলে ভারতীয়েরা কিছুকাল বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারে কিন্তু ন্যায়ত কোন অভিযোগ করিতে পারে না। কিন্তু, যাহাদের সমর্থন করা হইতেছে তাহাদের সম্পর্কে, সমর্থকদেরই অভিযোগক্রমে, আইন হস্তক্ষেপ করিবে, ইহা যে কোন লোকের নিকটেই অন্যায় বলিয়া মনে হইবে। উল্লিখিত যুক্তিতর্কের বলে আমি ইহাই মাত্র দাবি করি যে এই যুক্তিতর্কে

এমন যথেষ্ট বিষয় আছে যাহা পূর্ব-প্রস্তাবিত তদন্তের সমর্থন করে। সন্দেহ নাই যে প্রশ্নটির অন্য আর এক পক্ষ থাকিবে। তদন্ত হইলে, উভয় পক্ষ সম্পর্কেই পুরাপুরি আলোচনা হইতে পারিত এবং অপক্ষপাত নির্ধারণ পাওয়া যাইত। তাহা হইলে আমাদের ব্যবস্থাপকগণের কাজ চালানোর পক্ষে, ও শ্রীচেম্বারলেনকে বুঝাইবার পক্ষে, কিছু ভাল মাল-মসলা পাওয়া যাইত। স্যার ওয়ালটার র‍্যাগ ও অন্যান্য সদস্যদের লইয়া গঠিত এক তদন্ত-কমিশন ১০ বৎসর আগে মত দিয়াছিলেন যে স্বাধীন ভারতীয়দের দিয়া কলোনির লাভই হইয়া থাকে।

ইহা যদি প্রমাণিত না হয় যে গত দশ বৎসরে অবস্থার এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে সে মত তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে, আমাদের ব্যবস্থাপকদের সম্মুখে বর্তমানে উহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপকরণ[১] হইয়া রহিয়াছে। এগুলি অবশ্য স্থানীয় বিচার-বিবেচনা। সাম্রাজ্যঘটিত বিচার-বিবেচনাই বা ঔপনিবেশিকদের চালিত করিবে না কেন? যদি করে, তবে আইনের চোখে, অন্য সকল ব্রিটিশ প্রজা যে সকল অধিকার ভোগ করে, ভারতীয়দেরও সেই সকল অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে। ভারত লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়ের হিতসাধন করে, ভারত লইয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য; ভারত ইংলণ্ডকে অতুলনীয় মর্যাদা দেয়; ভারত ইংলণ্ডের পক্ষে অনেকবার যুদ্ধও করিয়াছে। ইহা কি সঙ্গত যে এই কলোনিস্থিত সেই সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রজাগণ, যাহারা নিজেরাই ভারতীয় শ্রমিকদের নিকট হইতে যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকে, এই কলোনিতে স্বাধীন ভারতীয়দের সৎপথে জীবিকা-অর্জনে আপত্তি করিবে! আপনি বলিয়াছেন যে ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সামাজিক সমতা চায়; আমি স্বীকার করিতেছি ঐ কথাটির মানে আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আমি জানি যে, ভারতীয়েরা কখনও, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শ্রীচেম্বারলেনকে অনুরোধ করে নাই; এবং যত দিন পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের চালচলন, রীতিনীতি, অভ্যাস ও ধর্মে পার্থক্য থাকিবে ততদিন স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ভারতীয়েরা যাহা বুঝিতে পারে না তাহা হইল এই যে, আইনের চোখে ভারতীয়দের মর্যাদা-হানি না ঘটাইয়া, বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে ঐ দুই সম্প্রদায়ের হৃদ্যতার সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করিবার পথে ঐ পার্থক্য অন্তরায় হইবে কেন। স্বাস্থ্যবিষয়ে ভারতীয়দের অভ্যাস যদি, যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেরকমটি না হয়, তবে কড়া নজর রাখিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ তো আবশ্যক উন্নতিসাধন করিতে

[১] কমিশনের নির্ধারণের জন্য ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২-৩, ২৬৪-৬ ও ২৬৭-৮; এবং এই খণ্ডের ২২৪-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পারে। ভারতীয়দের দোকানগুলি যদি দেখিতে সুন্দর না হয় তবে লাইসেন্স্ দিবার কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই সেগুলিকে সুদৃশ্য করিয়া তুলিতে পারে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা কেবল তখনই ইহা করিতে পারিবে যখন, খ্রীস্টান হিসাবে, তাহারা ভারতীয়দের ভাই বলিয়া মনে করিবে, যখন, ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে, তাহারা ভারতীয়দের সমশ্রেণীর প্রজা বলিয়া মনে করিতে পারিবে। তাহা হইলে, এখন যেমন তাহারা ভারতীয়দের গালি দেয় ও অভিসম্পাত করে সেরূপ না করিয়া, তাহারা ভারতীয়দের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা দূর করিতে ভারতীয়দের সাহায্য করিবে এবং এইরূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে ভারতীয়দের, এবং নিজেদেরও, উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবে।

যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন-কমিটি[১] আরও বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়, তাঁহাদের নিকট আমি আবেদন জানাই। এখন তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে **কোরল্যান্ড** ও **নাদেরি** জাহাজ নেটালের জন্য ৮০০ যাত্রী লইয়া আসে নাই, এবং যাহাদের লইয়া আসিয়াছে [তাহাদের মধ্যে] একজনও ভারতীয় কারিগর[২] ছিল না। ভারতীয়দের দিক হইতে "ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় সরাইয়া দিয়া নিজেদের কর্তা হইয়া বসার" জন্য কোন চেষ্টা নাই।[৩] ভারতীয়দের সম্পর্কে ইউরোপীয় শ্রমিকের কোন অভিযোগই থাকিতে পারে না। এই অবস্থায়, আমার মতে, বিক্ষোভ-প্রদর্শন-কমিটির পক্ষে, তাঁহাদের মনোভাব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা উচিত, এবং তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য এমন সকল দিকে পরিচালিত করা উচিত যাহাতে কলোনিস্থিত মহারানীর সকল শ্রেণীর প্রজা, উত্তেজনা ও সংঘর্ষের মধ্যে না থাকিয়া, শান্তিতে ও সদ্ভাবে বসবাস করিতে পারে। সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে যে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাইতেছেন এবং কলোনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে। এ বিষয়ে যাহাতে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় সেইজন্য আমার বলা দরকার যে আলোচনা-সভা সন্নিকট হওয়ায়, সমব্যথীদের, জনসাধারণের, এবং, আবশ্যক হইলে, শ্রীচেম্বারলেনেরও সম্মুখে প্রশ্নটির সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জনৈক ভদ্রলোক ইংলণ্ডে যাইতেছেন।[৪] তিনি তাঁহার কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক পাইবেন না, কেবল জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচপত্রের

[১] ১৪৫ পৃষ্ঠার ৩নং পাদটীকা; এবং পৃষ্ঠা ১৯২ ও ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

[২] ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৩] ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৪] এখানে এম্. এইচ্. নাজারের কথা বলা হইতেছে। তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করাইবার জন্য প্রশংসনীয় কাজ করেন। দ্রষ্টব্য: ১ম খণ্ড—পৃঃ ১৩০, ৩৭০।

জন্য টাকা পাইবেন। কলোনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হওয়ার খবরটি অতিশয় কদর্য এবং খবরটি মিথ্যা বলিয়া, একমাত্র ছদ্মনামেই কোন লোক তাহা লিখিতে পারিয়াছে। সেই ভদ্রলোকটিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সকল তথ্য অবশ্যই দেওয়া হইবে কিন্তু তাহা তো সংবাদপত্রে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা, তাহাদের প্রতি, নৃশংসতা বা সাধারণভাবে কায়িক দুর্ব্যবহার করে, এরূপ অভিযোগ ভারতীয়েরা কখনও করিতে চায় নাই, এবং এখনও চায় না। এরূপ কথাও তাহারা প্রমাণ করিতে চায় না যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সঙ্গে নাটালে যেরূপ আচরণ করা হয় তাহা অন্যস্থান হইতে বেশী খারাপ। কাজেই, কলোনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার অভিযোগের উদ্দেশ্য যদি হয় এরূপ কোন ধারণার সঞ্চার করা, তবে তাহা অমূলক বর্ণনা হইবে।

আপনাদের ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্ক্যারি, ১৬-৪-১৮৯৭

৪৩. ফ্রান্‌সিস্‌ ম্যাক্‌লিনের নিকট চিঠি

ওয়েস্ট স্ট্রিট,
ডারবান,
মে ৭, ১৮৯৭

মাননীয় স্যার ফ্রান্‌সিস্‌ ম্যাক্‌লিন, নাইট
কেন্দ্রীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির চেয়ারম্যান
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

দুর্ভিক্ষ তহবিলের জন্য চাঁদা চাহিয়া ডাবলিনের মেয়রের কাছে পাঠানো আপনার তার, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেই, ডারবানের ভারতীয় সম্প্রদায় একটি চাঁদার তালিকা খুলিয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী, গুজরাটী, হিন্দী ও তামিলে কয়েকখানি পরিপত্র (সার্কুলার) প্রচার করা হয়।[১] সেগুলির নকল এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

যখন ডারবানের মাননীয় মেয়র চাঁদার সাধারণ তালিকা খুলিয়া দিলেন, আমরা তখন আমাদের সংগ্রহ সাধারণ তালিকায় পাঠাইয়া দেওয়া ঠিক করিলাম।

[১] ১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নাটাল কলোনির সকল অঞ্চল হইতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, নাটালের বাহির হইতেও, বিশেষ কর্মীদের দ্বারা এই সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মেয়রের হস্তে মোট সংগ্রহ হইয়াছে ১৫৩৫-১-৯ পাউন্ড। ইহার মধ্যে ১১৯৪ পাউন্ডেরও বেশী পাওয়া গিয়াছে ভারতীয়দের নিকট হইতে।

১০ পাউন্ড ও তাহার বেশী চাঁদা যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। আমাদের বিবেচনায় তালিকাটি ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ডারবানের মেয়রের মারফত ধন্যবাদ জ্ঞাপক যে তারবার্তা পাওয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা মনে করি, কর্তব্যপালনের বেশি আমরা কিছুই করি নাই। আরও বেশি করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

আপনাদের
দাদা আবদুল্লা এন্ড কোং
ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে

গান্ধীজীর নিজের হাতে লেখা নকলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে এস্. এন্. ২৩১৭।

৪৪. এ. এম্. ক্যামেরনের নিকট চিঠি

৫৩এ, ফিল্ড স্ট্রিট,
ডারবান, নাটাল,
মে ১০, ১৮৯৭

প্রিয় শ্রীক্যামেরন,

আপনার দুইখানি চিঠি পাইয়াছি। আমি দুঃখিত যে, আমার স্ত্রী সূতিকাগারে থাকায় ও আফিসের কাজের চাপে, আপনার প্রথম চিঠির উত্তর আরও আগে দিতে পারি নাই।

হ্যাঁ, শ্রীরায় চলিয়া গিয়াছেন। যখন আমরা শুনিলাম যে লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রীদের আলোচনা-সভায় এই প্রশ্নটির আলোচনা হইবে তখন আমরা কাহাকেও পাঠানো ঠিক করিলাম। শ্রীরায় নিজেই যাইতে চাহিলেন। তিনি কোন পারিশ্রমিক পাইবেন না। তাঁহার জাহাজভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচের টাকা কংগ্রেস হইতে দেওয়া হইবে।

অল্প কিছুদিন আগে ভারতে যে কাজ করা হইয়াছে[১] তাহার পরে

[১] গান্ধীজী ১৮৯৬ সালে ভারতে যে কাজ করেন এখানে স্পষ্টই তাহার উল্লেখ করিতেছেন। রায়কে নূতন করিয়া জনমত গঠন করার জন্য ভারতে পাঠানো হইয়াছিল।

বর্তমানে ভারতে আর বেশী কিছু যে করা যাইতে পারে সে বিষয়ে লোকের বিশ্বাস জন্মানো কঠিন।

প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবাদপত্র[১] সম্বন্ধে যাহা কিছু খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে তাহার অনেকটাই ঠিক এবং, আপনার চিঠি পাওয়ার আগেই, সেই সম্পর্কে আপনার কথা আমি মনে করিয়াছি। ইহা যদি কার্যে পরিণত হয় তবে এ বিষয়ে আপনাকে আরও চিঠি দিব। এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু আভাস দিতে পারেন তাহা সমাদৃত হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

আন্দোলন সম্পর্কে আবেদনের একটি নকল আপনাকে শনিবারে পাঠানো হয়।

শ্রী এ. এম. ক্যামেরন
পিটারমরিজবার্গ

মূল চিঠির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে, সি. ডব্লিউ. ১০৮০; সৌজন্য: মহারাজা প্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর।

৪৫. ব্রিটিশ এজেণ্টের নিকট চিঠি[২]

প্রিটোরিয়া
মে ১৮, ১৮৯৭

ব্রিটিশ এজেণ্ট
প্রিটোরিয়া

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সঙ্গে এই গণরাজ্যের (রিপাব্লিক) ব্রিটিশ ভারতীয়দের যে সাক্ষাৎকার আপনি অনুগ্রহপূর্বক মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহাতে আমি বলি যে, ১৮৮৫ সালের ৩নং আইনের ব্যাখ্যা[৩] সম্পর্কে এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায় যদি পরীক্ষামূলক ভাবে কোন মামলা আনেন, তবে তাহার খরচ

[১] পৃষ্ঠা ১৭৩, দ্বিতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২] দ্রষ্টব্য—১ম খণ্ড (প্রথম মুদ্রণ), পৃঃ ৩১০-১১। ঔপনিবেশিক অফিসের নথিপত্রের মধ্যে মূল দলিলের যে মুদ্রিত নকল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৎসরের অঙ্কে ভুল আছে। এখন প্রমাণ হইয়াছে যে ইহা ১৮৯৭ সালের ব্যাপার। সেইজন্য ইহা বর্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।

[৩] ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬-৭ দ্রষ্টব্য।

মহারানীর গভর্মেণ্টের দেওয়া উচিত। সেই সম্পর্কে প্রতিনিধিবৃন্দের পক্ষ হইতে আমি, মহারানীর গভর্মেণ্ট এই মামলার ব্যয় বহন করিবেন কি না তাহা জানিবার জন্য, মহারানীর মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট তার করিতে অনুরোধ করিতেছি। এরূপ অনুরোধের যুক্তি নীচে দেওয়া হইল :

১. প্রথমত ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির সিম্ধান্তের দরুন, এবং দ্বিতীয়ত যাহাদের স্বার্থ বিপদাপন্ন ট্রান্স্‌ভালের সেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের এই ব্যাপার সম্বন্ধে মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ও সালিশ-নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাহাদের বিনীত প্রতিবাদ সত্ত্বেও, মহারানীর গভর্মেণ্ট সালিশ-ব্যবস্থায় রাজী হইয়াছিলেন বলিয়া, পরীক্ষামূলক মামলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে (১৮৯৫ সালের ব্লু বুক সি. ৭৯১, পৃঃ ৩৫ অনুচ্ছেদ ৩)।

২. উক্ত ব্লু বুকের ৩৪ পৃষ্ঠায় (৯ নং) এবং ৪৬ পৃষ্ঠায় (১২ নম্বরে সন্নিবিষ্ট সাংলগ্নিক), সরকারী যে-তারবার্তা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে মহারানীর গভর্মেণ্ট একটি পরীক্ষামূলক মামলা আনিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোন লোকের নামেই মামলা দায়ের করা হইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার খরচ মহারানীর গভর্মেণ্টই বহন করিবেন এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত।

৩. ১৮৮৪ সালের চুক্তির (কন্‌ভেন্‌সন্‌) চতুর্দশ প্রকরণে ব্রিটিশ ভারতীয়দের জন্য, নিগ্রহ ও আইনগত অযোগ্যতার বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা থাকিলেও, ট্রান্স্‌ভালে তাহাদের উপরে যে লাঞ্ছনা ও আইনগত অযোগ্যতা চাপাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে গিয়া ইহার মধ্যেই ব্রিটিশ ভারতীয়দের প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এবং তুলনায় বলা যায়, তাহাদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তাহাদের তহবিলের উপর অতিরিক্ত কোন চাপ সহ্য হয়। আমি আশা করি, আপনার টেলিগ্রামে আপনি, যে সকল যুক্তির উপর ব্যয় সংক্রান্ত প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত তাহা, সংক্ষেপে উল্লেখ করিবেন।[১]

আজ যে প্রতিনিধিদলকে আপনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি, আপনি সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করায় এবং ধীর ও সহৃদয়ভাবে আমাদের বক্তব্য শোনায়, আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রতিনিধিদলের পক্ষে,

আপনার ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

কেপ টাউনে মহারানীর হাই কমিশনার, মহারানীর মুখ্য ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট ১৮৯৭ সালের ২৫শে মে যে বার্তা প্রেরণ করেন তাহার সাংলগ্নিক।

ঔপনিবেশিক অফিসের নথিপত্র : দক্ষিণ আফ্রিকা, সাধারণ, ১৮৯৭।

[১] সাম্রাজ্য-গভর্মেণ্ট এই প্রার্থনা পূরণ করেন নাই।

৪৬. আদমজি মিয়াখাঁর নিকট চিঠি

রানী ভিকটোরিয়ার হীরকজয়ন্তী ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন হইবার কথা ছিল। নাটাল ও ট্রান্স্ভালের ভারতীয়গণ, তাঁহাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া রানীকে অভিনন্দন পাঠাইবার সংকল্প করেন। নাটালের অভিনন্দনটি একটি রৌপ্য-ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। তাহাতে একুশটি স্বাক্ষর ছিল, গান্ধীজীর স্বাক্ষর ছিল সকলের শেষে। গান্ধীজীই লিপিটির মুসাবিদা করেন। রানীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অভিনন্দনটি নাটালের গভর্নরকে দেওয়া হয়। আদমজী মিয়াখাঁর নিকট লেখা নীচের চিঠিখানিতে অভিনন্দনের উপরকার লিখন সম্পর্কে নির্দেশ ছিল। অভিনন্দনের মূল পাঠটি কেবল **নাটাল মার্কারির** এক খণ্ডিত অংশেই পাওয়া যায়। উহা ৩১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইল। অনুরূপ বাক্যের এক অভিনন্দন, ট্রান্স্ভালের ভারতীয়গণ, রানীর নিকটে পাঠাইয়া দেন।

ট্রান্স্ভাল হোটেল,
প্রিটোরিয়া
মে ২১, ১৮৯৭

প্রিয় শ্রীআদমজি মিয়াখাঁ,[১]

আশা করি মহামান্যা রাজ্ঞীর অভিনন্দনের আবশ্যক ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন। অভিনন্দন যদি মুদ্রিত বা উৎকীর্ণ না হইয়া থাকে তবে তাহাতে নিম্নলিখিত অধিলিখনটি জুড়িয়া দিবেন। কালবিলম্ব না করিয়া কাজটি করিবেন।

"মহামান্যা ভিক্টোরিয়া ঈশ্বরপ্রসাদে, যুক্তরাষ্ট্র ও আয়র্লণ্ডের রানী, ধর্মপালিকা, ভারতের সাম্রাজ্ঞী, সমীপে,

মহামহিম মহারানী ও সাম্রাজ্ঞী
আমরা......"

ইহার নীচে থাকিবে "ডারবান, মে......১৮৯৭।"

শ্রী জোসেফ এণ্ড লরেন্সের নিকট হইতে কোন চিঠি না পাওয়ার কারণ বুঝিতেছি না। বুধবার আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

গুজরাটী ভাষায় মূলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে: এস্. এন্. ৩৬৭৭।

[১] ১৮৯৬ সালের জুন মাসে গান্ধীজী যখন ভারতে চলিয়া যান তখন আদমজি মিয়াখাঁ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অবৈতনিক সেক্রেটারির কাজের ভার নেন, এবং ১৮৯৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত সেই কার্যে রত থাকেন।

৪৭. রানী ভিকটোরিয়ার প্রতি অভিনন্দন[১]

[১৮৯৭-এর ৩রা জুন-এর আগে[২]]

আপনার মহৎ ও কল্যাণকর রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন সমাগত বলিয়া আমরা আনন্দিত। তাহার নিদর্শন হিসাবে জানাই, আমরা যে আপনার প্রজা তাহা মনে করিয়া আমরা গৌরব বোধ করি। আরও বেশী করিয়া করি এই জন্য যে আমরা জানি, ভারতবর্ষে আমরা যে শান্তি উপভোগ করি এবং জীবন ও সমৃদ্ধির নিরাপত্তার যে-ভরসার দরুন আমরা বিদেশ যাইতে সমর্থ হই, তাহা ঐ কারণেই সম্ভব হইয়াছে। আপনার যে বিশাল রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না তাহার সকল অঞ্চলে এবং আপনার সকল প্রজাগণের মধ্যে যে-আনুগত্য ও শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে আমরা কেবল তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে পারি। আমাদের সনির্বন্ধ কামনা ও প্রার্থনা যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখিয়া আরও দীর্ঘকাল আমাদের উপর রাজত্ব করিবার জন্য সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আপনাকে বাঁচাইয়া রাখুন।

দি নাটাল মারকারি, ৩-৬-১৮৯৭

৪৮. ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট চিঠি

[ডারবান]
জুন ২, ১৮৯৭

মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব
পিটারমরিজবার্গ

সবিনয় নিবেদন,

গত অধিবেশনের ভারতীয়-সংক্রান্ত বিলগুলির[৩], যাহার শেষ দফা গত কল্যের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পর্কে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট আবেদন পাঠাইবার ইচ্ছা করেন। আবেদনটি এখন তৈরি হইতেছে। সেইজন্য আমি আপনাকে

[১] মিয়াখাঁর নিকট তাঁহার চিঠিতে গান্ধীজী যে অধিলিখনের কথা লেখেন, অভিনন্দনের মূল প্রকাশ করিবার সময় খবরের কাগজে তাহা বাদ দেওয়া হয়।

[২] অভিনন্দনটি দিবার জন্য ঠিক কোন তারিখে পাঠানো হয়, প্রাপ্ত নথিপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

[৩] এখানে সংক্রমণ-নিরোধ, অভিবাসন-সঙ্কোচন, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স, ও অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সংরক্ষণ বিলগুলির উল্লেখ করা হইতেছে।

অনুরোধ করিতেছি যে আবেদনটি না পাওয়া পর্যন্ত, আপনি সেই সম্পর্কে মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট বার্তা[১] প্রেরণ স্থগিত রাখুন।

আপনার অনুগত
এম. কে. গান্ধী

পিটারমরিৎজবার্গ দফতরখানা : নির্দেশ সি. এস্. ও. ৩৭৮৯/৯৭

৪৯. শ্রীচেম্বারলেনের নিকট তার

ডারবান,
জুন ৯, ১৮৯৭

মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন
স্যার উইলিয়াম হাণ্টার ঠিকানা টাইম্‌স্
ইন্‌কাস
ভবনগরী
লণ্ডন

শেষ আবেদনে উল্লিখিত বিলগুলি গেজেটভুক্ত আইনে পরিণত। বিবেচনার বিলম্বন আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আবেদন প্রস্তুতির পথে।

ভারতীয়গণ

সবরমতি সংগ্রহালয়ের আফিসের এক নকলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন্. ২৩৮১।

৫০. ভারতীয়গণ ও হীরক জয়ন্তী

ডারবান,
জুন ২৪, ১৮৯৭

এডিটর
দি নাটাল মার্কারি

সবিনয় নিবেদন,

আপনার কাগজের আজকার সংখ্যায় গ্রে স্ট্রিটে হীরক জয়ন্তী গ্রন্থাগার খোলার সম্বন্ধে যে বিবরণী[২] বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখিলাম কিছু কিছু ভুলচুক আছে, কিছু কিছু বাদও পড়িয়াছে।

[১] বার্তাটি অবশ্য আগেই পাঠানো হইয়া গিয়াছিল। দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩০৭।

[২] জুবিলি লাইব্রেরির প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জে. পি. ওয়ালার সম্পন্ন করেন এবং সেই উপলক্ষে কয়েকটি বক্তৃতা হয়। নাটাল মার্কারিতে যে বিবরণী বাহির হয় তাহা সংশোধন করার জন্য গান্ধীজী উল্লিখিত চিঠিখানি পাঠাইয়া দেন। তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পৃঃ ৩০৩-৪-এ দেওয়া হইল।

হীরক জয়ন্তী গ্রন্থাগারের (ডায়মণ্ড জুবিলি লাইব্রেরি) উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণীটি আমি পড়ি নাই, পড়িয়াছিলেন অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক শ্রীব্রায়ান গেব্রিয়েল, যিনি ঐ গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। রেলওয়ে ভারতীয় বিদ্যালয়ের শ্রী জে. এস. ডান গ্রন্থাগার কমিটির চেয়ারম্যান। বিবরণী হইতে মনে হয় যে মাননীয় মেয়র, শোভাযাত্রার ভারতীয়দের দুঃখজনক অনুপস্থিতির দোষ, ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর চাপাইয়া দেন। আমি মনে করি না, তিনি এরূপ কিছু বলিয়াছিলেন বা এরূপ কোন কিছু বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি জানি যে এই বর্জনের জন্য, যে-ই অপরাধী হোক না কেন, ভারতীয় সম্প্রদায় অপরাধী নয়।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ২৫-৬- ১৮৯৭

হীরক জয়ন্তী গ্রন্থাগার

অবৈতনিক সেক্রেটারি শ্রী এম. কে. গান্ধী সভায় বলেন যে ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে এই উৎসব সুসম্পন্ন করার জন্য মহারানীর কোন প্রতিনিধিকে অনুরোধ করা সঙ্গত মনে করিয়াই তাঁহারা শ্রীওয়ালার্‌কে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার খোলার সংকল্প নূতন নয়। ইহার আবশ্যকতা ছিল, এবং নাটাল ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ্ ইহা প্রস্তাব করায়, প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে মহারানীর হীরক জয়ন্তীর উৎসব সমারোহের সঙ্গে পালন করার জন্য একটি বিরাট শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিবার একটি প্রস্তাব ছিল, আর একটি ছিল একটি কুটির-হাসপাতাল তৈরি করার, কিন্তু দুইটি প্রস্তাবই তাঁহাদের সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচিত হয়। নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস স্থির করেন যে তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, সেই-পরিমাণ অর্থ তাঁহারা দিবেন। তাহার ফলে,৩০ পাউণ্ড চাঁদা আদায় হওয়ায়, পরিষদ মোট ৬০ পাউণ্ড তহবিল লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থাগার-স্থাপনে মহারানীর সন্তোষ হইবে এবং ইহার কার্যকারিতার প্রসারও হইবে সুবিস্তৃত। ইহাতে ইংরেজী ভাষার প্রায় দুই শত পুস্তক আছে। তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যের সকল রকমের পুস্তকই আছে এবং সবই দানে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক হইবে। রবিবার বাদে সকল দিন, গ্রন্থাগার, সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে ......তাঁহাদের

উপস্থিতির জন্য শ্রীওয়ালার ও শ্রীপেইনকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ধন্যবাদ জানাইয়া গান্ধীজী বক্তৃতা শেষ করেন...।

শ্রীপেইন এই প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারায় এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য গান্ধীজীর আমন্ত্রণ পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা জাতিবৈষম্যের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছেন কিন্তু ডারবানের মেয়র হিসাবে তিনি জাতিবৈষম্যের কথা জানেন না (হর্ষধ্বনি)। অন্য সকলের প্রতি যেমন, ভারতীয়দের প্রতিও, তাঁর তেমনই শ্রদ্ধা আছে। গ্রন্থাগার স্থাপনের সংকল্প উত্তম সংকল্প এবং ইহা উদ্‌যোক্তাগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষে গৌরবের বিষয়। এই অভূতপূর্ব এবং অতুলনীয় ঘটনা উপলক্ষে মহারানীকে সম্মান দেখাইবার ব্যাপারে ভারতীয়েরা যে নিজেদের কর্তব্য পালন করিতেছে তাহাতে তিনি তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। সেইদিনের শোভাযাত্রায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ করা বিষয়ে তিনি ডাঃ বুথ এবং অন্য অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয়েরা যে উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই তাহাতে তিনি হতাশ বোধ না করিয়া পারেন নাই। কাউন্সিলের সদস্যগণ আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আশা করিয়াছিলেন যে ভারতীয়েরা যোগদান করিবে। তাঁহাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ দিয়া মেয়র তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।...সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য শ্রীওয়ালার, শ্রীপেইন এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের সম্মতি পাওয়ায় গান্ধীজী আর একবার সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দি নাটাল মারকারি, ২৪-৬-১৮৯৭

৫১. ভারতীয় জয়ন্তী-গ্রন্থাগার

জুন ২৫, ১৮৯৭

সম্পাদক
নাটাল মার্কারি

সবিনয় নিবেদন,

ডারবানের ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনেক দরদী ও বন্ধুব্যক্তি সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্যক্তিদের নিকট এই বলিয়া উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন যে হীরক জয়ন্তী গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে যোগদান করার নিমন্ত্রণপত্র তাঁহারা পান নাই। তাঁহাদের বাদ পড়ার দায়িত্ব আমার তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, যদিও আমি বিশ্বাস করি যে যে-অবস্থায় নিমন্ত্রণপত্রগুলি পাঠানো হইয়াছিল

তাহা, ঐ বাদ-পড়ার ত্রুটি-নিরসনের পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। গত সোমবার সন্ধ্যা ৫টার আগে চিঠিগুলি পাঠানো সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। খুব তাড়াতাড়ি করিয়া নামের তালিকা তৈরি করা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান সকল সদস্যদের উহা দেখাইবার সময়ই ছিল না। নিজেদের উপস্থিতির দ্বারা উৎসবটিকে গৌরবান্বিত করিবার আগ্রহের জন্য, কমিটি অবশ্য, এরূপ ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি, গভীর কৃতজ্ঞতা বো: করিতেছেন। যাঁহারা নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছেন অথচ পূর্বনির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই, কিংবা বিলম্বে পত্র পাওয়ায় উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিবার জন্য কমিটি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। মনে হইতেছে কিছু কিছু নিমন্ত্রণপত্র যথাস্থানে পৌঁছায় নাই।

আপনার ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

দি নাটাল মারকারি, ২৮-৬-১৮৯৭

৫২. আবেদনের সংযুক্ত ব্যাখ্যান-পত্র

১৮৯৭-এর ১৫ই মার্চ শ্রীচেম্বারলেনের নিকট যে দরখাস্ত করা হয় এবং ২৬শে মার্চ নাটাল আইনসভাগুলির নিকট যে আরজি পেশ করা হয় তাহাতে ভারতীয়-বিরোধী আইন হইতে অব্যাহতি না মেলায়, মহারানীর প্রধান ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট এই অনুরোধ জানাইয়া আবেদন করা হয় যে ঐ চারটি আইন (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৪), মহারানীর গভর্মেণ্ট মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করুন। যে ব্যাখ্যানপত্রের সহিত আবেদনটি নাটালের গভর্নরের নিকট পাঠানো হয় তাহা নীচে দেওয়া হইল।

ডারবান,
জুলাই ২, ১৮৯৭

মান্যবর স্যার ওয়ালটার ফ্রান্সিস্ হেলি-হাচিন্সন্ নাইট কম্যাণ্ডার অব্ দি ডিসটিন্গুইস্ড্ অর্ডার অব্ সেণ্ট্ মাইকেল এণ্ড সেণ্ট্ জর্জ্, নাটাল কলোনির গভর্নর ও কমান্ডার ইন্ চিফ্ ও ভাইস্-এডমিরাল এবং আদিবাসী জনগণের সুপ্রিম্ চিফ্ ইত্যাদি, ইত্যাদি
পিটারমারিজবার্গ, নাটাল

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এই সঙ্গে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, অভিবাসন সঙ্কোচন, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স্, সংক্রমণ নিরোধন ও ভারতীয়দের সংরক্ষণ, এই

আইনগুলির সম্পর্কে, মহারানীর প্রধান ঔপনিবেশিক সচিবের নিকটে, দুইটি অনুলিপিসহ একখানি আবেদন পাঠাইতেছি, এবং বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি যে, যেরূপ মন্তব্য করা সমীচীন মনে করেন তাহা যুক্ত করিয়া, আপনি আবেদনখানি পাঠাইয়া দিবেন।

(স্বাক্ষর) আবদুল করিম হাজি আদম

হাতে-লেখা নকলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন্. ২৪২৯।

৫৩. শ্রীচেম্বারলেনের নিকট আরজি

ডারবান,
জুলাই ২, ১৮৯৭

মহারানীর ঔপনিবেশিক সচিব
মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লণ্ডন সমীপে
নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্রিটিশ ভারতীয়গণের আরজি

সবিনয়ে নিবেদন করে :

নাটাল কলোনির বিধানসভা ও বিধান পরিষদে যে চারটি ভারতীয় বিল পাস হইয়া গভর্নরের সম্মতি লাভ করিয়াছে ও গেজেটভুক্ত আইনে পরিণত হইয়াছে, সেগুলির সম্পর্কে আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে আপনাদের স্বারস্থ হইতেছে। গৃহীত হওয়ার পর্যায়ক্রমে বিলগুলি হইল : সংক্রমণ-নিরোধ বিল, অভিবাসন সংকোচন বিল, ব্যবসায় লাইসেন্‌স্‌ বিল এবং অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের গ্রেপ্তারের দায় হইতে রক্ষা করার জন্য, অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয় সংরক্ষণ বিল।

পূর্বেকার আবেদনে, আবেদনকারীগণ, প্রথম তিনটি বিলের[১] আভাস দিয়াছিল, এবং সেই আবেদনে তাহারা বলিয়াছিল যে ঐ বিলগুলি নাটাল বিধানমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত হইলে, বিশেষ করিয়া সেগুলির জন্য, তাহাদের পক্ষে আবার আপনার স্বারস্থ হওয়ার দরকার হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আবেদনকারীগণের পক্ষে, এখন তাহা কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই বিল-গুলির মূলগত প্রশ্নটি যে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকেই নাড়া দিতেছে তাহা দেখিয়া, আবেদনকারীগণ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে যে আপনাকে উত্যক্ত করার জন্য তাহাদের মার্জনা করা হইবে।

[১] পৃঃ ২২৮-৩৪ দ্রষ্টব্য।

শেষের দুইটি বিল আইন হিসাবে গেজেটভুক্ত হইলেই, আবেদনকারীগণ, এই আবেদন না পৌঁছানো পর্যন্ত মহারানীর গভর্মেণ্টের নিকট বিলগুলি পাঠানো স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিবের[১] নিকট চিঠি লিখিয়াছিল। মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় যে বিলগুলি আগেই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন আপনার নিকট নিম্নলিখিত তারটি[২] পাঠানো হয় :

> শেষ আবেদনে উল্লিখিত বিলগুলি গেজেটভুক্ত আইনে পরিণত। বিবেচনার বিলম্বন আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আবেদন প্রস্তুতির পথে।

উল্লিখিত চারটি বিল এই সঙ্গে পাঠানো হইল। সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে ক, খ, গ ও ঘ চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এই বিলগুলি[৩] সম্পর্কে, আবেদনকারীগণ, স্থানীয় পার্লামেণ্টের দুইটি সভাই দ্বারস্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

বিধানসভার নিকট যে দরখাস্ত করা হয় তাহার নকল এই সঙ্গে দেওয়া হইল এবং ঙ[৪]-চিহ্নে চিহ্নিত করা হইল। দরখাস্তে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে ভারতীয়দের সংখ্যা কমাইবার জন্য আইন করার আবশ্যকতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সপ্রমাণ হয় না, এবং সেই কারণে, এরূপ আইনে হাত দেওয়ার আগে কলোনির মোট ভারতীয় জনসংখ্যা গণনা করার আদেশ দেওয়া দরকার, এবং কলোনিতে ভারতীয়দের উপস্থিতি কলোনির পক্ষে হিতজনক না অহিতকর তাহা নির্ণয় করিবাব জন্য তদন্ত আরম্ভ করাও দরকার।

সংক্রমণ-নিরোধন বিল[৫] অনুসারে গভর্নর যে কেবল সংক্রামিত বন্দর হইতে আগত কোন জাহাজকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন তাহা নহে, কোন লোক যদি প্রথমে সংক্রামিত বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া, নাটাল আসিবার পথে, জাহাজ বদল করিয়া অন্য কোন জাহাজে উঠিয়া থাকে, তবে গভর্নর তাহাকেও নামিতে না দিতে পারিবেন। সংক্রমণ-নিরোধের জন্য কোন আইন যতই কঠোর হোক না কেন, যতক্ষণ তাহা সংক্রামক রোগের আমদানি হইতে লোকেদের রক্ষা করিতে চায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদনকারীগণের তাহাতে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান বিলটি নাটাল গভর্মেণ্টের

[১] ৩০১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২] ৩০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৩] ২৭২-৭৮ ও ২৭৯-৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৪] প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ বাদে দরখাস্তখানি, এই আবেদনের ঙ-চিহ্নিত পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে উহা সময়ের পর্বাপর ক্রম অনুসারে ঠিক জায়গায় দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য এখানে উহা বাদ দেওয়া হইল। ২৭২-৭৮ পৃঃ।

[৫] ৩২৩-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভারতীয়-বিরোধী কর্মনীতিরই অংশ মাত্র। ভারতীয়-বিরোধী বিক্ষোভ-প্রদর্শন সংক্রান্ত আবেদনেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে গভর্নরের সংক্রমণ-নিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাড়াইয়া দিবার জন্য একটি বিল বিবেচনাধীন আছে, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী কমিটিকে[১] নাটাল গভর্মেণ্ট এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বর্তমান বিলটিকে এই অধিবেশনের ভারতীয় বিলগুলির অন্যতম বলিয়া মনে করা হইতেছে; যেমন, ১৮৯৭-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারির নাটাল মার্কারি সংক্রমণ-নিরোধক ও অন্যান্য ভারতীয় বিল সম্বন্ধে বলিতেছে :

> পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে ভারতীয় অভিবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে আইন প্রবর্তন করা হইবে বলিয়া গভর্মেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এই সপ্তাহের গেজেটে প্রকাশিত প্রথম তিনটি বিল তাহারই পরিপূরণ। এই বিলগুলির কোনটিই বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসীদের সম্পর্কে নয় এবং, সেই কারণে, এরূপ আইনে কিছু-কাল ধরিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে, এশিয়াবাসীরা তাহার আমলে আসে না। বিলগুলি এমনভাবে মুসাবিদা করা হইয়াছে যাহাতে তাহা সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে, এবং ব্যাপকতার জন্য নিশ্চয়ই সেগুলির দোষ ধরা যায় না। স্পষ্টভাবে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে বিলগুলি অল্পাধিক পরিমাণে আপত্তিজনক বটে, কিন্তু দুরন্ত রোগের জন্য দুর্দান্ত ঔষধেরও দরকার। এরূপ আইন যে আবশ্যক হইয়াছে তাহা দুঃখের বিষয়, কিন্তু তাহা যে আবশ্যক সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, এবং এরূপ আইন পাশ করা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, ইহা এখন অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ভার লইতেই হইবে। সংক্রমণ-নিরোধ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিবার জন্য যে বিলটি আনা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে সংগতভাবেই বলা যায় যে উহা প্লেগরোগাক্রান্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে গৃহীত সতর্কতামূলক এক বিশেষ ব্যবস্থা। আমরা যদি ভয়াবহ রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিতে চাই তবে সাধারণ ব্যবস্থা হইতে বেশী কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

ঐ কাগজই, অভিবাসন-সঙ্কোচন বিলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন করিতে গিয়া, ১৮৯৭-এর ৩০শে মার্চের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আবার বলে :

> বিলটি (অর্থাৎ অভিবাসন-সঙ্কোচন বিল) সরল নয় বলিয়া যে সকল লোক উহা আপত্তিজনক মনে করে, তাহারা বলে, বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধেই বিল পাস হোক, আমরা "দীর্ঘ বিধিসম্মত যুদ্ধে" অবতীর্ণ হই, এবং ইতিমধ্যে আমরা সংক্রমণ-নিরোধ আইনের আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করি; এরূপ কার্যপ্রণালীর অসংগতি খুব স্পষ্ট। ইহাতে বুঝাইবে আমরা এতই উচ্চমনা যে সঙ্কোচন বিল সম্বন্ধে অসাধুতা করিতে আমরা চাই না, অথচ সংক্রমণ-নিরোধন বিধানগুলির অপব্যবহারের হীন সুযোগ লইতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ভারতীয় অভি-বাসীরা এমন দেশ হইতে আসিয়াছে যে দেশে তাহাদের জেলার হাজার মাইলের মধ্যে

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৮।

মারাত্মক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইয়াছে, এই যুক্তিতে, তাহাদের জাহাজ হইতে নামিতে না দেওয়া তেমনই শঠতাপূর্ণ, অভিবাসন-সঙ্কোচন বিলের ব্যবস্থা কাজে লাগানো যেমন শঠতাপূর্ণ ব্যবহার।

অতএব, যেহেতু সংক্রমণ-নিরোধন বিলের দ্বারা নাটালে ভারতীয়দের অভিবাসনে পরোক্ষভাবে বাধা দিবার অভিপ্রায় করা হইতেছে, সেইজন্য আবেদনকারীগণ তাহার বিরুদ্ধে বিনীত প্রতিবাদ জানানো আবশ্যক মনে করিতেছে। কেন না, নাটালের অভিমুখী কোন জার্মান জাহাজের অন্যান্য যাত্রীগণ যদি বিনা বাধায় নাটালে অবতরণ করিতে পারে, তবে, কোন ভারতীয় জাঞ্জিবারে জাহাজ বদল করিয়া ঐ জার্মান জাহাজে উঠিয়া থাকিলে তাহাকেই বা নাটালে অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না কেন? কোন ভারতীয়ের পক্ষে কলোনিতে সংক্রামক রোগ আমদানি করা যদি সম্ভব হয়, তবে যে সকল যাত্রী তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদেরও তো তাহা হইবে।

অভিবাসন-সঙ্কোচন বিলে[১], অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কোন লোক, একান্ত নিঃস্ব হইলে ও তাহার জন্য গভর্মেণ্টকে ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা ঘটিলে, এবং সেই ব্যক্তি বিলের সংযুক্ত তফসিলে[২] প্রদত্ত ফর্‌ম্ অনুসারে ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট দরখাস্ত লিখিতে সমর্থ না হইলে, তাহাকে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে। যেমন, কোন ভারতীয় যদি ভারতীয় কোন ভাষায় পণ্ডিত হয় অথচ ইউরোপীয় কোন ভাষা না জানে তবে, অল্প সময়ের জন্য হইলেও, সে নাটালে অবতরণ করিতে পারিবে না। এরূপ ভারতীয়, বিদেশী রাজ্য ট্র্যান্সভালে যাইতে পারিবে, কিন্তু নাটালের মাটিতে পদার্পণ করিতে পারিবে না। এমন কি, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটেও যে কোন ভারতীয় কোন রকম বিধি নিষেধের বশবর্তী না হইয়া দুই মাস পর্যন্ত বাস করিতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ কলোনি নাটালে সে তাহা পারিবে না। অতএব, উল্লিখিত স্বাধীন রাজ্যগুলির তুলনায়, ইহাতে আরও বেশী দূর যাওয়া হইতেছে। ভারতের কোন রাজা যদি পৃথিবী-ভ্রমণ করিতে চান ও নাটালে আসেন তবে, তাঁহাকে বিশেষ অনুমতি না দেওয়া হইয়া থাকিলে, তাঁহাকে সেখানে নামিতে দেওয়া হইবে না। অভিবাসন আইন কার্যকর হওয়ার পর হইতে ভারতীয় যাত্রী লইয়া জাহাজগুলি মরিসাস্ যাওয়ার পথে এখানে থামিয়া যাইতেছে। জাহাজগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত নোঙ্গর ফেলিয়া থাকে ততক্ষণ পর্যন্তও ভারতীয় যাত্রীদের তীরে নামিয়া অঙ্গ চালনা করিতে বা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে দেওয়া হয় না। অভিবাসনের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের আদেশ অনুসারে ভারতীয় যাত্রীদের কড়া খবরদারিতে রাখা হয় এবং পাছে তাহারা নজর এড়াইয়া তীরে

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২১-২৫।
[২] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৫।

নামিয়া পড়ে এই ভয়ে তাহাদের মালপত্র জাহাজের খোলে গুদামজাত করিয়া রাখা হয়। অন্য রকমে বলা যায় যে ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি, তাহারা ভারতীয় হওয়ার কারণে, ব্রিটিশ রাজ্যে, কার্যত বন্দীর মত আচরণ করা হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ মহল হইতে বলা হইয়াছে যে আইনটি ভারতীয়দের উপর যেভাবে প্রয়োগ করা হইবে ইউরোপীয়দের প্রতি সেভাবে প্রয়োগ করার কথা কোন গভর্মেণ্ট স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। বিলটির দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময়ে, অধুনা-সংশোধিত ৩নং প্রকরণের (খ) উপপ্রকরণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইরূপ বলেন :

> অভিবাসীদের প্রত্যেকের পঁচিশ পাউণ্ড করিয়া সম্বল থাকিতে হইবে, এই কথাগুলি যখন বিলে সন্নিবেশ করা হয় তখন তাঁহার মনে একথা ওঠে নাই যে ইহা ইউরোপীয়দের উপরেও প্রয়োগ করা হইবে। গভর্মেণ্ট বুদ্ধিহীন হইলে আইনের এরূপ প্রয়োগ হইতে পারিত। ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল এশিয়াবাসীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সরল সোজাসুজি পথ তাঁহারা পছন্দ করেন। জাহাজ যখন বাতাসের বিপরীত দিকে যায়, তখন উহাকে এদিক সেদিক ঘুরিতে ফিরিতে হয়, এবং এইরূপে কালবিলম্ব না করিয়া উহা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। কোন লোক যখন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তখন সে বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু বাধা অপসারণ করিতে না পারিলে, ইটের দেওয়ালে মাথা না ঠুকিয়া, সে ঘুরিয়া বাধার পাশ কাটাইয়া যায়।

বিলটির ব্যাপারে সরলতার অভাব কলোনির প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কলোনির রাজধানী মরিজবার্গে কৃষিজীবীদের যে সম্মিলন হইয়া গেল এবং বিলগুলির সম্পর্কে বরোর সদস্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিবার জন্য ডারবান টাউন হলে যে সভা হইয়াছিল, সেই সকল সভায় ও অন্যান্য সভাসমিতিতে, বিলটি ব্রিটিশজনোচিত নয় বলিয়া উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে; পার্লামেণ্টের কতিপয় সদস্যও তীব্র ভাষায় ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আইনসভায় (এসেম্ব্লি) যে প্রতিপক্ষ দল এখনও গড়িয়া ওঠে নাই তাহাদের নেতা শ্রীবিন্‌স্ বলিয়াছেন :

> এত গুরুতর একটি প্রশ্নকে কেবল স্থানীয় দৃষ্টিতে বিচার করার সম্পর্কে লোকেদের সতর্ক হওয়া উচিত। বিলটি সরল নয়। ইহা সোজাসুজি বক্তব্য বিষয়ে পৌঁছায় নাই এবং আজ অপরাহ্ণে পঠিত দরখাস্তটিতে বিলটি ব্রিটিশজনোচিত নয় বলিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছে ইহার সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক সমীচীন অভিমত আর কিছু হইতে পারে না। বিলটি কেহই পছন্দ করে না। সমগ্র নাটালে এমন একজনও নাই যে বিলটিকে পছন্দ করিয়াছে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই ইহা পছন্দ করেন নাই। বিলটির আবশ্যকতা আছে এবং ইহা যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাও ঠিকই হইয়াছে, মুখ্যমন্ত্রী একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ভাষণে যদি কোন কিছু স্পষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইল এই যে তিনি বিলটিকে পছন্দ করেন নাই।

আইনসভার আর একজন সদস্য শ্রীমেডন,

> তীব্রভাবে এই মত প্রকাশ করেন, এবং তিনি মনে করেন নাটালের ঔপনিবেশিকদের বেশির ভাগই তাঁহার সঙ্গে একমত যে, এই আইন মানিয়া নেওয়ার পরিবর্তে এশিয়া-দেশীয় পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া লুটোপাটি খাইতে থাকাও তাহাদের পক্ষে কাম্য।

শ্রীসাইমন্‌স্‌, আর একজন সদস্য, বলেন :

> যে সকল ভারতীয় আমাদের মধ্যে আছে তাহাদের তাঁহারা দূর করিয়া দিতে পারেন না কিংবা ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে যে সব অধিকার তাহারা ভোগ করে তাহাও কাড়িয়া লইতে পারেন না। যে ইংরেজ নিজেকে রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয় সে কি এরূপ বিল উপস্থাপন করিতে পারে, না, ইহা পাস হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে? বিলটি বীভৎস। একটি ব্রিটিশ উপনিবেশের পক্ষে এরূপ বিল কলঙ্কজনক। ইহাকে এশিয়াবাসী সঙ্কোচন বিল বলা হউক না কেন? এই বাষ্পীয়পোতের দিনে কেহ তো আর জাহাজের ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলে না, জাহাজ তো আজকাল সোজা সামনের দিকে চলিয়া যায়।

কাজেই, বিলের সম্বন্ধে মতের ঐক্য নাই দেখিয়া আবেদনকারীগণ নিবেদন করে যে, এরূপ কঠোর আইন পাস করার আগে, ভারতীয় জনসংখ্যার আদমশুমারি করার জন্য এবং ভারতীয়দের উপস্থিতি কলোনির পক্ষে ক্ষতি-কর বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহার তদন্ত করার জন্য, আবেদনকারী-গণের যৎসামান্য যে প্রার্থনা ছিল, তাহা পূরণ করা যাইতে পারিত। আবেদন-কারীগণের নিবেদন এই যে এই আইন করার সংগত কোন হেতুই ছিল না। ইউরোপীয়দের সংখ্যা অপেক্ষা ভারতীয়দের সংখ্যা বেশী দ্রুত গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে একথা প্রমাণিত হয় নাই। বরং, বিগত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে জানুয়ারিতে[১] যে ছয় মাস শেষ হইল তাহাতে যেখানে ৬৬৬ জন ভারতীয় বাড়িয়া থাকিতে পারে, ইউরোপীয়দের সংখ্যা সেখানে হইয়াছে প্রায় ২,০০০। তা ছাড়া, বিলে যে শ্রেণীর ভারতীয়দের আসিতে না দেওয়ার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, কলোনিতে তাহাদের সংখ্যা হইল প্রায় ৫,০০০ আর ইউরোপীয়দের সংখ্যা হইল ৫০,০০০। উচ্চতর ধর্মাধিকরণের প্রথম অধস্তন বিচারক, স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যাগের সভাপতিত্বে নাটালে দশ বৎসর আগে যে কমিশন বসিয়াছিল তাঁহাদেরও সুচিন্তিত যে অভিমত লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইল এই :

> যথেষ্ট নিরীক্ষা করিয়া আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আমাদের দৃঢ় মত লিপিবদ্ধ করিতে চাই যে এই সকল ব্যবসায়ীর উপস্থিতি সমগ্র কলোনির পক্ষে হিতকর হইয়াছে এবং ইহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা অন্যায় যদি বা নাও হয়, তাহা নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে।

ইহাই হইল একমাত্র প্রামাণিক মত যাহার দ্বারা স্থানীয় বিধানমণ্ডলগুলি

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৩।

চালিত হইতে পারে। এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও, আবেদনকারীগণ এখনও সাহস করিয়া ভরসা করে যে, নাটালে ব্রিটিশ ভারতীয়দের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া আইন তৈরি করার আবশ্যক আছে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার আগে মহারানীর গভর্মেণ্ট, উপরে যে ধরনের তদন্তের কথা বলা হইয়াছে, সেরূপ তদন্তের আদেশ দিবেন; অর্থাৎ যদি মহারানীর গভর্মেণ্ট স্থির করেন যে ১৮৫৮ সালের উদ্‌ঘোষণা সত্ত্বেও একটি ব্রিটিশ কলোনি ব্রিটিশ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে, এবং যদি মহারানীর গভর্মেণ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ঐ উদ্‌ঘোষণা, এখানে যুক্তিতর্কমূলে যে সব অধিকার দাবি করা হইয়াছে, সেরূপ কোন অধিকার অর্পণ করে না, এবং তাঁহারা যদি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে নাটালে ভারতীয়দের সংখ্যা বিপজ্জনক হারে বাড়িয়া যাইতেছে ও ভারতীয়দের উপস্থিতি কলোনির পক্ষে অহিতকর হইতেছে, তাহা হইলে বিশেষ ভাবে ভারতীয়দের প্রতি প্রযুক্ত হইবার জন্য বিল আনয়ন করা অনেক বেশী পরিমাণে সন্তোষজনক হইবে।

যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিতে হয়, ইহা বিস্ময়কর মনে হয় যে, যখন ট্র্যান্সভাল গভর্মেণ্টকে তাহাদের বিদেশী-আইন[১] (এলিয়েন্‌স্‌ ল) উঠাইয়া লইতে বাধ্য করা হইল, তখন নাটাল গভর্মেণ্ট এমন একটি অভিবাসন আইন পাস করিল যাহা ট্র্যান্সভালের আইন অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোর।

অভিবাসন সঙ্কোচন আইনটিকে সংবাদপত্র মহল কি চোখে দেখিতেছে তাহা দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ এখন সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া দিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে :

> কোন নিষিদ্ধ অভিবাসী, আইন অমান্য করিয়া কলোনিতে প্রবেশ করিলে কোন দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ৪ ধারায় তাহার সংজ্ঞানির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইল নির্বাসন এবং (বা) ছয় মাস কারাবাস। এখন, আমরা মনে করি বেশির ভাগ লোকই আমাদের সহিত একমত হইবে যে, কলোনির নিজের মঙ্গলের জন্য, অভিবাসনের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা যতই আবশ্যক হোক না কেন, কোন লোকের পক্ষে কলোনিতে আসার চেষ্টা করা গুরুতর অপরাধের বিষয় হইতে পারে না। ন্যায়বোধের দিক হইতে ইহা সুনিশ্চিতও বটে, যে যে-শ্রেণীর লোকের উপর বিলটি প্রযুক্ত হওয়ার কথা, তাহারা সাধারণত, কলোনিতে ঢুকিয়া তাহারা যে দেশের আইন ভঙ্গ করিতেছে, এ বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। এরূপ আইনের পরিস্থিতি দেশের সাধারণ আইন হইতে ভিন্ন রকমের, কেন না ইহা সেই সকল লোকের প্রতি প্রযুক্ত হইবে যাহারা কলোনির এলাকার অধীন নয় এবং কলোনির আইনকানুনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা যাহাদের নাই। কাজে কাজেই, নিযুক্ত কর্মচারীদের ইহা দেখা আরও বেশী কর্তব্য হইবে যেন কোন নিষিদ্ধ অভিবাসী অবতরণ করিতে না পারে, এবং এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি যে

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩৪।

নির্বাসনই যথেষ্ট, এবং দণ্ডমূলক বিধানগুলি বাদ দেওয়া উচিত। ৫ ধারার পক্ষেও অনুরূপ সমালোচনা প্রযোজ্য। ঐ ধারায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে জামিনস্বরূপ ১০০ পাউণ্ড জামানত রাখিতে হইবে এবং শেষ পর্যন্ত অভিবাসীরা "নিষিদ্ধ অভিবাসী" বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের জামানতি অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে। জামানতি টাকা বাজেয়াপ্ত করার সংগত হেতু আমরা দেখিতে পাই না। যদি তাহাকে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া গণ্য করা হয় এবং কলোনি ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার টাকা তাহাকে ফেরত দেওয়া উচিত হইবে। যে প্রকরণে জাহাজের অধ্যক্ষদের প্রতি কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে কেবল সমালোচনা ডাকিয়া আনা হইবে। ইহা বস্তুত জাহাজের অধ্যক্ষদের উপর, বন্দর হইতে রওনা হওয়ার আগে, প্রত্যেকটি যাত্রীর আর্থিক অবস্থা ও পদমর্যাদা তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করার দায়িত্ব চাপাইয়া দিবে। আইনের ব্যবস্থা কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে ইহা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু তবুও ইহাতে অধ্যক্ষদের উপরে দারুণ কষ্ট-ভোগ চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

ইহা দেখা যাইবে যে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে যাহারা কলোনিতে প্রবেশ করিবে বিলটি তাহাদের সকলের উপরই প্রযুক্ত হইবে। আমরা মনে করি যে, যে-সকল অভিবাসী সমুদ্রপথে আসিবে বিলটি কেবল তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইলে তাহা অনেক কম বিরক্তিকর হইবে এবং বিলটি সহজে প্রয়োগ করাও যাইবে। স্থলপথে বেশী সংখ্যায় এশিয়াবাসীর আমদানি হইবে বলিয়া ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু কারণ নাই, এবং অন্য যাহারা আসিবে তাহারা হইল দক্ষিণ আফ্রিকার এক রাজ্য হইতে অন্য এক রাজ্যের অভিমুখী যাত্রী—ইহাদের তো যতদূর সম্ভব বাধা-বিমুক্ত হওয়াই উচিত—আর হইল আদিবাসীরা—যাহাদের বেশীর ভাগই শিক্ষাগত পরীক্ষায় বাদ পড়িবে, এবং তাহাতে সম্ভবত আমাদের শ্রমিকদের জোগান কমিয়া যাইবে।—**দি নাটাল এড্ভারটাইজার,** ২৪-২-৯৭।

কেহ যদি বলে, "যদি তোমরা এক শ্রেণীর লোক না চাও, তবে অন্য এক শ্রেণীর লোকও পাইবে না," তবে তাহার মনোভাব কি যুক্তিসংগত হইবে না? এরূপ মনোভাব হওয়া যে অসম্ভব নয়, ভারতের সংবাদপত্রমহলের সুর হইতে তাহা বোঝা যাইতেছে। কয়েকদিন আগে **টাইম্স্ অব্ ইণ্ডিয়ার** একটি প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে অবাধ অভিবাসন অথবা সম্পূর্ণ অভিবাসন-বর্জন, কার্যত এই দুইটির একটি বাছিয়া লইবার জন্য নাটালকে বলা হইয়াছে। তাহা কেবল স্থানীয় মতামত হইতে পারে, কিন্তু আমরা মনে করি, এ কথা বলিলে আমাদের বেশী ভুল হইবে না যে, ঘটনা যদি পালটাইয়া যাইত তবে ঠিক এই ধরনের উত্তরই আমরাও দিতাম। কলোনি যদি, নিজের সুবিধার জন্য কোন এক শ্রেণীর ভারতীয় অভিবাসীকে বহিষ্কার করা আবশ্যক বলিয়া মনে করে তবে, ভারত গভর্মেণ্ট উহাকে, উহার নিজের সুবিধার জন্যই, আর এক শ্রেণীর ভারতীয় অভিবাসীকে আমদানি করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে, কলোনি সে বিষয়ে কোন অভিযোগ করিতে পারে না—কেহ একথা বলিলে তাহা অসংগত যুক্তি হয় না।—**দি নাটাল এড্ভারটাইজার,** ৫-৪-৯৭।

আমরা প্রশ্ন করি, কোন ব্রিটিশ কলোনিতে, অনুরূপ কোন আইন (অ্যাক্ট) কি গৃহীত হইয়াছে যাহার প্রকৃতি এত উগ্র এবং প্রসার এত ব্যাপক; এবং আমাদের মত যে কলোনি অগ্রগতি এবং স্বাধীনতার প্রতি এরূপ নিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে তাহার

পক্ষে নিজেদের সংবিধি-গ্রন্থে এরূপ আইন সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করা গৌরবের বিষয় নয়।—**দি নাটাল এড্‌ভার্‌টাইজার,** ২৬-২-৯৭।

ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই তর্ক সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করা যায় যে নীতিহিসাবে আইনটি হইতেছে অসাধুতা ও কপটতায় পূর্ণ, কেন না ইহাতে যে লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা আসল মনের কথা নয়। ইহা সাধারণভাবে অভিবাসনকে সীমাবদ্ধ করিবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়, কিন্তু সকলেই জানে যে আসলে এশিয়াবাসীদের অভিবাসন বন্ধ করা ইহার অভিপ্রায়। —**দি নাটাল এড্‌ভার্‌-টাইজার,** ২৬-২-৯৭।

আমরা যাহা চাই তাহা একটি সৎ, ন্যায্য ও গোপনতাবিহীন আইনের দ্বারা পাওয়ার চেষ্টা করা হোক, যে আইন অস্পষ্ট, কাজের অনুপযুক্ত ও ইংরেজজনের অনুচিত বাধা-নিষেধের মেঘজালে আসল প্রতিপাদ্য ঢাকিবার চেষ্টা করে না। যে পর্যন্ত আমরা তাহা করিতে না পারি সে পর্যন্ত গভর্মেণ্টের ও ঔপনিবেশিক মিউনিসিপালিটিগুলির স্থানীয় প্রনিয়ম প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। তাহার দ্বারাই, যে অন্যায় সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইতেছে তাহা অনেক পরিমাণে কমানো যাইবে। —**দি নাটাল এড্‌ভার্‌টাইজার,** ১২-৩-৯৭।

কোন গভর্মেণ্ট ও বিধানমণ্ডল কিরূপ চূড়ান্ত ঘৃণাজনক চালাকির খেলা দেখাইতে পারে নাটাল অভিবাসন আইন তাহার একটি উদাহরণ।—**দি স্টার,** ২০-৫-৯৭।

অতঃপর, সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক সেই আইন তৈরি করিয়াছে বলিয়া ১৮৯৭-এর অধিবেশন খ্যাত হইয়া থাকিবে, 'যে-আইন কোন কোন বিষয়ে, গত বৎসব অনুরূপ উদ্দেশ্যে ট্রান্সভাল জাতীয় আইনসভায় (ফক্‌স্‌রাড্‌) যে-আইন পাস হয় তাহার চাইতেও খারাপ।[১] সকলেই অবগত আছে যে শ্রীচেম্বারলেন সেই আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং জাতীয় আইনসভা অবিলম্বে আইনটি রদ করেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে আইনটি যদি নাটালের পক্ষে ভাল হয় তবে ট্রান্সভালের পক্ষে উহা মন্দ হইতে পারে না। **দি ট্রান্সভাল এড্‌ভার্‌টাইজার,** ২২-৫-৯৭।

নাটালের নূতন আইনে শুধু যে এই সাধারণ নীতি ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা নয়, ইহা পাস করার পক্ষে যে যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা মানিতে হইলে বলিতে হয়, ইহা একটি অসাধু আইনও বটে। ইহার ভাষা সর্বসাধারণে প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ গভর্মেণ্ট বিধানমণ্ডলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছেন যে ইহা কেবল কতকগুলি শ্রেণীর প্রতি প্রযুক্ত হইবে। এরূপভাবে শ্রেণী-আইন পাস করিয়া লওয়া সাংঘাতিক অনিষ্টকর ব্যাপার। শ্রেণী-আইন সাধারণত অন্যায় বা অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু শ্রেণী-আইন যখন এমন আকারে পাস হয় যাহাতে বোঝা যায় না যে তাহা সমাজের কেবল এক শ্রেণীর লোকের জন্য করা হইয়াছে, তখন ইহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি তীব্রভাবে প্রবল হইয়া ওঠে। তা ছাড়া, খোলাখুলিভাবে শ্রেণীগত আইন গ্রহণ করিলে তাহার যে ফলাফল হইতে পারে তাহা এড়াইবার জন্য, শ্রেণীগত আইন যে কখনও আইনপদবাচ্য হইতে পারে না এরূপ চাতুরীপূর্ণ যুক্তির আশ্রয় লওয়া, যে কোন পার্লামেণ্টের পক্ষে কাপুরুষতার কাজও বটে। এই নাটাল অভিবাসন সঙ্কোচন আইনের স্বীকৃত উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন ভারতীয়দের আমদানির বিষয়ে যথোচিত

[১] এখানে ট্রান্সভাল বিদেশী আইনের (ট্রান্সভাল এলিয়েন্‌স্‌ অ্যাক্ট) উল্লেখ করা হইয়াছে; দ্রষ্টব্য ৩১২ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

ব্যবস্থা করা; ইহা তো ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে সকল ভারতীয়ের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা নয়। যে শ্রেণীর লোকেরা এই আইনের কার্যকারিতা হইতে মুক্ত—যেমন ধরুন, প্রিন্‌স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌স্‌—চুক্তিবন্ধ 'কুলিরা' তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অথচ, বস্তুত, নাটালে যে-সকল কুলিকে আনা হয় তাহাদের বেশির ভাগ হইল ভারতের অত্যন্ত নিম্নতম শ্রেণীর অধিবাসী এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বস্তি-অঞ্চল হইতে তাহাদের ধরিয়া আনা হয়। ব্যক্তিগত তুলনায় যে চুক্তিবন্ধ কুলি অন্যের খরচে জাহাজে চালান হইয়া আসে তাহার অপেক্ষা যে স্বাধীন ভারতীয় নিজের খরচে নাটালে আসে তাহার উন্নত ধরনের হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই স্বাধীন ভারতীয়ের চুক্তিবন্ধ নিম্নতমজাতীয় এই স্বদেশবাসীকে আসিতে দেওয়া হইবে এই কারণে যে সে ক্রীতদাস। অথচ, এই যে অর্ধ-ক্রীতদাসকে এইভাবে আসিতে দেওয়া হইতেছে সে, ইচ্ছা করিলে, পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে, স্বাধীনতা দাবি করিতে পারিবে এবং স্বাধীন ভারতীয় হিসাবে নাটালে বসবাস করিতে পারিবে।—**দি স্টার**, ১০-৫-৯৭।

নাটাল যে পরিমাণে শ্রীচেম্বারলেনের 'প্রভাব-গণ্ডি'র অন্তর্গত এই রাজ্যে তাঁহার প্রভাব তার চাইতে অনেক কম। তবুও এই রাজ্যে গৃহীত অনেক কম বিরক্তিকর আইনের প্রতি তিনি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে ন্যায় ও সুবিচারের ভাব বজায় রাখিয়া শ্রীচেম্বারলেন নাটালের আইনটি সমর্থন করিতে পারেন না। —**দি স্টার**, ৭-৫-৯৭।

এগুলির মধ্যে তারতম্য করা যদি সম্ভব হয় তবে বলা যায় যে ব্যবসায়ী-দের লাইসেন্‌স্‌-বিলটি[১] হইল সকলের চাইতে খারাপ। ইহাতে শুধু ব্যবসায়ীদের ইংরেজীতে খাতাপত্র রাখিতে বাধ্য করা হয় না, ইহা লাইসেন্‌স্‌ দিবার কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্‌স্‌ দিতে বা পুরানো লাইসেন্‌স্‌ বদল করিয়া দিতে অস্বীকার করার অবাধ ক্ষমতা দেয়, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে উচ্চতম বিচারালয়ে পুনর্বিচার প্রার্থনা করার অধিকার দেয় না। এই রূপে ইহা ব্রিটিশ সংবিধানের একটি অতি মূল্যবান নীতির উচ্ছেদ সাধন করে। বিধান সভার (লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্‌লি) সদস্য শ্রীট্যাথাম্‌ যাহা বলিয়াছেন, আবেদনকারী-গণ, বিলের সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তির কথা, তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না :

দ্বিধাহীনচিত্তে তিনি বলিতে পারেন যে এই বিল বর্তমান ব্যবসায়ীদের পক্ষে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। যে সকল সদস্য বিলটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ব্যবসায়ীদের দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন পণ্যভোগীদের দিক হইতে করেন নাই। আইন যে সকল বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করিতে পারে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পথ দেখা দেয় তখনই যখন ইহার লক্ষ্য হয় ব্যবসায়ের উপরে বাধা-নিষেধ আরোপ করা। এই সত্যকে এত মূল্য দেওয়া হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের অলিখিত দেশাচারমূলক আইন (কমন ল) অনুসারে, দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে, তাহা ব্যবসায়ের উপর বাধা আরোপ করিয়া

[১] মূল পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৫-২৭।

সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে ইহা দেখানো গেলে, সেই চুক্তি অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়। ব্যবসায়ের নীতিহিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র ইহা স্বীকৃত যে কেবল প্রতিযোগীদের পক্ষে নয়, পণ্যভোগীদের পক্ষেও, প্রতিযোগিতার তুল্য আর কিছু নাই। এরূপ একটি বিলের ফল হইবে, পণ্যভোগীদের ক্ষতি করিয়া কেবল ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া। এশিয়াবাসীদের দমনের জন্য বিল হিসাবে ইহার ফলাফল কি হইবে সেদিক হইতে তিনি বিলটির আলোচনা করিতেছেন না, যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহা সভায় উত্থাপন করা হইয়াছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তিনি এই বিলের আলোচনা করিতেছেন। ইউরোপীয় হোক বা এশিয়াবাসী হোক, বিলে সমাজের সকল স্তরের লোককেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং ইহাতে আতঙ্কজনক ব্যবস্থাসকল সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যে-লোকই লাইসেন্স্ মঞ্জুর করিবেন, আগে যে সকল লাইসেন্স্ বলবৎ আছে তাহা প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতাও সেই ব্যক্তিরই থাকিবে। মফস্বল জেলাগুলিতে এইরূপ চলিবে। শহর (টাউন) ও মিউনিসিপালিটিগুলিতে ইহার প্রয়োগ কিরূপ হইবে? ডারবানের উদাহরণ নেওয়া যাক। টাউন কাউন্সিলে এমন লোক বেশী সংখ্যায় থাকিতে পারে যাহারা সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের কথাই আগে চিন্তা করিবে এবং বরোতে ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স্ দিতে অস্বীকার করিবে। মুখ্যমন্ত্রী বলিবেন, এই সকল লোক তো সাধারণের ভোটের নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবে, কিন্তু একজন লোকের ব্যাপারে যখন সমগ্র দলের অমত হইবে তখন সাধারণের ভোটকে কেমন করিয়া কার্যকর করা যাইবে?

এমন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বিলটির পক্ষ সমর্থন করা খুব কঠিন বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, এবং বিলটি পাস হওয়ার বিষয়ে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তিনি বলেন:

লোকেরা চাহিয়াছিল যে মিউনিসিপালিটিগুলির বর্তমানে যে-ক্ষমতা আছে, লাইসেন্স্ দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা সেগুলিকে দেওয়া হোক, এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা বলিতে দ্বিধা করার কোন দরকার নাই। ব্যবসা করার জন্য ইউরোপীয়দের যেরূপ লাইসেন্স্ লইতে হয়, সেইরূপ লাইসেন্স্ লওয়ার ব্যাপারে অন্য যে সকল লোক ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাহাদের বাধা দেওয়াই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য। বিলটির ইহাই অভিপ্রায় এবং সে অভিপ্রায় যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে, অবশ্য, দ্বিতীয় দফা আলোচনা পাস হইবে, এবং পরে তাঁহাদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ঠিক করিতে হইবে। প্রজাগণের স্বাধীনতা আংশিকভাবে হরণ করা হইতেছে এরূপ না দেখাইয়া এই বিল পাস করা সম্ভব হইবে না, কেন না প্রজাদের এখন স্বভাবতই লাইসেন্স্ পাইবার অধিকার আছে এবং এই বিল পাস হইয়া আইনে পরিণত হইলে প্রজাদের সে অধিকার আর থাকিবে না। তাহাদের সে অধিকার কেবল তখনই থাকিবে যখন লাইসেন্স্-কর্তৃপক্ষ তাহা মঞ্জুর করা উপযুক্ত মনে করিবেন। এই বিল আইনের গতিকে ব্যাহত করিবে, কারণ বিচারালয়ের অধিকারক্ষেত্র বজায় থাকিলে বিলের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। টাউন কাউন্সিলগুলি তাঁহাদের নির্বাচক-মণ্ডলের নিকট দায়ী থাকিবেন, কিন্তু লাইসেন্স্ মঞ্জুর করা বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে আপিল করা চলিবে না। এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইয়াছে যে ইহা আইনকে

স্বাভাবিক পথে চলিতে দিবে না। ইহার উত্তর হইল এই যে সেগুলি যদি মঞ্জুর করা হয় তবে তাঁহারা এই বিল পাস করিবেন না; কিন্তু এই আইন অনুসারে কেবল লাইসেন্স্ দিবার কর্তৃপক্ষদেরই এই বিবেচনা-ভার থাকিবে। তিনি এ কথা জোর দিয়া বলা সমীচীন মনে করেন যে এই বিল অনুসারে ব্যবসায়ের লাইসেন্সের উপরে বিচারালয়গুলির কোন অধিকার থাকিবে না। লাইসেন্স্ দিবার কর্তৃপক্ষগণ এই অধিকার পরিচালনা করিবেন। আইনসভা (এসেম্ব্লি) যদি মনে করেন যে বিলটির দ্বিতীয় দফা আলোচনা নিষ্পন্ন হোক তবে খুঁটিনাটির আলোচনা কমিটিতে হইবে। তিনি বিলটি আইনসভায় পেশ করেন, এবং ইহা উল্লেখ করিতে চান যে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সেই সকল লোককে প্রভাবিত করা, অভিবাসন বিলে যাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের তীরে নামাইয়া দেওয়া যাইবে না একথা জানিলে জাহাজগুলি এই সকল লোককে আনিবে না, এবং লাইসেন্স্ পাওয়া যাইবে না জানিলে লোকগুলিও এখানে ব্যবসা করার জন্য আসিবে না।

শ্রীসাইমন্স্ "এই বিলের বিরোধিতা করেন। তিনি আইনটিকে একান্ত-ভাবে ইংরেজ-চরিত্রের বিরোধী ও উৎপীড়নমূলক বলিয়া মনে করেন।"

ইহা লক্ষ্য করা যাইবে যে অল্প কয়েক পাউন্ড মূল্যের জিনিসপত্র লইয়া যে সব ফেরিওয়ালা স্থান হইতে স্থানান্তরে ফেরি করিয়া বেড়ায় তাহাদেরও ইংরেজীতে খাতাপত্র রাখিতে হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। বস্তুত তাহারা কোন খাতাপত্রই রাখে না। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের দেশের উচ্চতম বিচারালয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি তোলা হইয়াছে, মনে হয় তাহা এই যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে লাইসেন্স্-আধিকারিক (অফিসার) তাঁহার নিজের বিবেচনাশক্তির ব্যবহার ন্যায্য হইয়াছে বলিয়া বিচারালয়ে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না।

পুরানো লাইসেন্স্ পালটাইয়া নূতন লাইসেন্স্ দেওয়ার বিষয়ে কি করা হইবে তাহাও জিজ্ঞাস্য। লাইসেন্স্-আধিকারিক যদি সঙ্গত মনে করিয়া আদেশ দেন তবে শত-সহস্র পাউন্ড মূল্যের জিনিসপত্র লইয়া ব্যবসায়ীদের কি ব্যবসা বন্ধ করিতে বলা হইবে? আইনসভার সদস্য শ্রীস্মিথের মনে প্রশ্নটি ওঠে। তিনি প্রস্তাব করেন, যাহাদের লাইসেন্স্ আছে তাহাদের এক বৎসরের সময় দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য করার আগে, ফ্রী স্টেটেও যে তাহাদের যুক্তিসঙ্গত সময় দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থার প্রতি তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

নাটাল এড্ভার্টাইজার, ৫-৪-৯৭ তারিখে, বিলটির বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করেন :

ব্রিটিশ ঐতিহ্য লঙ্ঘন করার যে নিদর্শন অভিবাসন বিলে বিধিবদ্ধ রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অনেক সদস্য, তাহার বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ

তাঁহারাই আবার লাইসেন্‌স্‌ বিলের অন্তর্নিহিত, প্রজা-স্বাধীনতার অনেক বেশী গুরুতর ব্যতিক্রম, অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া লইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। বিলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত; এবং নিগমগুলিকে (করপোরেশন) বিপুল ক্ষমতা দেওয়াতে কিছু কিছু সদস্য যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহাতেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিপদ হইল বিচারালয়ে পুনর্বিচার-প্রার্থনা (আপিল) করিতে না পারা। বস্তুত, কেবল ইহার দ্বারাই, বিলে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। বিচারালয়ে পুনর্বিচার-প্রার্থনা (আপিল) করার অধিকার হইতে লোকেদের বঞ্চিত করিবার এই স্থূল ও অবিজ্ঞজনোচিত কৌশলের আশ্রয় না লইয়া, এমন একটি আইন সহজেই রচনা করা যাইত যাহা, যে সকল স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে হইবে সেগুলিকে, বর্তমান বিলের মত সমান দক্ষতার সঙ্গে, রক্ষা করিতে পারিত। আশু প্রয়োজনের কোন তাগিদই এমন হইতে পারে না যাহাতে এরূপ ব্যবস্থার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়। মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, "উচ্চতম ধর্মাধিকরণ বা অন্য কোন বিচারালয়ের উপর বিবেচনার ভার দিলে, বিবেচনা বলিয়া আর কোন কিছু থাকিবে না; তাঁহারা লাইসেন্‌স্‌ দিবার কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করার ভার দিবেন অথচ অন্য কোন ব্যক্তিকেও বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে দিবেন, এমন হইতে পারে না।" মুখ্যমন্ত্রীর এই যুক্তি তাঁহার নিজের এবং তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে অগৌরবের বিষয়। বর্তমান আইনে লাইসেন্‌স্‌ কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করার অধিকার আছে, কিন্তু তাহাতে মহাধিকরণের (সুপ্রিম কোর্ট) চূড়ান্ত অধিকার বারিত হয় নাই। তা ছাড়া, বিলে ঔপনিবেশিক সচিবের (কলোনিয়াল সেক্রেটারি) নিকট উত্তর-বিচার (আপিল) প্রার্থনা করিতে পারার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে ঐ যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। কাজেই, ইহা কার্যত লাইসেন্‌স্‌ কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করার অধিকার দিতেছে, এবং পরে আবার অন্য কোন লোককেও সেই বিবেচনা-শক্তি প্রয়োগ করিবার অনুমতি দিতেছে।

আবেদনকারীগণ, উল্লিখিত বিলগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করে নাই, কারণ, তাহাদের মতে, বিলগুলির নীতি, ব্রিটিশ সংবিধানের, এবং ১৮৫৮-র উদ্‌ঘোষণারও মূল ভাবধারার এত একান্তভাবে বিরোধী যে উহার বিস্তারিত আলোচনার বোধ হয় আর দরকার নাই।

ইহা অবশ্য স্পষ্ট যে বিলগুলি অগ্রাহ্য না হইলে, ভারতীয়দের উৎপীড়ন করার ব্যাপারে নাটাল, ট্র্যান্সভাল অপেক্ষা, অনেক বেশী দূর যাইবে। জন কয়েক ইংরেজী লেখাপড়া জানা লোক ছাড়া অন্য সকল ভারতীয়, অভিবাসন আইনের দরুন নাটালে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা বিনা-বাধায় ট্র্যান্সভালে যাইতে পারে। ফেরিওয়ালারা নাটালে ফেরি করিবার লাইসেন্‌স্‌ পাইতে পারিবে না যদিও ট্র্যান্সভালে তাহারা নিজেদের অধিকার-বলেই উহা পাইতে পারে। এই অবস্থায়, আবেদনকারীগণ বিশ্বাস করে যে আর কিছুই যদি করা না হয় তবে নাটালে ভারতীয় অভিবাসন বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে এক দারুণ অসঙ্গতি, (অর্থাৎ), নাটাল যে কলোনিতে ভারতীয়দের

উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ পাইবে অথচ সে কিছুই দিবে না এই অসঙ্গতি দূরীভূত হইবে।

অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের গ্রেপ্তারের দায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে বিল[1] উহা কলোনিতে ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত হয় নাই, কোন কোন ভারতীয় ও গভর্মেণ্টের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি। চুক্তির অধীন নয় এমন ভারতীয়েরা, নিজেদের চুক্তি-নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্র হইতে পলাতক সন্দেহে, মাঝে মাঝে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় অভিবাসন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হয়। এই অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোন কোন ভারতীয় ইহা লাঘব করার উদ্দেশ্যে গভর্মেণ্টের দ্বারস্থ হন। গভর্মেণ্ট সদাশয়তার সঙ্গে একটি উদ্‌ঘোষণা (প্রোক্লেমেশন) প্রচার করেন। ঐ উদ্‌ঘোষণায়, অভিবাসীদের সংরক্ষককে, মুক্ত ভারতীয়দের এই মর্মে প্রমাণ-পত্র (সার্টিফিকেট) দিবার জন্য, ক্ষমতা দেওয়া হয় যে প্রমাণপত্র-বাহকেরা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় নয়। ইহা অবশ্য সাময়িক ব্যবস্থা হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, এবং এই ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য বর্তমান বিলের সৃষ্টি। আবেদনকারীগণ স্বীকার করে যে এই বিল উত্থাপনে গভর্মেণ্টের সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আবেদনকারীগণের আশঙ্কা, পাস সঙ্গে না থাকার দরুন কোন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হইলে, ৩ প্রকরণে[2], পুলিশকে বেআইনি গ্রেপ্তারের দায় হইতে অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা করায়, বিলে নিঃসন্দেহ যতখানি হিত করার ইচ্ছা করা হইয়াছিল তাহা তো অপহৃত হইয়াছেই, উপরন্তু ইহা একটি অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাস লওয়া বাধ্যতামূলক নয়, এবং ইহা স্বীকৃত যে কেবল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভারতীয়েরাই পাসের ব্যবস্থার সুযোগ লইবে। পূর্বেও, কেবল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎসাহের জন্যই বহু উপদ্রব উদ্ভব হইয়াছে। এখন, ৩য় প্রকরণ, দণ্ডের ভয় না রাখিয়া, ইচ্ছামত যে কোন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করার জন্য কর্মচারীদের যেন পরোয়ানা দিয়া রাখিয়াছে। এই আরজিতে পূর্বে উল্লিখিত আইন সভার নিকট আবেদনে (পরিশিষ্ট ঙ)[3] বিলের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তিতর্ক বিবৃত করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ তাহার প্রতিও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে; এবং ভরসা করিতেছে যে বিলটি অগ্রাহ্য করা হইবে। চুক্তিপত্র-আইনের বলে গ্রেপ্তার করার সময়ে পুলিশকে সতর্কতা অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিলে এই সংকটের নিরসন হইত।

[1] মূলের জন্য, দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৭।

[2] এই প্রকরণ, আইনে ৪ প্রকরণ বলিয়া স্থান পাইয়াছে; দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩২৭।

[3] তারিখের সঠিক পৌর্বাপর্য অনুসরণে আবেদনটি ২৭২-৭৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পরিশিষ্টটি এখানে বাদ দেওয়া হইল।

পরিশেষে, আবেদনকারীগণ প্রার্থনা করে যে, কোন আইন প্রখ্যাপিত (প্রোমালগেশন) হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে তাহা অগ্রাহ্য করার যে ক্ষমতা সংবিধান-আইন অনুসারে মহারানীর উপর ন্যস্ত আছে সেই ক্ষমতার বলে উল্লিখিত বিলগুলি অগ্রাহ্য করা হোক, অথবা উল্লিখিত আইনগুলি, সমগ্র বা আংশিক ভাবে, অগ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবার পূর্বে যে ধরনের তদন্তের বিষয়ে উপরে আভাস দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ তদন্তের আদেশ জারি করা হোক, ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হোক, এবং উল্লিখিত আইনগুলি অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত না হইলে, নাটালে চুক্তিমূলক অভিবাসন বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক, অথবা মহামান্যা মহারানীর গভর্মেণ্ট যেরূপ সঙ্গত বোধ করেন সেইরূপ অন্য কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হোক।

এবং সুবিচার ও অনুকম্পার জন্য, আবেদনকারীগণ, বরাবর যথাবিহিত প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আবদুল করিম হাজি আদম
ও অন্য সকলে

পরিশিষ্ট ক

১নং, ১৮৯৭

"সংক্রমণ-নিরোধ সংক্রান্ত আইনগুলির সংশোধনের জন্য" আইন

নাটালের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং লেজিসলেটিভ এসেম্বলির পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে মহামহিম মহারানীর দ্বারা নিম্নানুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হোক:

১. যখনই, ১৮৮২-র ৪ আইন (ল) অনুসারে, কোন জায়গা সংক্রামক রোগগ্রস্ত বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইবে, সপারিষদ গভর্নর তখন, আর একটি উদ্‌ঘোষণার দ্বারা হুকুম জারি করিতে পারিবেন যে এরূপ জায়গা হইতে আগত কোন জাহাজ কোন যাত্রীকে তীরে নামাইয়া দিতে পারিবে না।
২. কোন জাহাজে উদ্‌ঘোষিত স্থান হইতে আগত কোন যাত্রী থাকিলে, সে অন্য কোন স্থান হইতে জাহাজে উঠিয়া থাকিলেও, অথবা ঐ জাহাজ উদ্‌ঘোষিত স্থানে না দাঁড়াইয়া থাকিলেও, এরূপ আদেশ ঐ জাহাজের পক্ষে বলবৎ হইবে।
৩. অন্য একটি উদ্‌ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত-মত এরূপ কোন আদেশ বলবৎ থাকিবে।
৪. যদি কোন লোক এই আইন লঙ্ঘন করিয়া অবতরণ করে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ, যে জাহাজে সে নাটালে আসিয়াছে সেই জাহাজে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, এবং এরূপ জাহাজের অধ্যক্ষ এরূপ যাত্রীকে জাহাজে গ্রহণ করিতে ও জাহাজের মালিকদের খরচে কলোনি হইতে লইয়া যাইতে বাধ্য থাকিবে।

৫. কোন জাহাজ হইতে এই আইন (অ্যাক্ট) লঙ্ঘন করিয়া কোন লোককে তীরে নামাইয়া দেওয়া হইলে, এরূপভাবে নামাইয়া দেওয়া প্রতিটি লোকের জন্য, জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিকেরা, অন্যূন এক শ পাউণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং এরূপ অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য জাহাজটিকে উচ্চতম ধর্মাধিকরণের (সুপ্রিম কোর্ট) ডিক্রিজারির আমলে আনা যাইবে, এবং যত দিন এরূপ জরিমানা আদায় না হয় ও যতদিন পর্যন্ত এরূপ অবতরণকারী প্রত্যেক লোককে কলোনির বাহিরে লইয়া যাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ ব্যবস্থা না করেন ততদিন পর্যন্ত জাহাজটিকে বাহিরে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ রাখা যাইবে।

৬. এই আইন (অ্যাক্ট) এবং ১৮৫৮-র ৩ ও ১৮৮২-র ৪ আইনগুলি (ল), একটি আইন (অ্যাক্ট) হিসাবে একত্র পড়িতে হইবে।

পরিশিষ্ট খ

ওয়ালটার হেলি-হাচিন্‌সন্‌
রাজ্যপাল (গভর্নর)

১নং ১৮৯৭

"অভিবাসনের উপর কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করার জন্য" আইন

যেহেতু অভিবাসনের উপর কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করা বাঞ্ছনীয় :

সেইজন্য নাটালের বিধান পরিষদ ও বিধান সভার পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামহিম মহারানীর দ্বারা নিম্নানুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হোক :

১. এই আইন "অভিবাসন সঙ্কোচন অইান, ১৮৯৭"—নামে বিদিত হইক।

২. এই আইন নিম্নলিখিতদের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না :

(ক) নাটালের ঔপনিবেশিক সচিব বা এজেন্ট্‌ জেনার‍্যল্‌ অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যপালনের জন্য, নাটালের ভিতরে বা বাহিরে, নাটাল গভর্মেণ্টের নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার (অফিসার) স্বাক্ষরযুক্ত, এই আইনসংলগ্ন ক-তফসিলে বিবৃত নিদর্শনানুযায়ী প্রমাণপত্রের অধিকারী কোন লোক।

(খ) এমন কোন শ্রেণীর লোক যাহাদের নাটালে অভিবাসনের জন্য আইন অনুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা গভর্মেণ্টের পরিকল্পনানুযায়ী অনুমোদন করা হইয়াছে।

(গ) ঔপনিবেশিক সচিবের স্বাক্ষরযোগে লিখিতভাবে এই আইনের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন লোক।

(ঘ) মহারানীর স্থল ও নৌ-বাহিনীর সৈন্যগণ।

(ঙ) যে কোন গভর্মেণ্টের রণতরীর কর্মকর্তাগণ ও নাবিকগণ।

(চ) সাম্রাজ্য-গভর্মেণ্ট অথবা অন্য কোন গভর্মেণ্টের ক্ষমতাবলে যথাসংগতভাবে নাটালে নিযুক্ত কোন লোক।

৩. নিম্নলিখিত উপধারাগুলিতে বর্ণিত কোন শ্রেণীর কোন লোকের, যাহাকে পরে "নিষিদ্ধ অভিবাসী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বসবাস করার উদ্দেশ্যে স্থলপথে বা সমুদ্রপথে নাটালে আগমন নিষিদ্ধ করা হইল, যথা :

(ক) যে লোক, এই আইন অনুসারে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক আদিষ্ট হইলে, এই আইনের খ-তফসিলে বিবৃত নিদর্শন অনুযায়ী ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট, ইউরোপীয় কোন ভাষার অক্ষরে, নিজে দরখাস্ত লিখিয়া সই করিতে পারিবে না।

(খ) যে লোক একান্ত নিঃস্ব অথবা যাহার সরকারের পক্ষে বোঝা হইয়া ওঠার সম্ভাবনা।

(গ) জড়বুদ্ধি বা বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক।

(ঘ) জঘন্য বা সাংঘাতিক সংক্রামক রোগে ভুগিতেছে এরূপ লোক।

(ঙ) যে লোক শর্তবিহীন মুক্তি পায় নাই অথচ দুই বৎসরের মধ্যে গুরুতর বা ঘৃণাজনক অন্য কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা নিছক রাজনীতিক অপরাধ নয় এমন নৈতিক ভ্রষ্টাচারযুক্ত সামান্য কোন অপরাধেও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(চ) কোন গণিকা বা অন্যের গণিকাবৃত্তি হইতে যে জীবিকা নির্বাহ করে।

৪. এই আইনের বিধান অমান্য করিয়া কোন নিষিদ্ধ অভিবাসী নাটালে প্রবেশ করিলে বা এরূপ কাহাকেও নাটালের অভ্যন্তরে পাওয়া গেলে সে এই আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এরূপ ব্যক্তিকে, অন্য কোন দণ্ডদানের সংগে, কলোনি হইতে অপসারিত করাও যাইবে, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে বিনাশ্রমে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। অবশ্য এই শর্তে যে অপরাধীর নির্বাসনের উদ্দেশ্যে, কিংবা এক মাসের মধ্যে কলোনি ত্যাগ করিয়া যাইবে এই মর্মে, প্রত্যেকটি পঞ্চাশ পাউণ্ড করিয়া, দুইটি জামিনদার দিতে পারিলে তাহার কারাদণ্ড রহিত হইতে পারিবে।

৫. এই আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী কোন লোককে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া মনে হইলে, অথচ সে ৩ ধারার (গ), (ঘ), (ঙ), ও (চ) উপধারায় না পড়িলে, তাহাকে নিম্নলিখিত শর্তে নাটালে ঢুকিতে দেওয়া হইবে :

(ক) অবতরণের পূর্বে, এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার নিকট সে একশ পাউণ্ড জামানত রাখিবে।

(খ) এরূপ কোন লোক যদি, নাটালে ঢোকার এক সপ্তাহের মধ্যে, ঔপনিবেশিক সচিব বা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে এই মর্মে প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেট) পায় যে সে এই আইনের নিষেধের মধ্যে পড়ে না তবে জামানতি এক শ পাউণ্ড স্টারলিং তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

(গ) এরূপ ব্যক্তি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে এরূপ প্রমাণপত্র না পায় তবে জামানতি এক শ পাউণ্ড বজেয়াপ্ত হইতে পারিবে এবং তাহাকে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারিবে :

অবশ্য এই শর্তাধীনে যে এই ধারানুযায়ী কোন লোক নাটালে প্রবেশ করিলে, যে জাহাজে করিয়া সে কলোনির কোন বন্দরে আসিয়াছে সেই জাহাজের, বা তাহার মালিকদের, উপরে কোন দায় অর্সিবে না।

৬. যে-লোক এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তাকে সন্তোষজনকরূপে বুঝাইতে পারিবে যে সে পূর্বে স্থায়ীভাবে নাটালে বাস করিত, এবং সে এই আইনের ৩ ধারায় (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) উপধারার কোনটির মধ্যে পড়ে না, তাহাকে নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৭. যে লোক নিষিদ্ধ অভিবাসী নয় তাহার স্ত্রী ও নাবালক সন্তান এই আইনে আরোপিত নিষেধ হইতে মুক্ত থাকিবে।

৮. কোন জাহাজ হইতে কোন নিষিদ্ধ অভিবাসীকে নামানো হইলে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিকেরা যুক্তভাবে ও পৃথকভাবে অন্যূন এক শ পাউণ্ড জরিমানার দায়ে দণ্ডনীয় হইবে, এবং এরূপ জরিমানা, প্রথম পাঁচ জনের পর প্রতি পাঁচ জন নিষিদ্ধ অভি-বাসীর জন্য, এক শ পাউণ্ড হিসাবে বাড়িয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত উঠিতে পারিবে, এবং এরূপ জরিমানা আদায়ের জন্য জাহাজটি সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের (সুপ্রিম কোর্ট) ডিক্রিজারির আমলে আসিবে, এবং যে পর্যন্ত এরূপ জরিমানা আদায় না হয়, এবং যে সকল নিষিদ্ধ অভিবাসীকে এরূপে নামানো হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে বাহিরে লইয়া যাওয়ার জন্য, অধ্যক্ষ কর্তৃক, যে পর্যন্ত এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার সন্তোষজনকভাবে, ব্যবস্থা করা না হয়, সে পর্যন্ত জাহাজটিকে বাহিরে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না।

৯. কোন নিষিদ্ধ অভিবাসী ব্যবসা চালাইবার জন্য বা কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য লাইসেন্স্ পাওয়ার অধিকারী হইবে না, অথবা ইজারামূলে বা বিনা-খাজনায় কিংবা অন্য কোন রকমে জমির স্বত্ব অর্জন করিতে পারিবে না। এরূপ কোন ব্যক্তি ভোট ব্যবহার করিতে পারিবে না, বরো বা টাউন-এলাকার নাগরিক সমাজে স্বস্বত্ত শাসনাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকায় স্থান পাইবে না; এবং এই আইন লঙ্ঘন করিয়া কেহ লাইসেন্স্ গ্রহণ, বা ভোটের অধিকার অর্জন, করিয়া থাকিলে তাহা বাতিল হইবে।

১০. গভর্মেণ্ট কর্তৃক এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নাটালে প্রাপ্ত যে কোন নিষিদ্ধ অভিবাসীকে তাহার জন্মভূমির, বা জন্মভূমির নিকটবর্তী, কোন বন্দরে লইয়া যাওয়ার জন্য কোন জাহাজের অধ্যক্ষ, মালিক বা এজেণ্টের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে এবং কোন পুলিশ কর্মচারী এরূপ অভিবাসীকে, তাহার ব্যক্তিগত মালপত্র সমেত এরূপ জাহাজে তুলিয়া দিতে পারিবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে, সেই অভিবাসী যদি নিঃস্ব হয়, তবে তাহাকে, এরূপ জাহাজ হইতে নামিবার পরে এক মাস পর্যন্ত, তাহার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী জীবিকানির্বাহের জন্য, পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হইবে।

১১. কোন লোক যে কোন রকমে ইচ্ছাপূর্বক কোন নিষিদ্ধ অভিবাসীকে এই আইনের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিতে সাহায্য করিলে, সে এই আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১২. কোন লোক ইচ্ছাপূর্বক, এই আইনের ৩ ধারার অন্তর্গত (চ)-শ্রেণীর কোন নিষিদ্ধ অভিবাসীকে নাটালে ঢুকিতে সাহায্য করিলে, সে এই আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক বারো মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৩. ঔপনিবেশিক সচিবের স্বাক্ষরিত, লিখিত বা মুদ্রিত, অনুমতিপত্র ব্যতীত জড়বুদ্ধি বা বিকৃতমস্তিষ্ক কোন লোককে নাটালে লইয়া আসার যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কারণ হইবে সে এই আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং অন্য কোন দণ্ডের সহিত সেই ব্যক্তি এরূপ জড়বুদ্ধি বা বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের কলোনি-বাসকালীন ভরণ-পোষণের খরচ দিবার জন্যও দায়ী থাকিবে।

১৪. এই উদ্দেশ্যে এই আইনে নিযুক্ত কোন পুলিশ-কর্মচারী বা অন্য কোন কর্মচারী, ৫ ধারার ব্যবস্থাধীনে, স্থলপথে বা সমুদ্রপথে যে কোন নিষিদ্ধ অভিবাসীর নাটাল-প্রবেশে বাধা দিতে পারিবে।

১৫. এই আইনের ব্যবস্থা কাজে পরিণত করার উদ্দেশ্যে গভর্নর সময় সময় কর্মচারী নিয়োগ এবং ইচ্ছামত কর্মচারী বরখাস্ত করিতে পারিবেন ও এরূপ কর্মচারীদের কর্তব্য নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং এই সকল কর্মচারী, তাহাদের বিভাগীয় কর্তা সময় সময় তাহাদের যে নির্দেশ দিবেন তাহা পালন করিবে।

১৬. এই আইনের ব্যবস্থাগুলি ভালভাবে কার্যকর করিবার জন্য সপর্ষদ গভর্নর সময় সময়, নিয়ম-প্রনিয়ম তৈরি, সংশোধন ও রদ করিতে পারিবেন।

১৭. এই আইন, বা ইহার অধীনে যে সকল নিয়ম বা প্রনিয়ম পাস হইবে তাহা, ভঙ্গ করার জন্য, যেখানে সুস্পষ্টভাবে বেশী কোন দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে না সেখানে পঞ্চাশ পাউণ্ডের বেশী জরিমানা হইবে না, অথবা এরূপ জরিমানার সহিত, বা যতদিন জরিমানা আদায় না হয় ততদিন পর্যন্ত, সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডও হইবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাহা তিন মাসের বেশী সময়ের জন্য হইবে না।

১৮. এই আইন, অথবা ইহার অধীন নিয়ম বা প্রনিয়মগুলি, ভঙ্গ করার ব্যাপার, এবং অর্থদণ্ড বা এক শ পাউণ্ডের অনধিক অন্য কোন দেয় আদায়ের জন্য কোন মামলা, ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারাধীনে আসিবে।

তফসিল ক

নাটাল কলোনি

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে .... ঠিকানা.................................. বয়স ....ব্যবসায় বা বৃত্তিতে .... নাটালে অভিবাসীরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত লোক।

স্থান ....মাসের .... তারিখ ....

(স্বাক্ষর)

তফসিল খ

ঔপনিবেশিক সচিব সমীপে,

মহাশয়,—আমি ১৮৯৭-এর.....................নং আইনের অধিকার হইতে অব্যাহতি দাবি করি। আমার পুরা নাম হইল.................... . ...। গত বারো মাস ধরিয়া আমি.................বাস করিতেছি। আমার বৃত্তি বা পেশা হইতেছে........................। আমার জন্ম হয়................. স্থানে........................ সালে।

বশংবদ ইত্যাদি

অদ্য ১৮৯৭-এর মে মাসের পঞ্চম তারিখে নাটালের গভর্মেণ্ট-হাউসে দেওয়া হইল। মাননীয় গভর্নর মহাশয়ের আদেশক্রমে

টমাস্ কে. মারে
ঔপনিবেশিক সচিব

পরিশিষ্ট গ

নং ১৮, ১৮৯৭

ওয়ালটার হেলি-হাচিন্‌সন্
গভর্নর

"পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের লাইসেন্‌স্ সম্পর্কিত বিধি সংশোধন করার জন্য" আইন।

যেহেতু, ১৮৯৬-এর ৩৮ নং আইনের অধীনে মঞ্জুর করা লাইসেন্‌স্‌গুলি বাদে, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের অন্য সকল লাইসেন্‌সের মঞ্জুরি সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার,

সেইজন্য নাটালের বিধান পরিষদ ও বিধান সভার পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামহিম মহারানীর দ্বারা নিম্নলিখিতমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হোক :

১. ১৮৭২-এর ১৯ নং বিধির ৭১ ধারার (ক)-উপধারায় উল্লিখিত বার্ষিক লাইসেন্‌স্ বলিতে পাইকারী ব্যবসায়ীদের লাইসেন্‌স্‌ও বুঝাইবে।

২. এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য "খুচরা ব্যবসায়ী" এবং "খুচরা লাইসেন্‌স্" কথা দুইটির দ্বারা ফেরিওয়ালা এবং ফেরিওয়ালাদের লাইসেন্‌স্ সমেত সকল রকমের খুচরা ব্যবসায়ী ও খুচরা লাইসেন্‌স্ বুঝাইবে, কেবল ১৮৯৬-এর ৩৮ আইনে প্রদত্ত লাইসেন্‌স্‌গুলি বাদ যাইবে।

৩. বরো বা টাউন-এলাকায় পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের যে সকল বার্ষিক লাইসেন্‌স্-এর দরকার তাহা মঞ্জুর করার জন্য (১৮৯৬-এর ৩৮নং আইনে মঞ্জুর-করা লাইসেন্‌স্‌গুলি ইহার মধ্যে পড়িবে না), যে কোন টাউন-কাউন্‌সিল বা টাউন বোর্ড প্রয়োজনমত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪. পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের লাইসেন্‌স্‌ দিবার জন্য, ১৮৮৪-র ৩৮ নং বিধি অনুযায়ী, বা অনুরূপ কোন স্ট্যাম্প-আইন অনুসারে, বা এই আইনের অধীনে, নিযুক্ত যে কোন লোককে এই আইনে সূচিত "লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তা" বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৫. ১৮৯৬-এর ৩৮ নং আইনের অধীন কোন লাইসেন্‌স্‌ বাদে, পাইকারী ও খুচরা লাইসেনসের বিষয়ে লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত মঞ্জুর বা অস্বীকার করার অধিকার থাকিবে, এবং লাইসেন্‌স্‌ মঞ্জুর বা অস্বীকার করার ব্যাপারে কোন লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত, কোন বিচারালয়ের, বা পরবর্তী ধারায় যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন রকমের, পুনর্বিবেচনা বা রদ-বদলের অধীন হইবে না।

৬. বরো বা টাউন-এলাকার জন্য লাইসেন্‌স্‌ চাওয়া হইয়া থাকিলে, আবেদনকারীগণ বা এই বিষয়ে স্বার্থসংশিলষ্ট ব্যক্তিগণ, লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে টাউন-কাউন্‌সিল বা টাউন-বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবে, অথবা বরো বা টাউন-এলাকা বাদে অন্য কোন অঞ্চলের জন্য লাইসেন্‌স্‌ প্রার্থনা করা হইয়া থাকিলে, তাহারা, লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ১৮৯৬-এর মদ্য-আইনের অধীনে নিযুক্ত সেই বিভাগের লাইসেন্‌স্‌-বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবে; এবং টাউন-কাউন্‌সিল, টাউন বোর্ড বা লাইসেন্‌স্‌-বোর্ড, আপিলের বিষয়ীভূত লাইসেন্‌স্‌ মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৭. এমন কোন লোককে লাইসেন্‌স্‌ মঞ্জুর করা হইবে না যে, ক্ষেত্রানুসারে আবশ্যক-মত টাউন কাউন্‌সিল, টাউন বোর্ড বা লাইসেন্‌স্‌-বোর্ডের লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার সন্তোষজনকরূপে ইহা দেখাইতে পারিবে না যে সে, প্রচলিত প্রথামত ভালভাবে ব্যবসা চালাইবার জন্য ইংরেজী ভাষায় এরূপ হিসাবের খাতাপত্র রাখার ব্যাপারে, ১৮৮৭-র ৪৭ নং দেউলিয়া বিধির ১৮০ ধারার (ক)-উপধারার ব্যবস্থাগুলি পালন করিতে সমর্থ।

৮. যে বাড়ি প্রস্তাবিত ব্যবসার পক্ষে অযোগ্য, বা যেখানে যথাযোগ্য ও যথেষ্ট স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নাই, কিংবা, বাড়িটি বাস ও ব্যবসার উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে, যেখানে মালপত্র ও পণ্যদ্রব্য রাখার জন্য আলাদা গুদাম বা আলাদা কোন ঘর বাদে, বিক্রয়কারী, কেরানী ও ভৃত্যদের জন্য উপযুক্ত পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই, এমন কোন বাড়ির সম্পর্কে লাইসেন্‌স্‌ মঞ্জুর করা হইবে না।

৯. কোন লোক যদি লাইসেন্‌স্‌ না লইয়া পাইকারী বা খুচরা কারবার কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, অথবা যদি সে কোন লাইসেন্‌স্‌-প্রাপ্ত বাড়িকে এমন অবস্থায় রাখে যাহাতে সে লাইসেন্‌সের অনধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, তবে সে এই আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক বিশ পাউন্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। এই জরিমানা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারবিভাগীয় কেরানীর দ্বারা আদায় হইবে, অথবা আইন যদি বরো বা টাউন-এলাকায় লঙ্ঘিত হইয়া থাকে তবে এই জরিমানা টাউন কাউন্‌সিল বা টাউন বোর্ডের নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার দ্বারা আদায় হইবে।

১০. সংবিধিবদ্ধ বরো বা টাউন-এলাকার অন্তর্গত কোন বৃত্তি বা বাড়ির সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী ধার্য জরিমানা আদায় হইলে তাহা এরূপ বরো বা টাউন-এলাকার তহবিলে প্রদত্ত হইবে।

১১. লাইসেন্‌স্‌-প্রাপ্তির প্রণালী সুব্যবস্থিত করার জন্য এবং লাইসেন্‌স্‌-কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকারযুক্ত বোর্ড বা কাউন্সিলে আপিল করার ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করিবার জন্য সপরিষদ গভর্নর নিয়মাবলী পাস করিতে পারিবেন।

১৮৯৭-এর মে মাসের এই উনত্রিশ তারিখে নাটালের গভর্মেণ্ট হাউসে প্রদত্ত।

মাননীয় গভর্নরের আদেশক্রমে,

টমাস. কে. মারে,
ঔপনিবেশিক সচিব

পরিশিষ্ট ঘ

নং ২৮, ১৮৯৭

ওয়ালটার হেলি-হাচিন্‌সন্‌
গভর্নর

"পলাতক চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় ভৃত্য ভ্রমে অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের গ্রেপ্তার হইতে রক্ষা করিবার জন্য" আইন।

নাটালের বিধানপরিষদ ও বিধানসভার পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে মহামহিম মহারাণীর দ্বারা নিম্নবর্ণনানুযায়ী আইন বিধিবদ্ধ হোক :

১. ১৮৯১-এর ২৫ নং বিধি বা তাহার কোন সংশোধক আইন অধীনে কাজ করিতে দায়াবদ্ধ নয় এরূপ যে কোন ভারতীয়, সরাসরি বা তার ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে, ভারতীয় অভিবাসীবৃন্দের সংরক্ষকের নিকট দরখাস্ত করিলে, ও পাস দেওয়ার জন্য যে সকল তথ্যের দরকার, ম্যাজিস্ট্রেট বা ভারতীয় অভিবাসী সংরক্ষকের সন্তোষজনকরূপে তাহা সরবরাহ করিলে এবং পাসে সংযুক্ত করার জন্য এক শিলিং মূল্যের একখানি স্ট্যাম্প্‌ দিলে, পাস পাইতে পারিবে।

২. এই আইনের অধীন পাস সঙ্গে থাকিলে ও দেখাইলে তাহা দৃষ্টেত, পাসগ্রাহকের পদমর্যাদা ও ১৮৯১-এর ২৫ নং বিধির ৩১ নং ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারের দায় হইতে তাহার অব্যাহতির সম্পর্কে, প্রমাণ হইবে।

৩. যে বৎসরে এরূপ পাস মঞ্জুর হইয়াছে তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বৎসরে অভিবাসী-সংরক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত না হইলে উহা আর বলবৎ থাকিবে না। এই উদ্দেশ্যে, ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে, উহা অভিবাসী-সংরক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৪. কোন ভারতীয়-অভিবাসী-সংরক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, বা কোন পুলিস কন্‌স্টেবল্‌, এই আইনের অধীনে মঞ্জুর-করা পাস সঙ্গে না রাখার জন্য কোন ভারতীয়কে থামাইলে বা গ্রেপ্তার করিলে, সেই ভারতীয়, সে যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় নয় কেবল এই যুক্তির বলে, বেআইনি গ্রেপ্তার বা আটক করার জন্য কোন দাবি-দাওয়া করিতে অধিকারী হইবে না।

৫. মিথ্যা কারণ দেখাইয়া কেহ পাস লইলে কিংবা নিজের পাসের প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার হইতে দিলে সেই ব্যক্তি "১৮৯৫-এর প্রবঞ্চনামূলক পাস আইন"-এর বিরুদ্ধে অপরাধ করার দোষে দোষী হইবে।

তফসিল

১৮৯৭-এর ২৮ নং আইনের অধীন পাস

পাসের সংলগ্ন প্রতিলিপি	পাস
	ম্যাজিস্ট্রেট-সম্পর্কিত বিভাগ ....
নাম	এই পাসের অধিকারী ভারতীয়ের নাম.........
স্ত্রী কিংবা পুরুষ	স্ত্রী কিংবা পুরুষ ....
কোন দেশের	কোন দেশের (দেশ ও গ্রাম) ....
পিতার নাম	পিতার নাম ....
মাতার নাম	মাতার নাম ....
জাতি	জাতি ....
বয়স	বয়স ....
উচ্চতা	উচ্চতা ....
পাসের সংলগ্ন প্রতিলিপি	পাস
শরীরের রঙ	শরীরের রঙ ....
চিহ্ন	চিহ্ন ....
বিবাহিত হইলে কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে	বিবাহিত হইলে কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে ....
পদমর্যাদা	পদমর্যাদা ....
বাসস্থান	বাসস্থান ....
বৃত্তি	বৃত্তি বা জীবিকানির্বাহের উপায় ....
তারিখ	স্থান ....এই ....তারিখ মাস.............. ১৮৯ ।

ভারতীয় অভিবাসীদের সংরক্ষক

১৮৯৭-এর মে মাসের এই উনত্রিশ তারিখে নাটালের গভর্মেণ্ট হাউসে প্রদত্ত।

মাননীয় গভর্নরের আদেশক্রমে,

টমাস্ কে. মারে
ঔপনিবেশিক সচিব

পরিশিষ্ট ৬

নাটালের মাননীয় বিধান সভার নিকট আরজি, তাং ২৬-৩-১৮৯৭।

মূল পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭২-৭৮।
মুদ্রিত প্রতিলিপির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : এস্. এন্. ২৪৩০-৩৫।

P. O. Box 65

M. K. GANDHI,

ADVOCATE.

AGENT OF THE ESOTERIC CHRISTIAN UNION AND THE LONDON VEGETARIAN SOCIETY

Field Street,

Durban, 10th July 189–
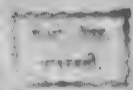
Natal

Sir,

I beg to draw your attention to a copy sent to you of the Indian Petition to Mr. Chamberlain regarding the anti-Indian Bills of the last session of the Natal Parliament. The Bills have received the Governor's assent & are acts in operation. The Crown has the power to disallow any acts of the colonial legislatures within two years after their passage & it is on the strength of this proviso that the petitioners rely for Mr. Chamberlain's intervention.

The Bills in my humble opinion have only to be read in order to be condemned. Comment thereon seems superfluous. Unless there is a powerful public opinion against the disabilities that are being heaped upon the Indians in Natal our days are numbered. Natal beats both the Republics in its studied persecution of the Indians. And it is Natal that can least do without Indians. She must have them under indenture. She won't have them as free men. Would not the Home & the Indian Governments stop this unfair arrangement & stop indentured immigration to Natal. We have but to request you to redouble your efforts on our behalf & we may yet hope to get justice!

I am
Yours obdt servant
M K Gandhi

ভারত ও ইংলণ্ডের জনহিতব্রতী ব্যক্তিদের নিকট লিখিত পত্র

৫৪. ভারত ও ইংলণ্ডের জনহিতব্রতী ব্যক্তিদের প্রতি

৫৩এ, ফিল্ড্ স্ট্রিট,
ডারবান (নাটাল),
জুলাই ১০, ১৮৯৭

সবিনয় নিবেদন,

নাটাল পার্লামেণ্টের গত অধিবেশনের ভারতীয়-বিরোধী বিলগুলি সম্পর্কে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট ভারতীয়দের যে আবেদন[১] পাঠানো হয় তাহার নকল আপনার নিকট পাঠাইতেছি এবং তাহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিলগুলি গভর্নরের সম্মতি লাভ করিয়াছে ও আইনরূপে প্রচলিত হইয়াছে। আইন পাস হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে ঔপনিবেশিক বিধানমণ্ডলীর আইনগুলি অগ্রাহ্য করার অধিকার মহারানীর আছে, এবং এই অনুবিধির বলে, আবেদনকারীগণ, শ্রীচেম্বারলেনের হস্তক্ষেপের ভরসা করিতেছে।

আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, বিলগুলি পড়িলেই বোঝা যাইবে যে সেগুলি নিন্দনীয়। সেগুলির টীকাটিপ্পনী বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। নাটালে ভারতীয়দের উপরে যে সকল আইনগত অযোগ্যতা পুঞ্জীভূত করা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে যদি শক্তিশালী জনমত না থাকে তাহা হইলে আমাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুচিন্তিতভাবে ভারতীয়দের নির্যাতন করার ব্যাপারে নাটাল গণরাজ্যগুলিকে[২] হারাইয়া দিয়াছে অথচ ভারতীয়দের বাদ দিয়া নাটালের মোটেই চলে না। নাটালকে চুক্তির অধীনে ভারতীয়দের **পাইতেই হইবে**। সে স্বাধীন লোক হিসাবে ভারতীয়দের **গ্রহণ করিবে না**! বিলাতের গভর্মেণ্ট এবং ভারতের গভর্মেণ্টের কি এই অন্যায় ব্যবস্থা রদ করিয়া নাটালে চুক্তিবদ্ধ প্রবসন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নয়? আমাদের সপক্ষে আপনার চেষ্টা প্রবল করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। তাহা হইলে আমরা এখনও ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা করিতে পারি।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর স্বাক্ষরযুক্ত অফিসের প্রতিলিপির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে। এস্. এন্. ২৪৪৮

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩০৬-২৮।
[২] ট্রান্স্ভালের বুওর রিপাবলিক ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট; রিপাবলিকগুলির বৈষম্যমূলক বিধি-বিধানের খুঁটিনাটির জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭-৩২ ও ৬০-৬৫।

৫৫. টাউন কেরানীর নিকট চিঠি[১]

৫৩এ, ফিল্ড্ স্ট্রিট,
ডারবান,
সেপ্টেম্বর ৩, ১৮৯৭

শ্রীউইলিয়ম কুলি
(টাউন কেরানী)
ডারবান

মহাশয়,

শ্রী ভি. লরেন্স্ আমার অফিসের কেরানী। তাঁহাকে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সভায় যোগ দিতে বা তামিল পড়াইতে বাহিরে যাইতে হয়। রাত্রি নয়টার আগে সে কাজ শেষ হয় না। দুই তিন বার পুলিস তাঁহাকে হয়রান করিয়াছে ও পাস দেখাইতে বলিয়াছে। ঘটনাটি আমি পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের গোচরে আনি। তিনি পরামর্শ দেন যে অসুবিধা হইতে রেহাই পাইতে হইলে শ্রীলরেন্সের জন্য মেয়রের মুক্তি-পাস চাহিয়া আমার দরখাস্ত করা ভাল। ১০৬ নং উপবিধির পি ধারা শ্রীলরেন্সের পক্ষে প্রযোজ্য নয় এই মত পোষণ করি বলিয়া ঐ উপায় অবলম্বন করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিন দিন আগে আবার শ্রীলরেন্স্কে পাস দেখাইতে বলা হইয়াছিল, যদিও কোথায় গিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া বলার পর তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হয়। আমি এখনও মনে করি যে আইনটি শ্রীলরেন্সের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না, তবুও এরূপ অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি মনে করি, শ্রীলরেন্সের জন্য মুক্তি-পাস আবশ্যক।

অতএব আমি তাঁহার জন্য এরূপ একটি পাস প্রার্থনা করি।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

ডারবান টাউন কাউন্সিলের নথিপত্র : খণ্ড ১৩৪, নং ২৩৪৪৬।

[১] সরকারী নথিপত্রে যে মূল চিঠিখানি পাওয়া যায় তাহাতে একটি উপান্ত টীকা লেখা আছে : অনুমোদন করা হইল—(স্বাক্ষর) আর্. সি. আলেকজান্ডার, পুলিসের সুপারিন্-টেন্ডেন্ট।

৫৬. মহারানী বনাম পীতাম্বর ও অন্য কয়েকজন

কয়েকজন ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ট্রান্‌স্‌ভালে যায়। নাটালে তাহাদের গৃহাভিমুখে ফিরিবার সময়, অভিবাসন-সঙ্কোচন আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহারা গ্রেপ্তার হয়। ডান্ডিতে কয়েকদিন ধরিয়া এই মামলা চলে। ১৩ই সেপটেম্বর গান্ধীজী তাহাদের খালাস করেন। ঐ দিনের মামলার পরিচালনা সম্পর্কে বিচারালয়ের কেরানী যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে নীচের উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইল।

সেপ্টেম্বর ১৩, ১৮৯৭

১১ই সেপ্টেম্বরের পর মামলাটি পুনরায় আরম্ভ হইল।
প্রতিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত : সর্বশ্রী এন্ডারসন, স্মিথ ও গান্ধী।
বাদীপক্ষ বিচারালয়কে উদ্দেশ করিয়া ভাষণ দেন।

শ্রীগান্ধী উত্তর দেন ও নিম্নলিখিত আপত্তি করেন :

প্রথম: সম্মতি না লইয়া সরাসরি বিচার।

দ্বিতীয়: মামলা রুজু করিবার জন্য বাদীপক্ষের কোন ক্ষমতা-পত্র পেশ করা হয় নাই।

তৃতীয়: সকল আসামীর একসঙ্গে বিচার হইয়াছে।

চতুর্থ: আসামীরা যে নিষিদ্ধ অভিবাসী[1] তাহার কোন প্রমাণ নাই।

পঞ্চম: তাহারা একান্ত নিঃস্ব বা ইংরেজী জানে না[2], এরূপ কোন অভিযোগ করা হয় নাই।

ষষ্ঠ : কখন তাহারা নাটালে প্রবেশ করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

শ্রী এটর্নি স্মিথ বলেন যে আইন পাস হওয়ার আগে এই লোকগুলি নাটালে ছিল।
———আমি প্রথম আপত্তি গ্রাহ্য করিলাম। আসামীরা খালাস পাইল।

(স্বাক্ষর) এলেক্‌স্‌ ডি গিল্‌সন্‌
(নিবাসী ম্যাজিস্ট্রেট)

নাটালের গভর্নরের নিকট হইতে লন্ডনে মহামহিম রানীর প্রধান ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট ১৮৯৮-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২৭ নং যে বার্তা পাঠানো হয় তাহার সাংলগ্নক।
ঔপনিবেশিক আফিসের নথিপত্র, দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণ, ১৮৯৭।

১ নানা শ্রেণীর যে সকল লোককে এই পরিভাষার আমলে আনা হইয়াছে তাহাদের জন্য ৩২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২ উল্লিখিত পৃষ্ঠাই দ্রষ্টব্য।

৫৭. মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণ

লণ্ডনে ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে শ্রীচেম্বারলেনের ঘোষণা বস্তুত সাম্রাজ্য-গভর্মেণ্ট কর্তৃক নাটাল অভিবাসন সঙ্কোচন আইনের অনুমোদন সূচিত করে। এশিয়াবাসী-বিরোধী অন্যান্য বিলগুলি সম্পর্কে সাম্রাজ্য-গভর্মেণ্টের কর্মনীতি কি হইবে ইহা তাহাও নির্দেশ করে। বৈষম্যমূলক আইনগুলির বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা হিসাবে গান্ধীজী, ইংলণ্ড ও ভারতের প্রভাবশালী ব্যক্তিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানি পাঠান।

[সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৯৭][১]

সবিনয় নিবেদন,

যে সকল জনহিতব্রতী লোক ভারতীয় ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন তাঁহাদের মন এখন পুনা ও ভারতের কোন কোন জায়গার অশান্তি[২] লইয়া খুব বেশী পরিমাণে ব্যাপৃত আছে তাহা আমরা অবগত আছি, এবং নাটালে ভারতীয়দের পরিস্থিতি যদি গুরুতর না হইত তবে আপনাদের সময় ও মনোযোগে অন্যায়ভাবে ভাগ বসাইতাম না।

হীরক জয়ন্তীর সময়ে লণ্ডনে সম্মিলিত ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট শ্রীচেম্বারলেন যে ভাষণ দেন এই সপ্তাহের নাটাল গভর্মেণ্ট গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই কলোনি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ভারতীয়দের অভিবাসন সংক্রান্ত আইনকানুন সম্পর্কে ঐ ভাষণে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি আছে......[৩]

ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্যের এবং তাহাদের সভ্যতার বিষয়ে শ্রীচেম্বারলেন মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে না আসিয়া পারা যায় না যে মাননীয় ভদ্রলোক **ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়াছেন** এবং বিভিন্ন উপনিবেশগুলির এশিয়াবাসী-বিরোধী আন্দোলনের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছেন। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করিয়াছেন যে "কোন জাতি বা বর্ণের পক্ষে বা বিপক্ষে তারতম্য করা" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য নয়, কিন্তু একই নিশ্বাসে তিনি ভারতীয়দের সম্পর্কে উপনিবেশগুলি যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে তাহা মানিয়া লইয়াছেন

[১] আফিসের নকলটিতে তারিখ নাই। দাদাভাই নওরোজির নিকট লিখিত অনুরূপ এক চিঠিতে (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩৮), তারিখ দেওয়া আছে সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৯৭।

[২] এই অশান্তি হইল দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও প্লেগ-প্রশাসন সম্পর্কে।

[৩] প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি নাই। ঔপনিবেশিক আফিসের নথিপত্রে শ্রীচেম্বারলেনের বক্তৃতার যে মূল পাঠ পাওয়া যায় তাহা হইতে উদ্ধৃত, বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ, ৩৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এবং প্রায় নিঃসঙ্কোচভাবে নাটাল অভিবাসন সঙ্কোচন আইনের অনুমোদন করিয়াছেন। এই আইন সম্বন্ধে আবেদন, আইনের নকলের সঙ্গে, কয়েক মাস আগে আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল।[১]

প্রায় একান্তভাবে ভারতীয়দের প্রতি প্রয়োগ করার সুচিন্তিত সংকল্প লইয়া নাটাল আইন পাশ হয়, এ কথা শ্রীচেম্বারলেনের অগোচর থাকিতে পারে না। আবেদনে যে সকল উদ্ধৃতি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা যথেষ্টরূপে প্রমাণ হয়। অভিবাসন বিল উত্থাপন করার সময়ে, নাটাল কলোনির মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীএস্‌কোম্ব্‌ও একথা বলিয়াছিলেন যে যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষ উপায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে অর্থাৎ অবাধ ভারতীয় অভিবাসন বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইতেছেন না সেইজন্য তাঁহাকে পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে।

আইনটি প্রায় সর্বসম্মতভাবে ব্রিটিশজাতির অনুচিত ও অসাধু বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা **অন্ধকারে ছুরি মারা**। এবং আমরা দেখিয়া দারুণভাবে হতাশ হইয়াছি যে শ্রীচেম্বারলেন এরূপ একটি আইনকে তাঁহার অনুমোদনের সীলমোহর দিয়া পাকা করিয়া দিলেন। আমরা এখন জানি না যে আমরা কোথায় আছি আর আমরা কি করিব। আইনটি এখন হইতেই আমাদের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন আগে একাত্তর জন ভারতীয়—নাটালে তাহাদের ঘর আছে—ট্রান্‌স্‌ভালে জিনিস বিক্রয় করিতে যায় এবং নাটালে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচার চলিতে থাকা কালে[২] নিষিদ্ধ' অভিবাসী বলিয়া ছয় দিন তাহাদের জেলে রাখা হয়। আইনের টুকিটাকির আপত্তিতে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিন্তু, ব্যাপার অন্যপ্রকার হইলে, বিচার আরও কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে পারিত এবং ব্রিটিশ রাজ্যে থাকার অধিকার লাভ করার আগে তাহাদের কয়েক শত পাউন্ড খরচ হইয়া যাইত। যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে সাতদিনের বিচারকালে তাহাদের খরচ কম হয় নাই। এরূপ ঘটনা, সময় সময় অবশ্য ঘটিবে। এবং ফলে, কেবল তাহারাই নাটালে আসিতে পারিবে যাহারা আগে হইতেই নাটালে নিবেশিত ছিল।

শ্রীচেম্বারলেন বলিয়াছেন যে কোন লোক অবাঞ্ছিত অভিবাসী হইতে পারে, "যদি সে অপরিচ্ছন্ন হয়, অথবা দুর্নীতিপরায়ণ হয় বা যদি সে একান্ত নিঃস্ব হয় কিংবা তাহার যদি অন্য কোন দোষ থাকে যাহার পার্লামেণ্টের আইনে সংজ্ঞানির্দেশ করা যায়।" যে ভারতীয়দের নাটাল আইনে নাটালে আসিতে বাধা দেওয়া হয় তাহারা, যেমন ট্রান্‌স্‌ভাল

১ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩০৬।
২ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩১।

গভর্মেণ্টের নিকট এক বার্তায় শ্রীচেম্বারলেন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, দ্নীতিপরায়ণ নয়, অপরিচ্ছন্নও নয়।[১] তাহারা নিঃস্ব তো নয়ই। নাটাল আইনের দুর্বলতম অংশ হইল ইহাই যে তাহাতে **সেই সকল লোককেই আসিতে দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাদের সম্ভবত দুর্নীতিপরায়ণ বা অপরিচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনা** কারণ সেই সকল লোক সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে সংগৃহীত হয়—তাহারাই হইল চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়। আইনটি পাস হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় অভিবাসী বোর্ড ৪০০০ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়ের জন্য চাহিদা-পত্র অনুমোদন করেন—লিপিবদ্ধ চাহিদা-পত্রের মধ্যে এক বারের পক্ষে ইহাই বোধ হয় সর্বাধিক চাহিদা-পত্র। শ্রীচেম্বারলেন কেমন করিয়া এই সকল ঘটনা উপেক্ষা করিতে পারেন তাহা আমরা জানি না। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, এবং এখনও বলিতে সাহস করি যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূলে হইল **বর্ণবিদ্বেষ ও ব্যবসায়গত ঈর্ষা**। আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছি। যদি তাহা মঞ্জুর হয় তবে, আমাদের সন্দেহ নাই, তাহার ফল হইবে যে নাটালে ভারতীয়দের উপস্থিতি নাটালের পক্ষে হিতকর হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। বারো বছর আগে ভারতীয়দের কতকগুলি ব্যাপারে নাটালে যে সকল কমিশনার তদন্ত করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে ভারতীয়দের উপস্থিতি কলোনির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে।

বস্তুত, শ্রীচেম্বারলেন কার্যত মানিয়া লইয়াছেন যে ভারত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়েরা আর ব্রিটিশ প্রজা থাকে না। তাহার ভীতিপ্রদ ফল এই হইয়াছে যে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ব্রিটিশ রাজ্য নাটাল হইতে নির্বাসিত হওয়ার বা নাটালে ঢুকিতে বাধা পাওয়ার অথবা ট্রান্সভাল কিংবা ডেলাগোয়া বে-তে—দুইটিই বিদেশী রাজ্য—বিতাড়িত হওয়ার বেদনাদায়ক দৃশ্য দিনের পর দিন আমাদের দেখিতে হইতেছে।

তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে ট্রান্সভাল বিদেশী আইনকে অনুগ্রহ বলিয়া বলা যায়। বিদেশী আইন বলবৎ থাকার সময়ে যে কোন ভারতীয় নাটাল, ডেলাগোয়া বে অথবা ভারত হইতে পাস লইয়া, কিংবা কোন ভারতীয় আগে হইতে ট্রান্সভালে চাকরি পাইয়া থাকিলে, ট্রান্সভালে ঢুকিতে পারিত। তা ছাড়া উহা বিশেষ করিয়া ভারতীয়দের প্রতি প্রযুক্ত হইত না। কাজেই একেবারে নিঃস্ব নয় এমন যে কোন ভারতীয় ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারিত, তবুও, যেহেতু ট্রান্সভালের আইন উইটল্যাণ্ডারদের (শ্বেতকায় বিদেশী, সাধারণত ব্রিটিশ প্রজাগণ) উপর কঠোরভাবে কার্যকর হইয়াছিল সেই কারণে, ডাউনিং স্ট্রিটের চাপের দরুন উহা রদ করা হয়। আমরা

[১] ভারতীয় অভিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীচেম্বারলেনের মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৭।

যদিও ব্রিটিশ প্রজা তবুও আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই চাপ আমাদের পক্ষে প্রাপ্য হইতেছে না। কোন ভারতীয় যদি ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিতে পড়িতে না পারে তবে, পূর্ব হইতেই সে কলোনির বাসিন্দা না হইলে, নাটাল আইনে তাহাকে নাটালে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়কে কোন **মৌলবী** কিংবা হিন্দু সম্প্রদায়কে কোন **শাস্ত্রী** আনিতে দেওয়া হইবে না—ঐ মৌলবী বা শাস্ত্রী নিজ নিজের বিভাগে যতই পণ্ডিত হোন না কেন—কারণ, বাস্তবিকই, তিনি ইংরেজী জানেন না। নাটালের বাসিন্দা কোন ভারতীয় বণিক কলোনিতে ফিরিয়া আসিতে পারে কিন্তু সে কোন নূতন ভৃত্য সঙ্গে আনিতে সাহস করে না। নূতন ভারতীয় ভৃত্য ও সহকারী আমদানি করিতে না পারা ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব বেশীরকম অসুবিধার ব্যাপার।

যদি অভিবাসন আইন সংবিধি-গ্রন্থে বরাবরের জন্য রহিয়াও যায় এবং শ্রীচেম্বারলেন তাহা অগ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করেন তবে ইউরোপীয় ভাষা-সংক্রান্ত প্রকরণটির অল্পস্বল্প এমন পরিবর্তন হওয়া দরকার যাহাতে যে সকল লোক নিজেদের ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারে এবং অন্য রকমে যোগ্য তাহারা এই আইনমতে অভিবাসী বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। আমরা নিশ্চিত যে কমপক্ষে এইটুকু আমাদের মঞ্জুর করা যাইতে পারে। এবং আমরা সনির্বন্ধ প্রার্থনা করি যে, আর কিছু না হইলেও এই পরিবর্তন আনার জন্য আপনি আপনার প্রভাব প্রয়োগ করুন। শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণ সম্ভবত ইহাও সূচিত করে যে তিনি, যে এশিয়াবাসী-বিরোধী বিলগুলির সম্পর্কে এখানে উল্লিখিত আবেদনটিতে বলা হইয়াছে, সেগুলিও অগ্রাহ্য করিবেন না। যদি তাহা হয় তবে ইহা কার্যত নাটালের মুক্ত ভারতীয়দের পক্ষে কলোনি ত্যাগ করার নোটিশই হইবে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স্ আইনের তাহাই হইবে ফল, যদি সে আইন কঠোরতর প্রবর্তন করা হয়—এবং এখন যখন ঔপনিবেশিকেরা জানে যে চাহিলেই শ্রীচেম্বারলেনের নিকট তাহারা সব কিছুই পাইবে তখন তাহাই হওয়ার সম্ভাবনা—কেবল যাহা করা দরকার তাহা পরোক্ষ উপায়ে—এবং আমরা কি বলিব অন্যায্য উপায়ে করা হইলেই হইল। ইহা মনে করিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে মহামান্য রানীর প্রধান ঔপনিবেশিক সচিব কোনরূপ অন্যায় উপায়ের অনুমোদন করিবেন, কিন্তু তাহাই ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সর্বসম্মত ধারণা। এমন কি ইউরোপীয়েরা—যাহারা ভারতীয়দের অবাধ অভিবাসনের পরম বিরোধী, যদিও তাহারা ইহাতে দৃকপাত করে না,—মনে করে যে অবাধ ভারতীয় অভিবাসনকে সংকুচিত করার উল্লিখিত উপায়গুলি অন্যায্য।

আমরা শক্তিহীন। আমরা ঘটনাটি আপনার হাতে ছাড়িয়া দিতেছি। আমাদের পক্ষে আপনি পুনরায় চতুর্গুণ উৎসাহ লইয়া উদ্‌যোগী হইবেন তাহার উপরেই আমাদের আশা। এবং, আমাদের নিশ্চিত ধারণা যে আপনি ইহাতে ব্রতী হইবেন, কেন না আমাদের ব্যাপারটি একান্তভাবে ন্যায্য।

(স্বাক্ষর) কাসিম মহম্মদ জীব
এবং অন্য সকলে

গান্ধীজীর হাতের সংশোধন সংবলিত হস্তলিখিত খসড়ার ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে: এস্. এন্. ২৫০৯।

পরিশিষ্ট

বিদেশী অভিবাসন

[শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণ হইতে উদ্ধৃতি]

আর একটি সমস্যার আমি উল্লেখ করিব, এবং একটিমাত্রই; তাহা এই. বিদেশীদের, এবং বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসীদের অভিবাসন সংক্রান্ত যে বিধিব্যবস্থা লইয়া আলোচনা চলিতেছে অর্থাৎ যাহা কোন কোন উপনিবেশে পাস হইয়াছে সেই বিধিব্যবস্থার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

আমি বিলগুলি দেখিয়াছি। সেগুলি কোন না কোন রকমে একে অন্য হইতে পৃথক, কিন্তু সেগুলির মধ্যে, নাটাল হইতে যে বিলটি আমাদের নিকট আসিয়াছে সেইটি বাদে, এমন একটিও নাই যাহার প্রতি আমরা সন্তোষের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। আমি বলিতে চাই যে উপনিবেশগুলির উদ্দেশ্য ও তাহার সমাধানকল্পে উপনিবেশগুলির প্রয়োজনের বিষয় মহামান্য মহারানীর গভর্মেণ্ট সম্যক উপলব্ধি করেন। এই উপনিবেশগুলি লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি এশিয়াবাসীর অপেক্ষাকৃত বেশী কাছে অবস্থিত। সেই হেতু, উপনিবেশগুলিতে সভ্যতায় বিভিন্ন, ধর্মে বিভিন্ন ও আচারব্যবহারে বিভিন্ন লোকেদের আমদানি হইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া উপনিবেশগুলির শ্বেতকায় অধিবাসীদের যে দৃঢ় সংকল্প—আরও যেহেতু ঐ আমদানি শ্রমিকবৃন্দের বর্তমান দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুতর সংঘর্ষের সৃষ্টি করিবে সেই হেতু—সেই সংকল্পের প্রতি আমরা যথার্থ সহানুভূতি প্রকাশ করি। আমি বেশ উপলব্ধি করি যে সকল রকম ঝুঁকি মানিয়া লইয়াও উপনিবেশগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য এই ধরনের অভিবাসন বন্ধ করিতেই হইবে, এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে আমরা তাহাতে কোন বিরোধিতা করিব না, কিন্তু আমরা, সাম্রাজ্যের যে ঐতিহ্য কোন জাতি ও বর্ণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন পার্থক্য করে না, সেই ঐতিহ্যের কথা, আপনাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করি; এবং মহামান্য মহারানীর সমস্ত ভারতীয় প্রজাদের, অথবা সমগ্র এশিয়াবাসীদেরও, তাহাদের বর্ণ ও জাতির জন্য বহিষ্কার করা, তাহাদের পক্ষে এত অপমানজনক হইবে যে আমার নিশ্চিত ধারণা, রানীর পক্ষে তাহা অনুমোদন করা খুবই বেদনাদায়ক হইবে। এই দেশ পরিদর্শনের

সময় কোন বিষয় আপনাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে তাহার কথা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অধিকারে, ইহার বৃহত্তম ও উজ্জ্বলতম অধীন রাজ্যরূপে, ত্রিশ কোটি প্রজা লইয়া সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্য রহিয়াছে। রাজশক্তির প্রতি আপনারা যেমন অনুগত, এই প্রজারাও তেমনই অনুগত, এবং তাহাদের মধ্যে শত শত ও সহস্র সহস্র এমন লোক আছে যাহারা সকল রকমে আমাদের নিজেদের মতই সুসভ্য, যাহাদের, যদি ইহা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়, জন্মাধিকার প্রশস্ততর এই হিসাবে যে তাহারা প্রাচীনতর ঐতিহ্য এবং প্রাচীনতর বংশপরম্পরার অধিকারী, তাহারা ধনবান, তাহারা সংস্কৃতিবান, তাহারা সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহারা সমগ্র সেনাবাহিনী আনিয়া রানীর কাজে নিযুক্ত করিয়াছে এবং গুরুতর সংকট ও উপদ্রবের সময়---যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময়—তাহাদের আনুগত্য দিয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছে। আমি বলিতে চাই যে আপনারা—যাঁহারা এই সকল দেখিয়াছেন—কখনও এই সকল লোকের উপর এমন অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন না, যে অপমান, আমার মতে, আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক, এবং যাহা মনোমালিন্য, অসন্তোষ, ও বিরক্তি উদ্দীপিত করিতে সাহায্য করিবে, এবং যাহা, কেবল মহামান্য রানীর মনোভাবের পক্ষেই নয় তাঁহার সকল প্রজার মনোভাবের পক্ষেই দারুণ অপ্রীতিকর হইবে।

আমার মনে হয় আপনাদের যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে তাহা হইল অভিবাসনের প্রকৃতি। আমাদের হইতে গায়ের রঙ ভিন্ন বলিয়া যে কোন লোক অবাঞ্ছিত হইবেই এমন নয়, কিন্তু সে অবাঞ্ছিত এই কারণে হইতে পারে যে হয় সে অপরিচ্ছন্ন, বা দুর্নীতিপরায়ণ, বা একান্ত নিঃস্ব, কিংবা তাহার এমন কোন আপত্তিকর ব্যাপার আছে যাহা পার্লামেণ্টের কোন আইনে সংজ্ঞাভুক্ত হইতে পারে এবং সেই আইনের বলেই, যাহাদের আপনারা সত্যই বাদ দিতে চান তাহাদের সকলেরই বহিষ্কারের ব্যবস্থা হইতে পারে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার সন্দেহ নাই, ইহা এমন একটি বিষয় যাহা লইয়া আমাদের মধ্যে সদ্ভাবপূর্ণ আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে। আমি আগেই বলিয়াছি, নাটাল কলোনি এমন একটি ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহা, আমার বিশ্বাস, তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক, এবং আপনারা মনে রাখিবেন যে, সম্ভবত, তাহাদের স্বার্থ আপনাদের অপেক্ষাও বেশী, কেননা যে অভিবাসন তাহাদের ওখানে খুব ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহারা তাহার অধিকতর সান্নিধ্যে রহিয়াছে, এবং তাহারা এমন একটি আইন গ্রহণ করিয়াছে যাহার দ্বারা, তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা যাহা চায় তাহার সকলই পাইবে, এবং তাহাতে লোকেরা যে আপত্তি তুলিয়াছে তাহা প্রযুক্ত হইবে না এবং যাহা, বর্তমানে যে আপত্তির সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত আমাদের সঙ্গে একমত, তাহার সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষে আসে না; এবং সেইজন্য আমি আশা করি যে, আপনাদের পরিদর্শনকালের মধ্যে, আমাদের পক্ষে এমন ধাঁজের কথার বিন্যাস করা সম্ভব হইতে পারে যাহা মহারানীর কোন প্রজার মনে আঘাত দিবে না, অথচ তাহা সেই সঙ্গে, যে শ্রেণীর লোকের অভিযানে অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলি সঙ্গতভাবেই আপত্তি করিতেছে তাহাদের অভিযান হইতে ঐ উপনিবেশগুলিকে পর্যাপ্তভাবে রক্ষা করিবে।

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র, পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র : ১৮৯৭ : খণ্ড ২, নং ১৫।

৫৮. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি

৫৩এ, ফিল্‌ড্‌ স্ট্রীট,
ডারবান, নাটাল,
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৯৭

মাননীয় দাদাভাই নওরোজি
লণ্ডন

সবিনয় নিবেদন,

ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণ সম্পর্কে আপনার নিকট নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লেখা একখানি চিঠি[১] এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চিঠি ছাপা হওয়ার পরে সংলগ্ন খবরের কাগজের কাটা অংশটি[২] দেখা যায়। চিঠিতে যে যুক্তি দেখানো হইয়াছে ইহা তাহাকে আরও জোরালো করিতেছে। শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণ স্বভাবতই ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। যদি আর বেশী কিছু না করা যায় তবে আমি ভরসা করি, চিঠিতে অভিবাসন আইনের যে সকল পরিবর্তনের কথা লেখা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করাইবার জন্য আপনি আপনার শক্তিশালী প্রভাব নিয়োজিত করিবেন। যে রকমের ভারতীয়দের এই আইন অনুসারে বর্তমানে নাটালে ঢুকিতে দেওয়া হয় না বলিয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা নাটালে পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম নির্বাহের জন্য একান্ত আবশ্যক তো বটেই, তাহা ছাড়া, তাহাদের কলোনিতে ঢুকিতে দিলে তাহারা কোন রকমে ইউরোপীয়দের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।

অভিবাসন সম্পর্কিত আবেদনের নকল ভিন্ন খামে পাঠানো হইল।[৩]

আপনার অনুগত
এম্‌. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর স্বাক্ষরিত হস্তলিখিত মূলের ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে : জি. এন্‌. ২২৫৫।

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩২-৩৭।
[২] ইহা পাওয়া যায় নাই; অনুমান হয়, ইহা সম্মেলনের সংবাদপত্র-বিবরণী।
[৩] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩০৬-২৮।

M. K. GANDHI

2255

53, Field Street,
Durban, 16 Sep 1897
Natal

Sir,

I have the honour to enclose herewith a letter addressed to you by the representatives of the Indian community at Natal with reference to Mr Chamberlain's address to the Colonial premiers. The newspaper cutting enclosed was seen after the letter was in print. It gives great force to the argument contained in the letter. Mr Chamberlain's address has naturally created surprise amongst both the communities European as well as Indian. I venture to trust that your powerful influence will be exerted in order to bring about the changes in the Immigration Act referred to in the letter if nothing more can be done. The kind of Indians referred to in the letter whom the act at present debars from entering into Natal while absolutely necessary for the regular conduct of Indian houses already established cannot in any way interfere with the Europeans if they were allowed to enter the Colony.

Copy of Immigration petition is sent under separate cover.

I am
Your obed: Servt.
M K Gandhi

Hon'ble Dadabhai Naoroji
London

দাদাভাই নওরোজির নিকট লিখিত পত্র

৫৯. ডব্লিউ. ওয়েডারবার্নের নিকট চিঠি

৫৩এ, ফিল্ড্ স্ট্রীট,
ডারবান,
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৮৯৭

স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন্
লণ্ডন

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নিকট নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের লেখা একখানি চিঠি[১] এবং বক্তব্য বিষয়ের সহিত সংশিলষ্ট একটি খবরের কাগজের কাটা টুকরা এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। যদি আর বেশী কিছু না করা যায় তবে, আমি ভরসা করি, চিঠিতে নাটাল আইনের যে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা করাইবার জন্য আপনার শক্তিশালী প্রভাব নিয়োজিত হইবে।

অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদনটির প্রতিলিপি ভিন্ন খামে পাঠানো হইল।

আপনার অনুগত
এম্. কে. গান্ধী

অফিস-প্রতিলিপির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে. জি. এন্. ২২৮১।

৬০. "ভারতীয় অভিযান" (১)

ভারতীয় অভিবাসন সম্পর্কিত অবস্থা সম্বন্ধে নাটালের সংবাদপত্র মহলে অনেক এলোমেলো চিন্তাধারা, এমন কি মিথ্যা বর্ণনাও প্রচলিত ছিল। অভিযোগ হয় যে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ভারতীয়েরা আইন এড়াইয়া চলিতেছে। গান্ধীজী বিষয়টি পরিষ্কার করা আবশ্যক মনে করেন। এই চিঠিখানি এবং পরবর্তী চিঠিগুলি তিনি নাটাল মার্কারিতে এবং ঔপনিবেশিক সচিবকে লেখেন (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪৪-৪৭)। ইহাতে কাজ হয়।

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩২।

সম্পাদক
দি নাটাল মার্কারি

ডারবান,
নভেম্বর ১৩, ১৮৯৭

মহাশয়,

মনে হয় কিছু লোকের নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মনো-মালিন্যের ভাব জাগাইয়া রাখার দিকেই ঝোঁক, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সংবাদপত্রের লেখকেরা নিজেদের প্রতারিত হইতে দিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে আপনাদের একজন পত্রলেখক, স্পষ্টত দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, বলিয়াছিলেন যে ডান্ডিতে[১] অভিবাসন আইন অনুসারে যে-সকল ভারতীয়ের বিচার হয় তাহারা ভারতবর্ষ হইতে নবাগত এবং তাহারা গুপ্তভাবে কলোনিতে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর এ বিষয়ে[২] গভর্মেণ্ট ও আন্দোলন-কমিটির মধ্যে যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল তাহা দেওয়া হয় এবং জনসাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া হয় যে অভিবাসন আইন এড়াইবার ব্যাপক একটা চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উক্তি এবং খবরের কাগজে অনুরূপ আর যে-সকল বর্ণনা বাহির হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, এবং এই সকল লোক ডারবানে নিবেশপত্র সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া জনসাধারণকে খবর দিয়া, আপনি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। ডেলাগোয়া বে হইতে বড় করিয়া একটি টেলিগ্রাম প্রচার করা হয়। তাহাতে জনসাধারণকে বলা হয় যে ১০০০ অচুক্তিবন্ধ ভারতীয় ডেলাগোয়া বে-তে অবতরণ করিয়াছে ও তাহারা নাটাল অভিমুখে আসিতেছে। আজিকার মার্কারিতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম বাহির হইয়াছে যে গভর্মেণ্ট ডেলাগোয়া বে-র দিক হইতে এশিয়াবাসীর আসায় বাধা দিতে পুলিসপাহারার নির্দেশ দিয়াছেন। এই সকলই নাটকীয় ব্যাপার, এবং যদি ইহা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের ক্রোধোদ্দীপনে সহায়তা না করিত তবে ইহা খুবই মজার ব্যাপার হইত। "চন্দ্রলোকের মানুষ" তাঁহার সাপ্তাহিক স্তম্ভগুলিতে একটি অনুচ্ছেদ লিখিয়া এই ব্যাপারে সমাপ্তির রেখা টানিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই সকলের চাইতে নির্মম আঘাত, বিশেষ করিয়া এই জন্য যে তাঁহার অনুচ্ছেদগুলি লোকে কেবল আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে না, সেগুলির গুরুত্বও দেয়। আমার যতদূর জানা আছে, ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার শক্তি এই দ্বিতীয়বার হারাইলেন। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ঘটিলে ভারতীয়দের যদি কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইত,

[১] ৭০ জন ভারতীয়কে আরব বলিয়া বর্ণনা করিয়া ডাণ্ডিতে অভিবাসন সংকোচন আইন অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করা হয়। এখানে সেই মামলার উল্লেখ করা হইতেছে। গান্ধীজী তাহাদের পক্ষসমর্থনে হাজির হন এবং তাহাদের খালাস করেন। দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪১-৪২।

[২] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৮৭-৮।

তবে, আজিকার স্তম্ভগুলিতে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে "মানুষের" অনুচ্ছেদটিতে তাহা এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে যে এরূপ ভাষার প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যে ঘটনার কথা আমি সাক্ষাৎভাবে জানি সাধারণের নিকট কেবল তাহা স্থাপনা করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

অন্য দুইজন ব্যবহারজীবীর সঙ্গে ডাণ্ডির ভারতীয়দের পক্ষসমর্থন করার সুযোগ আমার হইয়াছিল, এবং আমি খুব জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিতেছি যে অভিযুক্ত ভারতীয়দের মধ্যে কেহ ভারত হইতে নবাগত ছিল। ডাণ্ডির অভিবাসন-কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে প্রমাণ এখনও রহিয়াছে। ইহা চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন করা সম্ভব যে ঐ সকল ভারতীয় অভিবাসন-আইন পাস হওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায়, আরও ঠিকভাবে বলা যায় নাটালে, আসিয়াছিল। তাহাদের লাইসেন্‌স্, অন্যান্য কাগজপত্র এবং জাহাজের আফিসের খাতাপত্র মিথ্যা বলিতে পারে না। গভর্মেণ্ট ও আন্দোলন-কমিটির মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল তাহা কাগজে বাহির হইলে আমি ঐ সকল লোকের বেশীর ভাগ লোককে উপযুক্ত বিচারালয়ের সম্মুখে হাজির করিতে এবং তাহাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম : অর্থাৎ ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম যে তাহারা সকলে আগে হইতেই নাটালে নিবেশিত ছিল, এবং সেইজন্য কলোনিতে ঢুকিবার যথাযোগ্য অধিকার তাহাদের ছিল। তাহাদের একজন এখন ডারবানে আছে, এবং গভর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা যাইতে পারে।

ইহা সত্য নয় যে এই লোকগুলি তাহাদের নিবেশপত্র ডারবানে পাইয়াছিল। তাহাদের কয়েকজন, আইনগত ব্যবস্থার নামমাত্র বিচ্যুতি হওয়ার যুক্তিতে ছাড়া পাইবার পর, নিবেশপত্রের জন্য ডাণ্ডির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করে। দরখাস্তটি অগ্রাহ্য হয়। তাহাদের কাগজপত্র আমার নিকট পাঠানো হয়, এবং আমি নিবেশপত্রের জন্য গভর্মেণ্টের নিকট যাই, কিন্তু আমি বিফলমনোরথ হই। তাহাদের অধিকাংশ এখন এরূপ নিবেশপত্র বাদেই ট্রান্‌স্ভালে চলিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য যে ডাণ্ডির তিনজন লোক ডারবানে তাহাদের নিবেশপত্র পায়। যে সকল প্রমাণের বলে নিবেশপত্র মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ ও নথিভুক্ত আছে। কিন্তু ডাণ্ডির লোকেদের ডারবানে নিবেশপত্র পাওয়া আর আইন-ব্যবস্থার প্রতিকূলে নিবেশপত্র পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য অনেক। উম্‌জিম্‌কুলু হইতে এক ব্যক্তি এবং ডারবানের বাহিরের অন্যান্য জেলার লোকেরা ডারবানে এরূপ নিবেশপত্র পাইয়াছিল। এরূপ নিবেশপত্র দিতে আদেশ দিবার আগে শ্রীওয়ালটারের সম্মুখে প্রশ্নটির যুক্তিতর্ক লইয়া পুরাপুরি আলোচনা হইয়াছিল।

যে সকল ভারতীয় ডেলাগোয়া বে-তে অবতরণ করে, তাহারা যে আইন অগ্রাহ্য করিয়া কলোনিতে প্রবেশ করে এরূপ ভয় করার একেবারেই কোন ভিত্তি নাই। চার্ল্‌স্‌টাউনে একজন নবাগতও সীমান্তলঙ্ঘন করার চেষ্টা করে নাই, ইহা বলার দায়িত্ব আমি নিজের উপরে গ্রহণ করিব না, কিন্তু, আমি যতদূর জানি, এখন পর্যন্ত একজনও চার্ল্‌স্‌টাউনে সার্জেণ্ট এল্যানের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া সফল হইতে পারে নাই। আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে, এবং আন্দোলন-কমিটি যখন সৃষ্টি হইল তখন, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবে বলা হয় যে মাসে মাসে যে-সকল ভারতীয় ডারবানে অবতরণ করে তাহাদের বেশীর ভাগই হইল ট্রান্‌স্‌ভালের যাত্রী। ইহা বিশেষ করিয়া বলা হয়—এবং আজ পর্যন্ত ইহার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই—যে **কোরল্যান্ড** ও **নাদেরির** ৬০০ যাত্রীর মধ্যে, ১০০-রও কম ছিল নাটালে নবাগত। এই অবস্থার এখনও পরিবর্তন হয় নাই, এবং আমি বলিতে চাই যে, যে ২০০০ জন যাত্রী ডেলাগোয়া বে-তে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহাদের বেশীর ভাগই হইল ট্রান্‌স্‌ভালের যাত্রী। নানা জাতির বিপুলসংখ্যক নবাগতদের গ্রহণ করার সামর্থ্য সেই দেশেরই আছে, এবং যতদিন ট্রান্‌স্‌ভাল ভারতীয়দের গ্রহণ করিতে থাকিবে, ও গভর্মেণ্ট সৌজন্যপূর্বক তাহাদের আসিতে দিবে, ততদিন আপনারা ডেলাগোয়া বে-তে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের আসিতে দেখিবেন। একথা আমি বলি না যে তাহাদের কেহই নাটালে আসিতে চায় না। তাহাদের কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছে, কোন কোন শর্তে তাহারা আসিতে পারে, এবং শর্তগুলি তাহারা পূরণ করিতে পারিবে না জানাইয়া দেওয়ায়, তাহারা ট্রান্‌স্‌ভালেই রহিয়া গিয়াছে। তাহারা নিশ্চয়ই দেবদূত নয়, এবং অল্প কিছু লোক আইন ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাও করিতে পারে, এবং কোন তত্ত্বাবধান না থাকিলে কলোনিতে প্রবেশ করিতেও পারে।

আমার বক্তব্য হইল এই যে আইনকে অবজ্ঞা করার জন্য পাইকারী কোন চেষ্টা নাই। "চন্দ্রলোকের মানুষ" তাঁহার উর্বর কল্পনায় যেমন গড়িয়া তুলিয়াছেন সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই এবং আইনকে অগ্রাহ্য করিয়া খিড়কি দরজা দিয়া আসার জন্য কোন পরামর্শ নাই। যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াই বলিতেছি, আন্দোলন-কমিটির নিকট তাঁহার নিবেদন, কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁহার পরামর্শ, ও তাঁহার বক্রোক্তিগুলি অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কেন না সেগুলি অনাবশ্যক এবং ঘটনার দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয় না। তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। কাজেই, ইহা মনে করা সঙ্গত হইত যে, অন্য লোকে যাহাই করুক, তিনি অন্তত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার পূর্বে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। অনর্থ একবার শুরু হইয়া গেল তাহাতে আর বাধা নাও দেওয়া যাইতে পারে।

আইনটির প্রবর্তন হইলে ডারবানের ভারতীয় জাহাজ-মালিকগণ একখানি চিঠি পান। চিঠিতে, আইনটি প্রয়োগ করিতে, গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ জানানো হয়, এবং আমি জানি, উত্তরে তাঁহারা এই বলিয়া লেখেন যে যদিও তাঁহারা আইনটি অনুমোদন করেন না তবুও, আইনটি যতদিন সংবিধি-গ্রন্থে থাকিবে ততদিন তাঁহারা আনুগত্যের সঙ্গে তাহা মানিয়া চলিবেন এবং তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী গভর্মেণ্টকে সাহায্য করিবেন। উল্লিখিত জাহাজ-মালিকগণ যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন কোন দায়িত্বশীল ভারতীয় তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বস্তুত, কংগ্রেস-হলের ভিতরে বা বাহিরে, যখনই সুযোগ ঘটিয়াছে তখনই ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতারা, আইনটি এড়াইয়া না চলিবার আবশ্যকতা ভারতীয়দের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যরকম কিরূপে হইতে পারে? এই আইন যদি কখনও নাকচ করিতে হয় তবে কেবল বুঝাইয়া সুঝাইয়া, এবং ভারতীয় সম্প্রদায় আচরণে নিষ্কলঙ্কতার পরিচয় দিলে, তাহা করা যাইতে পারে। ফাঁকি দেওয়ার কর্মনীতি স্পষ্টতই আত্মঘাতী, এবং আমি বলিতে চাই, ভারতীয় সম্প্রদায়ের অতীত কার্যধারা এই ধারণার সমর্থন করে না যে সেই সম্প্রদায় আত্মঘাতী কাজ করিতে পারে। ইহার পরেও "চন্দ্রলোকের মানুষ"কে কি আশ্বাস দেওয়া দরকার যে কলোনিকে লইয়া ভারতীয়দের খেলা করিবার ইচ্ছা নাই, কেবল এই কারণেই যে ইহা করিবার মত অবস্থা তাহাদের থাকিতে পারে না?

যাহা হোক, প্রকাশ্যভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক, এবং যদি প্রমাণ হয় যে আইনের বিরোধিতা করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে, তবে যে কোন উপায়ে তাহা ধ্বংস করা হোক। কিন্তু, অপর পক্ষে, যদি এরূপ প্রতিষ্ঠান বা "পাইকারী অভিযান"-এর অস্তিত্ব না থাকে তবে প্রকাশ্যভাবে তাহা স্বীকার করা হোক, যাহাতে সংঘর্ষের কারণ দূর হইতে পারে। গভর্মেণ্ট ইহা করিতে পারেন, কিন্তু আপনারাও সেরূপ করিতে পারেন। সংবাদপত্র হইতে, ইহার পূর্বেও জনসংক্রান্ত ব্যাপারের তদন্ত করার জন্য বিশেষ বিশেষ সংবাদদাতা পাঠানো হইয়াছে, এবং আপনি যদি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন যে, সম্প্রদায় হিসাবে, ভারতীয়েরা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তবে আপনি, গভর্মেণ্টকে প্রকাশ্য তদন্তের ভার নিতে সমর্থ করার জন্য, অথবা গভর্মেণ্ট কোন রকম তদন্ত করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাহাদের এ বিষয়ে বাধ্য করার জন্য, কোন প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলে, আপনি জনগণের উপকার করিবেন, এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন। অন্তত ভারতীয়েরা এরূপ তদন্তের সংবর্ধনা করিবে।

বিষয়টির গুরুত্ব খুব। সেইজন্য আমি আপনার সহযোগী সংবাদপত্র-গুলিকে এই চিঠিখানি নকল করিয়া লইতে অনুরোধ করি।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ১৫-১১-১৮৯৭।

৬১. ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট চিঠি

ডারবান,
নভেম্বর ১৩, ১৮৯৭

মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব
মরিজবার্গ

মহাশয়,

মার্কারি হইতে কাটা একটি অংশ এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। ভারতীয়েরা ডেলাগোয়া বে ও চার্লস্টাউনের পথে কলোনিতে প্রবেশ করিয়া বা প্রবেশের চেষ্টা করিয়া অভিবাসন আইন অমান্য করার চেষ্টা করিতেছে, কিছুকাল ধরিয়া খবরের কাগজে এই মর্মে বিবরণ বাহির হইতেছে। আজকার আগ পর্যন্ত এই সকল বিবরণ লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু কাটা অংশটি বিষয়টির গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছে, এবং ইহাতে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্য নাটালের ভারতীয় নেতাদের পক্ষ হইতে আমি গভর্মেণ্টকে এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিতে বলি। আমাকে বলিতে হইতেছে যে আইনটি ভঙ্গ করার জন্য, নাটালে বা অন্যত্র, কোন প্রতিষ্ঠান নাই, এবং আইনটি পাস হওয়ার সময় হইতে নাটালের দায়িত্বশীল ভারতীয়গণ অনুগতভাবে ইহা মানিয়া চলিতেছেন এবং এরূপ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অন্য লোকেদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য গভর্মেণ্ট যদি অন্যরূপ মনে করেন তবে এ বিষয়ে আমি প্রকাশ্য তদন্ত চাহিব।

একান্ত অনুগত
এম্. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ২০-১১-১৮৯৭

৬২. "ভারতীয় অভিযান" (২)

ডারবান,
নভেম্বর ১৫, ১৮৯৭

সম্পাদক
দি নাটাল মার্কারি

মহাশয়,

অভিবাসন-আইন ফাঁকি দিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া যে অভিযোগ হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমি যে চিঠি[১] লিখি আপনার কাগজের আজকার সংখ্যায় আপনি সে বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন। সুবিচারের জন্য সম্ভবত আপনি এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলিতে দিবেন। আশঙ্কা হয়, আমার চিঠি ঠিক করিয়া পড়া হয় নাই। সে চিঠিতে আমি, নাটালে ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করি নাই। যে-ভারতীয়েরা সম্প্রতি ডেলাগোয়া বে-তে অবতরণ করে তাহারা নাটাল অভিমুখে আসিতেছে এই মর্মে যে বিবরণ, এবং অনুরূপ অন্যান্য যে-সকল বিবরণ, খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, অনাবশ্যক ত্রাস নিবারণ করার জন্য আমি কেবল সেগুলির প্রতিবাদ করিয়াছি। গত অধিবেশনের আইনে যাহাতে কেহ ফাঁকি না দেয় তাহা দেখিবার জন্য ইউরোপীয়দের সতর্ক থাকার যে অধিকার তাহা লইয়া আমি কোন প্রশ্ন তুলি নাই।

বরং আমি বলি যে যে-পর্যন্ত আইনটি সংবিধি-গ্রন্থে থাকিবে সে-পর্যন্ত দায়িত্বশীল ভারতীয়েরা, অনুগতভাবে আইনটি মানিয়া চলিতে, এবং কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সাধ্যমত সাহায্য করিতে চাহিবে।

আমি সবিনয়ে যে বিষয়ে আপত্তি করি তাহা হইল মিথ্যা গুজবের প্রচার এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এমন সব অনুমান করা যাহাতে উদ্বেগ সৃষ্টি করার এবং ইউরোপীয়দের মানসিক স্থৈর্যে ব্যাঘাত জন্মানোর সম্ভাবনা। আপনার মতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রাখিয়া আমি বলি যে যে-তদন্তের কথা আমি বলিয়াছি তাহা নিতান্তই আবশ্যক। সাধারণের সম্মুখে দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি রহিয়াছে। একটি হইল, সমবেতভাবে অভিবাসন-আইন ফাঁকি দিবার একটা চেষ্টা চলিতেছে, অন্য দিকে, বিবৃতিটির সম্পূর্ণ একটি অস্বীকৃতি রহিয়াছে। জনসাধারণ কোন বিবরণটি বিশ্বাস করিবে? কোন বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য এ বিষয়ে যদি প্রামাণিক কোন বিবৃতি থাকিত তবে কি সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থের পক্ষে ভাল হইত না?

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪০।

ভারতে আমি যাহা বলিয়াছি সে বিষয়ে আপনি আমার সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাপারটি যখন সাধারণের সম্মুখে ছিল তখন আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভারতীয়দের দিক হইতে আমি এমন কিছু বলি নাই যাহাতে আপত্তি করা যাইতে পারে। সেখানে আমি যে সকল বিবৃতি দিয়াছিলাম তাহার প্রত্যেকটি প্রমাণ করিতে আমি এখনও প্রস্তুত আছি। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টগুলির[১] বলিষ্ঠ ন্যায়বোধের প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকিত তবে আমি এখানে থাকিতাম না। আমি আগেও যেমন অন্যত্র বলিয়াছি এখানেও আবার তাহাই বলিতেছি যে সুবিচার ও ন্যায়ব্যবহারের প্রতি ব্রিটিশ জাতি যে-অনুরাগ তাহাই হইল ভারতীয়দের আশার প্রধান অবলম্বন।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

নাটাল মার্কারি, ১৭-১১-১৮৯৭

৬৩. ঔপনিবেশিক সচিবের চিঠির উত্তর

ডারবান,
নভেম্বর ১৮, ১৮৯৭

মাননীয় ঔপনিবেশিক সচিব
মরিজবার্গ

মহাশয়,

আপনার ১৬ই নভেম্বরের[২] চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। তাহাতে আপনি আমাকে জানাইয়াছেন, গভর্মেণ্ট কখনও বলেন নাই, কিংবা তাঁহাদের এরূপ ধারণা করার কোন কারণ নাই, যে নাটালে অভিবাসন সঙ্কোচন আইন

[১] এখানে সাম্রাজ্য-গভর্মেণ্ট ও নাটাল-গভর্মেণ্টের উল্লেখ করা হইয়াছে।

[২] চিঠিখানির মূলপাঠ নীচে দেওয়া হইল :

মরিজবার্গ,
নভেম্বর ১৬, ১৮৯৭

মহাশয়,

ডেলাগোয়া বে-র পথে ভারতীয়েরা কলোনিতে আসার চেষ্টা করিতেছে এই অভিযোগ সম্পর্কে খবরের কাগজে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে সেই বিষয়ে আপনার ১৩ই নভেম্বরের চিঠির সম্পর্কে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে গভর্মেণ্ট কখনও বলেন নাই, কিংবা তাঁহাদের এরূপ ধারণা করার কোন কারণ নাই, যে নাটালে অভিবাসন সঙ্কোচন আইন অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান আছে।

বশংবদ
সি. বার্ড,
প্রধান অবর সচিব (আণ্ডার সেক্রেটারি)

অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান আছে। চিঠিখানির জন্য আমি গভর্মেণ্টকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি আরও বলিতে চাই যে আইনটি ফাঁকি দিবার কোন চেষ্টার কথা যদি ভারতীয় সম্প্রদায়ের গোচরে আনা হয় তবে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যতখানি করা যায় তাহার সব কিছুই করিবেন। অনুমতি না লইয়াই এই চিঠিপত্রের নকল সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ১৭-১১-১৮৯৭

৬৪. ভারতীয়গণ ও অভিবাসন আইন

ডারবান,
নভেম্বর ১৯, ১৮৯৭

সম্পাদক
দি নাটাল মার্কারি

মহাশয়,

ডেলাগোয়া বে-র পথে ভারতীয়দের কলোনিতে আসার চেষ্টা করার অভিযোগ সম্বন্ধে খবরের কাগজে যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে সেই সম্পর্কে গভর্মেণ্ট ও আমার মধ্যে যে পত্র বিনিময়[১] হয় তাহার নকলগুলি প্রকাশের জন্য এইসঙ্গে পাঠাইতেছি।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

দি নাটাল মার্কারি, ২০-১১-১৮৯৭

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৪৩ ও পৃঃ ৩৪৬।

৬৫. এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁর নিকট চিঠি

৫৩এ, ফিল্ড্ স্ট্রীট,
ডারবান (নাটাল)
ডিসেম্বর ১৭, ১৮৯৭

শ্রীএফ্. এস্. তালেয়ার খাঁ
ব্যারিস্টার, জে. পি. ইত্যাদি
বোম্বাই

প্রিয় তালেয়ার খাঁ,

এই চিঠি আপনার সঙ্গে শ্রীএলেক্স্ ক্যামেরনের[১] পরিচয় করাইয়া দিবে। ইনি কোন সময়ে নাটালে **টাইম্স্ অব্ ইণ্ডিয়ার** সংবাদদাতা ছিলেন। যতদিন তিনি এখানে ছিলেন ততদিন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ইষ্টসাধনে যথাসাধ্য সব কিছু করিয়াছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য ভারতীয়দের যে প্রচেষ্টা তাহাতে যোগ দিবার জন্য তিনি এখন ভারতে যাইতেছেন। তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করা হইলে তাহা অতীব সমাদৃত হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
এম্. কে. গান্ধী

মূল হইতে; সৌজন্য : আর্. এফ্. এস্. তালেয়ার খাঁ

১ দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৭৩।

রচনাবলীর মূল পত্রপত্রিকাদি

বেঙ্গলি : এক সময়ে কলিকাতার প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ১৮৬৮ সালে সাপ্তাহিক হিসাবে আরম্ভ হয়। ১৮৭৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইহার ভার নেন এবং ১৯০০ সালে তিনি ইহাকে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার সম্পাদনা করেন।

বোম্বাই গেজেট : ১৭৯১ সালে স্বাধীন কাগজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীঘ্রই আধা-সরকারী মুখপত্র হইয়া দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক অফিসের দলিল-দস্তাবেজ : লণ্ডনের ঔপনিবেশিক অফিসের গ্রন্থাগারে অধিষ্ঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজকর্ম সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সরকারী দলিল-দস্তাবেজের বেশির ভাগই এগুলির অন্তর্গত।

ইংলিশম্যান : ১৮৩০-এ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র; তদানীন্তন ইউরোপীয় জনমতের প্রধান মুখপত্রগুলির অন্যতম।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, নিউ দিল্লী : গান্ধী-সাহিত্য ও গান্ধী-দলিল-সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১ পৃঃ ৩৩৭।

ভারত গভর্মেণ্টের দলিল-দস্তাবেজ, জাতীয় মহাফেজখানা, নিউ দিল্লী।

দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্মেণ্টের দলিল-দস্তাবেজ, প্রিটোরিয়া ও পিটারমরিজবার্গের জাতীয় মহাফেজখানা।

হিন্দু : প্রসিদ্ধ ভারতীয় সংবাদপত্র, মাদ্রাজ হইতে বাহির হয়; ১৮৭৮ সালে সাপ্তাহিক রূপে আরম্ভ করিয়া ১৮৮৩-তে ত্রি-সাপ্তাহিক হয় ও ১৮৮৯-এ দৈনিকরূপে চলিতে থাকে।

ইণ্ডিয়া : লণ্ডনে ভারতের জাতীয় মহাসভার ব্রিটিশ কমিটির মুখপত্র, উইলিয়ম ডিগবির সম্পাদনায় ১৮৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৮৯২ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে বাহির হইয়া ১৮৯২-এ মাসিকে পরিণত হয় এবং ১৮৯৮ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত সাপ্তাহিক হিসাবে চলে।

নাটাল এডভারটাইজার : দৈনিক সংবাদপত্র, ডারবান হইতে বাহির হয়।

নাটাল মার্কারি : দৈনিক সংবাদপত্র, ডারবান হইতে বাহির হয়।

বোম্বাই গভর্মেণ্টের দলিল-দস্তাবেজ : **পুলিসের সারসংকলন।**

সবরমতি সংগ্রহালয়, আমেদাবাদ : এই গ্রন্থাগারের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ও ভারতে গোড়ার দিককার সময়ের অনেক সংরক্ষিত দলিল আছে। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৩৭।

স্টেট্‌স্‌ম্যান : কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক, ১৮৭৫ হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে এবং ১৮৭৭ হইতে "১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত ও তাহাকে অঙ্গীভূত করিয়া প্রকাশিত" বলিয়া বাহির হয়।

টাইম্‌স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া : প্রসিদ্ধ ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, ১৮৬১ সাল হইতে চারটি সংযুক্ত কাগজের সহিত মিলিয়া এই নামে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঐ চারটি কাগজের মধ্যে বোম্বাই টাইম্‌স্‌ ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘটনাপঞ্জী

(১৮৯৬—১৮৯৭)

১৮৯৬

জ্বলাই ৪ : ৫ই জ্বন জাহাজে ডারবান ত্যাগ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতা পেঁছেন। এলাহাবাদের পথে বোম্বাই যাত্রা করেন। এলাহাবাদে ট্রেন ফেল করিয়া সেদিন সেখানে কাটান এবং পাইয়োনিয়রের সম্পাদক শ্রীচেস্‌নির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার, তিনি পরে লিখিয়াছিলেন. "এমন সকল ঘটনা-পরম্পরার ভিত্তি স্থাপন করে যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত নাটালে জনতার হাতে আমার প্রাণ যাওয়ার মত হইয়াছিল।"

জ্বলাই ৯ : রাজকোটে পেঁছেন। বোম্বাইয়ে প্লেগের আক্রমণ শ্বরু হইলে রাজকোটে স্বাস্থ্যপরিদর্শকদের কমিটিতে যোগদান করেন।

আগস্ট ১৪ : রাজকোটে সব্বজ প্বস্তিকা প্রকাশ করেন।

আগস্ট ১৭ : রাজকোট হইতে বোম্বাই রওনা হন।

আগস্ট ১৯ : বোম্বাইয়ে রানাড়ে, বদর্বদ্দিন তায়েবজী ও ফেরোজশা মেটার সঙ্গে দেখা করেন।

সেপ্টেম্বর ১১ : অস্বস্থ কুটুম্ব-ভ্রাতাকে লইয়া বোম্বাই হইতে রাজকোট রওনা হন। ইঁহার অন্তিম ম্বহূর্ত পর্যন্ত গান্ধীজী ইঁহার সেবা-শ্বশ্রূষা করেন।

সেপ্টেম্বর ১৪ : লণ্ডন হইতে ডারবানে রয়টারের তারবার্তায় সব্বজ প্বস্তিকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিবরণ বাহির হয়।

সেপ্টেম্বর ১৬ : নাটালের খবরের কাগজগ্বলিতে রয়টারের তারের চুম্বক দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া ডারবানের ইউরোপীয়েরা ইউরোপীয় সংরক্ষণ সমিতি গঠন করে।

সেপ্টেম্বর ২৬ : বোম্বাইযে ফেরোজশা মেটার সভাপতিত্বে অন্বষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন।

সেপ্টেম্বর ২৯ : বোম্বাইয়ের সভা. দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি যে দ্বর্ব্যবহার করা হয় তাহার বির্বদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং প্রতিকারের জন্য ভারত-সচিবের নিকট আবেদন করার সিদ্ধান্ত করে।

অক্টোবর ১১ : গান্ধীজী বোম্বাই হইতে প্বনার পথে মাদ্রাজ যাত্রা করেন।

অক্টোবর ১২ : এদিন প্বনায় থাকেন। গোখেল, লোকমান্য তিলক ও ডাঃ ভাণ্ডারকরের সঙ্গে দেখা করেন।

অক্টোবর ১৪ : মাদ্রাজে পৌঁছেন।

অক্টোবর ২৬ : মাদ্রাজের পচাইআপ্পা কলেজ-হলের জনসভায় ভাষণ দেন।

অক্টোবর ৩১ : নাগপুর হইয়া কলিকাতা পৌঁছেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও জনমতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন।

নভেম্বর ১২ : ফক্‌স্‌রাড্‌ (ট্রান্‌স্‌ভালের জাতীয় বিধান সভা) ভারতীয়দের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য করা দরকার এরূপ অনুমোদন করায় তাঁহাকে নাটালে ফিরিতে বলিয়া ডারবান হইতে দাদা আবদুল্লা যে তার করেন গান্ধীজী সেই তার পান।

নভেম্বর ১৩ : দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সমস্যার বিষয়ে ইংলিশম্যানে চিঠি পাঠান।

নভেম্বর ১৪ (১৫?) : বোম্বাই পৌঁছেন।

নভেম্বর ১৬ : পুনায় যান ও সার্বজনিক সভার দ্বারা আহূত জনসভায় বক্তৃতা দেন।

নভেম্বর ২০ : বোম্বাই ফিরিয়া যান।

নভেম্বর ২৬ : মেয়রের সভাপতিত্বে ডারবানের ইউরোপীয়দের জনসভায় এশিয়াবাসীদের অভিবাসনকে ধিক্কার দেওয়া হয়। গান্ধীজীর নামোল্লেখে শ্রোতৃবর্গ টিটকারি দেয়। ঔপনিবেশিক দেশভক্তদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা।

নভেম্বর ৩০ : নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভারতীয়দের বাস করিতে বাধ্য করিবার জন্য ট্রান্‌স্‌ভাল গভর্মেণ্টের সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতায় বড়লাটের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। স্ত্রী এবং দুই ছেলের সঙ্গে কোরল্যাণ্ড জাহাজে বোম্বাই হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হন।

ডিসেম্বর ১৮ : ভারতীয় যাত্রী লইয়া কোরল্যাণ্ড ও নাদেরি জাহাজ ডারবানে পৌঁছে।

ডিসেম্বর ১৯ : বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন জায়গায় প্লেগ হওয়ায় বোম্বাইকে সংক্রামক রোগাক্রান্ত বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়া নাটাল গভর্মেণ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। জাহাজগুলিকে পাঁচ দিনের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে ইহা বাড়াইয়া ১১ই জানুআরি পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়।

ডিসেম্বর ২৫ : বড়দিনের এক সমাবেশে জাহাজের নাবিকদের নিকট প্রতীচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে গান্ধীজী এক ভাষণ দেন। নাটালের সংবাদপত্রগুলি পরে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তিনি “নাটালে শ্বেতকায়দের অসংযত-ভাবে উত্তেজনাকর নিন্দা করেন” এবং “ভারতীয়দের দ্বারা নাটাল প্লাবিত করাইবার ইচ্ছা লইয়া” ইহা করেন।

ডিসেম্বর ২৯ : ভারতীয়দের অবতরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ডারবানের ইউরোপীয়েরা ৪ঠা জানুআরি সভা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করে। সংবাদপত্রগুলি "এশিয়াবাসীদের অভিযানের" কাহিনীতে ভরতি।

ডিসেম্বর ৩১ : গান্ধীজী কর্তৃক উপদিষ্ট, নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি, জি. পি. পিলের প্রস্তাবক্রমে, ভারতের জাতীয় মহাসভা, কলিকাতার অধিবেশনে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আইনগত অক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া, ও প্রতিকার-ব্যবস্থার জন্য গভর্মেণ্টের নিকট আবেদন জানাইয়া, এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

১৮৯৭

জানুআরি ২ : গান্ধীজী ও তাঁহার বন্ধুরা ডারবানে অবতরণ করার সময় তাঁহাদের "যথাযোগ্য অভ্যর্থনা" করার ব্যবস্থাগুলি সমর্থন করিয়া নাটাল এড্ভার্টাইজারে চিঠি বাহির হয়।

জানুআরি ১৩ : কোরল্যাণ্ড জাহাজে **নাটাল এড্ভার্টাইজারের** প্রতিনিধি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী বৈকাল ৫টায় অবতরণ করেন, ডারবান-জনতার কিছু লোক তাঁহাকে মারপিট করে, কিন্তু পুলিস-সুপারিনটেনডেণ্টের স্ত্রী শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার মাঝে আসিয়া পড়ায় গুরুতর ক্ষতি কিছু হয় না। পরে পারসী রুস্তমজীর বাড়িতে অবরুদ্ধ হন, পুলিস-সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীআলেকজাণ্ডার কৌশলে ভারতীয় কনস্টেবলের ছদ্মবেশে সাজাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

জানুআরি ১৪ : নাটাল গভর্মেণ্ট ঘটনাটি বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিবের গোচর করেন এবং মন্দ পরামর্শে অনুপযুক্ত সময়ে অবতরণ করার জন্য গান্ধীজীর উপর দোষারোপ করেন।

জানুআরি ২০ : এটর্নি জেনারেল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন গান্ধীজী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করাইতে অস্বীকার করেন এবং লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা হোক।

জানুআরি ২২ : যখন জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন তখন শ্রী ও শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার যে সাহায্য করেন তাহার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন ও উপহার পাঠান।

জানুআরি ২৮ : অবতরণের সময়কার ঘটনাবলী জানাইয়া দাদাভাই নওরোজি, হাণ্টার ও ভাওনগরীর কাছে তার পাঠান।

জানুআরি ২৯ : তারের সমর্থনে উঁহাদের নিকট সবিস্তারে চিঠি পাঠান।

ফেব্রুআরি ২, ৩, ৪ : ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য তহবিলে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইয়া সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে ইংরেজী ও কোন কোন ভারতীয় ভাষায় পরিপত্র প্রচার করেন।

ফেব্রুআরি ৬ : দুর্ভিক্ষে সাহায্যের সমর্থনের জন্য ডারবানের পাদরীদের নিকট আবেদন জানান।

মার্চ ২ : নাটালের মন্ত্রীগণ জানান যে গান্ধীজীর আঘাত গুরুতর নয় এবং "তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে শান্তিভঙ্গের জন্য আইনগত কোন উপায় অবলম্বন করা হয় নাই।"

মার্চ ১৫ : ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলন ও তাহার পরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট আবেদন সম্পূর্ণ করেন।

মার্চ ২৬ : নাটাল বিধানমণ্ডলের বিচারাধীন ভারতীয়-বিরোধী বিলগুলির বিরুদ্ধে তাঁহাদের নিকট আবেদন পেশ করেন।

এপ্রিল ৬ : শ্রীচেম্বারলেনের নিকট আবেদনের প্রতিলিপি সংলগ্ন করিয়া প্রভাবশালী ব্রিটিশ ও ভারতীয় বন্ধুদের নিকট চিঠি লেখেন।
শ্রীচেম্বারলেনের নিকট পাঠাইবার জন্য মূল আবেদন নাটালের গভর্নরকে দেওয়া হয়।
অবতরণকালীন ঘটনাবলীর সম্বন্ধে নাটাল গভর্মেণ্টের সঙ্গে যে পত্র-বিনিময় হয় তাহা সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেন।

এপ্রিল ১৩ : ভারতীয় অভিবাসন সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া খবরের কাগজে লেখেন।

মে ৭ : দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য নাটালের ভারতীয়গণ পা ১,৫৩৯-১-৯ সংগ্রহ করিয়াছে একথা কলিকাতার কেন্দ্রীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির চেয়ারম্যানকে জানান।

মে ১৮ : প্রিটোরিয়ায় ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কর্তৃক ১৮৮৫-র ৩ আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক মামলার ব্যয়বহনের পক্ষে লিখিত যুক্তি পেশ করেন।

জুন ৯ : সংক্রমণ-নিরোধন, ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স, অভিবাসন-সঙ্কোচন ও অচুক্তিবদ্ধ ভারতীযদের সংরক্ষণ, এই বিলগুলি বিধিবদ্ধকরণ সম্পর্কে হাণ্টারের নিকট তার পাঠান।

জুন ২২ : মহারানী ভিকটোরিয়ার হীরক জয়ন্তী দিবসে ভারতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন-উৎসবে বক্তৃতা দেন।

জুলাই ২ : চারিটি ভারতীয়-বিরোধী বিধান সম্বন্ধে শ্রীচেম্বারলেনের নিকট আবেদন করেন।

জুলাই ১০ : বৈষম্যমূলক আইনগুলি সম্পর্কে ব্রিটেন ও ভারতের জনহিতব্রতী ব্যক্তিদের নিকট সাধারণ চিঠি লেখেন।

সেপ্টেম্বর ১১ : নিষিদ্ধ অভিবাসী বলিয়া অভিযুক্ত ভারতীয়দের পক্ষসমর্থনে উপস্থিত হন এবং তাহাদের খালাস করেন।

সেপ্টেম্বর ১৪ : পারসী রুস্তমজীর বদান্যতায় ও ডাঃ বুথ-এর তত্ত্বাবধানে ডারবানে ভারতীয় হাসপাতাল খোলা হয়। এইখানে গান্ধীজী পরে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সহকারীরূপে দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া কাজ করেন।

সেপ্টেম্বর ১৮ : লণ্ডনে ঔপনিবেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে শ্রীচেম্বারলেনের ভাষণের ব্যঞ্জনার বিষয়ে দাদাভাই নওরোজি, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন্ এবং অন্যান্য অনেকের কাছে চিঠি লেখেন।

নভেম্বর ১৩ : অভিবাসন-আইন ভঙ্গ করার জন্য দলবদ্ধ প্রচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া **নাটাল মার্কারি** ও ঔপনিবেশিক সচিবকে চিঠি লেখেন।

নভেম্বর ১৫ : ঐ বিষয়ে **নাটাল মার্কারিকে** চিঠি লেখেন।

নভেম্বর ১৮ : ঐ বিষয়ে ঔপনিবেশিক সচিবকে চিঠি লেখেন।

ডিসেম্বর ৯ : খ্রীস্টান মিশনের এক সভায় যোগ দেন এবং জনৈক পারসী দাতার (রুস্তমজী?) নিকট হইতে একটি ট্যাঙ্ক দানের কথা ঘোষণা করেন।

মন্তব্য

আরকোনাম : সাদার্ন রেলওয়ের একটি জংশন।

আসানসোল : ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি জংশন, কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে।

ব্যানার্জি, স্যার সুরেন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৯২৫) : বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭১।

ভাণ্ডারকর, ডাঃ আর. জি. (১৮৩৭-১৯২৫) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; বড়লাটের বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য, ১৯০৩; বোম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য, ১৯০৪-৮; হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সংস্কার-আন্দোলনের নেতা।

ভাওনগরী, স্যার মাঞ্চেরজী মেরওয়ানজী (১৮৫১-১৯৩৩) : ভারতীয় পারসী ব্যারিস্টার, ইংলণ্ডে বাস করেন। ইউনিয়নিস্ট দলের টিকিটে নির্বাচিত হইয়া দশ বৎসরেরও অধিককাল পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে ও ভারতের জাতীয় মহাসভার লণ্ডনের ব্রিটিশ কমিটির সভ্যরূপে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে ইংলণ্ডের জনমত প্রবুদ্ধ করার কাজে, তিনি প্রভূত সাহায্য করেন।

বিন্‌স্, স্যর হেনরি (১৮৩৭-১৮৯৯) : প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও নাটালের মুখ্যমন্ত্রী। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭১।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন : "সর্বপ্রকার ন্যায্য ও আইনানুমোদিত উপায়ে জনস্বার্থের অনুকূল প্রচার ও উন্নতিবিধানের জন্য", ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত।

ভারত জাতীয় মহাসভার লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ কমিটি : স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন্‌কে সভাপতি করিয়া এবং মূল সদস্যদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজি, ডব্লিউ. এস্. কেইন ও জে. ই. এলিস্‌কে লইয়া ১৮৮৯ সালে গঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল, "ইংরেজ শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে এত অধিক পরিমাণে রাজনীতিক ক্ষমতা আসিয়া পড়ায়, ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে-কর্তব্য আছে সে বিষয়ে তাহাদের বোধ জাগ্রত করা।"

চেম্বারলেন, জোসেফ (১৮৩৬-১৯১৪) : ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সচিব, ১৮৯৫-১৯০২। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৯।

চার্লস্‌টাউন : নাটালের শহর। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৯।

দাদাভাই নওরোজি (১৮২৫-১৯১৭) : অগ্রগামী ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ, প্রায়ই বলা হয় "ভারতের মহিমময় বৃদ্ধ।" ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬ সালে তিনবার কংগ্রেস-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; ১৮৯৩ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হন, এবং লন্ডনে, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।

ডার্বি, আর্ল, (১৮২৬-১৮৯৩) : ব্রিটিশ লর্ড যিনি বিলাতের ভারতসচিবরূপে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট ভারতের শাসন হস্তান্তরিত করার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত তিনি বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিব ছিলেন।

ডান্ডি : নাটালের শহর। দ্রষ্টব্য খন্ড ১, পৃঃ ৩৬৯।

ইস্ট লন্ডন : কেপ কলোনির শহর। দ্রষ্টব্য খন্ড ১, পৃঃ ৩৬৭।

এলিজাবেথের আমলের একাধিকারগুলি : দেশের পক্ষে শ্রমশিল্পের মূল্যের প্রশস্ত বিবেচনার উপর ভিত্তিসম্পন্ন এই একাধিকারগুলির কাজ ছিল বিনা সুদে সরকারী ঋণদান এবং শ্রমশিল্পমূলক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমুদয় উৎপন্নের অগ্রক্রয় বা ক্রয়ের অধিকার ইজারা দেওয়া এবং সরকারী সনদপ্রাপ্ত লোকেরা এগুলির পরিচালনা করিত। এলিজাবেথের আমলের ইংলন্ড এই কর্মনীতি অনুসরণ করিত।

এস্‌কোম্ব্, স্যর হ্যারি (১৮৩৮-৯৯) : খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও নাটালের মুখ্যমন্ত্রী। দ্রষ্টব্য খন্ড ১. পৃঃ ৩৬৮।

ইস্ট্‌কোর্ট : নাটালের শহর। দ্রষ্টব্য খন্ড ১, পৃঃ ৩৬৮।

গোখেল, গোপাল কৃষ্ণ (১৮৬৬-১৯১৫) : বিখ্যাত ভারতীয় নেতা ও রাজনীতিজ্ঞ; গণিতশাস্ত্র, ইংরেজী ও অর্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে ডেকান এডুকেশন সোসাইটির ফারগুসন কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; ১৮৯০-এ রাজনীতিতে ঢোকেন, ভারতের রাজস্ব লইয়া যে ওয়েল্‌বি কমিশন বসে ১৮৯৬ সালে সেই কমিশনের সম্মুখে হাজির হন; ১৮৯৯ সালে বোম্বাই বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন; সার্ভেন্ট অব্‌ ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৫ সালে ভারতের জাতীয় মহাসভার বারাণসী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; ১৯০২ হইতে ১৯১৫ পর্যন্ত বড়লাটের বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন, শিক্ষা ব্যাপারে খুব যত্ন লইতেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উদ্‌যোক্তা ছিলেন; সরকারী চাকরি সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশনে কাজ করেন; দক্ষিণ আফ্রিকার চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করেন এবং গান্ধীজীর আমন্ত্রণে, ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শন করেন।

হাণ্টার, স্যর উইলিয়ম উইল্‌সন্‌ (১৮৪০—১৯০০) : ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বিশিষ্ট ব্যক্তি, লেখক ও ভারতীয় বিষয়ে প্রামাণিক ব্যক্তি। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭৩-৪।

জেম্‌সন হামলা : যাহা শেষ পর্যন্ত ঘটে নাই সেই পরিকল্পিত উইট্‌ল্যাণ্ডার বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানির পরিচালক ডাঃ জেম্‌সন, ১৮৯৫-এর ডিসেম্বর মাসে, কেপ কলোনি হইতে যে নিষ্ফল প্রচেষ্টার পরিচালনা করেন। এই হামলা ও ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ইহা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করিতে অক্ষমতা, বুওর যুদ্ধ ঘটার কারণ-গুলির মধ্যে অন্যতম।

কাথিয়াওয়াড় : সৌরাষ্ট্র, এখন বোম্বাই রাজ্যের অংশ। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৮।

নাট্‌স্‌ফোর্ড, লর্ড : বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিব, (১৮৮৭-৯২)।

ক্রান্‌ত্‌স্‌ক্লুফ্‌ : ডারবান হইতে ২৩ মাইল দূরের একটি রেল-স্টেশন।

লেডিস্মিথ : নাটালের তৃতীয় বৃহত্তম শহর, ডারবান হইতে ২০৩ মাইল দূরে।

লণ্ডন কন্‌ভেন্‌সন্‌ : ট্রান্‌স্‌ভালের প্রজাদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে, ১৮৮৪ সালে, বুওর ও ব্রিটিশদের মধ্যে চুক্তি।

মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড : ১৮৭৭ সালে ত্রি-সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ সালে ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে এনি বেসাণ্ট ইহার স্বত্বলাভ করেন এবং ইহার নাম বদলাইয়া **নিউ ইণ্ডিয়া** রাখেন।

মাদ্রাজ টাইম্‌স্‌ : মাদ্রাজের সংবাদপত্র, ১৮৫৮ সালে ইহা বর্তমান ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ মহাজন সভা : মাদ্রাজের নাগরিকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত।

মালাবস যুদ্ধ : মালাবাস আদিজাতিকে বশে আনার জন্য, ১৮৯৪ সালে উত্তর ট্রান্‌স্‌ভালে, ট্রান্‌স্‌ভাল-সামরিক-অভিযান। জাতির প্রধানের নাম হইতে এই আদিজাতির নামকরণ হয়।

মাসোনাল্যাণ্ড : দক্ষিণ রোডেসিয়ার একটি বিভাগ, এখানে সোনা পাওয়া যায়।

মাটাবেলেল্যাণ্ড : দক্ষিণ রোডেসিয়ার আর একটি বিভাগ যেখানে সোনা পাওয়া যায়, মাটাবেলে আদিজাতিদের দেশ।

মেটা, স্যর ফেরোজশা (১৮৪৫—১৯১৫) : ভারতের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা। দ্রষ্টব্য খণ্ড. ১, পৃঃ ৩৭২।

মেলমথ : জুলুল্যাণ্ডের একটি বিভাগ ও টাউনশিপ।

নাগপুর : আগেকার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, ইহার কিছু অংশ এখন বোম্বাই রাজ্যে যুক্ত হইয়াছে।

রাজকোট : সৌরাষ্ট্রে পূর্বতন রাজাদের রাজ্য; গান্ধীদের অনেককাল আগেকার বাড়ি।

রানাড়ে, মহাদেব গোবিন্দ (১৮৪২—১৯০১) : বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা, সমাজ-সংস্কারক ও গ্রন্থকার; বিচারবিভাগের অনেক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, শেষে বোম্বাই মহাধর্মাধিকরণের বিচারক হন। বোম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য (১৮৮৫—৯৩); এই সময়কার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন; ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন; পুনার সার্বজনিক সভার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন এবং ১৮৯৫ পর্যন্ত ইহার জন্য কাজ করেন। ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম।

রবিন্‌সন্‌, স্যর হারকিউলিস্‌ (১৮২৪—১৮৯৭) : দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার, ১৮৮০-১৮৮৯; ১৮৮৪-র লণ্ডন কনভেনসনের শর্তাবলী তৈরি করায় এবং ১৮৮৫-তে বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বুওর-বিদ্রোহ দমন করায় অংশ গ্রহণ করেন; ১৮৮৯-এ অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৬-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার তাঁহাকে কাজে ডাকিয়া আনা হয়।

রুস্তমজী, পারসী : নাটালের প্রধান ভারতীয় ব্যবসায়ী। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭৩।

সার্বজনিক সভা, পুনা : ১৮৭০-এ রানাড়ে ও গণেশ বাসুদেব জোশী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে ভারতে ইহা একটি গুরুত্বসম্পন্ন রাজনীতিক সমিতি ছিল।

তিলক, বাল গঙ্গাধর (১৮৫৬—১৯২০) : মহান ভারতীয় রাজনীতিক নেতা, পণ্ডিত ও লেখক, সাধারণে "লোকমান্য", অর্থাৎ লোকে যাহাকে মান্য করে, বলিয়া খ্যাত; পুনার ডেকান এডুকেশন সোসাইটি এবং প্রভাবশালী সংবাদপত্র **কেশরী** ও **মারাঠার** প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম; কেশরীতে গভর্মেণ্টের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখার জন্য ছয় বৎসরের নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন; ভারত জাতীয় মহাসভায় "চরমপন্থী" দলের নেতা ছিলেন, এবং সুরাটে "নরমপন্থী"দের সঙ্গে ভাঙ্গাভাঙ্গি হওয়ার পর ১৯১৬ সালে আবার জাতীয় মহাসভায় যোগদান করেন; হোম রুল লীগের প্রতিষ্ঠা করেন এবং লক্ষ্ণৌয়ের হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সম্পাদনে গুরুত্বসম্পন্ন অংশ গ্রহণ করেন; ১৯১৯ সালের ভারত-গভর্মেণ্ট আইনে ভারতবাসীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনমতকে অবহিত করার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের অন্যতম হিসাবে ইংলণ্ড পরিদর্শন

করেন; গীতারহস্য, ওরায়ন এবং আর্কটিক হোম ইন দি বেদজ্ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা।

ফল্ক্স্রাস্ট্ : নাটালের শহর দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭২।

ভ্রাইহাইড্ : একটি জেলা, আগে উত্তর-পশ্চিম জুলুল্যাণ্ডের মধ্যে ছিল, পরে ট্রান্স্ভালের সহিত যুক্ত হয়। শহরটি ডাণ্ডি হইতে রেলপথের উপরে।

ওয়াচা, স্যর দিনশ এদুলজি (১৮৪৪—১৯৩৬) : বিখ্যাত ভারতীয় পারসী রাজনীতিক, আরম্ভ হইতে ভারত জাতীয় মহাসভার সহিত যুক্ত ছিলেন, ইহার কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; আর্থিক বিষয়ে প্রামাণিক ব্যক্তি; পরে বড়লাটের বিধান পরিষদে মনোনীত সদস্য ছিলেন।

ওয়াধোয়ান : রাজকোট হইতে বোম্বাইয়ের পথে কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত রেলের জংশন।

ওয়েডারবার্ন্, স্যর উইলিয়ম : ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বিশিষ্ট ব্যক্তি, পরে ভারত জাতীয় মহাসভার সহিত যুক্ত হন। দ্রষ্টব্য খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৮।

বাঙলা নয় এমন শব্দের অর্থ

ভাঙ্গি — ঝাড়ুদার।

আরভেন — দক্ষিণ আফ্রিকার টাউনশিপে ডাংগা জমি।

ঘাটি — পূর্বকালে পশ্চিম ঘাটের বাসিন্দা বুঝাইত; বোম্বাই ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন জায়গার শ্রমিক বা পারিবারিক ভৃত্য।

কাফ্রি — দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতির লোক; সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

ল্যান্ড্‌ড্রস্‌ট্‌ — দক্ষিণ আফ্রিকার বিচারক; পরিদর্শক বা কর্মকর্তাও।

মেমন — কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রধান অংশগুলির অন্যতম।

পাংখা কুলি — নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য, আগে ভারতে আফিস, ক্লাব ও অন্যান্য স্থানে নিযুক্ত হইত। ইহারা ছাদের সংগে আবদ্ধ টানা-পাখা টানিত।

জাম্বক — গণ্ডারের চামড়ায় তৈরি চাবুকের দক্ষিণ আফ্রিকার নাম।

উইট্‌ল্যান্ডার্‌স্‌ — যে সকল শ্বেতকায় বিদেশী, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ প্রজা, বসবাসের জন্য ট্রান্‌স্‌ভালে গিয়াছে, তাহাদের বুঝাইবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার (ওলন্দাজ) শব্দ।

ফক্‌স্‌রাড্‌ — (কখনও কখনও সংক্ষেপে রাড্‌ও বলা হয়) ট্রান্‌স্‌ভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের জাতীয় বিধান সভা বুঝাইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় (ওলন্দাজ) এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

শব্দসূচি